আরবি শিক্ষণ

BMED 1443

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

অধ্যাপক সুফিয়া বেগম
ডিন
স্কুল অব এডুকেশন

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আরবি শিক্ষণ

BMED 1443

রচনা
ড. মো: আনোয়ারুল কবির
মাহ্মুদুল হক
ড. মো: নুরুল্লাহ
ড. মো: মোসলেহ উদ্দিন
কাজী মো: শাহ্ আলমগীর

মূল্যায়নে
ড. মো: আমির হোসেন সরকার

সম্পাদনায়
সাইফুল ইসলাম
রেজাউল হক

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আরবি শিক্ষণ

কোর্স কোড: BMED 1443

ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন (বিএমএড) প্রোগ্রাম

প্রকাশকাল

প্রথম মুদ্রণ: জানুয়ারি, ২০২৩

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস
মহিবুল ইসলাম

কভার গ্রাফিক্স
আব্দুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ ও ডিটিপি
মো: জাকির হোসেন

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN: 978-984-34-0110-6

প্রকাশনায়

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর- ১৭০৫।

মুদ্রণে

বাংলা বাজার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
৫৩/১ নর্থ ব্রুক হল রোড
বাংলা বাজার, ঢাকা।

কোর্সবই অনুসরণ করার কার্যকর পরামর্শ

প্রিয় শিক্ষার্থী

উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিএমএড প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য স্কুল অব এডুকেশন আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। **"আরবি শিক্ষণ"** কোর্স বইটি বিএমএড প্রোগ্রামের একটি আবশ্যিক কোর্স। এ কোর্স বইটির পাঠ্য বিষয়বস্তুকে আমরা দশটি ইউনিটে ভাগ করেছি। ইউনিটগুলোর এ বিভাজন সত্ত্বেও ভাবগত ঐক্য বর্তমান।

মডি্যউলটির মুদ্রিত এবং অনলাইন– এ দু-ধরনের ভার্সন রয়েছে। আপনার প্রয়োজনমত তা ব্যবহার করতে পারবেন।

BMED 1443 কোর্সবই পাঠ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে আপনার করণীয় কী?

- স্বশিখন পদ্ধতির মূল কথাই হল নিজে নিজে পড়ে শেখা এবং নিজের চেষ্টায় শেখা। অন্য কথায় এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। বস্তুত এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই **স্কুল অব এডুকেশন**-এর বিভিন্ন কোর্স বইগুলো রচিত। এতে ভাবগত ঐক্য রক্ষা করে পাঠের বিষয়বস্তুকে কতগুলো ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। আবার ইউনিটগুলোকে কতগুলো পাঠে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠ প্রাথমিকভাবে একবার পড়তে আপনার ৪৫ মিনিট সময় লাগবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এ পাঠগুলো আপনি বাড়ি বা কর্মক্ষেত্রে বা যে কোন সুবিধাজনক স্থানে সুবিধাজনক সময়ে নিজস্ব গতিতে পড়তে পারবেন। আবার প্রতিটি ইউনিটের শেষে আপনি নিজেই নিজের পাঠ অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে পারবেন। এ জন্য পাঠের শেষে পাঠোত্তর প্রশ্নমালা এবং ইউনিটের শেষে রয়েছে চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রশ্নমালা।

বিশেষ নির্দেশনা

- মডি্যউলটির মুদ্রিত কপি আপনার হাতের কাছে না থাকলেও সমস্যা নেই।
- আপনার হাতে থাকা স্মার্ট ফোনটির মাধ্যমে বাউবির ওয়েবসাইট www.ebookbou.ac.bd এ ক্লিক করে বিএমএড প্রোগ্রামের বইগুলোর তালিকা থেকে এ বইটি সিলেক্ট ও ওপেন করেও আপনি এটি পড়তে পারেন।
- প্রয়োজনে বইটি ডাউনলোড করে রেখে দিন এবং পরবর্তিতে সময়মতো তা পড়তে পারেন।

মডি্যউলটি পড়ার সময় কি কি কাজের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে?

- ☐ পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে নিজে করুন। আপনার উত্তরগুলো সঠিক হল কি না, তা পাঠের শেষে দেওয়া "সঠিক উত্তর" দেখে যাচাই করে নিন।
- ☐ পাঠোত্তর মূল্যায়নের সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক হলে পরবর্তি পাঠে এগিয়ে যান।
- ☐ আপনার উত্তরগুলো সঠিক না হলে পাঠগুলো পুনরায় পড়ুন। পড়া শেষ হলে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর করুন। উত্তর সঠিক হলে পর পর পাঠে এগিয়ে যান।
- ☐ কোন পাঠে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে সে পাঠের নির্দিষ্ট অংশ পুনরায় পড়ুন। এভাবে প্রতিটি ইউনিটের পাঠগুলো শেষ করুন।

মডি্যউলটিতে যে সমস্ত নির্দেশনামূলক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হল:

পাঠের উদ্দেশ্য   স্বপঠন   পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নমালা   **সঠিক উত্তর**

- **পাঠ-সহায়ক কর্মসূচি**
  - ☐ এ স্বশিখন মডি্যউলটি ছাড়াও বিএমএড প্রোগ্রামের স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য প্রতি মাসে (১ম ও ২য় অথবা ৩য় ও ৪র্থ শুক্রবার) দুইটি টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এসব ক্লাসে যোগ দিয়ে আপনি বইটি পড়তে গিয়ে কোন সমস্যায় পড়লে কোর্স টিউটরের কাছ থেকে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারেন।
  - ☐ এছাড়া স্কুল অব এডুকেশন রেডিও ও টিভিতে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার আপনার জন্য পাঠ্য বিষয়বস্তু ভিত্তিক ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আপনি নির্ধারিত সময়ে ঘরে বসে এসব ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ: পাঠ্যপুস্তকটিতে কুরআন ও হাদিসের আরবি টেক্সট আছে। যার অর্থ ও রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। কম্পিউটার কম্পোজ বিভ্রাটের কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। এছাড়াও কোথাও কোনো তথ্য-তত্ত্ব, বানান ও বাক্য বিন্যাসে অসঙ্গতি থাকলে পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধন করে দেয়া হবে ইন্শাআল্লাহ।

সূচিপত্র

ইউনিট		বিবরণ	পৃষ্ঠা
ইউনিট ১	:	**দাখিল স্তরের শিক্ষাক্রমে আরবি**	**১**
পাঠ ১.১	:	দাখিল শিক্ষাক্রমে আরবি শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য	২
পাঠ ১.২	:	দাখিল শিক্ষাক্রমে আরবি শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও বিষয়বস্তু	৬
পাঠ ১.৩	:	দাখিল শিক্ষাক্রমে আরবি শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক	১৫
পাঠ ১.৪	:	আরবি শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিষয় দক্ষতা, পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধ	১৯
ইউনিট ২	:	**আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিখনের বিবেচ্য দিকসমূহ**	**২৩**
পাঠ ২.১	:	আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	২৪
পাঠ ২.২	:	আরবি ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	২৯
পাঠ ২.৩	:	ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষার প্রভাব	৩৪
পাঠ ২.৪	:	অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরবি ভাষার প্রভাব	৩৮
পাঠ ২.৫	:	বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চাঃ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	৪১
পাঠ ২.৬	:	আরবি ভাষা শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান	৪৬
পাঠ ২.৭	:	আরবি ভাষার উন্নয়নে আল-কুরআন ও আল-হাদিসের প্রভাব	৫২
পাঠ ২.৮	:	অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে আরবি ভাষার সম্পর্ক	৫৮
পাঠ ২.৯	:	আরবি ভাষার উচ্চারণ রীতি ও লাহ্জাহ	৬৫
ইউনিট ৩	:	**আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের পাঠদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল**	**৬৯**
পাঠ ৩.১	:	আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের সনাতন পদ্ধতি: বক্তৃতা	৭০
পাঠ ৩.২	:	আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও প্রদর্শন, আরোহী ও অবরোহী, গাঠনিক প্রভৃতি	৭৪
পাঠ ৩.৩	:	ভূমিকানাভিনয়, মাথা খাটানো, সমস্যা সমাধান, একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলীয় কাজ	৮৪
পাঠ ৩.৪	:	তালিকা প্রণয়ন, পোস্ট বক্স, জিগসো ও অন্যান্য পদ্ধতি	৯৩
পাঠ ৩.৫	:	আরবি গদ্য (নাসর/প্রবন্ধ/নিবন্ধ) বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান পদ্ধতি	৯৮
পাঠ ৩.৬	:	আরবি কবিতা (কাছিদা/নাশিদ/শের) বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি	১০২
পাঠ ৩.৭	:	আরবি ডায়ালগ (নাটক) বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি	১০৭
ইউনিট ৪	:	**আরবি ভাষার দক্ষতা শিক্ষাদান পদ্ধতি**	**১১১**
পাঠ ৪.১	:	শিখন ফল: শুনা, বলা, পড়া ও লেখা	১১২
পাঠ ৪.২	:	কথন দক্ষতা	১১৫
পাঠ ৪.৩	:	পঠন দক্ষতা	১১৮
পাঠ ৪.৪	:	লিখন দক্ষতা (مهارة الكتابة) বা লেখালেখির মাধ্যমে আরবি ভাষার নৈপুণ্য অর্জন	১২১
পাঠ ৪.৫	:	আরবি উচ্চারণ শিক্ষণ পদ্ধতি	১২৫
পাঠ ৪.৬	:	আরবি শিক্ষণ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	১২৮
পাঠ ৪.৭	:	নমুনা পাঠ	১৩২
ইউনিট ৫	:	**আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে শিক্ষা উপকরণ**	**১৩৫**
পাঠ ৫.১	:	আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার	১৩৬
পাঠ ৫.২	:	শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন: বিবেচ্য বিষয়সমূহ	১৪০

পাঠ ৫.৩	:	শিক্ষা উপকরণ তৈরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	১৪৩
পাঠ ৫.৪	:	শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ	১৪৬
ইউনিট ৬	:	**শিক্ষার্থীর আরবি ভাষার কাওয়ায়েদ (নাহু ও ছরফ)-এ পারদর্শিতা উন্নয়ন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল**	**১৪৯**
পাঠ ৬.১	:	ইলমে সরফ	১৫০
পাঠ ৬.২	:	ইলমে সরফ শিক্ষাদানের অনুসরণীয় সাধারণ কৌশলসমূহ	১৫২
পাঠ ৬.৩	:	ইলমে নাহুর বিশ্লেষন: ইলমে নাহু শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি	১৫৬
পাঠ ৬.৪	:	নাহু শিক্ষণ-শিখনের পদ্ধতি ও অনুশীলন	১৬২
ইউনিট ৭	:	**আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা**	**১৬৫**
পাঠ ৭.১	:	শিখনফলের ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল	১৬৬
পাঠ ৭.২	:	পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা	১৭০
পাঠ ৭.৩	:	পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল	১৭৩
পাঠ ৭.৪	:	পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	১৭৮
ইউনিট ৮	:	**আরবি ভাষা ও সাহিত্য পাঠদানে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা ও শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন**	**১৮১**
পাঠ ৮.১	:	আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা	১৮২
পাঠ ৮.২	:	আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা	১৮৮
পাঠ ৮.৩	:	অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আরবি ভাষা ও সাহিত্য শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা	১৯৫
পাঠ ৮.৪	:	শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন কৌশল	২০৩
পাঠ ৮.৫	:	আত্ম-উন্নয়ন কৌশল হিসেবে প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন	২১১
পাঠ ৮.৬	:	শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন ও সুপাঠাভ্যাস গঠন	২১৬
ইউনিট ৯	:	**অগ্রগতি ও পারদর্শিতার মূল্যায়ন**	**২২৫**
পাঠ ৯.১	:	আরবি ভাষা শিক্ষণে কোনো কোনো দিকের মূল্যায়ন দরকার	২২৬
পাঠ ৯.২	:	ভাষার চারটি দক্ষতার মূল্যায়ন	২৩২
পাঠ ৯.৩	:	কাওয়ায়েদুল লুগা-এর বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন	২৩৫
পাঠ ৯.৪	:	আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাই-এর ভূমিকা: আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যযাচাই	২৩৯
পাঠ ৯.৫	:	আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র সতীর্থ পর্যালোচনা, অনুশিক্ষণ, ছদ্মশিক্ষণ এবং ফলাবর্তন-এর মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজের পরীক্ষাকরণ	২৪৪
পাঠ ৯.৬	:	আরবি শিক্ষণে মাদরাসাভিত্তিক মূল্যযাচাই (MBA)	২৪৯
ইউনিট ১০	:	**আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটানোর উপায়**	**২৫৩**
পাঠ ১০.১	:	আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরি করা	২৫৪
পাঠ ১০.২	:	আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	২৬২
পাঠ ১০.৩	:	প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার	২৬৭
পাঠ ১০.৪	:	শিখন সফলতার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ	২৭৫
পাঠ ১০.৫	:	সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা করা	২৮১
		সহায়ক গ্রন্থাবলী	**৫৮৭**

ইউনিট ১: দাখিল স্তরের শিক্ষাক্রমে আরবি

ভূমিকা

যে কোনো কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে-এর সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর। শিক্ষা কার্যক্রমের এরূপ পরিকল্পনাই শিক্ষাক্রম। এটি শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান। কোনো নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সুবিন্যস্ত পরিকল্পনাই হলো শিক্ষাক্রম। কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষা স্তরে কী শিক্ষা দেওয়া হবে, কে শিক্ষা দিবেন, কখন ও কীভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং কীভাবে শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে তার পরিপূর্ণ গাইড লাইন শিক্ষাক্রমে থাকবে। শিক্ষাক্রম বলে দেয়, শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিখনফল, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও লেখক নির্দেশনাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা। রাষ্ট্রীয় আদর্শ, জাতীয় লক্ষ্য, সমকালীন জীবনের চাহিদা, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্যকে সমন্বয় করে সমাজ, দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম প্রণীত বা পরিমার্জিত হয়। বস্তুত, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশের আর্থ সামাজিক ক্রমবিকাশের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত শিখন চাহিদার আলোকে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও নবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী রাখা প্রয়োজন। আবার যখন পুরনো শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে সময়ের চাহিদাপূরণ সম্ভব হয় না, তখন নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন আবশ্যক হয়ে পড়ে। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের এ প্রক্রিয়া জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকেই হয়ে থাকে। কাজেই জাতীয় শিক্ষানীতি– ২০১০-এর আলোকেই প্রণীত হয়েছে– ২০১২ সালের দাখিল স্তরের আরবি শিক্ষাক্রম। এ শিক্ষাক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা আরবি শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য। এ ইউনিটে নিম্নে বর্ণিত ৪টি পাঠের মাধ্যমে দাখিল স্তরের আরবি শিক্ষাক্রমের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

পাঠ ১.১	:	দাখিল শিক্ষাক্রমে আরবি শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ ১.২	:	দাখিল শিক্ষাক্রমে আরবি শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও বিষয়বস্তু
পাঠ ১.৩	:	দাখিল শিক্ষাক্রমে আরবি শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক
পাঠ ১.৪	:	আরবি শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিষয় দক্ষতা, পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধ

পাঠ ১.১: দাখিল শিক্ষাক্রমে আরবি শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা অতি প্রাচীন। এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও হাদিস। আর কুরআন ও হাদিসের ভাষা আরবি। তাই কুরআন ও হাদিস বুঝার জন্য এবং আরব দেশসমূহের সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগের জন্য আরবি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষা। আরবি জাতিসংঘের ৬টি অফিসিয়াল ভাষার মধ্যে একটি। এটি বিশ্ব মুসলিমের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। তাছাড়া ২২টি আরব দেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে আরবি ভাষার চর্চা চলছে। তাই এটি আর্জাতিক ভাষা হিসেবেও বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা ধারায় সুপ্রাচীনকাল থেকেই আরবি বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত আছে এবং এ ধারার শিক্ষার্থীরা আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান চর্চা করে আসছে। কিন্তু মাদরাসা শিক্ষার জন্য যুগোপযোগী ও মানসম্মত শিক্ষাক্রমের অনুপস্থিতির কারণে এ ধারার শিক্ষার্থীরা কুরআন হাদিসের জ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও আরবি ভাষায় দক্ষতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হচ্ছিল। তাই জাতীয় শিক্ষানীতি– ২০১০-এর আলোকে মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমে উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন আধুনিক কর্মক্ষম জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে– ২০১২ সালে দাখিল স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। এতে আরবি ভাষা ও সাহিত্যকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভূক্ত করে আরবি বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়। আরবি শিক্ষাক্রমে তাওহিদ, রিসালাত, আখলাক, নৈতিকতা, দেশপ্রেম, শিষ্টাচার, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, ধর্মীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবোধ তৈরির সাথে সাথে আরবি ভাষায় যোগযোগ দক্ষতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দাখিল শিক্ষাক্রমে আরবি শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- আরবি শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্য করতে পারবেন।

দাখিল শিক্ষাক্রমে আরবি শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য

মাদরাসার শিক্ষার্থীরা এবতেদায়ী স্তর থেকেই আরবি ভাষার পাঠ গ্রহণ করে। এ স্তরে তারা আরবি ভাষার উপর সম্যক ধারণা লাভ করে। দাখিল স্তরে তাদের আরবি ভাষার উপর দক্ষতা আরও বিকশিত হয়। দাখিল স্তরের বর্তমান শিক্ষাক্রমে নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো স্থির করা হয়েছে।

সাধারণ উদ্দেশ্য

দাখিল স্তরে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়টি অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক জীবনে যতটুকু আরবি ভাষা প্রয়োজন, তা জানবে। বয়স ও স্তর অনুযায়ী আরবি শুনে বুঝবে, বলতে পারবে এবং পড়তে ও লিখতে সক্ষম হবে। আরবি ভাষা শিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে ও আগ্রহী হবে। ভাষাগত এই দক্ষতা অর্জনসহ তারা কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে আগ্রহী হবে। তাছাড়া আরবি গল্প, কবিতা ও কথোপকথনের বিষয় থেকে সৎ গুণে গুণান্বিত হতে উৎসাহিত হবে। তারা আরবি ভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণে প্রত্যয়দীপ্ত হবে, যা তাদেরকে কুরআন ও হাদিস অনুধাবনসহ আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনে এবং আরব দেশসমূহের সাথে যোগাযোগ ও কর্ম-সম্পাদনের মাধ্যমে নিজের এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে সক্ষম করে তুলবে।

নিচের ছকটি পূরণ করুন–

আরবি শিক্ষাক্রম প্রণয়নে কোন কোন দিক বিবেচনা করা হয়েছে?	
আরবি শিক্ষার পাঠ কখন থেকে শুরু হয়?	
দাখিল স্তরের শিক্ষার্থীরা আরবি ভাষার কোন কোন দক্ষতা অর্জন করবে?	

স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্য

- আরবি ভাষা শুনে বুঝতে সক্ষম হবে।
- শ্রেণির উপযুক্ততাভেদে আরবি ভাষায় কথা বলে পরস্পর যোগাযোগ করার পদ্ধতি জানতে পারবে।
- সহজ ভাষায় দৈনন্দিন বিষয়ে লিখিত বিভিন্ন বিষয় পড়ে তা অনুধাবন করতে পারবে।
- ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয় সহজভাবে আরবি ভাষায় লিখিত আকারে প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে।
- পঠিত বিষয়ের মর্ম অনুধাবন করতে পারবে।
- সুষ্ঠু বাক্য বিন্যাসের ক্ষমতা অর্জন করবে।
- শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধিতে সক্ষম হবে।
- মৌখিক ও লিখিত প্রকাশভঙ্গির মানোন্নয়ন করতে পারবে।
- দ্রুত গতিতে সরব ও নীরব পাঠের অভ্যাস গঠন করতে পারবে।
- নির্ভুল পরিচ্ছন্ন ও দ্রুত লেখার কৌশল অর্জন করতে সক্ষম হবে।
- পরিভাষা ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করবে।
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধন হবে।
- যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে আরবি ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করবে।
- কর্মক্ষেত্রে ও ব্যবহারিক জীবনে আরবি ভাষার প্রায়োগিক উদ্দেশ্য সাধন হবে।
- সঠিক উচ্চারণের দক্ষতা অর্জিত হবে।
- শিষ্টাচার শিক্ষা ও প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জন হবে।
- কুরআন মাজিদ ও হাদিস শুদ্ধ করে পড়া এবং অনুধাবন করার যোগ্যতা অর্জন করবে।
- আরবি ভাষায় দৈনন্দিন বিষয়ে পরস্পর যোগাযোগ করার দক্ষতা অর্জন হবে।

১.১.২ আরবি শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর দাখিল স্তরের আরবি শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়:

- দাখিল স্তরের আরবি শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাদরাসা ধারার শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ লাভ হয়। এতে মানবিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী, সৃজনশীল, দেশপ্রেমিক নাগরিক সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয়েছে।
- কুরআন হাদিসের ভাষা ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে আরবির বিষয়বস্তুকে মুখস্থ করার পরিবর্তে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা-এ চারটি ভাষাগত দক্ষতাকে শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- আরবি ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে কমিউনিকেটিভ এপ্রোচ-এর সুপারিশ করা হয়েছে।
- আরবি ভাষার দক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।
- আরবি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক শিখনফল নির্ধারণে শিখনের তিনটি ক্ষেত্রের (বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশী) মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর চিন্তন, দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ ভারসাম্যপূর্ণ হবে।
- শিক্ষাবর্ষের কর্মদিবসের সংখ্যানুযায়ী আরবি বিষয়ের শিখনফল ও বিষয়বস্তু বিন্যস্ত হয়েছে। এতে বিষয়বস্তুর ভার এবং ক্লাস সংখ্যা প্রাসংগিকভাবে সুসামঞ্জস্য হয়েছে।
- আরবি ভাষায় দক্ষতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের সুপাারিশ করা হয়েছে। গতানুগতিক মুখস্থ করার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।
- কার্যক্রমভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

- আরবি সাহিত্যের প্রাচীন ধারার জটিল নস-এর পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সহজ সাবলীল ও আধুনিক গদ্য পদ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে সাহিত্য রস আস্বাদনের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- যুগোপযোগী বিষয়ে সংলাপ অর্ন্তভূক্তির মাধ্যমে আরবি বলার দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- আরবি কাওয়ায়েদ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক সহজতর পদ্ধতির (উদাহরণ থেকে কায়দা) উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে মুখস্থ করার পরিবর্তে কাওয়ায়েদের প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দিকের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
- আরবি ১ম ও ২য় পত্রের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় লেখক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

মূল্যায়ন

১. দাখিল স্তরের আরবি শিক্ষাক্রমের পাঁচটি উদ্দেশ্য লিখুন।

২. দাখিল স্তরের আরবি শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

১.১ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. দাখিল স্তরে আরবি পাঠদানের উদ্দেশ্য কী?
ক. সওয়াব লাভের জন্য
খ. আরবদের সাথে যোগাযোগরে জন্য
গ. আরবিতে খুতবা দেওয়ার জন্য
গ. কুরআন হাদিস বুঝা এবং আরবদের সাথে যোগাযোগরে জন্য

উত্তরমালা: ১. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. দাখিল স্তরের আরবি শিক্ষাক্রমের পাঁচটি উদ্দেশ্য লিখুন।
২. আরবি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক শিখনফল নির্ধারণে শিখনের তিনটি ক্ষেত্র কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দাখিল স্তরের আরবি শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

১. নৈতিক মূল্যবোধ তৈরি ও আরবি ভাষায় যোগাযোগ দক্ষতা।
২. এবতেদায়ী স্তর থেকে।
৩. শুনে বুঝা, বলা, পড়া ও লেখা।

পাঠ ১.২: দাখিল শিক্ষাক্রমে আরবি শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও বিষয়বস্তু

কোনো একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করবে, সে সম্পর্কে পূর্বনির্ধারিত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বাক্য হলো শিখনফল। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা এগুলো অর্জন করে। শিখনের মাধ্যমে অর্জন হয়ে থাকে বলেই একে বলা হয় শিখনফল। শিখনফল পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করতে হয়। শিখনফলের উপরভিত্তি করেই লেখা হয় বিষয়বস্তু।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি−

- শিখনফলের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- শিখনফলের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- দাখিল স্তরে আরবি বিষয়ের শিখনফলের বিশেষত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- আরবি শিক্ষাক্রমে বিষয়বস্তু নির্বাচনের নীতিমালা ব্যাখ্য করতে পারবেন।

১.২.১ শিখনফল

শিখনফল হলো শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমের প্রত্যাশিত ফলাফল নির্দেশক বিবৃতি। নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য বিন্যস্ত কোনো পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা জানতে, বলতে, করতে ও অনুভব করতে সক্ষম হবে; যা পাঠের শুরুতে জানা ছিল না, বলতে পারত না, করতে পারত না এবং অনুভব করতে পারতনা, তা যে বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়− তাকে শিখনফল বলে। এর মধ্যে বিষয়বস্তুর জ্ঞান দক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ অন্তর্ভূক্ত, যা শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠ শেষে অর্জন করবে। আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে শিখনফল অর্জিত হয়ে থাকে বিধায় একে আচরণিক উদ্দেশ্যও বলা হয়। তাই শিখনফল আচরণিক ভাষায় লেখা হয় এবং তা অবশ্যই পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য হবে। নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিখনফল অর্জিত হলো কি না, তা শিক্ষক সহজেই যাচাই করতে পারেন। এমনিভাবে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য আচরণের মূল্যায়ন করে আচরণিক উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমেই ধাপে ধাপে শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

দাখিল নবম শ্রেণির আরবি বই-এর যে কোনো একটি পাঠের শিখনফল লিখুন।

১.২.২ শিখনফলের গুরুত্ব

শিখন হচ্ছে শিক্ষার্থীর আচরণের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন। আচরণের এই পরিবর্তন ঘটতে পারে জ্ঞান, দক্ষতা এবং আচরণ বা দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে। জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি এই তিনটি ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত সবগুলো শিখন উদ্দেশ্য চিহ্নিত করে সেগুলো অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণে কী পরিবর্তন ঘটে, তার পরিমাপ করা দরকার। তাই কোনো শিক্ষা স্তরের সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত বিষয়ের ভিত্তিতে শিখন ক্ষেত্রের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সমন্বিত করে শিখনফল প্রণয়ন করা হয় এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রম শিখনফলকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অর্জন করতে পারলেই শিক্ষার্থী শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বলে পরিগণিত হবে।

১.২.৩ শিখনফল-এর বৈশিষ্ট্য

- শিখনফলে শিক্ষার্থীর প্রান্তিক শিখন উদ্দেশ্য-এর বর্ণনা থাকবে।
- সুনির্দিষ্ট ক্রিয়াপদ দ্বারা শিখনফল লিখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা পরিমাপ করা যায়। (যেমনঃ বলা, বর্ণনা করা, লেখা, পড়া, ব্যাখ্য করা, পার্থক্য করা ইত্যাদি)।

- প্রত্যেকটি শিখনফল শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে হবে।
- একটি শিখনফল শুধু এক ধরনের আচরণ দিয়ে গঠিত হবে।
- শিখনফল সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও অর্জনযোগ্য হবে।
- শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

১.২.৪ দাখিল স্তরে আরবি শিক্ষাক্রমে শিখনফলের বিশেষত্ব

দাখিল স্তরে আরবি বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত হলো আরবি ভাষা ও সাহিত্য। তাই ভাষা শিখনের দক্ষতাগুলোকে (শোনা, বলা, পড়া, লেখা) তিনটি শিখন ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন স্তরের সাথে সমন্বয় করে শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্য দিকে আরবি সাহিত্যের রস আস্বাদনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবোধ তৈরির প্রতি লক্ষ্য রেখে ধারাবাহিকভাবে সাহিত্যের শিখনফল প্রণয়ন করা হয়েছে।

দাখিল স্তরের আরবি শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শ্রেণিভিত্তিক শিখনফল

দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণি

প্রত্যাশিত শিখনফল

শোনা

ক. নির্ধারিত গল্প/কবিতার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা শুনে বুঝবে এবং এর অর্থ ব্যক্ত করতে পারবে।
খ. সহপাঠীদের আরবিতে কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে এবং কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
গ. শ্রেণিকক্ষে কিংবা শ্রেণিকক্ষের বাহিরে নির্ধারিত কোন বিষয়ের আলোচনা আগ্রহ সহকারে শুনে তা বুঝতে পারবে এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে ও যথাযথ উত্তর দিতে পারবে।
ঘ. নৈতিকতা, মূল্যবোধ, দেশাত্ববোধ ইত্যাদি উপদেশমূলক গল্প/কবিতা/কথোপকথন শুনে তা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে এবং আরবি ভাষায় তা ব্যক্ত করতে পারবে।
ঙ. গল্প ও কবিতা থেকে নতুন নতুন শব্দ শুনবে এবং তা আত্মস্থ করতে পারবে।
চ. যে কোন গল্প/কবিতা, হামদ, না'ত/আলোচনা/কথোপকথন/বক্তৃতা ইত্যাদি শুনে বুঝবে এবং বলতে পারবে।

বলা

ক. একত্ববাদ, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বীরদের জীবন, বাংলাদেশের জীববৈচিত্র, নৈতিকতা, দেশাত্ববোধ, শিক্ষকের মর্যাদা, প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে যোগাযোগ এবং মোবাইল ফোনে যোগাযোগ সম্পর্কিত বিষয়ে পঠিত অংশের অর্থ বুঝবে এবং মূল কথা সহজ আরবি ভাষায় গুছিয়ে বলতে পারবে।
খ. সংশ্লিষ্ট বিষয় উপস্থাপনে কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি দিতে পারবে।
ঘ. সহমর্মিতার সঙ্গে সম্বোধন, কুশল বিনিময়, আমন্ত্রণ জানানো, অনুরোধ জ্ঞাপন ও পরিচয় দিতে পারবে।
ঙ. প্রকাশ ভঙ্গির মান উন্নয়ন করতে পারবে।
চ. পূর্বের শ্রেণিতে অর্জিত জ্ঞান ও শব্দভাণ্ডার প্রয়োগ করতে পারবে।

পড়া

ক. শুদ্ধ করে সঠিক উচ্চারণে আরবি বাক্য পড়তে পারবে এবং ইসলামী মূল্যবোধে আকৃষ্ট হবে।
খ. সঠিক ছন্দে কবিতা, হামদ, না'ত আবৃত্তি করতে পারবে এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ অর্জন করতে পারবে।
গ. অভিধান থেকে প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ পড়তে ও বুঝতে পারবে এবং তা বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।

ঘ. জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন আরবি বই, কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফ পাঠে আগ্রহী হবে।

লেখা

ক. নির্ধারিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে নিজের মত করে বর্ণনামূলক লেখা লিখতে পারবে।
খ. শ্রেণি উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে বিশুদ্ধভাবে ও সুন্দরভাবে লিখতে সক্ষম হবে।
গ. অভিধান থেকে শব্দের অর্থ জেনে তা বাক্যে যথোপযুক্ত প্রয়োগ করতে পারবে।
ঙ. বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে লেখার কৌশল প্রয়োগ করতে পারবে।
ঝ. সহমর্মিতার সঙ্গে সম্বোধন, কুশল বিনিময়, আমন্ত্রণ জানানো, অনুরোধ জ্ঞাপন ও পরিচয় ইত্যাদি লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবে।
ঞ. প্রকাশভঙ্গির মান উন্নয়ন করতে পারবে।
ট. পূর্বের শ্রেণিতে অর্জিত জ্ঞান, শব্দ ভাণ্ডার লিখনীতে যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

সপ্তম শ্রেণি

প্রত্যাশিত শিখনফল

শোনা

ক. নির্ধারিত গল্প/কবিতার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা মনোযোগসহ শুনে-এর অর্থ ব্যক্ত করতে পারবে।
খ. ছাত্রাবাসে কিংবা গৃহে ব্যবহৃত আসবাবপত্র এবং খাওয়ার টেবিলে ব্যবহৃত জিনিসপত্র সম্পর্কে কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে এবং নিজে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
গ. শ্রেণিকক্ষে কিংবা শ্রেণিকক্ষের বাহিরে নির্ধারিত কোনো বিষয়ের আলোচনা আগ্রহ সহকারে শুনে, তা বুঝতে পারবে এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে ও যথাযথ উত্তর দিতে পারবে।
ঘ. নসীহত, রিসালত, তাওহীদ, হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহি, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্য, জাফলং, নদ-নদী, হজ্জ, অন্ধ মানুষকে সহায়তা, প্রতিবেশী, কম্পিউটার, প্রতিষ্ঠান, আমানত, দোকানীর সাথে লেনদেন এবং জীবে দয়া ইত্যাদি উপদেশমূলক গল্প/কবিতা/কথোপকথন শুনে অনুধাবন করে তা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে।
ঙ. গল্প/কথোপকথন ও কবিতা থেকে নতুন নতুন শব্দ শুনবে এবং তা আত্মস্থ করতে পারবে।

বলা

ক. নসীহত, রিসালত, তাওহীদ, হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহি, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্য, জাফলং, নদ-নদী, হজ্জ, অন্ধ মানুষকে সহায়তা, প্রতিবেশী, কম্পিউটার, প্রতিষ্ঠান, আমানত, দোকানীর সাথে লেনদেন এবং জীবে দয়া ইত্যাদি গল্প/কথোপকথন/কবিতায় পঠিত অংশের অর্থ বুঝবে এবং মূলভাব সহজ আরবি ভাষায় গুছিয়ে বলতে পারবে।
খ. আরবি ব্যাকরণের নিয়মকানুন বলার সময় বাক্যে সঠিকভাকে প্রয়োগ করতে পারবে।
গ. সংশ্লিষ্ট বিষয় উপস্থাপনে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের উদ্ধৃতি দিতে পারবে।
ঘ. সহমর্মিতার সাথে সম্বোধন, কুশল বিনিময়, আমন্ত্রণ জানানো, অনুরোধ জ্ঞাপন ও পরিচয় দিতে পারবে।
ঙ. প্রকাশভঙ্গির মান উন্নয়ন করতে পারবে।
চ. পূর্বের শ্রেণিতে অর্জিত জ্ঞান, শব্দ ভাণ্ডার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

পড়া

ক. শুদ্ধ করে সঠিক উচ্চারণে আরবি বাক্য পড়তে পারবে এবং ইসলামি মূল্যবোধে আকৃষ্ট হবে।
খ. সঠিক ছন্দে কবিতা, হামদ, না'ত আবৃত্তি করতে পারবে এবং ইসলামি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ অর্জন করতে পারবে।

গ. অভিধান থেকে প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ পড়তে ও বুঝতে পারবে এবং তা বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।
ঘ. হরকত বিহীন আরবি লেখা পড়তে পারবে।
ঙ. জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন আরবি বই ও হাদিস শরিফ এবং কুরআন মাজিদ পাঠে আগ্রহী হবে।

লেখা

ক. নির্ধারিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে বর্ণনা নিজের মত করে লিখতে পারবে।
খ. আরবি ব্যাকরণের নিয়মকানুন নাহু ও সরফ সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।
গ. অভিধান দেখে শব্দের অর্থ জেনে তা বাক্যে যথোপযুক্ত প্রয়োগ করতে পারবে।
ঘ. হরকত বিহীন আরবি লেখতে পারবে।
ঋ. শুদ্ধভাবে ও সুন্দরভাবে লেখার কৌশল প্রয়োগ করতে পারবে।

৮ম শ্রেণি

প্রত্যাশিত শিখনফল

শোনা

ক. নির্ধারিত গল্প/কবিতার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা মনোযোগসহ শুনে-এর অর্থ ব্যক্ত করতে পারবে।
খ. শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সংক্রান্ত সহজ আরবিতে আলোচনা বুঝতে পারবে ও বিদেশীর সঙ্গে আরবি ভাষায় নিজের দেশ সম্পর্কে আলোচনা শুনে বুঝতে পারবে এবং আলোচনায় নিজে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
গ. শ্রেণিকক্ষে কিংবা শ্রেণিকক্ষের বাইরে নির্ধারিত কোন বিষয়ের আলোচনা আগ্রহ সহকারে শুনে তা বুঝতে পারবে এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে ও যথাযথ উত্তর দিতে পারবে।
ঘ. আল্লাহ রিযিকদাতা, মসজিদে নববি, বায়তুল্লাহ, ঢাকা শহর, কক্সবাজার ভ্রমণ, দেশ প্রেম, হযরত আবু বকর, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, রোজা, মাদরাসা ক্যাম্পাস, শারিরীক ব্যায়াম, ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ, ই-লার্নিং, বাংলাদেশের গাছ-পালা ইত্যাদি গল্প/কথোপকথন/কবিতা শুনে অনুধাবন করবে এবং তা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে।
ঙ. গল্প ও কবিতা থেকে নতুন নতুন শব্দ শুনবে এবং তা আত্মস্ত করতে পারবে।
চ. যে কোন গল্প, কবিতা, হামদ, না'ত ইসলামি চেতনা নিয়ে শুনবে।

বলা

ক. আল্লাহ রিযিকদাতা, মসজিদে নববি, বায়তুল্লাহ, ঢাকা শহর, কক্সবাজার ভ্রমণ, দেশপ্রেম, হযরত আবু বকর, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, রোজা, মাদরাসা ক্যাম্পাস,শারীরিক ব্যায়াম, ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ, ই-লার্নিং, বাংলাদেশের গাছ-পালা ইত্যাদি গল্প/কথোপকথন/কবিতায় পঠিত অংশের অর্থ বুঝবে এবং মূলভাব সহজ আরবি ভাষায় গুছিয়ে বলতে পারবে।
খ. আরবি ব্যাকরণের নিয়মকানুন বলার সময় বাক্যে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।
গ. সংশ্লিষ্ট বিষয় উপস্থাপনে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের উদ্ধৃতি দিতে পারবে।
ঘ. সহমর্মিতার সাথে সম্বোধন, কুশল বিনিময়, আমন্ত্রণ জানানো, অনুরোধ জ্ঞাপন ও পরিচয় দিতে পারবে।
ঙ. প্রকাশভঙ্গির মান উন্নয়ন করতে পারবে।
চ. পূর্বের শ্রেণিতে অর্জিত জ্ঞান, শব্দ ভাণ্ডার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

পড়া

ক. শুদ্ধ করে সঠিক উচ্চারণে আরবি বাক্য পড়তে পারবে এবং ইসলামি মূল্যাবোধে আকৃষ্ট হবে।
খ. সঠিক ছন্দে কবিতা, হামদ, না'ত আবৃত্তি করতে এবং ইসলামি সংস্কৃতি ও মূল্যাবোধ অর্জন করতে পারবে।

গ. অভিধান থেকে প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ পড়তে ও বুঝতে পারবে এবং তা বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।
ঘ. হরকত বিহীন আরবি লেখা পড়তে পারবে।
ঙ. জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন আরবি বই, পত্রিকা, হাদিস শরিফ ও কুরআন মাজিদ পাঠে আগ্রহী হবে।

লেখা

ক. নির্ধারিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে বর্ণনা নিজের মত করে লিখতে পারবে।
খ. আরবি ব্যাকরণের নিয়মকানুন– নাহু ও সরফ সঠিভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।
গ. অভিধান দেখে শব্দের অর্থ জেনে তা বাক্যে যথোপযুক্ত প্রয়োগ করতে পারবে।
ঘ. বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে লেখার কৌশল প্রয়োগ করতে পারবে।

দাখিল নবম-দশম শ্রেণি

প্রত্যাশিত শিখনফল

শোনা

ক. গল্প/প্রবন্ধ/কথোপকথন/কবিতার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা মনোযোগসহ শুনে-এর মূলভাব/তাৎপর্য সম্পর্কে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করতে পারবে।
খ. অপরের কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে এবং তার সারসংক্ষেপ নিজের মত করে বলতে পারবে।
গ. নির্ধারিত কোন বিষয়ের আলোচনা আগ্রহ সহকারে শুনে তা বুঝতে পারবে এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে ও যথাযথ উত্তর দিতে পারবে।
ঘ. সমাবেশের বক্তব্য/আলোচনা শুনে সে বিষয়ে মূল কথা নিজের মত করে গুছিয়ে বলতে পারবে ও লিখতে পারবে।
ঙ. গণ মাধ্যমের প্রচারিত সংবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা শুনে তার মর্ম বুঝতে পারবে।

বলা

ক. সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে পঠিত অংশের মূলকথা সহজ আরবি ভাষায় গুছিয়ে বলতে পারবে।
খ. অপরের কাছ থেকে শোনা কোনো ঘটনা নিজের মত করে বলতে পারবে।
গ. আরবি ব্যাকরণের নিয়মকানুন বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।
ঘ. সহমর্মিতার সঙ্গে সম্বোধন, কুশল বিনিময়, আমন্ত্রণ জানানো, অনুরোধ জ্ঞাপন ও পরিচয় দিতে পারবে।
ঙ. প্রকাশভঙ্গির মান উন্নয়ন করতে পারবে।

পড়া

ক. শুদ্ধ করে সঠিক উচ্চারণে বাক্য বা কাব্য পড়তে পারবে।
খ. সঠিক ছন্দে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
গ. অভিধান দেখে প্রয়োজনীয় ও সুনির্দিষ্ট শব্দের অর্থ পড়তে ও বুঝতে পারবে এবং তা বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।
ঘ. জ্ঞানার্জন ও তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন আরবি বই, পত্রিকা, হাদিস ও কুরআন মাজিদ পড়তে আগ্রহী হবে।
ঙ. হরকত ছাড়া আরবি পড়তে ও অর্থ বুঝতে পারবে।

লেখা

ক. যে কোন বিষয়ে রচিত (সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, স্বাস্থ্য) প্রবন্ধ পাঠের পর মর্ম অনুধাবন করে লিখতে পারবে।
খ. নির্বাচিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে বর্ণনা বিভিন্ন রীতিতে নিজের মত করে লিখতে পারবে।
গ. কোনো আলোচনা শোনার পর সঠিকভাবে নিজের মত করে লিখতে পারবে।
ঘ. ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র, দরখাস্ত সহজ আরবি ভাষায় লিখতে পারবে।
ঙ. হরকত ছাড়া আরবি সঠিকভাবে প্রয়োগ করে লিখতে পারবে।
চ. আরবি ব্যাকরণের নিয়মকানুন সঠিকভাবে প্রয়োগ করে লিখতে পারবে।
ছ. দেয়াল পত্রিকা/বিদ্যালয় বার্ষিকীতে লিখতে পারবে।
জ. অভিধান দেখে শব্দের অর্থ জেনে তা বাক্যে যথোপযুক্ত প্রয়োগ করতে পারবে।
ঝ. বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে লিখতে পারবে।

১.২.৫ আরবি শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিক্ষার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই কোনো বিষয়ের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত বিষয়বস্তুই শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের বাহন হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণে শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতার বিকাশসহ কর্ম-সম্পাদনে কার্যকর দক্ষতা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব আয়ত্ত্ব করে উন্নত জীবনযাপনের পাশাপাশি সাধ্যমতো সমাজ ও বিশ্বকল্যাণে অংশগ্রহণে সক্ষম মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত এবং শিক্ষার্থীর বয়স ও গ্রহণ সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে নির্বাচন করা হয়। আরবি আমাদের নিকট একটি বিদেশি ভাষা, একই সাথে এটি আমাদের ধর্মীয় ভাষাও বটে। তাই এর বিষয়স্তু নির্বাচনে ভাষাগত দক্ষতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ– দুটি দিককেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ সকল বিষয়বস্তু অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে ভাষার চারটি দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে তাওহিদ, রিসালাত, আখলাক, ধর্ম, মূল্যবোধ ও দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া আধুনিক আরবি সাহিত্যের অংশ হিসেবে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। নিচে দাখিল স্তরের আরবি শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছে।

দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণি

- معرفةاللهبالخلق
- خيرالناس (الحوار)
- الحمد‖النعت (شعر)
- رجل بطل
- زيارةحديقةالحيوانات(الحوار)
- ما أجمل بلادي! (شعر)
- قدرالمعلم
- في غرفةالمشرف (الحوار)
- برالوالدين (شعر)
- رياضةجسمانية
- الاتصال بالجوال (الحوار)
- الجدوالجهد (شعر)
- الصدق ينجي

- محمود يطعم الجائع (الحوار)
- التواضع॥الرفق

সপ্তম শ্রেণি

- الدين النصيحة
- بعثةالرسول (الحوار)
- الله خالقنا (شعر)
- حضرت شاهجلال
- زيارة جفلونغ (الحوار)
- الأنهار (شعر)
- الحج
- عون الأعمى(الحوار)
- جارن االحبيب (شعر)
- ماأجملكمبيوتر
- تلميذمع المدرس (الحوار)
- المدرسة (شعر)
- الأمانة
- في دكان الملابس (الحوار)
- الرحمة على الخلق (شعر)

৮ম শ্রেণি

- الله رازقنا
- المسجدالنبوي(الحوار)
- بيت الله الحرام (شعر)
- دكاعاصمةبنغلاديش
- الرحلةإلى كوكسبازار(الحوار)
- حب الوطن (شعر)
- من حياةأبي بكرالصديق (رض)
- استقلالبنغلاديش(الحوار)
- الصيام جنة (شعر)
- الثقافة الإسلامية
- في حرم المدرسة (الحوار)
- الرياضةالجسمانية॥ كرةالقدم (شعر)
- االأخوةالإسلامية
- التعليم الإلكترونيكي (الحوار)
- الأشجار (شعر)

দাখিল নবম-দশম শ্রেণি

- عبادة الله بالإخلاص
- القرأن كتاب الله (الحوار)
- الإسلام ديننا (شعر)
- بطولةعمر
- الأماكن التاريخية في بنغلاديش (الحوار)
- خدمة الخلق (شعر)
- العدل والإنصاف
- الرحلة إلىمكةالمكرمة (الحوار)
- خلقحسن (شعر)
- القرأن والعلوم
- تلويث البيئة (الحوار)
- الإسلام يعلو (شعر)
- بيئتناالخلقلية
- البيعوالشراء(الحوار)
- المساواة (شعر)
- الإمام ابو حنيفة (رح)
- في المطار (الحوار)
- حضن الأمهات (شعر)
- الشبكةالعالمية
- مع الأجنبي (الحوار)
- الدعاء (شعر)
- بلاد الحرمين الشريفين
- الرحلة بالطائرة (الحوار)
- الأمم المتحدة
- الإسلام في بنغلاديش
- استقلال بنغلاديش
- الوطن (شعر)

মূল্যায়ন

১. শিখনফল কী?
২. শিখনফল ও শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করুন।
৩. শিখনফল-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৪. আরবি শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিবেচ্য দিকগুলো কী কী?
৫. আরবি শিক্ষাক্রমে সন্নিবেশিত দাখিল স্তরের বিষয়বস্তুসমূহ শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করেন কি? আপনার বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

১.২ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোনটি শিখনফলের বৈশিষ্ট্য নয়?
ক. সুনির্দিষ্ট
খ. পরিমাপযোগ্য
গ. পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ থাকবে
ঘ. অর্জনযোগ্য

উত্তরমালা: ১. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিখনফল কী?
২. শিখনফল ও শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করুন।
৩. শিখনফল-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আরবি শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিবেচ্য দিকগুলো কী কী?
২. আরবি শিক্ষাক্রমে সন্নিবেশিত দাখিল স্তরের বিষয়বস্তুসমূহ শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করেন কি? আপনার বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

সম্ভাব্য উত্তর

১.২.১

أهداف الدرس للنص " عبادةالله بالاخلاص"

يرجىمنالطلابفينهايةهذاالدرسأنيكونواقادرينعلى....

- **قراءةالنص جيدا؛**
- **استخراج الكلمات الجديدة والصعبة؛**
- **ترجمةالنص المدروس؛**
- **كتابةاللأجوبة للأسئلةالملحقةبالنص؛**
- **المكالمة حول العبادة والاخلاص.**

পাঠ ১.৩: দাখিল শিক্ষাক্রমে আরবি শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক

বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত দাখিল স্তরের অন্তর্ভূক্ত। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স ১১ থেকে ১৫ বছর।এই সময়টাতে শিক্ষার্থীরা বাল্যকাল ও কৈশোরের গণ্ডি পেরিয়ে বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত হয়। এদের দেহ ও মন পরিবর্তনশীলতা ও অনুসন্ধিৎসায় পরিপূর্ণ। এই স্তরের শিক্ষার্থীরা সবকিছু নিজের মত করে জানতে চায় এবং পছন্দ করতে শিখে। তাদের জন্য দরকার একটি অর্জনোপযোগী ভারমুক্ত আরবি পাঠ্যসূচী ও সুন্দর সুশোভন দৃষ্টিনন্দন পাঠ্যপুস্তক, যার মাধ্যমে তারা এবতেদায়ী স্তরে অর্জিত আরবি ভাষার দক্ষতাকে আরো বৃদ্ধি করতে পারে। সাথে সাথে আরবি সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে জীবন ও জগতের বিচিত্র বিষয়ে কৌতুহলী হয়ে মানবিক মূল্যবোধগুলো অর্জন করতে পারে এবং কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাঠ্যসূচীর ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- পাঠ্যপুস্তক কী তা বলতে পারবেন;
- ভালো পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- দাখিল ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করতে পারবেন।

১.৩.১ পাঠ্যসূচী

পাঠ্যসূচীর ইংরেজি প্রতিশব্দ Syllabus, যার বাংলা আভিধানিক অর্থ হলো পাঠ্য তালিকা বা পাঠ্য বিষয়বস্তুর সূচী বা তালিকা। শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠোপযোগী নির্দিষ্ট বিষয়ের সূচীবদ্ধ সংক্ষিপ্ত তালিকাকেই পাঠ্যসূচী বলা হয়। এটি শিক্ষাক্রমেরই একটি অংশবিশেষ। পাঠ্যসূচী শ্রেণিভিত্তিক হয়ে থাকে। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বা শ্রেণি শিক্ষক শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেন। আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সহায়তায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড দাখিল ও আলিম স্তরের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে থাকে।

এবার পাঠ্যসূচী ও শিক্ষাক্রমের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লিখুন

১.৩.২ পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে পাঠ্যপুস্তক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সব পুস্তককেই আমরা পাঠ্যপুস্তক বলে গণ্য করি না। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে সুপরিকল্পিত ও সহজতর করার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর ভিত্তিতে প্রণীত সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত পুস্তককে পাঠ্যপুস্তক বলে। পাঠ্যপুস্তককে নীরব শিক্ষক (Silent Teacher) বলা হয়। ইহা শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্যের প্রাথমিক ও প্রধান উৎস। মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তকের উপরভিত্তি করেই মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পন্ন হতে পারে। আরবি যেহেতু বিদেশি ভাষা সেহেতু আরবির পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য হতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের মনে ইতিবাচক সাড়া জাগাতে পারে।

১.৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

একটি পাঠ্যপুস্তকের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে আমরা তাকে মানসম্মত ও ভালো পাঠ্যপুস্তক বলতে পারি।

- আকার আকৃতি ও পৃষ্ঠাসংখ্যা শ্রেণি উপযোগী হবে।

- মলাট ও ভিতরের কাগজের মান ভালো হবে।
- প্রচ্ছদ প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয় হবে।
- সূচীপত্র সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হবে।
- বিষয়বস্তুতে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন থাকবে।
- বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা ও সংগঠন যথাযথ হবে।
- বিষয়বস্তুর উপস্থাপন প্রাসঙ্গিক ও শ্রেণি উপযোগী হবে।
- বিষয়বস্তুতে হালনাগাদ তথ্য সংযোজিত হবে।
- ভাষা সহজ সরল ও সহজবোধ্য হবে।
- প্রয়োজনীয় চিত্র, ছবি, মানচিত্র ব্যবহার করা হবে।
- অনুশীলনীতে সংযোজিত প্রশ্নের পরিকল্পনা ও সংগঠন উপযুক্ত হবে।
- অনুশীলনীতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বৈচিত্র্যময় প্রশ্নের অবতারণা করা হবে।
- প্রশ্নসমূহ শিখনফল-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।
- আরবি পাঠ্যপুস্তকে আরবি ভাষার চার দক্ষতার অনুশীলনের সুযোগ থাকবে।

১.৩.৪ শিক্ষাক্রমে বর্ণিত আরবি পাঠ্যপুস্তকের লেখকের জন্য নির্দেশনা (ষষ্ঠ-১০ম)

ক. শিক্ষার্থীদের বয়স ও শ্রেণি উপযোগী সহজ ও সরল ভাষা ব্যবহার করে সাবলীল বর্ণনার মাধ্যমে তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনা করতে হবে।

খ. দেশের শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য, দাখিল স্তরে শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য এবং আরবি শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে এই সকল উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয় এমনভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে।

গ. বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার পর শিক্ষার্থী যেন কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জনে সমর্থ হয় সে দিকে খেয়াল রেখে বিষয়বস্তু চয়ন, সংগঠন ও পরিবেশন করতে হবে।

ঘ. শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক এবং আরবদের নিকট ব্যাপক প্রচলিত বিশুদ্ধ শব্দ চয়নের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। একই সাথে যেসব শব্দাবলী আল-কুরআন ও আল-হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো ব্যবহারে গুরুত্বারোপ করতে হবে।

ঙ. কবিতা রচনার চেয়ে সংকলনের প্রতি মনোনিবেশ করে শ্রেণি উপযোগী বিষয়বস্তুর আলোকে কবিতা নির্বাচন করতে হবে।

চ. তাদরিবাতে ব্যাপক অনুশীলনী রাখতে হবে। অনুশীলনীতে এমন সব পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে যাতে চার দক্ষতা (শোনা, বলা, পড়া, লেখা)-এর অনুশীলনের সুযোগ থাকে।

ছ. তাদরীবাত শেষে সৃজনশীল কাজ করানোর মত বাড়ির কাজের নির্দেশনা থাকতে হবে।

জ. পাঠ শেষে শব্দার্থ দিতে হবে।

ঝ. বইগুলো নিম্ন বর্ণিত কলেবরে হতে পারে:

৬ষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ৬০ থেকে ৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে হবে।
৭ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ৭০ থেকে ৯০ পৃষ্ঠার মধ্যে হবে।
৮ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ৯০ থেকে ১০০ পৃষ্ঠার মধ্যে হবে।
৯ম-১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ১২০-১৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে হবে।

বইগুলো অফসেট কাগজে প্রিন্ট হলে ভাল।যাতে শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বইতে অনুশীলনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

১.৩.৫ দাখিল স্তরের আরবি পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা

দাখিল শিক্ষাক্রমে আরবি বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বর্তমানে প্রচলিত দাখিল ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত চারটি আরবি পাঠ্যপুস্তক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন

কমিটি'র নীতিমালা অনুসরণে করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয়বস্তু পরিকল্পনা ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমে প্রদত্ত লেখক নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক চারটির প্রচ্ছদ, আকার, পৃষ্ঠাসংখ্যা, অঙ্গসজ্জা, বানানরীতি সবই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটির প্রদত্ত নিয়মনীতি অনুযায়ী করা হয়েছে। আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজন অনুসারে-এর প্রয়োগ করতে যেন সক্ষম হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আরবি পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে। আরবি পাঠ্যপুস্তকগুলো কমিউনিকেটিভ এপ্রোচে প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই যৌক্তিকভাবেই চারটি বই-এর নামকরণ করা হয়েছে।তাদরীবাত বা অনুশীলনীগুলোতে প্রশ্ন, শব্দার্থ, শূন্যস্থান, সত্য মিথ্যা, কাওয়ায়েদের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে ভাষার চার দক্ষতার অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে। বইগুলোর প্রচ্ছদে ইসলামিক ক্যালিগ্রাফির শৈল্পিক ব্যবহার এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ডিমাই সাইজের কাগজে ছাপানো বই চারটিতে প্রয়োজনীয় ছবি ব্যবহার করে অঙ্গসজ্জা করা হয়েছে। সাবলীল সহজ আরবি ভাষায় লিখিত বইগুলোতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত ও হাদিসের অংশ বিশেষ সংযোজন করা হয়েছে। বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে চলিতরীতি এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। বইগুলোর প্রিন্টিং ও বাইন্ডিং মানসম্মত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় আরবি পাঠ্যপুস্তকগুলোতে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

মূল্যায়ন

১. পাঠ্যসূচী কী?
২. পাঠ্যপুস্তক কাকে বলে?
৩. উত্তম আরবি পাঠ্যপুস্তকের তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৪. পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা পাঠ্যপুস্তকের মান নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ– ব্যাখ্য কর।
৫. দাখিল শিক্ষাক্রমের যে কোনো একটি আরবি পাঠ্যপুস্তকের গঠনমূলক পর্যালোচনা করুন।

১.৩ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. দাখিলস্তরেরে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে
ক. এনসিটিবি
খ. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড
গ. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
ঘ. ইসলামিক ফাউন্ডেশন

উত্তরমালা: ১. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পাঠ্যসূচী কী?
২. পাঠ্যপুস্তক কাকে বলে?
৩. উত্তম আরবি পাঠ্যপুস্তকের তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা পাঠ্যপুস্তকের মান নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ– ব্যাখ্য কর।
২. দাখিল শিক্ষাক্রমের যে কোনো একটি আরবি পাঠ্যপুস্তকের গঠনমূলক পর্যালোচনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

১.৩.১

শিক্ষাক্রম	পাঠ্যসূচী
শিক্ষাক্রম শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সার্বিক পরিকল্পনা	পাঠ্যসূচী শিক্ষাক্রমের অংশবিশেষ।
শিক্ষাক্রম স্তরভিত্তিক।	পাঠ্যসূচী শ্রেণিভিত্তিক।
শিক্ষাক্রমে শিখনফল, বিষয়বস্তু, মূল্যায়ন-এর নির্দেশনা থাকে।	পাঠ্যসূচীতে শুধু বিষয়বস্তু ও মানবণ্টন থাকে।

পাঠ ১.৪: আরবি শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিষয় দক্ষতা, পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধ

শিক্ষক হলেন শিক্ষা কার্যক্রমের মূল স্তম্ভ। আদর্শ ও যোগ্য শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয়। ভালো প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষণ পদ্ধতি যত কিছুই থাকুক না কেন, সবকিছু থেকে কাঙ্খিত ফল পাওয়ার জন্য প্রয়োজন একজন আদর্শ যোগ্য শিক্ষক। শিক্ষকের কিছু সাধারণ যোগ্যতা ও গুণাবলি থাকতে হয়। তাছাড়া আরবি শিক্ষকের বিশেষ কতিপয় গুণ থাকা আবশ্যক। আরবি শিক্ষক ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শীতা প্রদর্শনের সাথে সাথে মানবীয় মুল্যবোধ চর্চার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আরবি শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা বলতে পারবেন;
- আরবি শিক্ষকের বিষয় দক্ষতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- আরবি শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধগুলো ব্যাখ্য করতে পারবেন।

১.৪.১ আরবি শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদরাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮-এ বর্ণিত দাখিল স্তরের আরবি শিক্ষক (সহকারী মৌলভি)-এর শিক্ষাগগত যোগ্যতা নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড হতে ফাজিল/স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমমান ডিগ্রিসহ বিএমএড/বিএড/সমমান। অথবা,
   ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়/ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূক্ত মাদরাসাসমূহ হতে ফাজিল বা সমমান ডিগ্রিসহ বিএমএড/বিএড/সমমান। অথবা,
   ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়/স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের থিউলজি অনুষদ, আরবি ও ফিকহ বিভাগে অনার্স ডিগ্রিসহ বিএমএড/বিএড/সমমান।

২. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড হতে ফাজিল/স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমমান ডিগ্রি। অথবা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়/ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূক্ত মাদরাসাসমূহ হতে ফাজিল ডিগ্রি সমমান।
   সমগ্র শিক্ষা জীবনে যে কোন ১টি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে।

১.৪.২ আরবি শিক্ষকের বিষয় দক্ষতা

আরবি ভাষার শিক্ষককে আরবি ভাষায় গভীর ও সুস্পষ্ট বিষয় জ্ঞান থাকতে হবে।ভাষা শিক্ষণে শোনা, বলা, পড়া, লেখার দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে। দাখিল স্তরের আরবি বইগুলোর উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। বিশেষত যে শ্রেণিতে যে বিষয় পড়াবেন, সে সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শীতার অধিকারী হবেন।

আরবি শিক্ষককে শুধু আরবি বিষয়ের জ্ঞান থাকলে হবে না, তাঁকে কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও আকাইদ বিষয়েও গভীর জ্ঞান রাখতে হবে। কারণ এ সকল বিষয়ও আরবি ভাষায় রচিত। তাছাড়া তাঁর মাতৃভাষা বাংলায় স্বচ্ছ ধারণা ও ইংরেজি ভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে আরবি ভাষা ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট শব্দ ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। নির্ভুল ভাষা ব্যবহারের জন্য কাওয়ায়েদ এর জ্ঞান তথা শব্দ প্রকরণ, বাক্য গঠন, ধ্বনির ব্যবহার এর উপর স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। আকর্ষণীয় ভাচন ভঙ্গি, শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ কণ্ঠস্বরের উঠা নামা নিয়ন্ত্রণ, যতি ও বিরাম চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে হবে।

আরবি শিক্ষক হবেন সাহিত্যানুরাগী, তিনি সৃজনশীল পাঠে অভ্যস্ত হবেন। প্রাচীন ও আধুনিক আরবি সাহিত্য সম্পর্কে থাকবে তাঁর সম্যক ধারণা। একজন আরবি শিক্ষকের তুলনা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। একটি নির্দিষ্ট বিষয় পাঠদানের সময় ঐ পাঠটির সমধর্মী অন্য পাঠের সাথে তুলনা করতে জানতে হবে। আরবি শিক্ষকের নির্ভুল আরবি ভাষা চর্চার জন্য কাওয়ায়েদের গভীর জ্ঞান থাকা জরুরি। তাঁর থাকবে আরবি কাওয়ায়েদ শিক্ষণের জন্য যথেষ্ট সৃজনশীল উদাহরণ প্রয়োগের দক্ষতা।

আরবি শিক্ষকের উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার সম্পর্কে জানতে হবে। তিনি তাঁর পাঠের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করবেন। এক্ষেত্রে স্বল্পমূল্য বা বিনামূল্যের উপকরণ ও বাস্তব উপকরণ ব্যবহারে সচেষ্ট হবেন। শিক্ষার্থীদের আরবি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য উপযুক্ত মূল্যায়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে। বিশেষত আরবি ভাষার দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের পদ্ধতি ব্যবহারে পারদর্শী হবেন। সর্বোপরি, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরবি পাঠদানে দক্ষ হতে হবে।

১.৪.৩ আরবি শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধ

শিক্ষকতা একটি মহান ও জটিল পেশা। এটি মানুষ গড়ার শিল্পকর্ম। তাই যিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে মনে প্রাণে গ্রহণ করবেন এবং শৈল্পিক মনোভাব নিয়ে সুনিপুণ কারিগর হিসেবে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় করে এগিয়ে নিতে পারবেন, তিনিই শিক্ষক। আরবি শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীদের জন্য মডেল। আরবি শিক্ষক তাঁর পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্প দক্ষতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের যেমন উদ্দীপিত ও উচ্ছ্বসিত করবেন, তেমনি প্রভাবিত ও বিমোহিত করবেন। তিনি চিন্তায় কাজেকর্মে সর্বত্রই শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ ও উন্নতিকল্পে সুস্পষ্ট ছাপ রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাঙ্খিত আচরণের বিকাশে সচেষ্ট থাকবেন এবং অকল্যাণকর ও অনাকাঙ্খিত কোন আচরণ যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে উঠার সুযোগ না থাকে, সে ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকবেন। তাঁর পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধের প্রভাবে শিক্ষার্থীরা আরবি ভাষা ও সাহিত্য পাঠে আগ্রহী হবে এবং আরবি চর্চা ও প্রয়োগে যত্নবান হবে। শিক্ষার্থীদের মনে আরবি শিক্ষকের আসনটি হবে চিরস্থায়ী শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার। তাঁরা এ শিক্ষকের মূল্যবোধগুলো অর্জন করে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে তাঁকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখে এগিয়ে যাবে। আরবি শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধগুলো হলো:

সহযোগিতামূলক মনোভাব: আরবি শিক্ষক সকল শিক্ষার্থী ও সহকর্মীর সাথে সদ্ভাব গড়ে তুলবেন। তিনি হবেন শিক্ষার্থী ও সহকর্মীর সাথে বন্ধুভাবাপন্ন, আন্তরিক, সহনশীল ও সহযোগিতামূলক। তিনি শ্রেণিকক্ষে সদয়ভাব ও নমনীয়তা প্রদর্শন করবেন।

দায়িত্ব পালনে দৃঢ়তা: আরবি শিক্ষক তাঁর উপর অর্পিত শিক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য দায়িত্ব সুচারুরূপে আন্তরিকতার সাথে যথাযথভাবে পালনে দৃঢ় মানসিকতা প্রদর্শন করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের আরবি বিষয়ের জ্ঞানকে কাঙ্খিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রচেষ্টা ও মানসিকতার অধিকারী হবেন। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ও বিভিন্ন কাজে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সহযোগিতার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবেন।

একীভূত শিখনে আগ্রহী: শিখনে সকল শিক্ষার্থীর সমান অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান ও তাদের শিখন কার্যক্রমে সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন। একটি শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন মেধার ও যোগ্যতার শিক্ষার্থী থাকে, এ সকল শিক্ষার্থীকে শিখন কার্যক্রমে সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করা শিক্ষকের দায়িত্ব। সুতরাং আরবি শিক্ষকের শিক্ষকসুলভ মনোভাব ও বিশ্বাস এমন হবে যে– তিনি সকল শিক্ষার্থীকে শিখনে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন এবং সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি রেখে সকলের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাবেন।

প্রত্যেক ক্লাসের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া: আরবি শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, বর্তমান তথ্য প্রবাহের যুগে শিক্ষর্থীরা বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। তাই শিক্ষককে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং

যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করে যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মবিশ্বাসী হয়ে শ্রেণিকক্ষে যেতে হবে; যাতে করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান তৃষ্ণা মেঠানো যায় এবং শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

উদ্ভাবনী মনোভাব সৃষ্টি: একজন আদর্শ শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত যোগ্যতা হলো উদ্ভাবনী শক্তি। যার ফলে তিনি চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও আত্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন জ্ঞান ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। সাথে সাথে শিক্ষার্থীদেরকে অংশগ্রহণ করিয়ে শিক্ষণ-শেখানো কার্যক্রমকে অধিকতর উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন।

স্বমূল্যায়ন ও আত্মপ্রতিফলন: আরবি শিক্ষক স্বীয় শিক্ষণ দক্ষতা ও শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন-এর উপর আত্মপ্রতিফলনে ও আত্মমূল্যায়নে উদার হবেন। এক্ষেত্রে সহকর্মীর মতামত গ্রহণ ও ফলাবর্তন গ্রহণ করে আত্মোন্নয়নের মানসিকতা থাকতে হবে।

নিজেকে হালনাগাদ করা: আরবি শিক্ষককে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সর্বশেষ অগ্রগতি ও বিকাশমান ধারণার সমন্বয়ে নিজেকে হালনাগাদ রাখতে হবে।

মূল্যবোধ সৃষ্টি: শিক্ষার্থীর ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমেই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য অর্জিত হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ইত্যাদি সকল প্রকার মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমেই সমাজের মানুষ চরম সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। এক্ষেত্রে আরবি শিক্ষক সমাজের কাঙ্খিত ও প্রয়োজনীয় মূল্যবোধগুলো শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরবেন এবং এগুলো অর্জনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবেন।

ইসলামি পরিবেশ সৃষ্টি: আরবি শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ইসলামি ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে দক্ষ হবেন। তিনি পরিষ্কার পরিপাটি রুচিশীল পোষাক পরিধান করবেন। কথাবার্তা ও আচরণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে কুরআন সুন্নাহর আবহ তৈরি করতে পারদর্শী হবেন।

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন: শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যথেষ্ট ইতিবাচক মনোভাব ও পারদর্শিতার অধিকারী হবেন।

মূল্যায়ন

১. আরবি শিক্ষককে কোন কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে?
২. আরবি শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধের প্রভাবে শিক্ষার্থীরা আরবি ভাষা ও সাহিত্য পাঠে আগ্রহী হবে– ব্যাখ্যা করুন।

১.৪ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. দৈনন্দিন জীবনে আরবি ভাষা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন–
ক. শব্দভান্ডার গড়ে তোলা
খ. কাওয়ায়েদের জ্ঞান থাকা
গ. সঠিক উচ্চারণ দক্ষতা
ঘ. ক, খ ও গ

উত্তরমালা: ১. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

৩. আরবি শিক্ষককে কোন কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আরবি শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধের প্রভাবে শিক্ষার্থীরা আরবি ভাষা ও সাহিত্য পাঠে আগ্রহী হবে– ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট ২: আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিখনের বিবেচ্য দিকসমূহ

ভূমিকা

পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে অন্যতম সম্মানজনক ও মর্যাদাবান ভাষা আরবি। একে সকল ভাষার জননী বলা হয়। প্রাচীনতম ভাষা ছাড়াও ধর্মীয়, ব্যবসা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিরাট বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে রয়েছে এ ভাষা। পৃথিবীর আটাশটি দেশের মাতৃভাষা ছাড়াও এক চতুর্থাংশ মানুষের মুখের ভাষাআরবি। যদিও ধর্মীয় কারণে-এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সারা পৃথিবী জুড়ে। আরবি ভাষা আমাদের বাংলাদেশীদের কাছে ভিনদেশী ভাষা হলেও বিশেষ করে ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক কারণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে ধর্মীয়গ্রন্থ ও ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের বিখ্যাত বইগুলো এই আরবি ভাষায় রচিত। তাই আমাদের আত্মার সম্পর্ক আছে এই ভাষার সহিত। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই আরবি ভাষার চর্চা হয়। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসায়িক বাজার দখলের জন্য এখন প্রতিটি পণ্যের গায়ে আরবি ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আরবি ভাষাকে মর্যাদার আসন দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন–

- 'নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো'।
- 'এটা কিতাব। এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবি কুরআন রূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য'।

এছাড়াও হাদিস, ফিক্হ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রসায়ন, পদার্থ, দর্শন, ভূগোলসহ সকল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আরবি ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ ও সম্মানিত করেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে অন্যতম ও শক্তিশালী ভাষা হচ্ছে আরবি। বিপুল শব্দভাণ্ডারে পরিপূর্ণ এ ভাষা নানান কারণে আজ সমগ্র পৃথিবীজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ। আরবি ভাষার প্রাঞ্জলতা, অসাধারণ একক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলিতে পূর্ণ। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আরবি ভাষা আজ অজেয়। চারদিকে তার জয়ধ্বনি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম ভাণ্ডারও এ ভাষা। আরবিকে Double International Language নামে ডাকা হয়। দুনিয়া ছাড়াও মুসলিমদের নিকট পরকালের ভাষাও আরবি। আর্ন্তজাতিকভাবে যে ভাষার সম্মান, মর্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা অবশ্যই ব্যাপক। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে আরবি ভাষার চর্চা হয় না বা ব্যবহার হয় না।

আজকের পাঠে আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করব। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়বস্তুকে নিম্নোক্ত ৯টি পাঠে বিভক্ত করা হলো।

পাঠ ২.১	:	আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
পাঠ ২.২	:	আরবি ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
পাঠ ২.৩	:	ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষার প্রভাব
পাঠ ২.৪	:	অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরবি ভাষার প্রভাব
পাঠ ২.৫	:	বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চাঃ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
পাঠ ২.৬	:	আরবি ভাষা শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান
পাঠ ২.৭	:	আরবি ভাষার উন্নয়নে আল-কুরআন ও আল-হাদিসের প্রভাব
পাঠ ২.৮	:	অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে আরবি ভাষার সম্পর্ক
পাঠ ২.৯	:	আরবি ভাষার উচ্চারণ রীতি ও লাহ্জাহ

পাঠ ২.১: আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আরবি ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- আরবি ভাষার অবস্থান সম্পর্কে আলাচনা করতে পারবেন;
- আরবি ভাষার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আরবি ভাষার উৎপত্তি

আরবি ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সেমিটিক ভাষাসমূহের একটি ভাষা। এটি প্রাচীন ভাষাসমূহের অন্যতম ভাষা। সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই ভাষার সৃষ্টি। অনেকের মতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম আরবি ভাষায় কথা বলেন। আল্লামা জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতির মতে– সর্বপ্রাচীন ও প্রথম ভাষা আরবী ভাষা। কেননা জান্নাতে পরীক্ষার জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালামকে যে শব্দ জ্ঞান ও ভাষা শেখানো হয়েছিল, তা ছিল আরবি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা থেকে বর্ণিত। হযরত আদম আলাই সালাম-এর ভাষা ছিল আরবি।

দুনিয়ায় আসার পর তিনি সুরিয়ানি ভাষায় কথা বলেন। অতঃপর যখন তাঁর তওবা কবুল হয়, তখন আবার আরবি ভাষায় কথা বলতে থাকেন। তাঁর উপর আসমানি সহিফাগুলো আরবি ভাষায় নাযিল হয়।

আব্দুল মালিক ইবনে হারিস-এর মতে আদম আলাইহিস সালাম যে ভাষা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন, তা ছিল আরবি। মানব জাতির আদি মানব-মানবী যেমন আরব ভূমিতেই আবির্ভূত হন, তেমনি আদি মানবগুষ্ঠির ভাষার সৃষ্টি ও এখানেই।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন, ভাষা সৃষ্টির আগে মানুষ আকার, ইঙ্গিত, ইশারা, চিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করতো। কিন্তু আমরা যদি আল-কুরআন পর্যালোচনা করি, তা হলে দেখা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মানব জাতির সৃষ্টির বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, মানব জাতির সৃষ্টির পূর্বেই ভাষার সৃষ্টি।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম তদীয় সন্তান হযরত শীষ আলাইহিস সালামকে শিক্ষাদান করেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর অনুসারীদের তুফানের বিষয়ে অবগত করান। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় বসবাস করেন। মক্কার ভাষা আরবি। সুতারাং সৃষ্টি সভ্যতার শুরু থেকেই আরবি ভাষা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত ও বর্তমান।

প্রাচীন আরবি ভাষার রূপরেখায় আমরা যা দেখতে পাই, সব সেমিটিয় ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যঞ্জন-বর্ণ দিয়ে গঠিত ধাতুরূপ বা শব্দমূল। প্রকৃতি আরব ভূমিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে। উত্তরে হেজাজ প্রদেশ, দক্ষিণে ইয়ামেন। তারাই ইয়ারুব ইব্নে কাহতান এর বংশধর। মদিনার আউস ও খাজরাজ যারা আনসার নামে অভিহিত তারাও কাহতানি আরব। হিজাজী আরবগণ পূর্বকাল থেকেই যাযাবর জাতি। ইয়েমেনের বাসিন্দারা 'হিমিয়ারী' নামে পরিচিত। নামে মাত্র হিমিয়ারীগণের অধীনে থাকলেও হেজাজস্থ যাযাবর আরব জাতির স্বাধীনতা চিরকালই অক্ষুন্ন ছিল।

দক্ষিণ আরবের ভাষা খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আবিসিনিয়গণ কর্তৃক হিমিয়ারী সাম্রাজ্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এই সময় হতেই উত্তর আরবস্থ হেজাজী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। এ হেজাজীয় ভাষাই এযাবৎকাল আরবি ভাষা নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

ভাষার উৎস মনের ভাব প্রকাশের প্রবল ইচ্ছা থেকেই। জীববিজ্ঞানের বিবর্তনের ইতিহাস এটা প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ভাষাসমূহের অন্যতম ভাষা হলো আরবি। যদিও আরবি ভাষার উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে কেউ যথার্থ কোন প্রমাণাদি উপস্থাপনে সক্ষম হননি।

- ডক্টর আলী আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফির মতে আরবি ভাষা হিজাজ ও নজদ এলাকায় উৎপত্তি লাভ করে।
- আব্দুল মালিক ইব্‌নে হাবীব-এর মতে– হযরত নূহ আলাইস সালাম-এর প্লাবনের পর জুরহুম নামক এক ব্যক্তি আরবী ভাষায় কথা বলেন।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা জানতে পারি যে, আরবি ভাষায় সর্বপ্রথম কথা বলেছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় তিনি আরবি ভাষা ভুলে যান। পরবর্তীতে তাঁর তওবা কবুল হলে তিনি পুনরায় আরবিভাষায় কথা বলেন। দীর্ঘদিন এ ভাষা প্রচলিত ছিল।

কালের বিবর্তনে আরবি ভাষা সুরানি বা সুরইয়ানি ভাষায় রূপান্তরিত হয়, যা আরবি ভাষার বিকৃত রূপ। হযরত নুহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নৌকার সকল যাত্রী এই সুরইয়ানি ভাষায় কথা বলতেন। অন্য মতে, জুরহুম নামক ব্যক্তির ভাষা ছিল আরবি। তাঁর পূর্বপুরুষরাও আরবিভাষায় কথা বলতেন।

অপরদিকে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামও আল্লাহ কর্তৃক আরবিভাষাপ্রাপ্ত হন। একটা পর্যায়ে জুরহুমের অধঃস্তন বংশধর বনু কাহ্‌তান হযরত ইসমাইল আলাইহিস সাল্লাম-এর বংশধরদের সাথে মিলিত হয়ে একত্রে বসবাস করে। তারা বনু ইসরাঈলের নিকট হতে আরবি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে আল-কুরআন নাজিলের পূর্ব পর্যন্ত আরবি ভাষার ব্যবহার অব্যাহত থাকে। অদ্যাবধি আরবি প্রচলিত আছে, যা সেমিটিক ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র জীবিত ভাষা।

❒ আরবিভাষার ক্রমবিকাশ

পৃথিবীতে প্রায় ৭০০০-এর অধিক ভাষা বর্তমানে প্রচলিত। বর্তমান সময়ে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য দেখা গেলেও সুপ্রাচীনকাল থেকে আরবি ভাষার আধিপত্য ও মর্যাদা আমরা দেখতে পাই। আরবি ভাষার আধিপত্যের প্রমাণ আমরা জাহেলী যুগের কবিতা বা কাসিদায় পেয়ে থাকি। এ ভাষার বর্ণগুলো সুরাইয়ানি ও নাবাতানি ভাষা থেকে উদ্ভূত। জাহেলী যুগের বিখ্যাত সপ্তগীতিকা আরবি ভাষার সমৃদ্ধি ও শব্দ ভাণ্ডার সম্পর্কে শক্তিশালী বার্তা বহন করে।

আরবি ভাষার ক্রমবিকাশকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

▪ জাহেলী যুগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব বা নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্ব সময়কে 'আল-আসরুল জাহেলিয়াহ' অর্থাৎ অজ্ঞতা ও অন্ধকারের যুগ নামে অভিহিত করা হয়। এ সময় পুত্তলিকতা ও অংশীবাদ ধারণায় তারা আচ্ছন্ন ছিল। স্বভাবজাতভাবেই তারা ছিল তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তাদের মধ্যে সাহিত্য চর্চা হতো। সাহিত্য চর্চা নিয়ে মেলা হতো। ওকাজ মেলায় সাহিত্য আসরে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ কাবাঘরে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতার জন্য পুরস্কৃত করা হতো। বংশীয় বা গোত্রীয় লোকজন এতে অহংকার প্রকাশ করত। তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে-এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

তাদের কবিতায় আরবি ভাষার সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে। চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় আরবি ভাষা তার গতি প্রকৃতি ছড়িয়েছে। তৎকালীন বিখ্যাত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– ইমরুল কায়েস, আনতারা বিন সাদ্দাদ, কা'ব বিন যুহাইর, যুহাইর বিন আবি সালমা, আ'শা বাউনিয়া, লাবিদ বিন রাবিয়া প্রমূখ।

▪ ইসলামী যুগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়্যত প্রাপ্তির পরবর্তী সময়কে ইসলামী যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর নিকট সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন বিধান 'আল-কুরআন' নাজিল হলে আরবি ভাষার সমৃদ্ধি ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায় ও মর্যাদার আসন অলংকৃত করে। আরবি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার, ছন্দ, অলংকার সকল শাখায় পূর্ণতা লাভ করে। আরবি ভাষার বিকাশে নতুন যুগের সূচনা ঘটে। যদিও এ সময় আরবি ভাষা লিখতে জানতেন মোট ১১ জন ব্যক্তি। তন্মধ্যে আবু সুফিয়ান-এর পরিবারেরই ছিলেন ৪ জন।উল্লেখ্য, বদর যুদ্ধে কাফেরদের মুক্তির শর্ত ছিল একজন কাফের দশ জন মুসলমানকে লেখা শেখাবেন অর্থাৎ সে সময় আরবি শেখারও প্রচলন ছিল।

অনেকের মতে, আরবি ভাষার সর্বপ্রথম লেখক হলেন 'আম্বার'-এর অধিবাসী 'মুররা বিন্ মুররা' এবং 'আসলাম বিন্ হাফরাহ্'। কারো মতে 'হার্ব বিন উমাইয়া বিন্ আব্দে শাম্স্'। তিনি 'হিরার' অধিবাসীদের কাছ থেকে শিখেছেন। হিরার অধিবাসীরা 'আম্বার'-এর কাছ থেকে শিখেছেন। এ সময় আরবি লেখনীতে কোন নক্তা বা হরকত ব্যবহৃত হতো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়কালে ব্যাপক আকারে মুসলিমদের মধ্যে আল-কুরআন ও আল-হাদিস চর্চার ফলে আরবি ভাষা উৎকর্ষ অর্জন করে। বিখ্যাত কবি লাবিদ বিন্ রাবিয়া মন্তব্য করেন– "আমার কাছে যেহেতু আল-কুরআন আছে; সুতরাং আর কোন কবিতা রচনার প্রয়োজন নেই"।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর বৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্যে ব্যাপকভাবে ধর্মীয় চর্চা শুরু হলেও আঞ্চলিকতার কারণে আল-কুরআন পঠনে পদ্ধতিগত সমস্যা তৈরি হয়। হিজরি প্রথম শতাব্দিতে আরবি ভাষা নোক্তা বা নক্তা ছাড়াই লেখা হতো।

জনৈক অনারব সুরা তাওবার ৩ নম্বর আয়াতে أناللهبرئمنالمشركينورسوله পাঠ করছিলেন।উক্ত আয়াতে রাসূলুহু শব্দের লাম-কে যের দিয়ে পড়লে জনৈক সাহাবী বিষয়টি হযরত আ'লী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিগোচরে আনেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাষার শুদ্ধতা ও আল-কুরআনকে বিশুদ্ধ রূপে পঠনে সে সময়ের পণ্ডিত আবুল আসওয়াদ আদ্-দুয়ায়েলীকে সমস্যা নিরসনের দায়িত্ব দেন। তিনি বিভিন্ন বর্ণকে আলাদাভাবে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ফোঁটা (নক্তা) এবং যবর, যের, পেশ, সাকিন তাশদীদ বুঝানোর জন্য বিশেষ চিহ্ন (হরকত) ব্যবহার করেন।

▪ উমাইয়া যুগ

এই সময়ে নোকতার ব্যবহার শুধুমাত্র আল-কুরআন পাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে মুসলিম সাম্রাজ্য সুদূর ইউরোপ-আফ্রিকা ছড়িয়ে পড়ে। আর দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আরবিকে ঘোষণা করলে-এর প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। দাপ্তরিক ভাষা হওয়ার কারণে আরবি ভাষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

হিজরি দ্বিতীয় শতকে 'খলিল বিন্ আহ্মদ' অন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। তিনি ফোঁটা বা নোকতার পরিবর্তে যবর বুঝানোর জন্য বর্ণের উপর বাঁকা ছোট্ট আলিফ, যের বুঝানোর জন্য বর্ণের নিচে ছোট্ট ইয়া দিলেন এবং পেশ বুঝানোর জন্য বর্ণের উপর ছোট্ট ওয়াও দিলেন। তানবিন বুঝানোর জন্য ছোট্ট করে দুইবার টান দিলেন। অতঃপর এই প্রক্রিয়া খলিফা 'আব্দুল মালিক বিন্ মারওয়ান'-এর আমলে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

আরব সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে সিরিয়া প্রথম দেশ, যাদের ভাষা হয়ে যায় আরবি। এ সময় আরবি বর্ণমালা বিন্যাস করেন বিন্ আছিম আল লাইছি, ইয়াহয়া বিন ইয়ামুর আল আদওয়ানি। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে 'হাজ্জাজ বিন্ ইফসুফ'-এর নির্দেশে হরকত সংযোজিত হলে আরবি লেখনি পূর্ণতা অর্জন করে। সেই পদ্ধতি আজও বিদ্যমান।

▪ আব্বাসী যুগ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ ছিল এটি। ব্যাপক আরবি ভাষা চর্চা ছাড়াও গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার লিখিত অনেক বিখ্যাত ও মূল্যবান পুস্তক আরবিতে অনূদিত হয়। এ সময় পণ্ডিতরা বিশেষ পরিভাষাগুলো আরবি করার প্রয়াস পান। যাতে করে শব্দগুলো উৎপত্তিগতভাবে আরবিতে ব্যবহৃত হতে পারে। এ সময়কালের শুরুতেই আরবি ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য লেখার কাজ শুরু হয়। ফলে আরবি ভাষা বই-পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার স্তরে পৌঁছে। আরবি ব্যাকরণ, নাহু, সর্‌ফ, ধ্বনি বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান, অলঙ্কারশাস্ত্র, অভিধানগত বইয়ের প্রকাশ ঘটে। এভাবে আরবি ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

❐ আধুনিক যুগ

সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে আরবি ভাষা তেজোদ্দীপ্ত,যা আজ সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই আরবি ভাষার কদর। ব্যবসায়িক বাজার দখল করার জন্য আরবী ভাষার সমৃদ্ধিও পরোক্ষভাবে অর্জিত হয়। আরব ভূমি ছাড়াও এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় আরবি ভাষার যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আরব প্রতিভা জগতকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করার নিমিত্তে ব্যস্ত। বিশেষ করে সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

মিসরীয় কথা সাহিত্যিক 'নাজিব মাহফুজ' আরবি ভাষায় তার 'ত্রয়ী' উপন্যাসের জন্য ১৯৮৯ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। তার রচনাগুলোও আরবি ভাষাতেই ছিল।

আরবি ভাষার বিকাশ ও উত্থান বর্তমানে আরও বেগবান। আরবি শব্দ ভাণ্ডারের মণি-মুক্তায় তার উজ্জ্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবি ভাষার রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। আমরা জানি, আল্লাহ তাঁর জন্য আরবি ভাষাকে নির্বাচিত করেছেন। এছাড়াও আল-কুরআন, আল-হাদিস ও রাসূল সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর ভাষাও আরবি। মুসলিম হিসেবে বিশ্বাস করি, পরকালের ভাষাও হবে আরবি।

আরবি ভাষা ১ কোটি ২০ লক্ষ শব্দ ভাণ্ডার নিয়ে পৃথিবীর সকল ভাষা জগতে স্বমহিমায় বিকশিত হচ্ছে। পৃথিবীর একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষাও আরবি ভাষা।

২.১ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রথম কে আরবি ভাষায় কথা বলেন?
ক. হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
খ. হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম
গ. হযরত ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ঘ. হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম

২. আরবি ভাষা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত?
ক. আর্য
খ. আফ্রো এশিয়া
গ. সেমেটিয় বা ইন্দো-ইউরোপীয়
ঘ. চীনা-তিব্বতী

৩. আরবি ভাষায় আল-কুরআন অবতীর্ণের ফলে–
ক. আরবি ভাষা শেখা কঠিন হয়ে পড়ে
খ. আরবি ভাষায় ভিন্নতা তৈরি হয়
গ. আরবি ভাষা সমৃদ্ধতায় চরম উৎকর্ষ অর্জন করে
ঘ. আরবের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়

৪. আরবি ভাষায় নোক্‌তা প্রয়োগের ফলে–
ক. আরবি ব্যাকরণ তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়
খ. আরবি ভাষা
গ. আরবি ভাষা দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে
ঘ. আরবি ভাষার বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে

উত্তরমালা:১. খ, ২. গ, ৩. গ, ৪. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে কী জানে?
২. কোন যুগে আরবি ভাষার সমৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে?
৩. আরবি ভাষার ক্রমবিকাশে আল-কুরআনের ভূমিকা কী?
৪. আরবি ভাষায় হরকত ও নোক্‌তার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ‘আরবি ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা’– বর্ণনা দাও?
২. আরবি ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা কর।
৩. আরবি ভাষার ক্রমবিকাশ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।
৪. আরবি ভাষা বিকাশে জাহেলী যুগের অবস্থান বিশ্লেষণ কর।

পাঠ ২.২: আরবি ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- আরবি ভাষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- আরবি ভাষার প্রয়োজনীতা বর্ণনা করতে পারবেন।

আরবি ভাষার গুরুত্ব

ভাষা হিসেবে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা এটি। বিশ্বের ২৮টি দেশের মাতৃভাষা ছাড়াও ভাষা ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হিসাবে ষষ্ঠ স্থানে আরবি ভাষার অবস্থান। নানা কারণে আরবি ভাষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষা।

❒ ধর্মীয় দিক থেকে

ধর্মীয় দিক থেকে আলোচনা করলে আমরা যা পাই আমাদের পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ আল হাদিস ও অন্যান্য ইসলামি সহায়ক গ্রন্থের মূল ভাষা আরবি।

প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলিমের নিকট আরবি একটি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। আরবি ভাষা না জানলে আল-কুরআন ও আল-হাদিস অধ্যয়ন করে সঠিকভাবে বুঝা ও জ্ঞান অর্জন অসম্ভব। তাই সমগ্র পৃথিবীতে মুসলিমদের কাছে আরবি ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

আলিফ লাম মিম এটি এমন কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক।

‘নিশ্চয়ই আমি আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো’।

‘আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতা মুক্ত, যাতে তারা সাবধানতা অবলম্বন করে’।

- ‘এইভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি বিধান রূপে আরবি ভাষায়’ সূরা রাদ ১৩, আয়াত ৩৭।
- ‘এইরূপে আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা ভয় করে অথবা এটাকে উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করে’। সূরা ২০ তাহা, আয়াত: ১১৩

ধর্মীয় সকল কাজেই আমরা আল-কুরআন ও আল-হাদিসকে অনুসরণ করি বিধায় আরবি ভাষা আমাদের নিত্য দিনের ভাষা। আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আরবি ভাষা একান্তভাবে জড়িয়ে আছে। দুনিয়ার সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ ভাষা আরবি ভাষা। জান্নাতের ভাষাও আরবি ভাষা।

পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের বিখ্যাত ভাষ্যকার ইবনে কাসীর-এর মতে– “সর্বাধিক মর্যাদাবান ফেরেশতার মাধ্যমে, সর্বাধিক মর্যাদাবান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের-এর প্রতি, সর্বাধিক মর্যাদাবান ভাষায়, সর্বাধিক মর্যাদাবান গ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

আরবি ভাষাকে সকল ভাষার জননী বলা হয়। আল-কুরআন, আল-হাদিস, ফিক্হশাস্ত্র শিক্ষাগ্রহণ ও জীবনে তার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক মুসলিমের আরবি ভাষা জানা অপরিহার্য। আল্লাহর নির্বাচিত ভাষা, কুরআনের ভাষা, ইবাদতের ভাষা, ইসলামি শিক্ষার ভাষা আরবি ভাষা।

❒ জ্ঞানার্জনের ভাষা

আগেই বলেছি আরবি সকল ভাষার জননী। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ছাড়াও বিজ্ঞান, কলা, গণিত, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান শেখার জন্য আরবি ভাষা গুরুত্বপূর্ণ। আল-কুরআনকে রিসার্চ করেই আজকের আধুনিক বিশ্ব, উড়োজাহাজ, সামুদ্রিক জাহাজ, কম্পিউটার, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সফলতা পেয়েছে। এগুলো আল-কুরআন ও ইসলামী জ্ঞানের বিশ্লেষণমূলক চিন্তা-চেতনার ফসল।ইমাম বায়হাকী সূত্রে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তি–'আরবি শেখো, কেননা এটি হৃদয়কে দৃঢ়তা দান করে এবং সাহস বৃদ্ধি করে'।

❒ ব্যবসা বাণিজ্যের ভাষা

একটা সময়ে অবহেলিত মরুভূমি আজ সমগ্র বিশ্বের চমক। তেল উৎপাদনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে বিপ্লব ও উৎকর্ষ সাধিত হয়, তারই পরিক্রমায় আজ পুরো আরব দুনিয়ার ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র। লক্ষ লক্ষ মানুষ মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশসমূহে কাজ করছে। এমনকি ভারতের ১৫ লক্ষ হিন্দু শিক্ষার্থী মাদরাসায় অধ্যয়ন করছে আরবী ভাষা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য। তারা জানে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ভাষা। তাই আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে তারা আরব দেশসমূহে ভালো বেতনে চাকরির সুযোগ পায়।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির এ যুগে ব্যবসায়ীদের ভূ-স্বর্গ মধ্যপ্রাচ্য। তাই সবার কাছেই আরবি ভাষার কদর ও সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবি ভাষাও দিন দিন তার ব্যাপ্তি আরো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করছে। পৃথিবীর সকল বিখ্যাত পণ্যের প্যাকেট সহ নানা বিজ্ঞাপনে আজ তারা আরবি ভাষাকে ব্যবহার করছে।

আমাদের বাংলাদেশের যে সকল শ্রমিক ভালো আরবি জানেন, তারা আরব বিশ্বে ভালো চাকরি করতে পারেন। আবার আরবি না জানার কারণে অনেকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভালো কাজে যোগদান করতে পারছেন না।

❒ আরবি আন্তর্জাতিক ভাষা

জাতিসংঘের চারটি দাপ্তরিক ভাষার মধ্যে আরবি অন্যতম ভাষা। বিস্তৃত পরিসর নিয়ে আরবি ভাষা স্রোতস্বিনী নদীর মতো বহমান। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশের জাতীয় বা প্রধান ভাষা আরবি।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আরবি ভাষার ব্যাপক প্রচলন-এর ফলে হয়তো অচিরেই আমরা দেখতে পাবো যে পৃথিবীর এক নম্বর ভাষা আরবি। চলমান বিশ্বের সবগুলো স্তরেই আরব বিশ্বকে প্রাধান্য দিতে হচ্ছে। ধর্মীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় আরবি ভাষাকে গ্রহণ করে তারা সাফল্য লাভের কারণে সবার কাছেই আরবি সু-উচ্চাসনে অবস্থিত। আরবি ভাষা এখন আর ধর্মীয় ভাষা নয়, এটি বিশ্বব্যাপী কমার্শিয়াল ভাষাও।

বিশ্বের ৪২২ মিলিয়ন আরব জনগোষ্ঠী এবং ১৫০ কোটিরও বেশি মুসলিম তাদের দৈনন্দিন জীবনে আরবি ভাষা ব্যবহার করছে।

আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য

- আরবি ভাষার শব্দমূল ৩ বর্ণ বিশিষ্ট।
- শব্দের প্রথম ও মধ্যের অক্ষর-এর বর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থের পরিবর্তন সাধিত হয়।
- এ ভাষায় যৌগিক ক্রিয়া (فعل مركب) নেই। তবে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ বিদ্যমান।
- আরবি ভাষায় একমাত্র দ্বিবচন আছে, যা অন্য কোন ভাষাতে নেই।
- এ ভাষায় তিনটি কারকের ব্যবস্থা আছে। যথা–فاعل, مفعول ও اضافه
- ক্রিয়াপদের পরে সেই ক্রিয়ার ধাতুজাত শব্দ (مفعول مطلقة) দ্বারা ক্রিয়া বিশেষণের কাজ সম্পাদন করা হয়।
- বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ এর পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ রূপ রয়েছে, ক্লীবলিঙ্গ-এর কোন অবস্থান নেই।

- বিশেষ্য ও ক্রিয়ায় 'ইরাব (إعراب)-এর বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে।
- বাক্য সংযোজন অব্যয় (حرف) দ্বারা সু-স্পষ্ট নির্দেশ করে।
- পৃথিবীর সর্বাধিক সমার্থক শব্দের সমাহার রয়েছে এ ভাষাতে।
- পৃথিবীর সর্বাধিক শব্দভাণ্ডারের ভাষাও আরবি।
- স্বল্প বাক্যে ব্যাপক অর্থ প্রকাশের ভাষা আরবি।
- একটি শব্দের বহু বিপরীত শব্দ ও অর্থবোধক শব্দ রয়েছে।
- পশুপাখির বিভিন্ন ধ্বনির অনুকরণে শব্দ রয়েছে।
- প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারায় পরিপূর্ণ।
- এ ভাষায় বিশেষণের শব্দ পরবর্তীতে বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীতে বিদ্যমান ভাষাগুলোর মধ্যে আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে। আরবি ভাষা জানা ও আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কিভাবে সার্বিক উন্নতি সম্ভব, তা আমরা বর্তমান বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে পারি।

ধর্মীয় জ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে ও পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হলে একমাত্র আরবি ভাষা জানার মাধ্যমেই সম্ভব। আমাদের জীবন বিধান সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

তারপর আল-হাদিস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগে অবশ্যই আমাদের আরবি ভাষা জানা প্রয়োজন। আমাদের ইবাদত-বন্দেগী, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমন যে কোনো মাধ্যমের জ্ঞান আল-কুরআন-এর মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

শুধু মুসলিমদের জন্য নয় আল-কুরআন যেহেতু সমগ্র মানব জাতির জন্য দিশারী তাই সকলেরই আরবি জানা আবশ্যক।ড. মরিস বুকাইলি মদিনায় দীর্ঘ আট বছর অবস্থান করে আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করার পর আল-কুরআন নিয়ে গবেষণা করেন এবং পরবর্তীতে মুসলিম হয়ে যান।

আরবি ভাষা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আধার। এ যেন জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র। আরবি ভাষা জানার মাধ্যমে সেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছুটা অর্জন করা সম্ভব।

আজকের বাংলাদেশ যে বৈদেশিক রেমিটেন্স নিয়ে অহংকার করছে, তার সিংহভাগ আসে আরব দেশসমূহ থেকে। আমরা যদি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করতে পারি তাহলে আরও বেশি জনশক্তি রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

আরব দেশসমূহের আইসিটি বিভাগের নিয়ন্ত্রণ করে ভারতীয়রা। আরব দেশসমূহের মেডিকেল-ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বেশিরভাগ শিল্প-কারখানার নিয়ন্ত্রণ প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশের হাতে। দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিতে তাদের পদক্ষেপসমূহের মধ্যে কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়ের হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া কাজের দক্ষতার পাশাপাশি ভাষায় দক্ষতার কারণে তাদের উত্থান। অথচ বিশাল জনগোষ্ঠীর মুসলিম দেশ বাংলাদেশ সেখানে অনেকটা পিছিয়ে আছে আরবী ভাষা না জানার কারণে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আরবি ভাষার গুরুত্বের কারণেই-এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমানে যত প্রকার Trade আছে সবখানে আরবিকে Trade Languageহিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে হলে চাই আরব দেশগুলোর সাথে ব্যাপক আরবি ভাষা চর্চা ও সংস্কৃতি বিনিময়ের পরিকল্পনা। এমনিতেই আরব দেশসমূহ আমাদের সামাজিক ধর্মীয় ও উন্নয়নমূলক খাতে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। তাই দক্ষ আরবি ভাষী হয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য আরবি ভাষা জানা প্রয়োজন।

আরবি ভাষা জানার ফলে অনেক ধর্মীয় বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়, আর ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়। আল-কুরআন ও হাদীস উপস্থাপন সহজ হয়।

পৃথিবীতে কত ভাষার জন্ম হলো আর পতন হলো, কিন্তু আরবি ভাষা আজও আপন মহিমায় দণ্ডায়মান। মুসলিম–প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশে আরবি ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত ব্যাপক।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ব দরবারে স্থান করে নিয়েছে। আরবি কবিতা বর্তমান বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন, যার বাস্তব সংযোজন আমরা 'সাবউল মুয়াল্লাকাত'-এর মাধ্যমে পেয়ে থাকি। পরবর্তীতে আরবি ব্যাপক চর্চার ফলে সমগ্র বিশ্বে আরবি ভাষার সৌন্দর্য় উপভোগ করা হয়। আরবি ভাষার সংস্পর্শে এসে অন্যদের ভাষা সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে পারে। তাই আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন কিভাবে সম্ভব?
ক. আরবি ভাষা সঠিকভাবে শেখা
খ. আরব দেশে কাজ করলে
গ. মাদরাসায় পড়াশোনা করলে
ঘ. আল-কুরআন তেলাওয়াত করলে

২. আরবি ভাষা কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য বিখ্যাত?
ক. আরবি ব্যাকরণ
খ. আরবি শব্দ ভাণ্ডার
গ. আরবি কবিতা
ঘ. আরবি ভাষাভাষী

৩. আরবি ভাষায় জ্ঞান অর্জনের ফলে–
ক. ব্যবসায়িক সফলতা অর্জন করা যায়
খ. ধর্মীয় জ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান সহজ হয়
গ. নিজেকে জ্ঞানী হিসেবে ভাবা য়ায়
ঘ. দেশে ভালো চাকরি পাওয়া যায়

৪. আরবি ভাষার সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তা হলো–
ক. আল-কুরআন ও আল-হাদিস সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন
খ. বিদেশি শ্রমবাজার চাহিদা তৈরি
গ. ব্যবসা-বাণিজ্য ভালোভাবে করা
ঘ. আরবদের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. খ, ৪. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষার গুরুত্বের কয়েকটি কারণ বর্ণনা কর।
২. আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।
৩. ধর্মীয় শিক্ষায় আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ কর।
৪. আরবি আন্তর্জাতিক ভাষা– বর্ণনা কর।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
২. আরবি ভাষার বিশ্বজনীন প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
৩. আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জনের সুফল বর্ণনা কর।

পাঠ ২.৩: ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষার প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ধর্মীয় উন্নয়নে আরবি ভাষার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল-কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণের কারণ আলোচনা করতে পারবেন;
- সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষার অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ধর্মীয় উন্নয়নে আরবি ভাষার প্রভাব

❒ ধর্মীয় গ্রন্থ আরবি ভাষায় নাযিল

আল্লাহ রাবুল আ'লামিন পৃথিবীতে মানবজাতি প্রেরণ করার সাথে সাথে তাদের জীবনাচরনের দিক নির্দেশনার জন্য প্রতিনিধির মাধ্যমে সহিফাহ্ ও কিতাব নাযিল করেন। এ সকল সহিফাহ্ ও আসমানি কিতাব অধিকাংশই আরবি ভাষায় অবতীর্ণ। আরবি ভাষার এ শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের অশেষ দান। এ ভাষা অত্যন্ত সহজ, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী।

এ প্রসংগে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন বলেন-

'নিশ্চই আমি এ কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, যেনো তোমরা বুঝতে পারো' (সূরা ইউসুফ)।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন আরো বলেন- 'আমি কুরআনকে তোমাদের ভাষায় সহজ করে দিয়েছি অর্থাৎ আরবি ভাষায়, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে'।

হযরত ইব্নে আ'ব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন- 'তোমরা আরবিকে তিনটি কারণে ভালবাসোঃ আমার ভাষা আরবি, আল-কুরআনের ভাষাও আরবি, আর জান্নাতের ভাষাও হবে আরবি' (বায়হাকী- ১৩৬৪)।

আরবি ভাষায় ধর্মীয় প্রভাব প্রসঙ্গে হযরত শাফেঈ রহমাতুল্লাহ আলাইহিবলেন- 'আরবি ভাষা অর্জন না করার কারণে লোকজন মূর্খ হয়েছে এবং বিভিন্ন মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। যদি তারা ভালোভাবে আরবি জানতো তাহলে ধর্মীয় বিষয়ে সংশয়, সন্দেহ ও মতবিরোধ এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে যেতো'।

বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত হাসান বসরি রহমাতুল্লাহ আলাইহিবলেন- 'বিদআ'ত সৃষ্টির অন্যতম কারণ হচ্ছে আরবি ভাষা ভুলে যাওয়া। মানুষকে অনারব ভাষা ধ্বংস করে দিয়েছে'।

❒ মুসলিম জীবন ধারায় আরবি

মুসলিমদের বিশ্বাস, একত্ববাদ, সর্বোপরি দৈনন্দিন জীবনাচরণে আরবি উচ্চারণ বা পাঠের কোন বিকল্প নেই। ইবাদত-বন্দেগি তথা সালাত আদায় করতে হয় আরবি ভাষায়। আরবি ভাষা বিশুদ্ধভাবে পাঠ না করতে পারলে কোন ইবাদত কবুল হয় না। বিশুদ্ধভাবে পাঠ করলে সওয়াব বা নেক হাসিল হয়, অন্যথায় গুনাহগার হতে হয়।

ইসলামী শরিয়ত সম্পর্কিত জ্ঞানসমূহ ভালোভাবে আয়ত্ব করতে হলে অবশ্যই ভালোভাবে আরবি ভাষা জানা জরুরি। মানব সমাজে নানান মাসআলা প্রয়োজন। এ সকল মাসআলা-মাসায়েলের সঠিক ব্যাখ্যাদানের জন্য আল-কুরআন ও আল-হাদিস বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। আর আরবি ভাষা আয়ত্তের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে আল-কুরআন ও আল-হাদিসকে বিশ্লেষণ করে মতামত দেয়া সম্ভব। আরবি ভাষা ভালোভাবে জানলেই এর প্রত্যক্ষ অনুবাদ ও ভাবার্থ জানা সম্ভব। অন্যথায় ভুল ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ হতে পারে।

ধর্মীয় কারণে বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ আল-কুরআন। এর উপর নির্ভর করে লক্ষ লক্ষ ইসলামিক পুস্তক রচিত হয়েছে। পৃথিবীতে এমন দ্বিতীয় আর কোন গ্রন্থ নেই। তাই আরবি ভাষা একটি জীবন্ত ভাষা হিসেবে সমগ্র বিশ্বে চলমান।

ধর্মীয়ভাবে আমরা আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিকে আ'লেম বলে থাকি। যে আ'লেম যত ভালো আরবি জানেন, তিনি ইসলামী জ্ঞানেও তত সমৃদ্ধ। অর্থাৎ আরবি ভাষা জানার কারণে তার সম্মান ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন–

- কুরআন আরবিভাষায় অবতীর্ণ করেছি যা কল্যাণময়।
- ইয়াসিন, শপথ প্রজ্ঞাময় কোরআনের।
- নিশ্চয়ই আমি নাযিল করেছি এ কুরআন আরবি ভাষায়।
- আমাদের সহজ সরল পথ প্রদর্শন কর।
- ইহা মানব জাতরি জন্য স্পষ্ট বর্ণনা।

❒ ইসলামের রোকন পালনে আরবি ভাষা

ইসলামের রোকন পাঁচটি। যথা– (ক) বিশ্বাস, (খ) নামাজ, (গ) রোজা, (ঘ) হজ্ব ও (ঙ) যাকাত। এ ইবাদতগুলো কোনোটি মানসিক, কোনোটি শারীরিক আবার কোনটি আর্থিক। কিন্তু এ সবকিছুর ধারন, লালন, পালনে আরবি ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। ইসলামি অনুশাসন পালনে এ রোকনগুলো যেমন আবশ্যক, তেমনি আরবি ভাষা না জানলে-এর সঠিক বাস্তবায়নও অসম্ভব।

❒ সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষার প্রভাব

ভাষা যে কোনো সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। এটি সমাজে বা রাষ্ট্রে নানাভাবে পতিত হয়। আরবি ভাষাও তেমনি সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করে আসছে।

জাহেলি যুগে আরবের সামাজিক পরিস্থিতি ছিল হতাশায়পূর্ণ। মদ, জুয়া, নারী, গোত্রীয় যুদ্ধ, বহু বিবাহ, কন্যা সন্তান হত্যা, আধিপত্যের লড়াইয়ে 'খুন কা বদলা খুন' প্রভৃতি ছিল তাদের সমাজের নিত্যকর্ম। সেই বিভীষিকাময় সামাজিক অবস্থায় 'সভ্য সমাজ ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠিত হয় আল-কুরআনের মতো আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার পর।

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের অধিকারের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়। কোথায় কার কী দায়িত্ব, অধিকার ও দাবি এবং তা কীভাবে পালন করতে হবে, সেসব বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেয়া হলে আরবগণ তাদের পরিবর্তনের বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করে। আরবি ভাষায় অবতীর্ণ তাই অনেক অজানাকে তারা জানতে পারে এবং সুস্পষ্ট নির্দেশনা লাভ করে।

ন্যায় বিচার, সুদ, চরিত্র, মজলিসের শিষ্টাচার, অন্যের হক বা বান্দার হক, চুরির শাস্তি, লুটতরাজ ও ডাকাতির শাস্তি, অপবাদ রটানোর শাস্তি ও পরিণাম, যিনার শাস্তি, (নারী নির্যাতন– শারীরিক, মানসিক, সামাজিক) সঠিক মাপ ও ওজন, সৎকর্মের আদেশ, অসৎ কর্মের নিষেধ ইত্যাদি সামাজিক বিষয়গুলো আরবি ভাষায় বর্ণিত হওয়ার সুবিধায় আরব্য সমাজ ছাড়াও বিশ্বমণ্ডলো শান্তি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম সহায়ক।

✎ কাজ- ১: উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে এবং আল-কুরআন ও আল-হাদিস থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করুন।

আরবি ভাষার শব্দভাণ্ডার অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ার কারণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটিও সমৃদ্ধ ও উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত। পারস্পরিক এ যোগাযোগের বিষয়টি আরবি ভাষায় অতুলনীয়। একটি জাতির উন্নতির অন্যতম হাতিয়ার সমৃদ্ধিশালী ভাষা।

❒ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষা

সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরবি ভাষা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

- তোমরা জমিনে বিশৃংখলা করো না।
- তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।

ঐক্যবদ্ধ বা একতাই শক্তি। আল্লাহ বলেন–

- তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধর, আর দলা-দলী করো না।
- তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামআনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বশীলদের।

পরিবেশ সুরক্ষা, মহামারী হতে সুরক্ষার নির্দেশনা, অন্যের হক-এর বিধান, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, প্রতিবেশীর অধিকার, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রতিটি বিষয়ে আরবরা জ্ঞান অর্জন করে তাদের জীবন ধারায় বাস্তবায়ন করে। আরবি ভাষা এভাবে একটি শক্তিশালী সামাজিক কাঠামো দাঁড় করতে সাহায্য করে।

কাজ- ২: সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষার বিভিন্ন দিকসমূহ সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন।

❒ জনশক্তি রপ্তানিতে আরবিভাষার প্রভাব

জনশক্তি রপ্তানির ফলে আমরা আর্থ-সামাজিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অর্জন করেছি। মধ্যপ্রাচ্যের ২২টি দেশে আমাদের দেশের লোকজন কাজ করছেন, যারা আরবি ভাষাকে সহজে আয়ত্ত করে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। এভাবে বর্তমানে আরবি ভাষাকে সমগ্র বিশ্ব সামাজিকভাবে গ্রহণ করে একে সমৃদ্ধ ও মর্যাদাবান করেছে।

কাজ- ১: নিজেরা করুন।

কাজ- ২: নিচের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন এবং নিজেরাও চেষ্টা করুন।

- জ্ঞানার্জনের শক্তিশালী মাধ্যম আরবি ভাষা।
- বিশ্বমানের টেকসই জনশক্তিতে নিজেকে গড়ে তোলারও উন্নত মাধ্যম।
- ব্যবসায়িক মাধ্যম।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান মাধ্যম।
- সামাজিক জীবন ধারনের নির্দেশনা।
- সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতার অবাধ ভূমি।
- আল-কুরআন ও আল-হাদিস, ফিক্‌হ, আরবি সাহিত্য সঠিকভাবে বুঝার সহায়ক।
- বর্তমানে আরবি ভাষা জীবিকার ভাষা।
- জুমার খুতবা আরবি ভাষায়। প্রতি শুক্রবারে দেশের সকল মসজিদে আরবি খুতবা প্রদান করা হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ?
ক. আল-কুরআন মুখস্থ করা
খ. আল-হাদিস ভালোভাবে জানা
গ. আরবি ভাষায় দক্ষতাঅর্জন
ঘ. ইসলামী জীবনধারা

২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমাদের দেশের জন্য যে ভাষাটি শেখা অধিক প্রয়োজন–
ক. আরবি
খ. ইংরেজি
গ. হিন্দি
ঘ. চাইনিজ

৩. উত্তমরূপে আরবি ভাষা জানার ফলে–
ক. আল-কুরআন, আল-হাদিস ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা যায়
খ. ইসলামি বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়
গ. ভালো বেতনে চাকরি পাওয়া যায়
ঘ. নিজেকে পণ্ডিত হিসেবে জাহির করা যায়

৪. আরবি ভাষা প্রসারের ফলে–
ক. আরবদের অর্থনীতির প্রসার লাভ করে
খ. অনারবরা আরবি ভাষা জানতে পারে
গ. আরবরা বেশি চাকরি লাভ করে
ঘ. ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে সাথে আরবি ভাষার ব্যাপক কদর সৃষ্টি হয়

উত্তরমালা: ১. গ, ২, ক, ৩. ক, ৪. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ধর্মীয় উন্নয়নে আরবি ভাষার ভূমিকা কি?
২. ধর্মীয় উন্নয়নে আরবি ভাষার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৩. সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষার অবদান ব্যাখ্যা কর।
৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষার অবদান ব্যাখ্যা কর।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ধর্মীয় উন্নয়নে আরবি ভাষার অবদান অনস্বীকার্য- আলোচনা কর।
২. ধর্মীয় গ্রন্থ ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য আরবি ভাষার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৩. সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী আরবি ভাষার অবস্থান আলোচনা কর।

পাঠ ২.৪: অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরবি ভাষার প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরবি ভাষার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করতে পারবেন;
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরবি ভাষার অবদান আলোচনা করতে পারবেন;
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরবি ভাষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রাচীনকাল

প্রাচীনকাল থেকে ভাষা একটি দেশ বা জাতির অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে আসছে। যাদের ভাষা যত উন্নত তাদের অর্থনীতিও তত উন্নত। আমরা ইংরেজি, ফার্সি, স্প্যানিশ ও সমকালীন যুগের চীনের মান্দারিন ভাষার কথা বলতে পারি। এ সকল ভাষার চেয়ে অন্যতম শক্তিশালী ভাষা হিসেবে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আমরা আরবি ভাষাকে দেখতে পাই। ভাষার কোন সীমানা নেই, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে স্রোতস্বিনী নদীর ন্যায় প্রবাহমান। যখন যার যেভাবে প্রয়োজন, সেভাবে ভাষাকে গ্রহণ করে।

প্রাচীনকালে আরবদের অর্থনীতির চালিকাশক্তি ছিল ব্যবসা। মক্কা-মদিনা থেকে সিরিয়া, ইয়েমেন বিভিন্ন এলাকায় আরবরা ব্যবসা বাণিজ্য করতো।

ইসলামী যুগে আমরা আরব্য অর্থনীতির ব্যাপক বিস্তার লক্ষ্য করি। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ফলে ইসলামি রাষ্ট্রের বিস্তৃতি লাভের সাথে সাথে আরবি ভাষা ও তার পরিধিরও বিস্তার হতে থাকে। এভাবে আফ্রিকা, ইউরোপ, পারস্য সাম্রাজ্য পর্যন্ত আরব্য শাসনের সাথে আরবি প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ভাষা হিসেবে একক কর্তৃত্ব অর্জন করে।

উমাইয়া শাসকগণ আরবিকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন। ফলে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ও চাকুরীর জন্য আরবি শেখার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে সে সময়ের অর্থনীতিও আরবি ভাষা নির্ভর হয়ে পড়ে।

আব্বাসী আমলে আরবি ভাষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সোনালী যুগ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে।এ সময় আরবি ভাষার মর্যাদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। আব্বাসীয় যুগের অর্থনীতিও ব্যাপক প্রসার লাভ করে। কালের পরিক্রমায় ধর্মীয়, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ভাষা হিসেবে আরবি জনপ্রিয় হয় এবং তার অবস্থানকে শক্তিশালী করে।

আরবি ভাষার ব্যবহারে আরবি অর্থনীতিকে দুইভাগে ভাগ করতে পারি।

১. ইসলামি অর্থনীতি

ইসলামি শরীয়া মোতাবেক অর্থাৎ আল-কুরআন ও আল-হাদিস অনুসারে যে অর্থনীতি পরিচালিত হয়, তাই ইসলামি অর্থনীতির কেবল উৎপাদন ও বন্টন এবং উপকারিতার ইসলামি নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামী অর্থনীতি পরিচালিত হলেই চলবে না। তা ব্যক্তি পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় সূচক নিশ্চিত করার পাশাপাশি অন্যের কোনো না কোনোভাবে উপকার করে কিনা বা ক্ষতি সাধন করে কিনা তাও পর্যবেক্ষণ অনস্বীকার্য। এখানে যাকাত, উষর, খারাজ ও জিজিয়া করের ধারণা ও নির্দেশনা বিদ্যমান।

২. পুঁজিবাদী অর্থনীতি

আধুনিক বিশ্ব এই পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর পরিচালিত যেখানে লাভটাই মুখ্য। অন্যের ক্ষতি সাধন হচ্ছে কিনা (ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত) তা এখানে গৌণ।

এই দুই ধারার অর্থনীতিতেই আমরা আরবি ভাষার গুরুত্ব দেখতে পাই। আরবি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক লেনদেনে বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ ও সমাদৃত ভাষা। আরবের তেল ও খনিজ সম্পদের ফলে পুরো আরব বিশ্বের ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য।

কাজ- ১: আরবি ভাষার প্রয়োজনীয় দিকসমূহ উল্লেখ করুন।

১. ধর্মীয় ভাষা।
২. জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষা।
৩. বর্তমান বিশ্বের বাণিজ্যিক ভাষা।
৪. বিশ্বের কয়েকটি শ্রমজীবীর দৈনন্দিন ভাষা।
৫. পণ্য বিতরনের ভাষা।
৬. অধিক বাজার দখল ও বিপণনের প্রধান মার্কেটের ভাষা।
৭. আধুনিক বিশ্বের সকল বৃহৎ কোম্পানির লক্ষ্য যেহেতু মধ্যপ্রাচ্য, তাই তাদের ভাষার ব্যবহারও এখানে মূখ্য। সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার আরবি ভাষা।

বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষার অন্যতম ভাষা আরবি। আরবি ভাষা আপন মহিমায় আজ সমগ্র বিশ্বে সমুজ্জ্বল। বিশেষ করে ধর্মীয় কারণের পাশাপাশি ব্যবসায়িক কারণে আরবি ভাষার প্রচলন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

▪ সমৃদ্ধ অর্থনীতির ভাষা

বিশ্বের প্রতিটি দেশ আরবি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দিয়ে তার জনশক্তি রপ্তানির জন্য পর্যাপ্ত কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সকল পণ্যের লেভেলে আজ আরবি ভাষার ব্যবহার করা হচ্ছে। সময়ের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বিশ্বের বৃহৎ প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলো আরবি ভাষার উপর গুরুত্বারোপ করছে। অর্থনীতির শক্তি বাড়লে ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জনের জন্য আজ মুসলিম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জন করছে শুধুমাত্র ভালো বেতনে আরব দেশসমূহের চাকরির প্রত্যাশায়। আরব্য অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, দৃঢ়তা ও ব্যাপকতার কারণেই আরবি ভাষা দিন দিন আরো প্রসার লাভ করছে। আরবি ভাষার শব্দভাণ্ডারও এতে ভূমিকা রাখছে।

উল্লেখ যে, পবিত্র হজ ও ওমরা পালনের জন্য সমগ্র বিশ্বের ৩০ থেকে ৪০ লাখ মুসলিম সৌদি আরব ভ্রমণ করেন। ফলে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিকভাবে আরবি ভাষার প্রসারতা এখানে লক্ষণীয়। এর মাধ্যমে শক্তিশালী অর্থনীতির পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বেই আরবি ভাষার গুরুত্ব পৌঁছে যাচ্ছে।গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কারণে সমগ্র বিশ্বে দিন দিন আরবি ভাষা চর্চার বিস্তৃতির পাশাপাশি এর মর্যাদা আরো উন্নত হচ্ছে যা চলমান থাকবে আগামীতেও।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আধুনিক বিশ্বের অর্থনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা কোনটি?
ক. বাংলা
খ. হিন্দি
গ. আরবি
ঘ. উর্দু

২. আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করলে কী পেতে পারি?
ক. ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি
খ. আরবের শ্রম বাজারের সম্মানজনক বেতনের চাকরি
গ. ভাষাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা
ঘ. অনুবাদ করতে পারা

৩. মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল বাণিজ্যের ফলে–
ক. দিনদিন আরবি ভাষার ব্যবহার ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে
খ. আরবি সাহিত্য বিস্তৃত হচ্ছে
গ. অন্যান্য দেশের ব্যবসা কমে যাচ্ছে
ঘ. অর্থনৈতিক সঙ্কট তৈরি হচ্ছে

৪. বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আরবি ভাষা চর্চা বৃদ্ধি করছে, কারণ–
ক. আরব দেশসমূহের শ্রম বাজারে চাহিদা তৈরি
খ. ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে জানতে
গ. আরবে বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে
ঘ. আরব দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. ক, ৪. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ইসলামী অর্থনীতিতে আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা লিখ।
২. পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আরবি ভাষা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?
৩. আধুনিক অর্থনীতির মূল কেন্দ্র মধ্যপ্রাচ্য– বর্ণনা কর।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বর্তমান বিশ্বে অর্থনীতিতে আরবি ভাষার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
২. অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

পাঠ ২.৫: বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চাঃ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চার গুরুত্ব বুঝাতে পারবেন;
- আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জনে সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে সমস্যা ও সমাধান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে আরবি ভাষাচর্চা

বাংলাদেশে আরবি ভাষার প্রচলন ও চর্চা দীর্ঘ দিনের। ভারতীয় উপমহাদেশে আরবি ভাষার প্রবেশ প্রথমে আরব বণিকদের মাধ্যমে। আরব বণিকরা বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের বাণিজ্য করতেন। এই বাণিজ্যের ফলে আমাদের চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, নোয়াখালীতে ও উপকূলীয় এলাকায় তাদের ভাষার আগমন। পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব এই বণিক আরব ও ধর্ম প্রচারক আরবদের যাতায়াতের মাধ্যমে বাংলাদেশে ধীরে ধীরে আরবি ভাষার চর্চা শুরু হয়। উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে আরবি ভাষা শেখার অধির আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তায় এদেশের মানুষ আরবি ভাষা শিখতে শুরু করে। প্রথমে আল-কুরআন তেলাওয়াত, নামাজ, রোজা সঠিকভাবে পালনের জন্য আরবি শেখা শুরু হয়। ধীরে ধীরে সুফি-সাধকগন এই ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশে বসতি স্থাপন, খানকাহ-মসজিদ নির্মাণ করে মক্তবের মাধ্যমে আরবি ভাষার পাঠদান করতে থাকেন।

বঙ্গ অঞ্চলে ইসলাম আগমনের ফলে আরবি ভাষার সঙ্গে বাংলাদেশের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। আরব্য বণিক শ্রেণি ও ধর্ম প্রচারকগণ উপকূলীয় অঞ্চল হয়ে এদেশে প্রবেশ করার কারণে বৃহত্তম চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর অধিবাসীরা আরবি শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে থাকেন।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দ্রুত কথা বলেন এবং শব্দের শেষ বর্ণ শেষ না করেই বাক্য সমাপ্ত করেন, যা আরবি ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এভাবে সমগ্র বাংলাদেশে ইসলামের ব্যাপক প্রসারের ফলে আরবি ভাষা চর্চা ও ব্যাপ্তি লাভ করে।

সময়ের ধারাবাহিকতায় ভারতীয় উপমহাদেশ প্রায় ৮০০ বছর মুসলিম শাসনাধীন থাকার কারণেও বিশেষ করে আদালতে ব্যাপক আরবি ভাষার শব্দ আমরা দেখতে পাই। বিশ্বের ১৫০ কোটির বেশি মানুষের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে আরবি ভাষার প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ১২০০ আরবি শব্দ আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি। বাংলাদেশের সকল জেলায় মক্তব, পরবর্তীতে মাদরাসা শিক্ষার প্রচলন এর ফলে আরবির ব্যাপক চর্চা বর্তমানেও বিদ্যমান।

কাজ- ১: আমরা আরবি ভাষা কেন চর্চা করি?

- **মুসলিম দেশ হিসেবে ধর্মীয় প্রয়োজনে**

বর্তমান বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। তাই ধর্মীয় কারণে কুরআন–হাদিসসহ ইসলামিক জ্ঞান লাভের জন্য আরবি ভাষা জানা আবশ্যক। কেননা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে হলে আরবি ভাষা ভালোভাবে জানার কোন বিকল্প নেই। বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য আরবি বিশুদ্ধভাবে জানা প্রয়োজন। তাছাড়া ইসলামি বিধি-বিধান, মাসয়ালা-মাসায়েল জানার জন্য বর্ণিত মূল ভাষা অর্থাৎ আরবি ভাষা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

■ জ্ঞানার্জনের জন্য

আল-কুরআন শুধু ধর্মীয় গ্রন্থ নয়। এটি মুসলিমদের জন্য ধর্মগ্রন্থ, অন্যদিকে সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন বিধান। জ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যা আল-কুরআনে নেই। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসসমূহও আরবি ভাষায়। আল-কুরআন ও আল-হাদিস বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পাশাপাশি মুসলিম মনীষীগণ যে সকল মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন তার অধিকাংশই আরবি ভাষায় রচিত। ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানসহ প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য আরবি ভাষা জানা প্রয়োজন। আরবি ভাষা সঠিকভাবে না জানলে ধর্মীয় বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

❐ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম ক্ষেত্র

আমরা আজ যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে গর্ববোধ করি কিংবা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, এর প্রধান কারণ হলো মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোডলার। রেমিটেন্স বা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান হাতিয়ার আমাদের জনশক্তি রপ্তানি। মধ্যপ্রাচ্যসহ আরবের অন্যান্য দেশে আমাদের এক কোটিরও বেশি জনশক্তি রয়েছে। প্রতিদিনই এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবের মুসলিম দেশসমূহের সহানুভূতি ও বাংলাদেশি শ্রমিকদের সততা, কর্মস্পৃহার জন্য তাঁরা সুনাম বয়ে আনছে। কিন্তু এ সকল শ্রমজীবি লোকজন প্রচুর টাকা ব্যয় করে উক্ত দেশসমূহে চাকুরি করতে গেলেও আরবি ভাষা জ্ঞান না থাকার কারণে তারা ভালো বেতনে চাকরি করতে পারছে না। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের প্রায় ১৫ লক্ষ শিক্ষার্থী মাদরাসায় অধ্যয়ন করে আরবি ভাষা জ্ঞানের জন্য। ভারতীয়রা আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জনের কারণে ভালো প্রতিষ্ঠানে, ভালো বেতনে কাজ করতে পারছে। আমাদের দেশের প্রবাসীরাও দ্রুত আরবি ভাষাকে আয়ত্ত করে নিজের অবস্থান সুসংগত করছে।

❐ ব্যবসায়িক কারণ

আমাদের দেশে আরবি ভাষা চর্চার অন্যতম একটি কারণ হলো ব্যবসায়িক কারণ। মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল বাজারের চাহিদা এবং সম্পর্ক জোরদার করার জন্য আরবি ভাষার চর্চা অব্যাহত রাখা দরকার। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ তাদের পণ্যের গায়ে আরবি ভাষা ব্যবহার করছেন। তেমনি আমাদের দেশ থেকে যে সকল পণ্য রপ্তানি হচ্ছে, সেখানেও আরবি ভাষার ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি। এভাবে ব্যবসায়িক গুরুত্বের কারণে আমাদের দেশে আরবি ভাষার চর্চা অব্যাহত আছে।

❐ মাদরাসাসমূহে আরবি ভাষার চর্চা

বাংলাদেশের প্রচলিত সকল শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবি ভাষাচর্চা অনিয়তি হলেও আলিয়া ও কওমি মাদরাসায় আরবি ভাষা চর্চা দৈনন্দিনই হচ্ছে। মাদরাসাসমূহে আরবি বিষয়গুলো, যেমন– আল-কুরআন, আল-হাদিস, আরবি সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে ও দক্ষতা লাভের জন্য পড়ানো হয়। এই অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য ধর্মীয় জ্ঞান লাভ। আরবি ভাষার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব এখানে উপস্থাপন করা হয় না। ফলে বর্তমান বিশ্বে আরবি ভাষার অবস্থান যে শুধু ধর্মীয় কারণে নয়, অনেকে তা বুঝতে ও বুঝাতে সক্ষম হন না।

❐ আরব দেশসমূহে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য

বাংলাদেশে আরবি ভাষাচর্চার অন্যতম দিক হচ্ছে আরব দেশসমূহের সাথে জোরালো কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। মুসলিম দেশ ও আরবি চর্চা অব্যাহত বিধায় আরব দেশসমূহের সাথে আমাদের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই রাষ্ট্রীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ করার জন্য আরবি চর্চা অব্যাহত রয়েছে। যার কারণে আরব দেশসমূহের রাজনৈতিক প্রয়োজনেও আমাদের দেশের শান্তিরক্ষীরা আরব দেশসমূহে কাজ করে যাচ্ছে। বিপরীতে বিভিন্ন উন্নয়নে তাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সমর্থন আমরা পেয়ে যাচ্ছি।

চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

❐ আরবি ভাষা চর্চার পর্যাপ্ত সুযোগ নেই

আরবি আমাদের মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা কিংবা Terget Language নয়। শুধুমাত্র ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক কারণে আরবি ভাষা আমাদের নিকট মর্যাদাবান ও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে আরবি ভাষা ব্যবহারের তেমন সুযোগ নেই। চর্চা-অনুশীলনের অভাবে আরবি ভাষায় আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুবিধা থাকলে আরবি ভাষা দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পেতো।

❐ পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নেই

আরবি ভাষায় কথোপকথনের দক্ষতা বা বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শেখার জন্য পর্যাপ্ত ও গুণগত মানসম্পন্ন কোনো ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নেই, যেখানে নিবিড় পর্যবেক্ষণে থেকে আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে। যদি সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে আরবি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা মাফিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আরবি ভাষায় দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পেতো।

❐ দক্ষ প্রশিক্ষক নেই

আমাদের দেশের মাদরাসাগুলোতে ব্যাপক আরবি পড়ানো হলেও আরবি ভাষা জানা দক্ষ শিক্ষক ও প্রশিক্ষককের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অনেকেই মাদরাসায় পড়ান বা পড়েন, কিন্তু তারা বেশির ভাগই আরবি ভাষায় কথা বলতে পারেন না। দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরি হলে আরবি ভাষায় দক্ষ শিক্ষার্থী তৈরি হবে। ফলে, আরবি ভাষা দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

❐ পেশাগত দক্ষতায় ভাষা না জানা

আমাদের দেশের অনেকেই পেশাগত জ্ঞানে দক্ষ। কিন্তু আরবি ভাষায় দক্ষতা না থাকার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে বেশি বেতন ও সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। পেশাগত উন্নয়নে আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারলে এ সকল সমস্যার সমাধান করা সহজ হতো।

❐ ব্যাকরণ নির্ভর পাঠদান

বাংলা ভাষাকে আমরা মায়ের ভাষা বলি। আমাদের মাতৃভাষা শিখতে গিয়ে আমরা কি আগে ব্যাকরণ পড়েছি? নিশ্চয়ই না। আমাদের দেশে ব্যাকরণ নির্ভর আরবি পড়াশোনার কারণে তা জটিল ও কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করার ফলে আরবি ভাষা–ভীতি মননে গেঁথে আছে।

❐ পাঠদান পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ

আমাদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পদ্ধতিতে প্রাচীন বা সনাতন বক্তৃতা পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পাঠদান পদ্ধতির উন্নয়ন সাধিত হয়নি। যদি পাঠদান পদ্ধতিকে আমরা বর্তমান চাহিদা অনুসারে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সঠিকভাবে অনুসরণ করি, তাহলে আরবি ভাষা বোঝা, শোনা, পড়া বা শেখা আরো সুন্দর ও সহজ হতো। আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি পেতো।

❐ ব্যবহারিক আরবির প্রতি যত্নবান না হওয়া

বেশিরভাগ শিক্ষক-শিক্ষার্থী আরবি ব্যবহারিক ভাষা বোঝেন না বা ব্যবহারও করেন না। পাঠ্যপুস্তক নির্ভর পাঠদান যুগযুগ ধরে বিদ্যমান। যদি ব্যবহারিক আরবির প্রতি যত্নবান হওয়া যায় তাহলে আরবি শিখা সহজবোধ্য হতো। আরবি ভাষা জ্ঞান বৃদ্ধি পেতো।

❒ আরবি ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ না করা

আরবি ভাষা চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আরবি ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। যেহেতু আরবি একটি বিদেশী ভাষা, সুতরাং-এর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

❒ আরবি ভাষা শিক্ষা উপকরণের অভাব

আরবী ভাষার শিক্ষাদানের জন্য আমাদের দেশে এই বিষয়ে উপকরণের যথেষ্ট পরিমাণ অভাব রয়েছে। পাঠ্যবইগুলোও সেভাবে প্রস্তুত না। দৈনন্দিন জীবনের কথাগুলো উপকরণের মাধ্যমে ব্যবহৃত হলে শিক্ষার্থীরা সহজেই আরবি ভাষার সাথে পরিচিত হতে পারতো। আমাদের প্রথমেই লক্ষ্য হওয়া উচিত আরবি ব্যবহারিক শব্দসমূহ আয়ত্ত করা। তাহলে ধীরে ধীরে আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন সম্ভব।

❒ শিক্ষাদানগত সমস্যা

ভাষা শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষক হতে হবে দক্ষ ও মেধাবী যুগোপযুগী। আমাদের দেশের শিক্ষক বা প্রশিক্ষকরা ট্রেনিংপ্রাপ্ত নন। অপ্রতুল প্রশিক্ষণের কারণে শিক্ষক নিজেকে আধুনিক বা বিশ্বমানের প্রশিক্ষক হিসেবে তৈরি করতে পারছেন না। বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষক নিজের পেশাগত জীবনে নিজেকে শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখেন। আমাদের দেশে আরবী ভাষার শিক্ষাদানের জন্য দেশে-বিদেশে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে শিক্ষার্থীরা আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করে নিজের মেধার পরিচয় দিতে সক্ষম হতো।

উত্তরণের উপায়

আমাদের হীনমন্যতা ও পরিকল্পনাহীন শিক্ষার কারণে আরবি ভাষায় যেভাবে পারদর্শিতা অর্জন করার কথা ছিল, তা সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করলে আমরা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সক্ষম হব। চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধানের মাধ্যমেই আমরা উত্তরণ করতে পারি।

কাজ- ১: নিজে নিজে চেষ্টা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চা হয় কোন কারণে?
ক. বিদেশে যাওয়ার জন্য
খ. ধর্মীয় কারণে
গ. ভালো চাকরির জন্য
ঘ. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য

২. মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ বর্তমানে সকল দেশের লক্ষ কারণ–
ক. ইসলাম ধর্মের অনুসারী বৃদ্ধি
খ. যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত
গ. ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় বাজার
ঘ. আরবদের দেশসমূহের যুদ্ধাবস্থার কারণে

৩. বিভিন্ন দেশে আরবি ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে–
ক. ধর্মীয় পুস্তক পাঠ সহজতর হচ্ছে
খ. আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে
গ. আরবদেশসমূহে জনশক্তি রপ্তানি করতে পারছে
ঘ. আরবদেশসমূহে সম্মানজনক পেশায় নিয়োগ পাচ্ছে

৪. বাংলাদেশে আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি না হওয়ার ফলে–
ক. জনশক্তি রপ্তানি করা যাচ্ছে না
খ. মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে না
গ. ইসলামিক জ্ঞান হ্রাস পাচ্ছে
ঘ. টেকসই গুণগত মানসম্মত জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. গ, ৩. ঘ, ৪. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়গুলো কি?
২. আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
৩. বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চার অন্তরায় কী কী?
৪. বাংলাদেশে আরবি ভাষায় চর্চার সম্ভাবনা লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
২. বর্তমান বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জনে আপনার মতামত উল্লেখ করুন।

পাঠ ২.৬: আরবি ভাষা শিক্ষার মানোন্নয়ন: প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আরবি ভাষা শিক্ষণ উন্নয়ন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আরবি ভাষার শিক্ষন ও উন্নয়নে সরকারের করণীয় দিকসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চা

ব্যবসায়িক ও ধর্মীয় কারণে আমাদের দেশে আরবিভাষা চর্চা হয়ে আসছে। কালের প্রবাহে আরবিভাষা আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে মিলিত হয়েছে আপন স্বকীয়তায়। ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও ব্যবহার পেলেও প্রয়োজনীয় ভাষা দক্ষতা তৈরি হয়নি, তৈরি হয়নি আরবি ভাষায় দক্ষ জনশক্তি। আমাদের দেশের বেশির ভাগ মুসলিম আল-কুরআন তেলাওয়াত করতে পারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করা ছাড়া আরবিভাষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি বা হয়না। আরবিভাষাকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে অনেকগুলো সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়, যাতে করে দেশের অগ্রগতি, উন্নয়নে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সঠিকভাবে আরবি ভাষাকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হননি। অর্থনৈতিক দিক থেকে আরবি ভাষাকে অলাভজনক মনে করা হয়। সুতরাং আরবিভাষার দুর্বলতা থেকেই যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে অদক্ষতা ও দুর্বলতার কারণসমূহ–

❐ শিক্ষকের আরবি ভাষা দক্ষতা না থাকা

মাদরাসায় আরবি পাঠদান বাংলা ভাষায় করে থাকেন অনেক শিক্ষক। আরবি ক্লাসে আরবিতে মোটেই কথা বলা হয় না। আরবিতে কথা বলার আগ্রহ দেখানো শিক্ষক যদি আরবি ভাষায় দুর্বল হন বা অনুশীলন না করেন, শিক্ষার্থী কিভাবে উপকৃত হবে? আরবি ক্লাসে শিক্ষকের এই দুর্বলতার কারণেই আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জন হয় না।

❐ শিক্ষকের সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব

সময়ের চাহিদা বা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য চাই শিক্ষাব্যবস্থায় দক্ষ, মেধাবী, প্রশিক্ষিত, শিক্ষক ও প্রশিক্ষক। আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য মাত্র একটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, যা সম্পূর্ণভাবে গুণগতমান সম্পন্ন প্রশিক্ষণের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত নয়। লক্ষ লক্ষ শিক্ষকদের জন্য একটি মাত্র প্রশিক্ষণ। প্রতিষ্ঠান সেখানে আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কোনো কার্যক্রম যথাযথভাবে নেই। আবার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দকে বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরবি ভাষার জন্য দক্ষ করে তোলার কোন ব্যবস্থা নেই। এভাবে তৃণমূল থেকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সব জায়গায় অপ্রতুল সুবিধার কারণে দক্ষ শিক্ষক-প্রশিক্ষক আমরা পাচ্ছি না।

❐ চর্চা ও অনুশীলন করার পরিবেশ অপ্রতুল

বিদেশি ভাষার কারণে আরবি ভাষাকে আমাদের দেশে অনেকে ধর্মীয় ভাষা মনে করেন। ফলে দৈনন্দিন জীবনে তেমন একটা ব্যবহার করেন না। তাই আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জনের জন্য যেভাবে চর্চা বা অনুশীলন দরকার, সেভাবে চর্চা অনুশীলন করা হয় না, তাই ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না।

❐ শিক্ষার্থীদের ভাষা ভীতি

আরবি ভাষা শিখতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা ভাষাকে আনন্দ সহকারে মেনে নিতে পারেনি। পড়ার জন্য যে পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন, তা করা হয়নি। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনের গহীনে আরবি ভাষা শেখার একটা ভীতি তৈরি হয়ে আছে। যাতে করে আরবি ভাষাকে তারা জটিল ও কঠিন মনে করছে।

❐ প্রেষণা না থাকা

পাঠদানে শিক্ষার্থীদের জন্য চাই উপযোগী প্রেষণা। শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় কারণ ছাড়াও তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থানের তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে প্রেষণা দেওয়া প্রয়োজন। আনন্দ ও আগ্রহ থাকা চাই। এগুলো থাকলে শিক্ষার্থী আরবি ভাষাকে সহজেই গ্রহণ করতো এবং দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতো। আমরা পরিবেশ ও সমাজ অনুযায়ী সেবা দিতে অপারগতার কারণে আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রেষণা বঞ্চিত।

❐ মাদরাসা শিক্ষার প্রতি অনীহা

জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে সবাই পড়াশোনা করে। এই জ্ঞানার্জনের ঠিক উল্টো পিঠে অর্থনৈতিক মুক্তির কথাটি লেখা। আমাদের দেশে মাদরাসা পড়ুয়াদেরকে অনেকেই হেয় করে দেখে। চাকরির বাজারে তাদের মূল্যায়ন করা হয় না বা চাকরির সুযোগ কম বলে বা আয় রোজগার করার পথ তেমন নেই বলে অনেক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অনীহার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করে।

❐ অভিভাবকদের উদাসীনতা

সাধারণতঃ শাররিরীক ও মানসিকভাবে সক্ষমতাপূর্ণ সন্তানদের মাদরাসায় না পড়িয়ে তুলনামূলকভাবে দুর্বল মেধা সম্পন্ন সন্তানদের মাদরাসায় পড়ানো হয়। তাছাড়া তাদের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক, মানসিক ও সামাজিক সমর্থন ও দেয়া হয় না। অনেকেই এখানে 'ফি সাবিলিল্লাহ্' মানসিকতা পোষণ করেন।

❐ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতা

মাদরাসা শিক্ষার্থীরা দাখিল-আলিম পাশ করার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য যোগ্যতা থাকা সত্বেও পছন্দমতো বিষয়ে ভর্তি হতে নানা রকম বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখী হয়। ফলে তারা অনেক সময় উচ্চতর জ্ঞানার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

❐ শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকা

শ্রেণিকক্ষে ব্যতীত সারাদিন আর কোথাও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আরবি ভাষা ব্যবহার হয়ে উঠে না। বাড়িতে, মাঠে, হাট-বাজারে কোথাও আরবিতে কথোপকথন হয় না। আবার শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের আরবি বলার জন্য পরিবেশ তৈরি করেন না বা সুযোগ প্রদান করেন না। শিক্ষার্থীর মতামত বা আগ্রহকেও প্রাধান্য দিয়ে আরবি ভাষা উপস্থাপন করেন না।

❐ শিক্ষাক্রম যথাযথ না হওয়া

রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচলিত শিক্ষাক্রমে বিশেষ করে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির উপযোগী না। ২০১৯ সালের আগে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহারিক আরবি ভাষা-এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রম তৈরি হয়নি। আরবি ব্যাকরণ, গল্প, কবিতা ও রচনার উপর করে নির্ভর আরবি ভাষা পাঠ দান করা হতো, যা শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক জীবনে তেমন কাজে আসতো না।

❒ পর্যাপ্ত কর্মক্ষেত্র না থাকা

আমাদের দেশে মাদরাসায় পড়ুয়াদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মক্ষেত্র নেই। যারা কর্ম পাচ্ছেন তাদের কর্মক্ষেত্র অধিকাংশই মাদরাসায় শিক্ষকতা বা ইমামতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মাদরাসা থেকে যারা পরবর্তীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে বা করতে পারছে তারা উন্নত কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছেন। শুধুমাত্র মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য আমাদের দেশে এখনো সীমিতই রয়েছে কর্মক্ষেত্র। অন্যদিকে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জনে সরকারি-বেসরকারি পর্যাপ্ত সুবিধা ও কর্মক্ষেত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি। এতে শিক্ষার্থীর মনে আরবি ভাষার প্রতি অনাগ্রহ তৈরি হয়।

❒ ভিন্ন ভাষায় আরবি ব্যাকরণ শেখানো

সহজবোধ্য আরবি ভাষায় আরবি ব্যাকরণ না শিখিয়ে আলিয়া ও কওমি মাদরাসাগুলোতে বাংলা, উর্দু বা ফার্সি ভাষায় আরবি ব্যাকরণ মুখস্থ করানো হয়। এতে করে শিক্ষার্থীরা আরবি ব্যাকরণকে আরবিতে না বুঝে অন্য বিদেশি ভাষায় বুঝতে গিয়ে জটিলতার সম্মুখীন হয়। ফলে তাদের কোন ভাষাই ভালো করে শেখা হয় না, আরবি ভাষা শিখনে দুর্বলতা থেকেই যায়।

🗝 সমস্যা উত্তরণের উপায় ও সরকারের ভূমিকা

❒ আধুনিক শিক্ষাক্রম তৈরি করা

আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং আরবি কথোপকথনে পারদর্শিতা অর্জন এর জন্য মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণিভিত্তিক গুণগত ও মানসম্পন্ন আধুনিক শিক্ষাক্রম তৈরি করা প্রয়োজন। বিষয়টি উপলব্ধি করে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড-এর উদ্যোগে এনটিআরসি-এর পরিচালনায় মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯ সাল থেকে নতুন করে আধুনিক ও যুগোপযুগী মাদরাসা শিক্ষাক্রম তৈরি হচ্ছে।

❒ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে গতিশীল আধুনিক ও মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে সরকার ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের সমগ্র মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত। সরকার ২০১০ সালে দেশের নামকরা ৩১টি মাদরাসায় অনার্স প্রোগ্রাম চালু করে। শুরু থেকে নিম্নোক্ত ৫টি বিষয়ে এই প্রোগ্রাম চালু রয়েছে।

১. হাদিস ও ইসলামি শিক্ষা।
২. আল কুরআন ও ইসলামি শিক্ষা।
৩. আদ-দাওয়া ও ইসলামি শিক্ষা।
৪. আল আদাবুল আরবি (আরবি সাহিত্য)।
৫. ইসলামের ইতিহাস।

এই অনার্স প্রোগ্রাম ছাড়াও মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ফাজিল (পাস), ফাজিল (স্নাতক) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা কার্যক্রম যেগুলো এযাবৎ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনে ছিল, এখন সেগুলো ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে পরিচালিত হচ্ছে।

তবে সরকারী কারিকুলাম অনুযায়ী না চলার কারণে দেশের কওমি মাদরাসাগুলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হবে না। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ২০৫টি কামিল মাদরাসা, ৩১টি ফাজিল (সম্মান) ১০৪৯টি ফাজিল (অনার্স/পাস), ৩টি সরকারি মাদরাসাকে অধিভূক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঁচ লাখ ৯৮ হাজার ৩১ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। এদের মধ্যে এক লাখ ৯৭ হাজার ৩৮৫ ছাত্রী। আর শিক্ষক রয়েছেন ২২ হাজার ৯২১ জন।

❒ মাদরাসা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা লাভ

২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও সাধারণ শিক্ষার মাঝে বিরাজমান ব্যবধান কমিয়ে আনাসহ গুণগত মানোন্নয়ন ও সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা, তদারকি, পরিবীক্ষণ ও একাডেমিক পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদারকল্পে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে 'মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর' যাত্রা শুরু করে। যার ফলে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে গতিশীল এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সহজতর হয়। এখানে প্রশিক্ষণ বিভাগ ও বিদ্যমান। ফলে আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

❒ একাধিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন

মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট', গাজীপুর (BMTTI)নামে একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। এখানে আন্তরিকতার সহিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শিক্ষককে একটি মাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়ে দক্ষ করা সম্ভব নয়। ফলে প্রতিটি বিভাগে মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তৈরি করা আবশ্যক। যাতে করে সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পেশাগত দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

❒ আরবি ভাষায় প্রশিক্ষণ

আরবি ভাষায় সঠিক বা যথাযথ দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা অত্যন্ত জরুরি। বিদেশি এই ভাষাকে আয়ত্ত করার জন্য প্রয়োজন দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। দক্ষ শিক্ষকই পারেন শিক্ষার্থীদের মাঝে আরবি ভাষার প্রতি আগ্রহ তৈরি করে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে।

❒ দক্ষ শিক্ষক নিয়োগদান

আমাদের দেশে মাদরাসায় দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারলেই আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনবলে রূপান্তর করতে সক্ষম হব। আরবিতে অনর্গল কথা বলতে, পড়তে, লিখতে ও শুনতে পারার যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দিলে শিক্ষার্থীরাও আরবি ভাষায় দক্ষতা লাভ করবে। অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীকে ঠকাচ্ছিনা বরং আমরাই ঠকে যাচ্ছি।

❒ শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক আরবি বলতে বাধ্য করা

শ্রেণিকক্ষে আরবি বিষয়ে পাঠদানের সময়ে অনেকেই নীরব থাকে বা নীরবতা পালন করে। কারণ তারা ভাষাটিকে কঠিন মনে করে। এই চিন্তা-চেতনা বাদ দিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে সাক্ষাতে আরবি ভাষায় কথা বলা বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সঠিকভাবে মনিটরিং বা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আরবি ভাষা ব্যবহারের ফলে বিষয়টি সহজে মনোমুগ্ধকরভাবে সবাই গ্রহণ করবে। এতে আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রসারতা লাভ করবে।

❒ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা

শিক্ষক-শিক্ষার্থী যেন আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেন সে জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। যেমন–

- আরবি বিতর্ক অনুষ্ঠান (একক বা দলীয়/উন্মুক্ত)।
- আরবী কথোপকথন (দ্বৈত)।
- আরবি কবিতা ও গল্প লিখা।
- সভা-সেমিনার, সিম্পোজিয়াম-এর আয়োজন করা।

একথা মনে রাখতে হবে অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমেই বিদেশি যে কোনো ভাষায় দক্ষতা অর্জন সম্ভব। তাই বেশি বেশি চর্চা– অনুশীলনের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

❒ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা আবশ্যক

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, মধ্যপ্রাচ্যের শ্রম বাজার ও মধ্য প্রাচ্যের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে দেশে আরবি ভাষা শেখা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

❒ ব্যবহারিক আরবি ভাষা নির্ভর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন

দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করা দরকার। এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে দেশে কর্মক্ষেত্র তৈরি ও সুযোগ প্রদানও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। জনশক্তি রপ্তানির জন্য 'আরবিভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স' বাধ্যতামূলক করা। ফলে আরবি ভাষায় দক্ষ জনবল তৈরি ও রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আরো বেশি করে অর্জন সম্ভব।

❒ প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ

দেশে আরবি ভাষায় দক্ষতা লাভের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসতে সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং উৎসাহদান করা আবশ্যক। বর্তমান বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় নিজেকে শামিল করার জন্য প্রয়োজন আরবি ভাষার উন্নয়নে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জনই আমাদের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য কি প্রয়োজন?
ক. দক্ষ শিক্ষক/প্রশিক্ষক
খ. আরবি বই
গ. আরব দেশে বাস করা
ঘ. ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন

২. প্রশিক্ষণের অভাবে কি তৈরি হচ্ছে না?
ক. ভালো শিক্ষার্থী
খ. পেশাগতভাবে দক্ষ শিক্ষক শিক্ষার্থী
গ. ভালো কর্মক্ষেত্র
ঘ. গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা

৩. আরবি ভাষাচর্চা অনুশীলন না করার ফলে–
ক. শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ফেল করছে
খ. আল-কুরআন অনুধাবন করতে পারছে না
গ. আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা যাচ্ছে না
ঘ. আরব দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য কমে যাচ্ছে

৪. আরবি ভাষা শিক্ষায় প্রেষণা না থাকার ফলে–
ক. শিক্ষার্থীরা ভাষার প্রতি অনীহা ও লজ্জা বোধ করছে
খ. আরবি শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে
গ. শিক্ষক দক্ষতা হারাচ্ছেন
ঘ. দিনদিন মাদরাসা শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. গ, ৪. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষা শিক্ষায় অনীহার কারণগুলো লিখুন।
২. পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবে আমাদের কী কী সমস্যা হচ্ছে?
৩. জনশক্তি রপ্তানিতে আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন কেন গুরুত্বপূর্ণ?
৪. আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য আমরা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
২. আরবি ভাষা উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপগুলো ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ২.৭: আরবি ভাষার উন্নয়নে আল-কুরআন ও আল-হাদিসের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আল-কুরআনের সাথে আরবিভাষার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল-হাদিসের সাথে আরবি ভাষার সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন;
- আরবি ভাষার উন্নয়নে আল-কুরআন ও আল-হাদিসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আরবি ভাষার সাথে আল-কুরআনের সম্পর্ক

আরবি ভাষা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। এ ভাষার আধুনিকায়ন, মর্যাদা, শব্দ ভাণ্ডারের ব্যাপকতায় আল-কুরআন-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভাষার চলমান গতিতে ইসলামের আবির্ভাবের সাথে আরবি ভাষা উচ্চমানের আসন লাভ করে। শ্রুতিমধুর ও সহজে উচ্চার্য এবং ভাষার নান্দনিক কারুকার্য আল-কুরআনের মাধ্যমেই আরবি ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করে।

❑ আরবি ভাষা ও কুরআনের ভাষা একই ভাষা

আপনি ভালো আরবি জানলে কুরআনকে ভালোভাবে জানা ও বোঝা সম্ভব। কুরআনকে ভালোভাবে বুঝার জন্য, জানার জন্য, হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আরবি ভাষা চর্চা প্রয়োজন। কুরআনকে কুরআনের ভাষায় বুঝাই সহজ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন– অর্থাৎ আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বুঝার জন্য (সূরা যুমার)।

❑ আল্লাহর বাণীকে আল্লাহর ভাষায় আয়ত্ত করা

আরবি ভাষা ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের কাছেই মর্যাদাবান। আরবি ভাষাকে আল-কুরআনের মুখোমুখি না করে উভয়ে উভয়ের সম্পূরক হিসেবেই বিবেচিত। ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে আল-কুরআনকে বুঝতে হলে আরবি ভাষাকে ভালোভাবে জানা দরকার। তাহলেই ধর্ম বা শরীয়তের দিক-নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ সম্ভব। আল-কুরআন তেলাওয়াত করতে জানা মানে– মুখস্ত আরবি জানা। অর্থ বা ভাবার্থ কিছুই এখানে বোধগম্য হয়না। কুরআন বুঝা যেখানে বেশি জরুরি, তাই আরবি জানাও জরুরি। আরবি ছাড়া কোরআন যেমন বুঝা অসম্ভব, তেমনি কুরআন ছাড়াও আরবি অসম্পূর্ণ।

আল-কুরআনের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

অর্থাৎ 'এটি একটি বরকতময় কিতাব যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষের আয়াতসমূহ লক্ষ করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে' (সূরা সোয়াদ)।

'তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?' (সূরা মুহাম্মদ)

সম্পূর্ণ আল-কুরআনে শব্দ আছে ৭৭,৪৬৯টি-এর মধ্যে পুনরাবৃত্তি ও একই শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার বাদ দিলে শব্দ সংখ্যা হয় ৪৮৪৫টি। তন্মধ্যে বহুল ব্যবহৃত ৬০টি শব্দের অর্থ জানলে সম্পূর্ণ কুরআনের ৫০ ভাগ শব্দের জ্ঞান অর্জন সম্ভব। আরো ২৫ ভাগ শব্দের অর্থ জানতে ২৬০ শব্দের সাথে পরিচিত হতে হবে। বিস্ময়কর গ্রন্থ আল-কুরআন কতো অল্প শব্দ দিয়ে আল্লাহ তা সাজিয়েছেন। যে কোনো ভাষা ভালোভাবে জানতে তার শব্দ ভাণ্ডার বেশি করে জানা দরকার।

আল-কুরআনের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

- ‘নিশ্চয় আমি এটিকে কোরআন রূপে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো’। (সূরা ইউসুফ ২)
- ‘আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয়-এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য’। সূরা আর রুম, আয়াত ২২

মক্কা পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র তাই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান হিসেবে আরবের ভাষা আরবিতেই আল-কুরআন নাযিল করা হয়। এতে আরবি ভাষা ভাষীরা খুব সহজেই ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়।

এ প্রসঙ্গে মহান তা’য়ালা আল্লাহ বলেন–

‘আর এটি একটি কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি– বরকতময়, যা তাদের সামনে আছে তার সত্যায়নকারী। আর যাতে তুমি সতর্ক কর উম্মুল কুরা (মক্কাবাসী) ও তার আশ-পাশে যারা আছে তাদেরকে। আর যারা আখেরাতের প্রতি ও এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনে এবং তারা তাদের সালাতের উপর যত্নবান থাকে। সূরা আল-আনআম আয়াতঃ ৯২।

- ‘আমি আপনার নিকট কিতাব নাযিল করেছি, যাতে সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে (সূরা নাহল আয়াত ৮৯)।

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস সাল্লাম ছিলেন বস্তুজগতের সকল জ্ঞানের অধিকারী।

এ প্রসঙ্গে মহান তা’য়ালা আল্লাহ বলেন–‘আর তিনি আদমকে সব নামসমূহ শিক্ষা দিলেন তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। সুতরাং বললেন, ‘তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’ (সূরা আল-বাকারা আয়াত ৩১)।

‘করুণাময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে (মানুষকে) শিখিয়োছেন বর্ণনা’ (সূরা আর-রহমান আয়াত ১-৪)।

অর্থ্যাৎ ‘আমি সব নবী ও রাসূলদেরকেই তাদের স্বজাতির ভাষা ভাষী করে প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারে, অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন, তিনি মহাপরাক্রান্ত-প্রজ্ঞাময়’ (সূরা-ইব্রাহিম, আয়াত ০৪)।

মহান রাসূলগণ (স:)-এর প্রতি যে সকল আসমানি কিতাব তাঁদের নিজ ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে–

ক. তাওরাত কিতাবের ভাষা ছিল হিব্রু।
খ. জাবুর কিতাবের ভাষা ছিল ইউনানী।
গ. ইঞ্জিল কিতাবের ভাষা ছিল সুরিয়ানী
ঘ. আল-কুরআনের ভাষা হলো আরবি।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন–

‘এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবি ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ পাশের লোকদের সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই, এক দল জান্নাতে আরেক দল জাহান্নামে প্রবেশ করবে’ (সূরা আশ্- শুরা, আয়াত ০৭)।

যদি আরবি ভাষায় আল-কুরআন নাজিল না হতো, তাহলে তাদের বুঝতে, অনুধাবন ও ধর্মীয় অনুশাসন পালন করতে অসুবিধা হতো। প্রত্যেকটি ভাষার অলংকৃত রূপ হলো সাহিত্য। আর আল-কুরআনের সাহিত্যমান মহান আল্লাহ রাব্বুল আ’লামীন প্রদত্ত।

ফরাসি পণ্ডিত ড. মরিস বুকাইলি বলেন– 'আল-কুরআনকে সুসংগতভাবেই বলা যায় বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দকোষ, বৈয়াকরণদের জন্য একখানা ব্যাকরণ গ্রন্থ, কবিদের জন্য একখানা ছন্দ সাহিত্য এবং কানুন বা বিধানের বিশ্বকোষ'।

আরবি ভাষার চ্যালেঞ্জ

আরবি ভাষা ভালোভাবে জানলে আল-কুরআন বুঝা সহজ হয়।

'যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি তবে তার মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস' (সূরা আল-বাকারাহ্, আয়াত-২৩)।

আল-কুরআনের রচনাশৈলী ও পদবিন্যাসও একটি মু'জিজা। আরবদের তৎকালীন বাগধারা, বাক্য বিন্যাসে কুরআনের অনুরূপ রচনাশৈলীর কোন নমুনা পাওয়া যায় না। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পরবর্তীতে আরবি ভাষার অলংকারে আসে নিত্য নতুন সংস্করণ। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বাক্য, বাক্য প্রয়োগে অনুপম কৌশল ও নৈপুণ্য ছিল মানুষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কুরআনের যে প্রকাশভঙ্গিগুলো আরবি ভাষায় নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, তা হলো ছন্দময়তা, প্রশ্নের প্রয়োগ, সুস্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ত অথচ বর্ণনামূলক অর্থ প্রকাশ, সহজ করে উপস্থাপন, উপমার যথার্থ ব্যবহার, প্রয়োজনে কাহিনীর শৈল্পিক সমাবেশ ইত্যাদি। আল-কুরআন শুনে আরবের কবি সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরা হতবাক হয়েছেন। তারা আল-কুরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় হয়েছে পরাজিত, আরবের জ্ঞানী-গুণী, ছোট-বড় সবাই আল-কুরআনের অলৌকিক বাচনভঙ্গি, অপূর্ব ভাবধারা এবং এর প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার করেছে।

আরবি ভাষার সাথে আল-হাদিসের জ্ঞান-এর সম্পর্ক

মানব জীবনের সৌন্দর্যের অন্যতম দিক হলো ভাষা। ভাষার মাধ্যমে বিকশিত হয় ব্যক্তি ও সমাজের বাস্তব চিত্র। ইসলামে ব্যক্তি জীবনের মধুর বাচনভঙ্গি ও ভাষা ব্যবহারকে গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– 'নিশ্চয় কিছু কথা জাদুময়' (সহিহ বুখারীঃ ৫১৪৬)।

প্রত্যেক নবী ও রাসূল সাল্লাহু সাল্লামকে যে সকল সহিফা বা আসমানী কিতাব দেওয়া হয়, যা তাদের স্ব-স্ব ভাষাতেই নাযিলকৃত।

হযরত আবুজর রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক নবীকে তার স্বজাতিয় ভাষায় প্রেরণ করেছেন' (মুসনাদে আহমদঃ ২১ ৪১০)।

আল্লামা ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহ আলাইহিবলেন, নবী-রাসূলরা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাতৃভাষা ভাষী হওয়ার কারণ হচ্ছে, যেন তাঁদের জাতি রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তারা কি নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, তা বুঝতে পারেন 'তাফসির ইবনে কাসির ৪/৪৭৭.'।

❒ মাতৃ ভাষায় নবী ও রাসূলদের দক্ষতা

নিরেট বিশুদ্ধ ভাষা ভাষী ছিলেন প্রত্যেক নবী-রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা নিজ নিজ ভাষায় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেন– 'আমি আরবদের মাঝে সর্বোত্তম বিশুদ্ধভাষী'।

আল-কুরআনের পরেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদিস-এর অবস্থান। এর মাধ্যমে আরবি ভাষার বিশুদ্ধতা ও আধুনিকতা বৃদ্ধি পায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের পর এবং বিশেষ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। যার ফলে আরবি গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর সান্নিধ্য যারা পেয়েছেন, তাঁরা রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা আরবি ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেছেন

নিয়মিতভাবেই। ফলে আরবি ধর্মীয় ভাষা ছাড়াও সমগ্র বিশ্বে একটি আদর্শ ভাষা হিসেবে তার অবস্থান নিশ্চিত করে।

তিনি উত্তম ভাষায় মার্জিত শব্দে কথা বলতেন। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি শব্দ, বাক্য, বাক্যের অলংকার, উপকরণ, উচ্চারণ ভঙ্গিমা সবকিছুই ছিল বিশুদ্ধতার প্রতীক। তিনি গুছিয়ে কথা বলতেন। তিনি কথা বলার সময় তাড়াহুড়ো করতেন না। যা বলতেন স্পষ্টভাষায় ধীরে ধীরে বলতেন। তাঁর এই পন্থা সাহাবীগণও অনুসরণ করতেন। এতে তাঁরা সহজেই যে কোন বার্তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– 'নিশ্চয় আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি'। (ইবনে মাযাহঃ ২২৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম যেমন নিজে ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি যত্নবান ছিলেন, তেমনি অন্যদের বিশুদ্ধ ভাষী হওয়ার জন্য উৎসাহ ও নির্দেশ দিতেন। ভুল বা বিকৃত হতে দেখলে তিনি সঠিক করে বলে দিতেন। কোথাও কোন বাক্য বা শব্দ প্রয়োগ করতে হবে তার নির্দেশনা ও ব্যবহারের জন্য বলতেন। যেমন 'আলিজু' শব্দের পরিবর্তে 'আ-আদখুলু' এবং আঙ্গুরকে 'ই'নাব বা হাবালাহ বলা। দাস শব্দের পরিবর্তে চাকর, মনিবকে প্রভু না বলে সরদার বলা ইত্যাদি।

এ বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে ইমাম মুসলিম রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা তার মুসলিম শরীফে **'আল-লাফজু মিনাল আদাব'** শিরোনামে একটি অধ্যায় এনেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন–

'আপন পালনকর্তার প্রতি আহবান করুন, জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে, উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়'।

বিশুদ্ধ আরবি ভাষী হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থাপনা বা যে কোনো বিষয়ে বলার ভঙ্গি ও ভাষা ছিল বিশুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল, যা আরবি ভাষা ও সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ ও মানসম্মত।

ইসলামি যুগের আবির্ভাবের ফলে আল-কুরআন ও আল-হাদিস আরবি ভাষাকে নতুন প্রাণ দিয়েছে, যা কেয়ামত পর্যন্ত অবিকল থাকবে, এই ভাষায় কোন বিকৃতির ছোঁয়া লাগবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে থেকে সাহাবাগণ বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন, যা পরবর্তীতেও চলমান থাকে। সে সময়ের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক ইবনে জুহায়ের, কা'ব ইবনে মালিক, হাস্‌সান বিন সাবিত, লাবিদ, আলী ইবনে আবি তালেব প্রমুখ জ্ঞানী ব্যক্তিদের রচনা বিশুদ্ধ আরবির পরিচয় বহন করে।

ইসলামি সাহিত্য চর্চাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থন করেন এবং উৎসাহ প্রদান করেন। খন্দকের যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামস্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা হতে বর্ণীত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম মুসলিম কবিদের উৎসাহ দিয়ে বলেন– 'যারা অস্ত্র হাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাহু সাল্লামকে সাহায্য করে তাদেরকে নিজ কথা (রচনা) দ্বারা সাহায্য করতে কী নিষেধ করেছে?'

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা বলেন– তাঁর জন্য আমার বাবা-মা উৎসর্গ হোক, আমি তার চেয়ে উত্তম শিক্ষক আগে ও পরে কখনও দেখিনি। ভাষার সর্বোত্তম ব্যবহার, শিষ্টাচার তিনি শিখিয়েছেন'।

❒ ভাষা দেহ ও মনের সমন্বয়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিষয়ের অবতারণা করলে, তাঁর দেহ-মনের সমন্বিত ভাষায় পাঠদান করতেন। এতে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শ্রোতা আকর্ষিত হতো। শ্রোতার অন্তরে গেঁথে থাকতো তাঁর মর্মবাণী।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বক্তব্য দিতেন তাঁর চোখ লাল হয়ে যেতো, আওয়াজ উঁচু হতো এবং ক্রোধ বৃদ্ধি পেতো, যেন তিনি (শত্রু) সেনা সম্পর্কে সতর্ককারী (মুসলিম ৪৩)।

তিনি বৈচিত্র্যময় জ্ঞানের অধিকারী ও পণ্ডিত ছিলেন। শিক্ষার প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি পাঠদানের মধ্যেও বৈচিত্র্যময়তা আনয়ন করতেন। তিনি এমনভাবে গল্প ও কবিতা বলতেন যেন শ্রোতার সামনে জীবন্ত হয়ে উঠত সে বর্ণনা।

উপমার ব্যবহারেও তাঁর ছিলো সুনিপূণ দক্ষতা। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তরদানে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। কখনো রেখাচিত্র অংকন-এর সাহায্য নিতেন। জীবন ও জীবন-এর সীমাবদ্ধতা উপস্থাপন করতেন।

❒ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি

আরবি ভাষা ও সাহিত্যকে পরিপূর্ণতার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষাদান পদ্ধতিও অবদান রাখে।

উপস্থাপনা, বিষয়ের গুরুত্ব, বারবার বলা, ভুল সংশোধন করা, উৎসাহিত করা, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বুঝানো, প্রশ্নগ্রহণ ও জবাব প্রদান, আমলের মাধ্যমে শিক্ষাদান, ন্যায় প্রতিষ্ঠায় অবিচল থাকা, প্রত্যাশা ও ভয়ের মধ্যে বিরাজমান রাখা, মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়, শাস্তিদানের (শারীরিক শাস্তি না দিয়ে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন) মাধ্যমে শিক্ষাদান। [রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষাদান-এর পদ্ধতি: আতাউর রহমান খসরু]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিসৃত কথা ছিল ভাষা ও সাহিত্যের মানদণ্ডে সর্বোত্তম। অসংখ্য হাদিস আরবি ভাষার উন্নয়নে অতুলনীয় অবদান রাখে। যাযাবর আরবদের ভাষাকে পৌত্তলিকতার বেড়াজাল থেকে বিশ্বমানে প্রতিষ্ঠা করেন। মাতৃভাষার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা, সম্মান ও প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৭

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরবের সর্বোত্তম বিশুদ্ধভাষী কে ছিলেন?
ক. হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
খ. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহুতাআয়ালা আনহু/আনহা
গ. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা
ঘ. হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা

২. আল-কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল-এর কারণ–
ক. আরবি ভাষার উৎকর্ষ সাধন
খ. আল-কুরআন সহজে বুঝতে পারে
গ. ইসলাম ধর্মকে গুরুত্বারোপ করা

৩. আকুরআন আরবী ভাষায় নাজিল-এর ফলে–
ক. আরবি ভাষা ও সাহিত্য কাঠিন্য লাভ করে
খ. আরবি ভাষা বিশুদ্ধতা ও আধুনিকতা অর্জন করে
গ. শরীয়তের বিধি-বিধান বুঝা সহজ হয়
ঘ. অনারবদের জন্যও সহজভাবে পাঠ সম্ভব হয়

৪. আরবি ভাষায় আল-হাদীস চর্চার ফলে–
ক. আরবি ভাষা প্রাঞ্জলতা লাভ করে
খ. আরবি ভাষা সর্বজন স্বীকৃত হয়
গ. আরবি ভাষায় ব্যাপক হারে সাহিত্য চর্চা হয়
ঘ. আরবি ভাষার শব্দ চয়ন, বাক্য বিন্যাস ও আলংকারিক ব্যবহারের সৌন্দর্যতা বৃদ্ধি পায়

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. ক, ৪. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষায় আল-কুরআন অবতীর্ণের কারণ কী?
২. আরবি ভাষার মর্যাদায় আল-কুরআনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৩. আরবি ভাষার উন্নয়নে আল-হাদিসের ভূমিকা কী?
৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে আরবি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন?
৫. নবী ও রাসূলদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ভাষায় ঐশীগ্রন্থ নাযিলের কারণ কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষার সাথে আল-কুরআনের সম্পর্ক ও অবদান বর্ণনা কর।
২. আরবি ভাষার সমৃদ্ধি ও প্রসারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কর।
৩. ‘আরবি ভাষার বিকাশে আল-কুরআন ও আল-হাদিস গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে’– বিশ্লেষণ কর।

পাঠ ২.৮: অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে আরবি ভাষার সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে আরবি ভাষার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন;
- জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আরবি ভাষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরবি ভাষার অবদান আলোচনা করতে পারবেন।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন–

'পড়ুন, আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' (সূরা আল-আলাক- ১)।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাষা আরবি ভাষা। ধর্মীয় জ্ঞানের আলোয় বিকশিত হয়ে পৃথিবীর বা আল্লাহর সৃষ্টি জগতের নানা বিষয়ে আমরা আরবি ভাষায় জ্ঞানার্জন করে থাকি।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আরো বলেন–

'ইয়া-সীন! আল-কুরআন প্রজ্ঞাময় গ্রন্থ' (সূরা ইয়াসিন, ১-২)।

কোন বিষয় শিক্ষা অর্জনের পর সেই বিষয়ে ধারণা অর্জন হলো জ্ঞান। জ্ঞানকে স্থান-কাল-পাত্রভেদে ব্যবহারের চিন্তন দক্ষতা হলো প্রজ্ঞা। আরবি ভাষায় আল-কুরআন ও আল-হাদিসের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা মানব জগতে সুদূরপ্রসারি ভূমিকা রাখে।

ড. মুরিস বুকাইলী বলেন– 'আল-কুরআনের এমন একটি বক্তব্যও নাই, যে বক্তব্যকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে খণ্ডন করা যেতে পারে'। বর্তমান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষকালেও বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের কোন বিষয়কে অসার প্রমাণ করতে পারেনি।

বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই, যেখানে মুসলিম মনীষীদের হাতের ছোঁয়া লাগেনি। আরবি ভাষায় রচিত তাঁদের কালজয়ী গ্রন্থগুলো শত শত বছর ধরে অদ্যাবধি ইউরোপে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে ৭৫০-১১০০ খ্রিষ্টাব্দ- এই সাড়ে তিনশত বছর জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠযুগ হিসেবে বিবেচিত। বলা হয়ে থাকে, স্পেন বা ইউরোপে যদি মুসলিম তথা আরবরা প্রবেশ না করতো তাহলে আধুনিক সভ্যতা আরো কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যেতো।

প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় জ্ঞান লাভের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে আরবি ভাষা জ্ঞান লাভ করলেও ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রসার ও ব্যাপ্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে আরবি ভাষার অবদান ও ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে।

মুসলিম মনীষীদের রচনায় ভাষা হিসেবে আরবি ভাষা সমাদৃত হয়। ইসলামী শাসনামলের কীর্তি হিসেবে পৃথিবীর নানা প্রান্তের ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যে আরবি ভাষার প্রভাব দৃশ্যমান। আরবি ভাষী বরেণ্য মনীষীদের জ্ঞান ভান্ডার, সাহিত্য, কলা ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় আরব ও ইসলামি সভ্যতায় বৈপ্লবিক চিত্র প্রকাশ পায়।

ইউরোপের পুনর্জাগরণ ও শিল্প বিপ্লবের চেতনায়ও আরব সভ্যতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধু মুসলিমরা নয়, আরবি ভাষায় ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও লেখা হয়েছে।

ভাষার উদ্ভব, উন্নতি, বিবর্তন ও সংকট ভাষার প্রবাহমান ধারারই অংশ। আরবি স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আরবি ভাষার পণ্ডিতগণ যেমন অবদান রেখেছেন, তেমনি ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়ও রয়েছে আরবি ভাষার সমান বিচরণ।

আব্বাসীয় আমলে মুসলমানরা একের পর এক এলাকা বিজয় করতে থাকেন এবং বিভিন্ন জ্ঞান ও কৃষ্টির সম্মুখীন হন। তখন তারা 'বায়তুল হিকমাহ' প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, অনুশীলন ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেন, যা জ্যোর্তিবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, পদার্থ, চিকিৎসা, দর্শন, ভূগোল শাস্ত্র আবিষ্কারে অসামান্য অবদান রাখে। এর সাথে বিজ্ঞান, শিল্পকর্ম, সমাজকর্ম ইত্যাদি বিষয়েও জ্ঞানচর্চার ফলে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা থেকেও বড় বড় গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। ফলে আরবি চর্চা ইসলামি সাম্রাজ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

কালের স্রোত ও সময়ের আবর্তনে আরবি ভাষা স্বমহিমায় ভাস্বর। বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোনো দিক নেই যেখানে আরবি ভাষার মর্যাদা নেই। আরবি শুধু আরব মুসলিমদের জ্ঞানার্জনের ভাষা নয়, বিশ্বায়নের গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাবান ভাষা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরবি ভাষার বিকাশ ধারা

❒ ধর্মীয় শিক্ষায়

আল-কুরআন, আল-হাদিস, ফিকহ, ইসলামি চিন্তা, দর্শনশাস্ত্রে আরবি ভাষার অবদানও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এবং জনপ্রিয়তায় যে সকল রচনাশৈলী ও রচয়িতার অবদান আমরা দেখতে পাই।

❒ তাফসীর শাস্ত্রে

ধর্মীয় কারণে আল-কুরআনকে বিশদভাবে জানার প্রয়োজনে আল-কুরআনকে মুফাস্সিরগণবিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন। এতে আরবি ভাষা বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থসমূহ প্রণয়নে আরো সমৃদ্ধি অর্জন করে। সাহাবীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছিলেন বিখ্যাত মুফাস্সির, তাঁকে রয়ীসুল মুফাস্সীর (তাফসীরকারদের নেতা) ও বলা হয়। 'তানভির আল মিকবাস মিন তাফসির' তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাবেঈদের মধ্যে সর্বোত্তম তাফসীর জানতেন আরবি ভাষীগণ। কেননা তারা আরবি ভাষা ভালো বুঝার কারণে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চিন্তন দক্ষতা রাখতেন। ইমাম আযম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম হাম্বল প্রমূখ সকলেই আরবি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁদের তাফসীর গ্রন্থগুলোও আরবি ভাষাতেই রচিত।

কাজ- ১: কয়েকটি বিখ্যাত তাফসীর ও তাফসীরকার-এর নাম বলুন।

❒ কয়েকটি প্রসিদ্ধ তাফসীর ও তাফসীরকার-এর নাম

১. মারেফুল কুরআন– মুফতি মোহাম্মদ শফী রহমাতুল্লাহ আলাইহি।
২. বয়ানুল কুরআন– আশরাফ আলী থানবীরহমাতুল্লাহ আলাইহি।
৩. তাফসীরে জালালাইন– জালাল উদ্দিন সূয়ূতী ও জালাল উদ্দিন মহল্লী।
৪. তাফসীরে আল-তাবারী– মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত তাবারী।
৫. তাফসির কুরতুবী– আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ আল-কুরতুবী।
৬. তাফসীরে মাযহারী– কাজী মোহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথী।
৭. তাফসীর ইবনে কাসীর– ইসমাইল ওমর ইবনে কাসীর।

❒ হাদীস শাস্ত্রে

আল-কুরআনের প্রধানতম ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ হলো হাদিস তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিসৃত কথা, বাস্তব জীবনে কর্মানুশীলন কিংবা অন্যের কর্মের প্রতি সমর্থন। যা ধর্মীয় বিষয়কে অত্যন্ত সরল, সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে পালনে সহযোগিতা করে। বিদায় হজ্জের ভাষণেও তিনি-এর সংরক্ষণ, প্রতিপালন, প্রচারের বিষয়েও গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই নির্দেশনাসমূহ পরবর্তীতে আসহাবে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন-এর মাধ্যমে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, যা আরবি ভাষার সমৃদ্ধি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

কাজ ২: বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও গ্রন্থের নাম বলুন।

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা, হযরত মালিক ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা, উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা, ইমাম আয যাহাবী– পুরো নাম ইমাম আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, ইমাম বুখারী– সহীহ বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, ইমাম মুসলিম– সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে তিরমিজি, মুয়াত্তা ইবনে মালেক, সহীহ ইবনে খোযায়মা, মুসনাদে আবু হানিফা, আল-আদাবুল মুফরাদ।

ফিকাহ শাস্ত্রে

ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস আল-কুরআন ও আল-হাদিসের বিশ্লেষণ ও সাধারণ্যে সহজে আমল করার পদ্ধতি হলো 'আল-ফিকহ্'। যা ইসলামী শরীয়তের 'আইন শাস্ত্র' হিসেবে বিবেচিত। আল-কুরআন ও আল-হাদিসের ভাষা যেহেতু আরবি, তাই-এর বিধানাবলীর বর্ণনাও আরবি ভাষায়। আরবি ভাষার উৎকর্ষতায় ফিক্হ শাস্ত্রের ভূমিকা অনস্বিকার্য।

❒ উল্লেখযোগ্য ফিক্হ শাস্ত্র বিশারদ ও তাঁদের কর্ম

১. **ইমাম আবু হানিফারহমাতুল্লাহ আলাইহিঃ** যার পুরো নাম আবু হানিফা আল-নোমান বিন সাবেত, তিনি বিখ্যাত ফকিহ ছিলেন এবং হানাফী মাজহাবের স্থপতি। তাঁকে ফিক্হ শাস্ত্রের জনক বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ফিকহুল আকবার।
২. **ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহ আলাইহিঃ** তার পুরো নাম আবু আব্দুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস। তার বিখ্যাত গ্রন্থ মুয়াত্তা ইমাম মালেক। তিনি মালেকী মাজহাবের স্থপতি।
৩. **ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ আলাইহিঃ** তার পুরো নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ শাফেঈ। তার গ্রন্থের নাম উসুল আল ফিকহ। তিনি শাফেয়ী মাজহাবের স্থপতি।
৪. **ইমাম হাম্বল রহমাতুল্লাহ আলাইহিঃ** তার পুরো নাম আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল শিবানী। তার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কিতাবুল মাসায়েল। তিনি হাম্বলী মাজহাবের স্থপতি।

❒ আরবি ভাষা ও সাহিত্য

আইয়্যামে জাহেলীয়ায় আরবি ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ থাকলেও আল-কুরআন নাযিলের পর তা আরো বিকশিত ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। পূর্বে যা ছিল কাসীদা বা পদ্য নির্ভর। ইসলাম পরবর্তীকালে আরবি ভাষা চর্চা ও অনুশীলনের ফলে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সকল ক্ষেত্র তথা-কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটিকা, সংবাদপত্র, গবেষণায়-এর গুরুত্ব ও অবদান লক্ষ্য করা যায়, যা-এ ভাষাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে।

❒ বিভিন্ন যুগে আরবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য

▪ জাহেলী যুগ (৫০-৬২২ খ্রিস্টাব্দ)

এ যুগের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকবৃন্দঃ ইমরুল কায়েস, ত্বরফা বিন আল-আবদ, জুহায়ের বিন আবি সুলমা, লাবীদ বিন রাবিয়া, আমর বিন কুলসুম, হারিস বিন হিল্লিজা, আনতারা বিন শাদ্দাদ, আ'শা বাউনিয়া, নাবিগা যুবইয়ানী, সানফারা, ক্বুস বিন সা'আদা আল-আইয়াদী, আমর বিন মা'দিকারব, জুবাইদি প্রমূখ।

- **ইসলামী যুগ (৬২২-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ)**

এ যুগের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকবৃন্দঃ উমাইয়া ইব্‌নে আবি সল্‌ভ, কা'ব্‌ বিন্‌ জুহায়ের, আব্বাস বিন্‌ আমের, হাস্‌সান বিন্‌ সাবিত, নাবিগা জা'দী প্রমূখ।

- **উমাইয়া যুগ (১৭০-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)**

এ যুগের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকবৃন্দঃ আখ্‌তাল, ফারাজ্‌দাক, জারির প্রমূখ।

- **আব্বাসীয় যুগ (৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ)**

এ যুগের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকবৃন্দঃ আবু নওয়াস, আবু তাম্মাম, বুহায়রি, জাহিজ, ইব্‌নে মুকাফ্‌ফা প্রমূখ।

- **ওসমানী যুগ (১২৫১-১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ)**

এ যুগের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকবৃন্দঃ ইব্‌নে খাল্লিকান, ইব্‌নে যাইদুন, ইব্‌নে মান্‌সুর, বু'সিরি প্রমূখ।

- **আধুনিক যুগ (১৭৯৮ সাল থেকে বর্তমান)**

এ যুগের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকবৃন্দঃ আহ্‌মাদ শাওকী, মোস্তফা লুৎফি আল-মানফালুতি, হাফেজ ইব্রাহিম, ত্বহা হোসেন, হাসান হাইক্বাল, খলিল জিবরান, খলিল মুরতান, নাজিব মাহফুজ, আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, আহমেদ দারউস, মারুফ রুসাফি, মিখাঈল নুয়াইমাহ প্রমূখ।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিমদের অবদান

- **রসায়ন শাস্ত্র**

জাবির ইবনে হাইয়ান (তিনি আরবি ভাষায় প্রায় ২০০ গ্রন্থ রচনা করেন), আল-যামী, খালিদ ইবনে ইয়াজিদ, ইবনে উমাইয়া, ইবনে আল-তুঘরাই।

- **চিকিৎসা শাস্ত্র**

ইবনে সিনা– তার পুরো নাম আবু আলী হোসেন ইবনে সিনা, (তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাব আশ শিফা, আল-কানুন ফিত্‌ তিব, সাফিফিয়্যা, উসুল আল হিকমাত), আলি তাবারি, মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল-রাযী, আবুল কাশেম আল-জাহরানী, আল-বিরুনি, জাবীর ইবনে হাইয়ান (চিকিৎসা বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল-জহর)।

- **জ্যোতির্বিজ্ঞান**

আব্দুল্লাহ আল-বতানি, ওমর খৈয়াম, ইব্রাহিম আল ফাজারী, আল-খারেজমী, আল-বত্তানী, সিন্দ ইবনে আলী।

- **গণিত শাস্ত্র**

আল-জাবের (বীজ গণিতের জনক), নাসিরুদ্দীন তুসী (মারাঘার মান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা), আল-বিরুনী (কিতাবুল হিন্দ, কিতাবুত তাফহিম– তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ), আল-কুশজী, আল-খারিজমী– (কিতাব সুরাতুল আরদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ), আল-কিন্দি, আল-ফারাবী, ওমর খৈয়াম, ইবনে রুশদ, ইবনে সিনা, নাসির উদ্দিন তুসি।

- **পদার্থ বিজ্ঞান**

মিমার সিনান, জাফর আল-সাদিক, আল-সাঘানী, আবু সাহল আল-কুহী, আব্বাস ইবনে কিরনাস, হাসান ইবনে আল-হাইসাম, ইবনে সিনা, আল-বিরুনী, নাসিরুদ্দিন আল-তূসী।

- **ভূগোল শাস্ত্র**

হাসান আলী আল-মাসুদী, আল-মুকাদ্দাসী, ইয়াকুত ইবনে আবদুল্লাহ (মু'জামুল বুলদান, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ), আল-মাসূদী (মরুজুল জাহাজ, কিতাবুত তানবিহ ওয়াল ইশরাক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ),আল কিন্দি।

- **বিভিন্ন প্রযুক্তিতে**

প্রযুক্তির উন্নয়নে মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল ইসলাম তথা আল-কুরআনের বৈজ্ঞানিক, তাত্ত্বিক বর্ণনা। পবিত্র কুরআনুল হাকীমে প্রায় ১০০০ বৈজ্ঞানিক নিদর্শন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারীম ও আরবি ভাষায় গবেষণা করেই মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ঘড়ি, কম্পাস, বিভিন্ন ধাতব বস্তুর হাতিয়ার, বায়ুর গতিবিধি নির্ণায়ক যন্ত্র, গোলক, গ্লোব, জ্যামিতিক সূত্রাবলী ইত্যাদি উদ্ভাবন করেন। তাঁদের সূত্র ধরেই অমুসলিমরা উড়োজাহাজ, সামুদ্রিক জাহাজ, রকেট, এয়ারকন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, সাবমেরিন ইত্যাদি উদ্ভাবন করেন।

- **ইতিহাস শাস্ত্র**

আল-মাসুদি (কিতাবুত তানবিহ ওয়াল ইশরাক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ), ইবনে খাল্লিকান, (মুকাদ্দমা, কিতাবুল ইরাব তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ), ইবনে খালদুন– (তাঁকে আরবের দলীল বলা হয়), ইবনে মুকাফ্ফা– (আরবি অনুবাদ গ্রন্থ সিয়ারুল মুনকিল আযম (Book of Kings), আলী মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ মাদায়েনি, আল-কালভী, ইবনে ইসহাক, আল-ইয়াকুবী– (আনসাবউল আশরাফ, ফাতহুল বুলদান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ), আলী আত-তাবারী- (তারিখ উর রাসূল ওয়াল মূলক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ)।

- **দর্শন শাস্ত্র**

ইমাম আল-গাজালি (এহইয়া উলুমুদ্দীন, তাহাফুত আল-ফালাসিফা, আরবাইন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ)। মুসা আল-খারিজমী, ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল কিন্দি, ইবনে জারীর তাবারী, আবুল হাসান আল-আশআরী, আবু নাসের মোহাম্মদ আল-ফারাবি (তিনি বহু ভাষায় কথা বলতে পারতেন, কিতাবুল মুসিকী, আল-কবির সঙ্গীত বিষয়ক তাঁর রচিত গ্রন্থ), ইবনে রুশদ (তাহ্ফাতুল তাহফুত, কিতাবুল ফালাসিফা, ফাসলুল মাকালী ফী মুয়াফীকাতিল হিকমাতিশ শারঈয়্যা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ)।

- **অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান**

ইবনে খালদুন– (বায়ান মুকাদ্দামা তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ), ইবনে তাইমিয়া, ইবনে নাফিজ, আল-মাকরিজি, ইবনে মিসকাওয়াহ্।

- **রাষ্ট্র বিজ্ঞান**

তকিউদ্দিন আল্-লাবানী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, সাইয়েদ কুতুব, মোহাম্মদ বাকির আল-সদর, হাসানা আত্ তুরাবি, মোহাম্মদ হাসনাইন হাইকাল।

- **মুসলিম মনিষীগণের উদ্ভাবনী অবদান**

মুসলিম মনীষীগণ মুদ্রারপ্রচলন, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, ডাক বিভাগ প্রচলন, চিত্রকলা ও হস্তলিপি শিল্প, সংগীত, স্থাপত্য শিল্প প্রভৃতিতে জ্ঞানের স্বাক্ষর রাখেন।

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম মনীষীরা একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক, দার্শনিক, রসায়নবিদ, পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ, ভূগোলবিদ, মনোবিদ, চিকিৎসকসহ নানা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন ফলে একটি ভাষার মধ্যে তার দক্ষতা আবদ্ধ না থেকে অনেকগুলো বিষয়ের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের মৌলিক গ্রন্থ ও আরবি অনুবাদ গ্রন্থ বা সম্পাদনায় আরবি ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে সমগ্র বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৮

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরবি ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য কোন গ্রন্থের অবদান বেশি?
ক. আল-কুরআন
খ. আল-হাদিস
গ. আরবি কবিতা
ঘ. ফিকহ শাস্ত্র

২. আরবি ভাষা চর্চার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক. বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা
খ. ধর্মীয় বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান লাভ করা
গ. ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো
ঘ. প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন

৩. আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ফলে–
ক. সমাজে সম্মান বেড়ে যায়।
খ. ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়
গ. ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে পণ্ডিত হওয়া যায়
ঘ. উচ্চমানের গ্রন্থ রচনা করা যায়

৪. জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরবি ভাষা চর্চার ফলে–
ক. আরবির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পায়
খ. ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়
গ. সমগ্র বিশ্বে আধুনিক আরবের বিকাশ মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে
ঘ. জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ, ৩. খ, ৪. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আরবি ভাষা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
২. জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরবি ভাষার অবদান বর্ণনা কর।
৩. ধর্মীয় বিষয়ে সঠিক জ্ঞানার্জনে আরবি ভাষার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর?
৪. আরবি ভাষা বিকাশের স্তরগুলি আলোচনা কর।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষা জ্ঞান বিজ্ঞানের আধার ব্যাখ্যা কর।
২. আরবি ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে মুসলিম মনীষীদের অবদান বর্ণনা কর।
৩. আরবি ভাষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-এ আল-কুরআন ও আল-হাদিসের অবদান বিশ্লেষণ কর।

পাঠ ২.৯: আরবি ভাষার উচ্চারণ রীতি ও লাহ্‌জাহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আরবি ভাষার উচ্চারণ রীতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- আরবি ভাষার সঠিক উচ্চারণ-এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবেন;
- আরবি ভাষার বিভিন্ন লাহ্‌জা (উপ-ভাষা) সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্বে আধুনিক আরবি ভাষা, সাহিত্য রচনা, পাঠদান ও সংবাদপত্র প্রকাশে ব্যবহৃত হচ্ছে। আল-কুরআন ও আল-হাদিস-এর প্রভাবে আরবি ভাষা, ভাষার ব্যাকরণগত দুর্বলতা ও ব্যবহারের শুদ্ধতায় এখন পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ ভাষা। যাকে عربي مبين নামে অভিহিত করা হয়। এছাড়াও আরব্য যাযাবর জাতির বিভিন্ন এলাকা, এলাকার ভৌগলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশের কারণে আরো ২৭টি উপভাষাও প্রচলিত আছে।

আরবি বর্ণের উচ্চারণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদির ফলে আরবি ভাষার মধ্যে বিভিন্ন বিকৃতি, সংযোজন-বিয়োজন, এ সকল উপ-ভাষায় পরিলক্ষিত হয়। এই বিকৃতি রোধেই আরবি ব্যাকরণের সৃষ্টি। আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়াইলির মাধ্যমে পরবর্তীতে নোক্‌তা ও হারাকাত সংযোজ করা হয়। তবুও নানাবিধ কারণে আরবি ভাষায় আঞ্চলিকতার প্রভাব আজও চলমান।

আরবি ভাষাকে ব্যবহার-এর সময়কাল ও সাহিত্যিক দিক বিবেচনায় দুইভাগে ভাগ করা হয়।

১. ধ্রুপদী আরবি
২. আধুনিক প্রমিত আরবি

■ ধ্রুপদী আরবি

ধ্রুপদী আরবি, যা নবম শতাব্দী পর্যন্ত সাহিত্যে ও লেখনীতে ব্যবহৃত হতো, যা আধুনিক প্রমিত আরবির ভিত্তিভূমি। আরবির এই পার্থক্য কথিত ও লিখিত ভাষার আধুনিকীকরণ ও সাবলীলীকরণের সাথে সম্পর্কিত।

আরব ভাষাবিদগণ মনে করেন, আরবি ভাষার দুটি ভিন্ন রূপ রয়েছে। ধ্রুপদী আরবি আল-কুরআনের আরবি নামেও পরিচিত। ইসলামী যুগের শুরুতে এই ধ্রুপদী আরবি ভাষায় পরিবর্তন আসে। আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়াইলি ও খলিল ইবনে আহমদ আল-ফারহিদিসহ অন্যান্য ভাষা পণ্ডিতগণ একই রকম দেখতে বর্ণের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য বিন্দুর (নক্‌তা) ব্যবহার এবং উচ্চারণ চিহ্নিত করার জন্য ধ্বনি নির্দেশক 'তাশকিল' ব্যবহার করেন।

■ আধুনিক প্রমিত আরবি

আধুনিক প্রমিত আরবি বা চলিত আরবি বলতে সেই অঞ্চলে ব্যবহৃত ধ্রুপদী আরবি থেকে উৎপন্ন বহু আঞ্চলিক উপভাষাকে বুঝায়। মধ্যপ্রাচ্যসহ উত্তর আফ্রিকা ও আফ্রিকা জুড়ে এ ভাষার বিস্তৃতি। বর্তমানে জাতিসংঘে ও আরবলীগের মুদ্রিত সংবাদপত্র, পত্রিকা, সরকারি নথি এবং শিশু পাঠ্যবই প্রমিত আরবিতে লেখা হয়। এই চলিত আরবি অঞ্চল ভেদে কারো প্রথম ভাষা, আবার সেখানকার স্থানীয় ভাষা প্রথম হলে এটি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই উপ-ভাষাগুলো কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়। লেখার সময় চলিত আরবিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়।

আধুনিক যুগে আরব দেশসমূহের সকল শিক্ষাব্যবস্থায় চলিত আরবির ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আধুনিক প্রমিত আরবিতে ও আরবি উৎসবগুলোতে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়। এখানে ধ্রুপদী আরবির ব্যাকরণের জটিল নিয়মগুলো তেমন পালন করা হয় না। আধুনিক ও ধ্রুপদী আরবি মূলত তিনটি নিয়মে পৃথক।

ক. শব্দ ভাণ্ডার, রচনাশৈলী এবং প্রান্তস্থ কিছু উদ্ভাবন, যা কঠোরভাবে ধ্রুপদী কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।
খ. শব্দ ভাণ্ডার-এর প্রভাব কোথাও আরবি না হয়ে ইংরেজির প্রভাব বিদ্যমান। যেমন– লেবানন, জর্ডান, মিসর, আঞ্চলিক বিবেচনায় এমন হচ্ছে।
গ. আধুনিক প্রমিত আরবি অপ্রচলিত ধ্রুপদী আরবি শব্দসমূহ বর্জন করে, তার স্থানে নতুন শব্দ ঋণ নিয়েছে।

তাছাড়া স্থানীয় শব্দের, ঋণ শব্দের, বিদেশি শব্দের উচ্চারণ আধুনিক আরবিতে শিথিল করা হয়েছে। নাম জ্ঞাপক শব্দ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে ব্যবহার ও উচ্চারণ করা হয়। উচ্চারণ ব্যক্তির শিক্ষা জ্ঞান ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল।

ধ্রুপদী আরবি ও আধুনিক প্রমিত আরবির পার্থক্য

▪ বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে

ধ্রুপদী আরবিতে ব্যবহৃত জটিল বাক্য ও শব্দ গঠন প্রক্রিয়াকে আধুনিক আরবিতে সহজ করা হয়েছে। বিশেষ্য পদগুলো এবং আংশিক বাক্যের পরিবর্তে ক্রিয়া বাক্য ব্যবহার করা হয়। পদগুচ্ছীয় বিশেষণ ব্যবহার না করে পদ মর্যাদা ব্যবহার এবং চাকুরীগত উপাধি-এর ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার হয়।

▪ পরিভাষার পার্থক্য

প্রযুক্তি সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বা রাখতে এই পার্থক্যের জন্ম। যে সকল পরিভাষা ধ্রুপদী আরবিতে ছিল না।

▪ উচ্চারণ এর পার্থক্য

ধ্রুপদী আরবি লিপিতে যে সমস্ত উচ্চারণ নেই, সেই সমস্ত উচ্চারণ আধুনিক প্রমিত আরবিতে ব্যবহার করা হয়। যেমন– ম/গ, ঢ়/প, া/ভ, ইত্যাদি, যা ধ্রুপদী আরবিতে পাওয়া যায় না। ধ্রুপদী আরবিতে তাশকিল হরকত ব্যবহার আবশ্যক। আধুনিক প্রমিত আরবিতে বাক্যের শেষে এমনকি কখনো বাক্যের মধ্যখানেও তাশকীল ব্যবহার করা হয় না।

▪ যতি চিহ্নের পার্থক্য

বিশেষ করে মুদ্রণ ও ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন যতি চিহ্ন আধুনিক প্রমিত আরবিতে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ধ্রুপদী আরবিতে ছিল না।

▪ শৈলীয় পার্থক্য

ধ্রুপদী আরবির রীতি অনুসরণ না করে আধুনিক প্রমিত আরবের অনুসরণে লেখার রীতি প্রচলিত। যেমন প্রবন্ধ–নিবন্ধ, প্রযুক্তিগত প্রতিবেদন ইত্যাদি।

▪ আঞ্চলিক প্রকারভেদ

আধুনিক প্রমিত আরবি মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে তুলনামূলকভাবে অভিন্ন। কিন্তু আঞ্চলিকতার কারণে আরবি ভাষার উচ্চারণেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য উপস্থাপকদের আঞ্চলিকতা পরিহারের নির্দেশ দেয়া হয়। যেমন, মিসরীয় উচ্চারণে ‘নাজিব’ না বলে ‘নাগিব’, আর জাহাঙ্গীরকে গাহাঙ্গীর বলা হয়। অর্থাৎ ج (জ) কে غ(গ) উচ্চরণ করা হয়। আবার সুদানে ক্বাফ (ق)-কে ‘গ’ উচ্চারণ করে। যেমন– قل কে غل পড়া।

আরবি ভাষা বা বর্ণের উচ্চারণরীতি

কোনো ভাষা সঠিক উচ্চারণ না হলে তার অর্থ বদলে যায়। প্রতিটি বর্ণ বা হরফের জন্য বাংলা বর্ণমালার পৃথক বর্ণ থাকলে শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধা হতো। শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও ভাবার্থ বা শব্দার্থ বুঝতে অসুবিধা হতো না। আরবি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নে আরবি ভাষার স্বকীয়তা বজায় রাখা প্রয়োজন। আরবি হরফের উচ্চারণ ও ধ্বনিগত প্রতিবর্ণায়ন করতে হলে 'ইলমুত তাজবীদ' সম্পর্কীত জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। এখানে মাখরাজের সাথে হরফ বা বর্ণের বৈশিষ্ট্যাবলীও দেখতে হবে।

আরবি বর্ণ	বাংলা উচ্চারণ	ধ্বনি
ا أ	আলিফ হামজা আলিফ	ধ্বনিহীন আ, ই,উ
ب	বা	ব, বা
ت ة	ত, তা তা	ত শব্দান্ত্য, যা সাধারনত: 'ৎ' হয়ে যায়।
ث	ছা/থা	Thing-এর প্রথম ব্যাঞ্জন ধ্বনি
ج	জ্বিম/জিম্	জ
ح	হা/হ	হ-এর মতো, কিন্তু কণ্ঠে অধিক গভীর স্থানে।
خ	খা/খ	খ, অঘোষ ধ্বনি (গলা পরিষ্কার করার মতো)।
د	দাল/দ্বাল	দ/দ্ব
ذ	যাল	এ়ৃযব-এর ব্যাঞ্জন ধ্বনি
ر	র/রা	র, স্পন্দিত বাংলা 'র'
ز	জৈন/জায়	পূর্বী বাংলাদেশী 'র'-এর উচ্চারণ
س	সীন্	কলিকাতার 'স'-এর উচ্চারণ
ش	শীন্	শ– শরাব
ص	সআদ্	'স'-এর পশ্চাতে ع-এর মতো
ض	দআদ্	'দ'-এর পশ্চাতে ع-এর মতো
ط	ৎআ	'ৎ'-এর পশ্চাতে ع-এর মতো
ظ	যআ	'য'-এর পশ্চাতে ع-এর মতো
ع	ঐন্/অ'ইন	অ'ইন, কণ্ঠরোধ করার শব্দের মতো
غ	গৈন্/গাইন	গাইন, গলা পরিস্কার করার ঘোষ ধ্বনি
ف	ফা	ফ-এর মতো সামান্য উচ্চারণ
ق	ক্বাফ্/ক্বফ্	বাংলা 'ক'-এর মতো, কিন্তু কণ্ঠে অধিক গভীর স্থানে
ك	কাফ্	বাংলা 'ক'-এর মতো, কিন্তু কণ্ঠে সাধারণ উচ্চারণ
ل	লাম	'ল'-এর মতো
م	মিম	'ম'-এর মতো
ن	নূন	'ন'-এর মতো
و	ওয়াও	ব/বাব, আধুনিক বাংলায় 'ওয়া', অসমীয় এবং সংস্কৃতের 'ব'-এর মতো
ه	হা	'হ'-এর সাধারণ উচ্চারণ
ء	হামজা	আ/গলায় একটি গভীর স্থানে ছোট ছোট চাপ দিবার মতো।
ي	ইয়া	য়া/য়,-এর সাধারণ উচ্চারণ

আরবি ভাষার এ বর্ণগুলোর জন্যকোনো তুলধ্বনি বাংলা ভাষায় মানা অনাবশ্যক। কেননা একটি অপরিবর্তিত বাংলা বর্ণমালা দিয়ে এগুলোর প্রতীক করা কঠিন।

২৮টি আরবি বর্ণের একটি বিচ্ছিন্নরূপ, আদ্যরূপ, মধ্যরূপ ও অন্ত্যরূপ বিদ্যমান।

কাজ- ১: আরবি বর্ণের মাখরাজসমূহ বলুন।

আরবি উপভাষা বা লাহ্‌জা

আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত। যেমন–

১. দক্ষিণ আরবের উপভাষাগুলো হচ্ছে– মেহরি, সুবতরি, সাবাঈ, মায়িনি, হাদরামী ও কাতবানী।

২. উত্তর আরবের উপভাষাগুলো হচ্ছে– সামূদী, সাফুরী, লিহয়ানী।

৩. আরবের হিজাজ অঞ্চলে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। মক্কা, মদিনা ও তায়েফ হিজাজ অঞ্চলে অবস্থিত। হিজাজী উপভাষাই আল-কুরানের ভাষা, যা বর্তমান বিশ্বের বিশুদ্ধ আরবি ভাষা হিসেবে প্রচলিত।

৪. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মরু অঞ্চল নজদ, যা আরব বেদুইনদের লীলাভূমি। নজদের ভাষা বিশুদ্ধ আরবি হিসেবেও পণ্ডিদের নিকট সমাদৃত।

৫. দজলা-ফুরাত নদীর উপত্যকায় ইরাক ও মেসোপটেমিয়া। এ অঞ্চলে আরবের একটি উপভাষা সৃষ্টি হয়েছিল। এই উপ-ভাষায় ফারসি ও তুর্কি ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

৬. সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে একটি আরবি প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এ ভাষা ইরাকি ভাষার নিকটতম ভাষা।

৭. মিসর বিজয়ের পর ধীরে ধীরে এখানে আরবি ভাষা প্রচলিত হয়। ১৬শ শতাব্দীতে মিসরে আরবি ভাষা পূর্ণভাবে চালু হয়। হিজাজি ও সিরিয় আরবের প্রভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়।

৮. উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত এলাকায় আরবি প্রচলিত। লিবিয়া, তিউনিস, ত্রিপোলি, আলজেরিয়া, মরক্কো, মৌরিতানিয়া এসব দেশে আরবি ভাষা স্থায়ী আসন লাভ করে। কিন্তু এলাকার উচ্চারণ পদ্ধতি আলাদা। ফলে আঞ্চলিক ভাষাগুলোতেও পার্থক্য দেখা দেয়।

৯. স্পেনের মুরদের উপভাষা আরবির আরেকটি শাখা। উত্তর আফ্রিকার উপভাষাগুলোর সঙ্গে এটির সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। কিন্তু এ ভাষা এখন আর প্রচলিত নেই।

১০. ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ দেশ মাল্টা। এখানকার ভাষা আরবি। সিরীয় আরবির প্রভাব এখানে বিদ্যমান। ইতালির বহু শব্দ এ ভাষা গ্রহণ করেছে। এ ভাষাটি রোমান বর্ণমালায় লিখিত হয়।

১১. ইয়েমেন, হাদরামাউত এবং উমানেও কয়েকটি আরবি উপভাষার জন্ম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৯

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরবি ভাষাকে বিশুদ্ধ উচ্চারণের উদ্যোগ কে গ্রহণ করেন?
ক. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা
খ. হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা
গ. হযরত আবুল আসওয়াদ আদ দুয়াইলি
ঘ. হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা

২. আল-কুরআন আরবের কোন অঞ্চলের ভাষায় অবতীর্ণ?
ক. হেযাজ
খ. উত্তর আরব
গ. ইরাক
ঘ. ইয়েমেন

৩. আরবি ভাষা বা বর্ণ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণের ফলে–
ক. আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জিত হয়
খ. ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিষয়ে সঠিক জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়
গ. আল-কুরআন বিশুদ্ধভাবে পাঠ করা যায়
ঘ. আরব অঞ্চলে খ্যাতি অর্জন করা যায়

৪. আরবি উপভাষা সৃষ্টির ফলে–
ক. আরবি ভাষা সংকুচিত হয়ে পড়ে
খ. আরবি ভাষা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে
গ. মূল আরবি ভাষা সংকটে পড়ে
ঘ. ব্যবহারিক আরবি (কথোপকথনে) সমৃদ্ধি ও প্রসারতা লাভ করে

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক, ৩. খ, ৪. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আরবি বর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
২. বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব লিখুন।
৩. আরবি উপ-ভাষা সৃষ্টির কারণ কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উদাহরণসহ আরবি বর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণগুলো লিখুন।
২. আরবি উপ-ভাষাগুলোর বর্ণনা দিন।
৩. ধ্রুপদী আরবি ও আধুনিক প্রমিত আরবির পার্থক্য বিশ্লেষণ করুন।

ইউনিট ৩: আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের পাঠদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল

ভূমিকা

পদ্ধতি, শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Method।এর শব্দগত অর্থ হচ্ছে "To proceed according to right way". অর্থাৎ সঠিক পথ ধরে সামনে যাওয়াই হচ্ছে পদ্ধতি। অনেক কঠিন ও জটিল কাজ যা করতে অনেক শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন, উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তা সহজে ও কম সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। শিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া, তাই শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণ তথা শিখনফল অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতা এবং যথোপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশলের সুষ্ঠু প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়বস্তু আয়ত্ত্ব করানো এবং স্থায়ী ও কার্যকর করার প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষক যে সকল পন্থা অবলম্বন করেন তাই শিক্ষণ পদ্ধতি। এর মধ্যে শ্রেণিকক্ষের সার্বিক কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত। অন্যদিকে শিক্ষক কীভাবে এবং কী রীতি অনুসরণ করে প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করবেন তা হলো কৌশল। পদ্ধতি ও কৌশলের মধ্য যেমন কিছু বিষয়ে রয়েছে গতানুগতিক বা সনাতন রীতি, তেমনি কিছু আছে আধুনিক ও অংশগ্রহণমূলক রীতি। যুগের পরিবর্তনে আধুনিক পদ্ধতিগুলোর অধিকতর কার্যকারিতা প্রমাণিত হলেও সনাতন পদ্ধতিগুলোকেও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যাবে না। বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি ও কৌশলের সাথে নতুন মাত্রা হিসেবে যুক্ত হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার। আরবি শিক্ষককে একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণের বহুমূখী যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে। জানতে হবে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার। ভাষা ও সাহিত্যের একেকটি অংশ পাঠদানের জন্য প্রয়োজন হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল। সংলাপের পাঠ উপস্থাপনের সাথে গল্পের পাঠ উপস্থাপনে ভিন্নতা রয়েছে। আবার কবিতার পাঠ উপস্থাপনের সাথে কাওয়ায়েদের পাঠ উপস্থাপনেও রয়েছে পার্থক্য। তাই পাঠের বিষয়বস্তু অনুযায়ী কোন পদ্ধতিতে কোন কৌশল শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়ক হবে, তা শিক্ষককে বিচক্ষণতার সাথে বিবেচনা করতে হয়। এ ইউনিটে শিখন-শেখানোর কিছু সনাতন ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ধারণা, প্রয়োগ কৌশল, এসব পদ্ধতি ও কৌশল বাস্তবায়নের সুবিধা অসুবিধাসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া আরবি গদ্য, কবিতা ও সংলাপ-এর বৈশিষ্ট্য এবং এ সকল বিষয়বস্তু পাঠদানের পদ্ধতি নিম্নবর্ণিত ৬টি পাঠের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাট ৩.১	:	আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের সনাতন পদ্ধতি: বক্তৃতা
পাঠ ৩.২	:	আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও প্রদর্শন, আরোহী ও অবরোহী, গাঠনিক পদ্ধতি প্রভৃতি
পাঠ ৩.৩	:	ভূমিকানাভিনয়, মাথা খাটানো, সমস্যা সমাধান, একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলীয় কাজ
পাঠ ৩.৪	:	তালিকা প্রণয়ন, পোস্ট বক্স, জিগসো ও অন্যান্য পদ্ধতি
পাঠ ৩.৫	:	আরবি গদ্য (নাসর/প্রবন্ধ/নিবন্ধ) বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান পদ্ধতি
পাঠ ৩.৬	:	আরবি কবিতা (কাছিদা/নাশিদ/শের) বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি
পাঠ ৩.৭	:	আরবি ডায়ালগ (নাটক) বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি

পাঠ ৩.১: আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের সনাতন পদ্ধতি বক্তৃতাঃ বক্তৃতা

কোনো কার্যক্রমের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগের উপর। অন্যান্য কাজের ন্যায় শিখন-শেখানোর কাজেও প্রাচীন কাল থেকেই নানা রকম পদ্ধতির ব্যবহার হয়ে আসছে। সুতরাং পদ্ধতি পূর্বেও ছিল এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা শিখন-শেখানো কার্যক্রমের পদ্ধতি ও কৌশলকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এর একটি হলো সনাতন বা গতানুগতিক পদ্ধতি এবং অপরটি হলো আধুনিক বা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বক্তৃতা পদ্ধতি কী তা বলতে পারবেন;
- বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বক্তৃতা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন;
- বক্তৃতা পদ্ধতি আরো অধিক কার্যকর করার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১.১ সনাতন পদ্ধতি

প্রাচীনকালে গুরু শিষ্যভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিষ্য গুরুর গৃহে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থান করত। গুরু শিষ্যের সকল ধরণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতেন। এ সময় গুরু মুখোমুখি পদ্ধতিতে শিষ্যকে সকল প্রকার শিক্ষা দিতেন এবং শিষ্য শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তা গ্রহণ করত। পরবর্তীতে যখন প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় ভিত্তিক এক হতে বহু শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয় তখন শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক একটি শ্রেণিতে নির্দিষ্ট সময় ধরে একটি বিষয় বক্তৃতার মাধ্যমে পড়াতে শুরু করেন। শিক্ষককে কেন্দ্র করে-এ পদ্ধতির সকল কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে কেবল শিক্ষক সক্রিয় থেকে পাঠের সকল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। পূর্ব থেকে চলে আসা নিয়ম-কানুন মেনে গতানুগতিক ধারায় শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের এ পদ্ধতিকেই বলা হয় সনাতন পদ্ধতি।

বক্তৃতা পদ্ধতি

সনাতন বা শিক্ষককেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো বক্তৃতা পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক একাই বক্তৃতা দিবেন আর শিক্ষার্থীরা চুপচাপ শুনে যাবে এবং প্রয়োজনীয় নোট নিবে। শিক্ষক কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে শিক্ষার্থী শুধু উত্তর দিবে বা কথা বলবে। বলা হয়ে থাকে মধ্য যুগে ইউরোপে উচ্চ শিক্ষার বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই এ পদ্ধতি অনুসৃত হতো; সেখানে গ্রীক পণ্ডিতদের মতবাদ উপস্থাপনের জন্য পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থাপিত হতো। ১৮'শ শতাব্দীতে যুক্তিবাদের সমর্থনে এ পদ্ধতি আরও দৃঢ় হয়। জার্মান উচ্চ বিদ্যাপীঠে প্রথম এ পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রবর্তিত হয়। আমাদের দেশে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত এ পদ্ধতিতে পাঠদান চলছে। অন্যান্য বিষয়ের মত আরবি ভাষা ও সাহিত্য পাঠদানেও এ পদ্ধতি প্রাচীনকাল থকে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে উচ্চ শ্রেণিতে এ পদ্ধতি কার্যকরী হলেও নিম্ন শ্রেণিতে তা ফলপ্রসূ হয় না। তাই বলা যায় এ পদ্ধতি সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং সহজ হলেও এর কিছু অসুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তথাপি আমাদের দেশে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণের জন্য পর্যাপ্ত পাঠ সহায়ক উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও সমর্থন (Logistic Support) সবসময় প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়া যায় না বলে বক্তৃতা পদ্ধতির উপরই বেশি নির্ভর করতে হয়।

৩.১.২ বক্তৃতা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- বক্তৃতা পদ্ধতি শিক্ষককেন্দ্রিক পাঠদান প্রক্রিয়া।
- বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষকই বলে যান আর শিক্ষার্থীরা নীরবে শুনে এবং প্রয়োজনীয় নোট নেয়।
- বিষয়ের উপর পূর্ণজ্ঞান এবং পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে যেতে হয়।
- বিষয় সংশ্লিষ্ট উপমা উদাহরণ ও গল্প উপস্থাপনের সুযোগ থাকে।
- অহেতুক ও অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্যের অবতারণা হয়।

বক্তৃতা পদ্ধতির আরো বৈশিষ্ট্য আপনি নিজ থেকে বলুন।

৩.১.৩ বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

- বক্তৃতা পদ্ধতিতে একসঙ্গে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা যায়।
- অল্প সময়ে অনেক বেশি তথ্য পরিবেশন করা যায়।
- এ পদ্ধতি ব্যয় সাশ্রয়ী, কেননা শিক্ষকের মৌখিক উপস্থাপনের মাধ্যমেই পাঠদান চলতে থাকে বলে কোন খরচের প্রয়োজন হয় না।
- অল্প সময়ে অধিক তথ্য পরিবেশন করা যায় বিধায় নির্ধারিত সময়ে পাঠ ও সিলেবাস শেষ করা যায়।
- বিষয়বস্তু সাবলীলভাবে ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা যায়।
- শিক্ষা উপকরণের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।
- বক্তৃতা শুনে শুনে শিক্ষার্থীর শ্রবন দক্ষতা ও শ্রুত বিষয়ের তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- বক্তৃতার সময় শিক্ষার্থীরা বেশি প্রশ্ন করার সুযোগ পায় না বলে শিক্ষক বাধাহীনভাবে নিজের মত গুছিয়ে পাঠ উপস্থাপন করতে পারেন।
- শিক্ষার যে কোনো স্তরে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।
- বর্ণনামূলক বিষয় এবং সাহিত্য পাঠদানে এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী।

৩.১.৪ বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ

আপাতদৃষ্টিতে বক্তৃতা পদ্ধতির কতিপয় সুবিধা থাকলেও কার্যকর শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির অসুবিধাগুলোই প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এ পদ্ধতির অসুবিধাগুলো নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যায়।

- বক্তৃতা পদ্ধতি শিক্ষকসর্বস্ব এবং একমূখী। শিক্ষার্থীরা নীরব শ্রোতা হওয়ায় তাদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ একেবারেই সীমিত।
- শিক্ষার্থীর সামর্থ্যকে বিবেচনায় আনার সুযোগ না থাকায় তাদের মেধা ও মননের বিকাশের সুযোগ কম।
- বক্তৃতার ব্যাপ্তিতে শিক্ষার্থীরা একান্তভাবে শিক্ষকের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কোনো সমস্যা সমাধান বা কোনো বিষয়ের তাৎপর্য বোঝার জন্য শিক্ষকের উপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল থাকতে হয়।
- দীর্ঘক্ষণ শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখা যায় না।
- শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজ করে দক্ষতা অর্জন বিশেষত ভাষার ক্ষেত্রে বলার দক্ষতা অর্জন ব্যাহত হয়। এতে পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ নেই।
- আরবি কাওয়াইদ-এর বিষয়বস্তু উপস্থাপনে এ পদ্ধতি উপযোগী নয়।
- শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের অর্জন যাচাইয়ের সুযোগ নেই।
- বক্তৃতার বহুমূখী তথ্য শিক্ষার্থীদের জন্য মনে রাখা কষ্টকর হয়।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ কম।
- এ পদ্ধতিতে পাঠের লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষক অনেক সময় ব্যর্থ হয়। কারণ এ পদ্ধতিতে সফল পাঠদানের জন্য যে যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রয়োজন সে রকম উপযুক্ত শিক্ষক খুব কমই পাওয়া যায়।

- শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষা ও পাঠের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শিক্ষককে অনেক সময় কঠোর হতে হয়, অন্যথায় পাঠদান সার্থক করা যায় না।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষকের জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে, শিক্ষার্থীর জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে না।
- বক্তৃতা পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে শিক্ষকের উদ্ভাবনী চিন্তা হ্রাস পায়।

কিছু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আরবি ভাষা ও সাহিত্য পাঠদানে সকল স্তরে বক্তৃতা পদ্ধতির ব্যবহার অব্যাহত আছে। তাই এ পদ্ধতি প্রয়োগের সময় এর সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার প্রতি শিক্ষককে সচেতন হতে হবে। তাছাড়া আধুনিক কার্যকর পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

৩.১.৫ বক্তৃতা পদ্ধতি কার্যকর করার উপায়

- শিক্ষকের কণ্ঠস্বর, উপস্থাপন রীতি ও প্রকাশ ভঙ্গি যথেষ্ট মনোজ্ঞ হতে হবে।
- শিক্ষার্থীর একঘেঁয়েমী ও বিরক্তি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।
- বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে মনোযোগ আকর্ষণী প্রশ্ন করতে হবে এবং উত্তরের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।
- বক্তৃতাকে যথা সম্ভব সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনে উপমা উদাহরণ ও গল্পের মাধ্যমে বক্তৃতাকে আকর্ষণীয় করতে হবে।
- শিক্ষককে মিতভাষী হতে হবে। তিনি অপ্রাসঙ্গিক বিবৃতি দান, বর্ণনা ও ব্যাখ্যা থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকবেন।

মূল্যায়ন

১. বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধাগুলো লিখুন।
২. আরবি ভাষার দক্ষতা ও কাওয়াইদ শিক্ষাদানে বক্তৃতা পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকর নয়– আপনি কী এ বক্তব্যের সাথে একমত? আপনার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দিন।
৩. বক্তৃতা পদ্ধতি কার্যকর করার উপায়গুলো বর্ণনা করুন।

৩.১ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিখন-শেখানো কার্যক্রমের পদ্ধতি ও কৌশলকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ ভাগে
খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে
ঘ. ৫ ভাগে

উত্তরমালা: ১. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধাগুলো লিখুন।
২. বক্তৃতা পদ্ধতি কার্যকর করার উপায়গুলো বর্ণনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষার দক্ষতা ও কাওয়াইদ শিক্ষাদানে বক্তৃতা পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকর নয়– আপনি কী এ বক্তব্যের সাথে একমত? আপনার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দিন।

সম্ভাব্য উত্তর: ৩.১.২

- শিক্ষকের কণ্ঠস্বর অঙ্গভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গি আকর্ষণীয় হতে হয়।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ ও মনোযোগ ধরে রাখার দিকে শিক্ষককে সতর্ক থাকতে হয়।
- অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগের সময় কম-বেশি এ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়।

পাঠ ৩.২: আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও প্রদর্শন, আরোহী ও অবরোহী, গাঠনিক পদ্ধতি প্রভৃতি

বর্তমানে সারা বিশ্বে অংশগ্রহণমূলক আধুনিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। যে শিক্ষণ শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রীর সহায়তায় তাদের যোগ্যতা, মনস্তাত্বিক ধারণ ক্ষমতা,আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদি অনুযায়ী সক্রিয়তা, স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা এবং মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে জ্ঞান অর্জন করে তাকে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক একজন সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে প্রশ্নোত্তর, আলোচনাও প্রদর্শন, আরোহী ও অবরোহী, গাঠনিক, ভূমিকাভিনয়, মাথা খাটানো, সমস্যা সমাধান, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, তালিকা প্রণয়ন, পোস্ট বক্স জিগসো উল্লেখযোগ্য। এ পাঠে আমরা প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও প্রদর্শন এবং আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি কী তা বলতে পারবেন;
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন;
- আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রদর্শন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- প্রদর্শন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন;
- আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতির পরিচয় দিতে পারবেন;
- আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতির সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.২.১ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

পূর্বকাল থেকেই সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হিসেবে বক্তৃতা পদ্ধতির ব্যবহার বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে প্রচলিত। আধুনিক শিক্ষণ কার্যক্রমে এ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ও সমস্যাগুলো দূর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই অনুক্রমে এসেছে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি যা বক্তৃতা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের একটা ধাপ বিশেষ। আধুনিক যুগে পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি সফলতার সাথে প্রয়োগ হচ্ছে। শ্রেণি পাঠদানে এ পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই উপকৃত হয়। ফলে এটি একটি আধুনিক অংশগ্রহণমূলক উত্তম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরস্পরের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে ধারণা গঠন, দক্ষতা অর্জন ও আচরণের পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতিতে আলোচ্য পাঠকে কেন্দ্র করে কতগুলো ছোট ছোট প্রশ্ন করা হয়, সে সব প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে শিক্ষার্থীরা মূল বিষয়বস্তু অনুধাবনে তৎপর হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই পাঠে সক্রিয় থাকতে হয়। এটি একটি দ্বিমূখী প্রক্রিয়া। এ পদ্ধতিকে পৃথকভাবে প্রয়োগ করা যায় আবার অন্যান্য পদ্ধতিকে কার্যকর করার জন্যও প্রশ্নোত্তর কৌশল ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়ই সক্রিয়ভাবে সমান ভূমিকা পালন করে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়ে আলোচ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে পরস্পরকে প্রশ্ন করে থাকে এবং উত্তর প্রদান করে।

- ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে পারে।
- প্রশ্নকরণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করা যায়।
- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে একই প্রশ্ন করে তাদের প্রত্যেকের মেধার ভিন্নতা যাচাই করা যায়।
- কোনো শিক্ষা উপকরণ ছাড়াই এ পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে প্রাণের সঞ্চার করা যায়।
- শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তাকে তীক্ষ্ণ করে তুলে।
- এটি অন্য পদ্ধতির সহায়ক কৌশল হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে।
- সকল শিক্ষার্থীকে পাঠে সম্পৃক্ত করা যায়।
- উপযুক্ত প্রশ্ন নির্বাচনে শিক্ষককে সচেতনভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়।
- প্রশ্নোত্তর একটি বহুল প্রচলিত কার্যকর পদ্ধতি।

৩.২.২ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সুবিধা

- শ্রেণিকক্ষে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে পাঠদানে কোনো অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন না হওয়ায় আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে এ পদ্ধতির প্রয়োগে আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হয় না।
- এ পদ্ধতির বাস্তবায়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে নিঃসংকোচে মনের ভাব বিনিময়ের সুযোগ পায়।
- পাঠের জটিল বিষয়গুলো শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষকের নিকট থেকে বুঝে নিতে পারে। শিক্ষকও প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পারঙ্গমতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে সে অনুযায়ী পাঠদান প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে পারেন এবং প্রশ্নোত্তরের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পাঠের মূল বক্তব্য অনুধাবনে সহায়তা করতে পারেন।
- প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণে কতটুকু মনোযোগী, শিক্ষক তা জানতে পারেন।
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সক্রিয়তা ও কর্মতৎপরতা জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে প্রাণের সঞ্চার করে।
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রেণিতে পাঠদানে একঘেঁয়েমী দূর করে পাঠে বৈচিত্র্য আনা যায়।
- শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়, চিন্তাশক্তি বাড়ে ও যুক্তি প্রদানে সাহসী হয়।
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে উত্তম শিক্ষণ পদ্ধতির কতিপয় নীতি যেমন: সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা, নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্ট, বিশেষ থেকে সাধারণ, সমগ্র থেকে অংশ, মূর্ত থেকে বিমূর্ত অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে অনুসরণ অরে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা যায়।
- এ পদ্ধতিতে শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।
- সহজে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করা যায়।

৩.২.৩ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির অসুবিধা

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির উপরোল্লিখিত সুবিধাগুলো থাকা সত্ত্বেও এ পদ্ধতি প্রয়োগে কিছু অন্তরায় ও রয়েছে, সেগুলো হলো:

- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগে প্রশ্নমালা উপস্থাপনে ধারাবাহিকতা যথার্থভাবে রক্ষিত না হলে এ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হতে পারে। কারণ বিষয়বস্তুর এলোমেলো উপস্থাপন শিক্ষার্থীর মনে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করতে পারে।
- প্রশ্ন তৈরি ও উপস্থাপনে শিক্ষক যথেষ্ট দক্ষ ও কৌশলী না হলে মূল পাঠ্যবিষয় থেকে সরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং মূল প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অবান্তর বিষয়ের অবতারণার কারণে যথাসময়ে মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন সম্ভব নাও হতে পারে।
- শ্রেণিতে উপস্থাপিত প্রশ্ন শিক্ষার্থীর পারঙ্গমতার স্তর উপযোগী না হলে এ পদ্ধতি থেকে সুফল পাওয়া যায় না।

- খুব সহজ প্রশ্ন, অপ্রাসংগিক প্রশ্ন, কিংবা গুরুত্বহীন বিষয়ে প্রশ্নের ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে।
- অধিক প্রশ্ন করার ফলে অপ্রস্তুত শিক্ষার্থীরা বিরক্ত হতে পারে।
- প্রশ্ন সংগঠনে দুর্বলতা বা বিক্ষিপ্ত প্রশ্ন করার কারণে শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হতে পারে।
- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিতে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

আপনি কীভাবে শ্রেণিতে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিকে অধিক কার্যকর করতে পারেন?

৩.২.৪ আলোচনা পদ্ধতি

আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে আলোচনা পদ্ধতি অন্যতম। শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণে এ পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করা গেলে পাঠটি উপভোগ্য হতে পারে। এ পদ্ধতিতে সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সাধারণ অর্থে কোনো একটি সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কয়েকজনের মিলিত চিন্তা ও পারস্পরিক কথোপকথনকেই বলা হয় আলোচনা। যে পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠ্য বিষয়বস্তুর মূলবক্তব্য শিক্ষার্থীরা নিজেরা একে অপরের সাথে আলোচনা করে আয়ত্ত্ব করতে পারে এবং তা আয়ত্ত্ব করতে সমস্যার সম্মুখীন হলে শিক্ষকের পরামর্শ, নির্দেশনা গ্রহণ করে ও তাঁর সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সঠিক সমাধান বের করতে পারে তাকে আলোচনা পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে মতামত দেয় এবং আলোচনার মাধ্যমে কঠিন বিষয়কে সহজে আয়ত্ত্ব করতে পারে। আলোচনার প্রক্রিয়াটি চলে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ও দলনেতার পরিচালনায়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক শক্ষার্থী উভয়ই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় শিখতে পারে বলে স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং শিখন স্থায়ী হয়।

এখন আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো নিজে বের করুন।

আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা

আলোচনা পদ্ধতির সুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। ফলে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম অধিক কার্যকর হয়।
- নিজেরাই আলোচনা ও মত বিনিময় করে সমস্যা সমাধান করতে পারে বলে নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই শিখন সম্পন্ন হয় ও শিখন স্থায়ী হয়।
- আলোচনার মাধ্যমে বিষয়বস্তু আয়ত্ত্ব করে বলে মুখস্থ নির্ভরতা কমে যায়।
- শিক্ষার্থীরা চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী হয়।
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকশিত হয়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্বসুলভ পরিবেশ তৈরি হয় এবং বিভিন্ন প্রকার সামাজিক গুণাবলি বিকশিত হয়।
- স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে, আত্মনির্ভরতা সৃষ্টি হয় ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠে।
- সকলের যুক্তির ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান হয় বলে শিক্ষার্থীরা অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং সহমর্মী হয়।
- নেতৃত্বের যোগ্যতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা অর্জিত হয়।
- নিষ্ক্রীয় ও অন্তর্মূখী শিক্ষার্থীদের সংকোচ দূর হয় এবং জড়তাগ্রস্থ শিক্ষার্থীদের জড়তা দূর হয়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্য সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, নিয়মানুবর্তিতা, আনুগত্য ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসহ নানাবিধ মানবিক গুণাবলির বিকাশ লাভ করে।

আলোচনা পদ্ধতির অসুবিধা

- বর্তমানে আমাদের দেশে মাদরাসায় দৈনন্দিন শ্রেণি পাঠদানের জন্য নির্ধারিত ৩০-৪৫ মিনিট সময়ের মধ্যে আলোচনা পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব নয়।
- আলিম ফাজিল ও কামিল স্তরে এ পদ্ধতি উপযোগী হলেও দাখিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এ পদ্ধতি সুবিধাজনক নয়।
- এ পদ্ধতি উচ্চ মেধার শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য হলেও মধ্যম ও নিম্ন মেধার শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী নয়।
- অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে এ পদ্ধতিতে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে।
- দক্ষ প্রশিক্ষিত শিক্ষক ব্যতীত এ পদ্ধতির সুফল পাওয়া যায় না।
- সঠিক পরিকল্পনা না থাকলে পাঠ্যসূচী সমাপ্ত করার অগ্রগতি হ্রাস পেতে পারে।
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে এ পদ্ধতির প্রয়োগে শ্রেণি-শৃংখলা বিঘ্নিত হতে পারে।

৩.২.৫ প্রদর্শন পদ্ধতি

শ্রেণি পাঠদানে কোনো বাস্তব ঘটনা বা বিষয় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াকে প্রদর্শন পদ্ধতি বলে। আরবি শিক্ষাদানে প্রদর্শন পদ্ধতিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তবে দেখানো। বক্তৃতা পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে এ পদ্ধতির ব্যবহারে শ্রেণি পাঠদান বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠে। প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষক উপস্থাপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিভিন্ন শিক্ষাপোকরণের সাহায্যে এবং মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের হৃদয়ঙ্গম করাতে সচেষ্ট হন এবং বিষয়বস্তুটি শিক্ষার্থীরা বাস্তবে কীভাবে প্রয়োগ করবে তা হাতে কলমে ধারাবাহিকভাবে দেখিয়ে দেন।

প্রদর্শন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলি

- প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উপকরণ বা যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে পাঠ্য বিষয়কে হাতে কলমে করে দেখানো এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশসমূহ শিক্ষার্থীদের সামনে ব্যাখ্যা করা হয়।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শ্রোতা ও দর্শক হিসেবে শ্রেণিতে উপস্থিত থেকে পাঠ্য বিষয় অনুধাবন করতে অপেক্ষাকৃত বেশি তৎপর হয়, আর শিক্ষক উপস্থাপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের হৃদয়ঙ্গম করাতে তৎপর থাকেন।
- শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান আহরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা শোনার সাথে সাথে প্রদর্শিত বিষয়ের দিকেও মনোযোগ দিতে হয়।
- তাত্ত্বিক বিষয়কে ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

প্রদর্শন পদ্ধতির সুবিধা

শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও প্রদর্শন পদ্ধতি নিম্নবর্ণিত সুবিধাদির জন্য শিক্ষণের ক্ষেত্রে সমাদৃত।

- প্রদর্শন পদ্ধতি একটি সক্রিয় পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত, যদিও এতে শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকই অধিক সক্রিয় থাকেন।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক উপায়ে শিখতে পারে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। কারণ এ পদ্ধতিতে মৌখিক বিবৃতির পাশাপাশি উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়কে শিক্ষার্থীদের সামনে জীবন্ত করে তুলে ধরা হয়।
- শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়বস্তু সহজ হয় এবং শিখন তরান্বিত হয়।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি আগ্রহ ও কৌতুহল বৃদ্ধি পায়।

- যে সব মাদরাসায় শিক্ষার্থীর তুলনায় যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাব রয়েছে, সেখানে অপেক্ষকৃত অল্প সংখ্যক উপকরণ ব্যবহার করে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া যায়।

প্রদর্শন পদ্ধতির আরো কিছু সুবিধা নিজে উল্লেখ করুন।

প্রদর্শন পদ্ধতির অসুবিধা

- প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের চেয়ে শিক্ষকের সক্রিয়তা অধিক হওয়ায় সনাতন পদ্ধতির ত্রুটি থেকে এটি মুক্ত নয়।
- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিতে এ পদ্ধতি উপযোগী নয়।
- শ্রেণি পাঠদানের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ পদ্ধতিতে পাঠদান সম্পন্ন করা দুষ্কর।
- সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষক সমান মনোযোগ দিতে পারেন না।
- দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক ব্যতীত এ পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করা যাবে না।
- শুধু উচ্চ মেধার শিক্ষার্থীরাই বেশি লাভবান হয়।

৩.২.৬ আরোহী পদ্ধতি

উদাহরণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে যখন কোনো বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তখন তাকে আরোহী পদ্ধতি বলে। শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অত্যন্ত কার্যকরী এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লর্ড বেকন। এ পদ্ধতির মূল দর্শন হলো উদাহরণ থেকে সূত্রে, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে কঠিন এবং বিশেষ থেকে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পরিচিত পরিবেশ বা অভিজ্ঞতা থেকে কতগুলো উদাহরণ পরীক্ষা বা পর্যালোচনা করে সে সকল উদাহরণ থেকে যুক্তির মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছা যায় বা সংজ্ঞা গঠন করা যায়। আরবি কাওয়াইদ পাঠদানে এ পদ্ধতি অধিক কার্যকর। যেমন– (قامخالد) এ বাক্যে قام- فعل ও خالد – فاعل،مرفوع (يذهبكريمإلى المدرسة) এ বাক্যে كريم শব্দটি فاعل ও مرفوع) সুতরাং এ উদাহরণগুলো থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে الفاعل مرفوع।

আরোহী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. আরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিচিত বা জানা বিষয় থেকে কতগুলো উদাহরণ উপস্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীরা সেগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে নিজস্ব যুক্তি বিন্যাস ক্ষমতা দ্বারা সূত্র গঠন বা সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা করে।
২. এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে নিজেদের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে একটা নতুন তত্ত্ব বা তথ্য উদ্‌ঘাটনের আনন্দ লাভ করবে।
৩. এ পদ্ধতিতে একটি প্রমাণিত সূত্রকে গ্রহণ করা হয়।
৪. আরোহী পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সাধারণ সিদ্ধান্তকে সবসময় চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া যায় না। তবে সেগুলো সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
৫. এটি একটি মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

আরোহী পদ্ধতির সুবিধা

- আরোহী পদ্ধতিতে যেহেতু উদাহরণ থেকে সূত্রে, সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা, বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া যায়, সেহেতু সাধারণ শিক্ষার্থীরা সহজেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

- এ পদ্ধতিতে উপস্থাপিত উদাহরণ/ঘটনাগুলো শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় তারা আনন্দের সাথে শিখে।
- শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও ধারণা ব্যক্ত করতে পারে।
- এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের না বুঝে মুখস্থ করার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দেয়।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার এবং অনুসন্ধানী হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।
- অভিজ্ঞতা থেকে সূত্র গঠন করার কারণে শিক্ষার্থীরা আবিষ্কারের আনন্দ লাভ করে।

আরোহী পদ্ধতির অসুবিধা

- আরোহী পদ্ধতি দ্বারা সূত্র গঠন করলেই বিষয়টির পাঠ শেষ হয় না। সূত্র প্রয়োগ করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারলেই শিক্ষার্থীর মনে বিষয়টির ধারণা সুদৃঢ় হয়।
- আরবি সাহিত্যের পাঠ উপস্থাপনে এ পদ্ধতি বেশি কার্যকর নয়।
- আরোহী পদ্ধতি দীর্ঘ ও সময় সাপেক্ষ।
- উচ্চ শ্রেণিতে এ পদ্ধতি কম কার্যকর।
- স্বল্প মেধার শিক্ষার্থীরা এতে আনন্দ-আগ্রহ কম পায়।

৩.২.৭ অবরোহী পদ্ধতি

আরোহী পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত হলো অবরোহী পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা প্রথমে সূত্র জানবে, তারপর উদাহরণ জানবে। তারা সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে উপনীত হবে। আরবি কাওয়াইদের কোনো সূত্র শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরলে তারা তা আয়ত্ত্ব করে; তারপর তারা সেটিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রয়োগ করে তার শুদ্ধতা নির্ণয় করতে পারে। যেমন: সূত্র হলো المفعولمنصوب -এর উদাহরণ হলো رأيتبكراًفيالطريق।

অবরোহী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. অবরোহী পদ্ধতি আরোহী পদ্ধতির ঠিক বিপরীত পদ্ধতি।
২. অবরোহী পদ্ধতিতে একটি প্রমাণিত সূত্রকে গ্রহণ করা হয়, পরে এ সূত্রকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে এর শুদ্ধতা নির্ণয় করা হয়।
৩. এ পদ্ধতি কাওয়াইদ পঠন পাঠনে সহায়ক।
৪. এ পদ্ধতি প্রয়োগে অনেকগুলো উদাহরণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হয়।

অবরোহী পদ্ধতির সুবিধা

- অবরোহী পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের উপযোগী, তাই শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সকল স্তরে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।
- এ পদ্ধতিতে স্মরণশক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। যাদের স্মরণশক্তি কম তারা সূত্রের তালিকা ব্যবহার করতে পারে।
- ব্যাকরণ পঠন পাঠনে ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি কার্যকর।
- আরোহী পদ্ধতির সাথে যুক্ত হলে অবরোহী পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মননশীলতা বিকাশে সহায়ক হয়।
- কম বয়সী ও স্বল্প মেধার শিক্ষার্থীদের জন্য এ পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য।

- অবরোহী পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে শিক্ষাদান করা যায়, তাই পাঠ্যসূচী যথাসময়ে শেষ করা যায়।

অবরোহী পদ্ধতির অসুবিধা

- অবরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা মুখস্থনির্ভর হয়ে যায়, তাই এটি মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা কম থাকায় শিক্ষা গ্রহণে তারা বেশি আগ্রহ, কৌতুহল ও উৎসাহ দেখায় না।
- সূত্র-নির্ভর এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে না।
- শিক্ষণের অন্যতম মূলনীতি জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্তে যাওয়া। কিন্তু এ পদ্ধতি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই এটি আধুনিক শিখনতত্ত্বের পরিপন্থী।
- শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি, যুক্তি ও চিন্তার প্রয়োগের সুযোগ নেই, তাই তারা পাঠ গ্রহণে আকর্ষণ বোধ করে না এবং তাদের শিখন স্থায়ী হয় না।
- শিক্ষার্থীর মননশীলতার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।
- ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনে এ পদ্ধতি সহায়ক ও কার্যকর নয়।

৩.২.৮ গাঠনিক পদ্ধতি

গঠন শব্দটি থেকে গাঠনিক পদ্ধতির উৎপত্তি। শ্রেণিতে পাঠ উপস্থাপনকালে ভাষাভিত্তিক যে কোনো বিষয়বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট ছকে ফেলে অধিকতর বোধগম্য করে তোলাই গাঠনিক পদ্ধতি। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। ভাষা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সযত্নে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বিক্ষিপ্তভাবে ভাষা না শিখিয়ে গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ভাষা শেখানোকে গাঠনিক পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতিতে শব্দ শিখিয়ে একটি শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার এবং সরল বাক্য শিখিয়ে ধীরে ধীরে জটিল বাক্য এবং যৌগিক বাক্যে শব্দের প্রয়োগ শেখানো যায় যেমন: رجل শব্দ দিয়ে–

ইত্যাদি বাক্য গঠন করা যায়। এমনিভাবে এ পদ্ধতিতে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের কোনো ধারণাকে প্রসঙ্গক্রমে কোনো কাঠামোতে ফেলে উপস্থাপন করা এবং শিক্ষার্থীদের নিকট ঐ ধারণা বা বিষয়বস্তু বাস্তবভিত্তিক, সহজ ও সাবলীল রূপে গঠন করা যায়। যেমন– আরবিতে معرفة الشاعر, مقالة, فقرة , এ জাতীয় পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। যেমন– নিম্নের কাঠামোটি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে عاصمتنادادكا বিষয়ে একটি فقرة লিখতে বলা যায়।

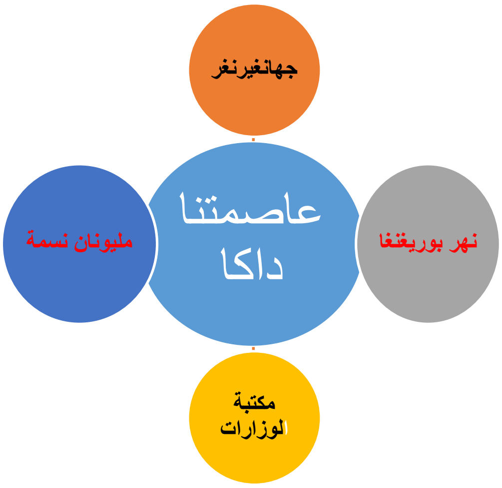

গাঠনিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

গাঠনিক পদ্ধতিতে শিক্ষক কোনো নতুন বা জটিল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সহজভাবে উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের উপস্থাপিত তথ্যের অনুসরণে নতুন বিষয়টি গঠন করবে।

- শিক্ষার্থী যে সব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পায়নি বা নিজের চেষ্টায় তা অর্জন করতে পারেনি, শিক্ষক সে সব বিষয়ে সহায়তা করবেন। পর্যায়ক্রমে শিক্ষক তাঁর সহায়তা কমিয়ে দিয়ে এক সময় প্রত্যাহার করে নিবেন।
- শিক্ষার্থীরা তাদের ধারণা, চিন্তা এবং সমাধানগুলোকে সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করবে।
- শিক্ষার্থীরা তাদের কাজে পরস্পর সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের অর্জিত ধারণা বা সমাধানসমূহ সহপাঠীদের কাজের সাথে তুলনা করবে।
- শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখনফল তাদের পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্তি ঘটাবে।

গাঠনিক পদ্ধতির সুবিধা

- গাঠনিক পদ্ধতির মাধ্যমে ভাষার গঠন, প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সহজ ধারণা দেওয়া যায়।
- ব্যাকরণের পাঠকে সহজ ও আকর্ষণীয় বাবে উপস্থাপন করা যায়।
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ধারণা গঠন করা যায় বলে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সকল স্তরে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।
- শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ধারণা গঠনে অংশগ্রহণ করে, তাই শিখন-শেখানো কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়।
- এ পদ্ধতিতে সমন্বিতভাবে ভাষা ও সাহিত্য পাঠদান সম্ভব।

গাঠনিক পদ্ধতির অসুবিধা

- গাঠনিক পদ্ধতি একটি সময় সাপেক্ষ ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি।
- বিষয়বস্তু নির্বাচন সুনির্দিষ্ট না হলে শিখনফল অর্জন দুরূহ হয়ে পড়ে।
- জটিল বিষয়বস্তু অনেক সময় এ পদ্ধতিতে পাঠদান সম্ভব হয় না।
- শিক্ষকের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ না থাকলে এ পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ করা যায়না।

মূল্যায়ন

- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সুবিধাগুলো লিখুন।
- আপনি কীভাবে প্রদর্শন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করবেন?

- আলোচনা পদ্ধতির সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী- ব্যাখ্যা করুন।
- আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করুন।
- আরবি ভাষা ও সাহিত্য পাঠদানে গাঠনিক পদ্ধতির প্রযোজ্যতা ব্যাখ্যা করুন।

৩.২.৩ সম্ভাব্য উত্তর

- বিষয়বস্তুর উপর পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করব।
- শিখন উদ্দেশ্য অনুসারে প্রশ্ন করতে হবে।
- সমগ্র পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্ন করতে হবে।
- প্রশ্নের ভাষা সহজ, স্পষ্ট, বোধগম্য ও দ্ব্যর্থতামুক্ত হবে।
- ডোমেইন ভিত্তিক অর্থাৎ শিখনের সকল ক্ষেত্র ও স্তর থেকে প্রশ্ন করতে হবে।
- সমগ্র শ্রেণির দিকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করতে হবে।
- শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা, বুদ্ধি ও ধারণ ক্ষমতা অনুসারে প্রশ্ন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর চিন্তন ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ থাকে এ রকম প্রশ্ন করব। হ্যাঁ বা না বোধক উত্তরের প্রশ্ন পরিহার করব।
- আলোচ্য বিষয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রশ্ন করতে হবে যাতে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর একত্রে সাজালে পাঠ্য বিষয়বস্তুর মূলভাব ফুটে উঠে।

৩.২ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা হলো–
ক. মুখস্থ নির্ভরতা কমে যায়
খ. সময়ের সাশ্রয় হয়
গ. শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষা করা সহজ হয়
ঘ. বিষয়টি মূর্ত হয়

উত্তরমালা: ১. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সুবিধাগুলো লিখুন।
২. আপনি কীভাবে প্রদর্শন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করবেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আলোচনা পদ্ধতির সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী- ব্যাখ্যা করুন।
২. আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করুন।
৩. আরবি ভাষা ও সাহিত্য পাঠদানে গাঠনিক পদ্ধতির প্রযোজ্যতা ব্যাখ্যা করুন।

৩.২.৪ সম্ভাব্য উত্তর

- আলোচনার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েরই পূর্ব প্রস্তুতি প্রয়োজন।
- শিক্ষক বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন, দল গঠন করেন ও দলনেতা ঠিক করে দেন।
- শিক্ষক সামগ্রিকভাবে নেতৃত্ব দিবেন কিন্তু সবসময় নিজের মতামত শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দিবেন না।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ভূমিকাই প্রধান।
- বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বিবেচনা করে শিক্ষক আলোচনার সময়সীমা নির্ধরণ করেন।

৩.২.৫ সম্ভাব্য উত্তর

- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হয়।
- শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধিৎসু ও সৃজনশীল হয়।
- সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও অনুশীলনের সুযোগ থাকে।
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হয়।

পাঠ ৩.৩: ভূমিকাভিনয়, মাথা খাটানো, সমস্যা সমাধান, একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলীয় কাজ

ভূমিকা

বর্তমানে শ্রেণি শিক্ষাদানে যে সকল অংশগ্রহণমূলক আধুনিক শিক্ষণ-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় তার মধ্যে ভূমিকাভিনয়, মাথা খাটানো, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি এবং একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলীয় কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে কর্মতৎপর রেখে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভের অনুষঙ্গ হিসেবে এ সকল পদ্ধতি ও কৌশল বহুল প্রচলিত। এ সকল পদ্ধতির সফল প্রয়োগের ফলে পাঠ্য বিষয় সহজবোধ্য হয়। শিখন আনন্দদায়ক ও সতস্ফুর্ত হয়। তাই আরবি শিক্ষকের এ সকল পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে সুসংহত ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির পরিচয় এবং সুবিধা অসুবিধা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- মাথা খাটানো পদ্ধতি প্রয়োগের সুবিধা ও অসুবিধা চিহ্নিত করতে পারবেন;
- সমস্যা সমাধান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এবং এটি প্রয়োগের সুবিধা অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন;
- একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলীয় কাজের স্বরূপ এবং এদের সুবিধা অসুবিধা নিরূপন করতে পারবেন।

৩.৩.১ ভূমিকাভিনয়

শ্রেণিকক্ষে পাঠ্য বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করার জন্য অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে তাকে ভূমিকাভিনয় বলে। পাঠ্য বিষয়কে নাটক আকারে রূপান্তরিত করে অভিনয়ের মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। শ্রেণিতে পঠন-পাঠনোর একঘেয়েমি দূর করার উদ্দেশ্যেই এ পদ্ধতির উদ্ভব। ছোট শিশুরা অত্যন্ত অনুকরণ প্রিয় তারা নাটক দেখতে শুনতে ভালোবাসে। স্বতস্ফুর্তভাবেই তারা এসব করে থাকে। তাদের এ স্বতঃস্ফুর্ত আগ্রহকে শিখন-শেখানোর কাজে প্রয়োগ করলে অধিক সুফল পাওয়া যায়। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অনেক বিষয়বস্তু উপস্থাপনে বিশেষত حوار ও قصة-এর পাঠ উপস্থাপনে ভূমিকাভিনয় অধিক কার্যকর হতে পারে। এ পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন করা হলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে উপভোগ করে ও শিক্ষা গ্রহণে আন্তরিক হয়।

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- ভূমিকাভিনয় পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অভিনয়ের মাধ্যমে তা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত হয়।
- শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠে।
- আরবির পাশাপাশি ফিক্হ-এর বিভিন্ন মাসাইল শিক্ষাদানে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।
- শিক্ষার্থী যে বিষয়ে অভিনয় করবে সে বিষয়, চরিত্র ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষক সম্যক ধারণা দিবেন।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যতীত আপনি নিজে ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির আর কী কী বৈশিষ্ট্য যোগ করতে পারেন?

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির সুবিধা

- বিষয়বস্তুকে বাস্তব ও জীবন্ত করে উপস্থাপন করা হয় বলে শিখন দ্রুত, সহজ ও স্থায়ী হয়।
- শিক্ষার্থীদের বহুমূখী প্রতিভার বিকাশ ঘটে।
- খুব বেশি উপকরণ প্রয়োজন হয় না বিধায় এ পদ্ধতি ব্যয় সাশ্রয়ী।
- সকল শিক্ষার্থী পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে।
- দলগত অভিনয়ের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠে।
- শিক্ষার্থীদের ভাষার দক্ষতা (শোনা ও বলা) বৃদ্ধি পায়।
- পাঠে শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হয়।
- স্বল্প মেধার শিক্ষার্থীরাও সহজে বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির অসুবিধা

- ভূমিকাভিনয় পদ্ধতিতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় যা ৩০-৪৫ মিনিটের পিরিয়ডে প্রয়োগ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না।
- দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ব্যতীত এ পদ্ধতির সফল ব্যবহার সম্ভব নয়।
- উপস্থাপনা, নির্দেশনা ও অভিনয় যথার্থ না হলে পদ্ধতি প্রয়োগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।
- শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিবর্তে পাঠ অনেক সময় কেবল বিনোদনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় ফলে শিখন অর্জন ব্যাহত হয়।
- সব বিষয়ের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না।

৩.৩.২ মাথা খাটানো পদ্ধতি

শিক্ষার্থীদের মুক্ত চিন্তার সুযোগ দিয়ে সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করার প্রক্রিয়াই হলো মাথা খাটানো পদ্ধতি। মাথাখাটানো পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মাথায় চিন্তার ঝড় বা আলোড়ন সৃষ্টি করা হয়। যে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সামনে কোনো সুনির্দিষ্ট সমস্যা উপস্থাপন করে তাদের তাৎক্ষণিক চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং তাদের চিন্তা ভাবনাকে একক, জোড়ায় বা দলগতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট করা হয় তাকে মাথা খাটানো বা ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতি বলে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখার ক্ষেত্রে চিন্তামূলক এ পদ্ধতি খুবই কার্যকর।

মাথা খাটানো পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- মাথা খাটানো পদ্ধতিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, সমস্যা বা ইস্যু নিয়ে শিক্ষার্থীদের কিছু সময় ব্যয় করতে হয়।
- (সাধারণত ১/২ মিনিট) চিন্তা করতে বলা হয়, পরে তাদের চিন্তার ফল বলে বা লিখে প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হয়।
- শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সমাধান বের করতে পারে।
- একক, জোড়ায় ও দলগতভাবে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।
- দলগতভাবে প্রয়োগ করলে বিশেষ নিয়মানুসারে দল গঠন করে বিষয়বস্তুকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে বিভাজন করে দিতে হয়।
- শিক্ষক পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক বিষয় বরাদ্দ করবেন, সময় নির্ধারণ করে দিবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন।
- সকল শিক্ষার্থীর মতামত বের করে আনার জন্য শিক্ষক চেষ্টা করবেন। কারো তথ্য যেন বাদ না পড়ে সে জন্য লিখে রাখতে পারেন। সকলের মতামত পাওয়ার পর শিক্ষক এগুলোর পরিশোধন পরিমার্জন করবেন।

- এটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি।

মাথা খাটানো পদ্ধতিরসুবিধা

- সমগ্র শ্রেণিতে একই সময়ে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।
- সকল শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ পায়।
- জটিল সমস্যার সহজ সমাধানে শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ হয়।
- এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের চিন্তা, কল্পনা শক্তি ও সৃজনশীলতার উৎকর্ষ সাধন করে।
- পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ হয়।
- অল্প সময়ের মধ্যে অধিক শিখন নিশ্চিত হয়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়।
- এই পদ্ধতি সকল বিষয়ের পাঠদানে প্রয়োগ করা যায়।
- শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে প্রাণবন্ত থাকে ও পাঠে মনোযোগী হয়।
- শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি প্রবণতা জানা যায়।

মাথা খাটানো পদ্ধতির অসুবিধা

- শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে সকল শিক্ষার্থীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় না।
- মেধাবী শিক্ষার্থী বেশি সক্রিয় থাকলেও সাধরণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ কম।
- যথাযথ তদারকির অভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে।
- শিক্ষকের প্রস্তুতি ও দক্ষতার অভাবে এ পদ্ধতি ব্যর্থ হতে পারে।
- সমস্যা নির্বাচন যথার্থ না হলে শিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে।
- বিষয়বস্তুর উপর প্রাথমিক ধারণা না থাকলে অনেক শিক্ষার্থী মতামত প্রদান থেকে বিরত থাকে।

৩.৩.৩ সমস্যা সমাধান পদ্ধতি

যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা সমাধানে ক্রিয়াশীল হয় তাকেই সমস্যা সমাধান পদ্ধতি বলে। এটি শিক্ষণ শিখনের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। আরবি বিষয়ের পাঠ উপস্থাপনে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও ধারণার ভিত্তিতে পাঠ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট কোনো সমস্যা নির্বাচন করা হয়। পাঠ উপস্থাপনকালে শিক্ষক তাঁর বক্তৃতা ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের সামনে সমস্যাটির অবতারণা করেন। এর সমাধান শিক্ষার্থীদের আগে থেকে জানা থাকে না। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার সামর্থ অনুযায়ী বিভিন্ন উপায়ে সমস্যাটি অনুধাবন ও সমাধানের চেষ্টা করে। শিক্ষক একটি উপযোগী পরিবেশ তৈরি করেন যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় সমাধান করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এবং প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে একটি যৌক্তিক সমাধানে পৌঁছতে পারে।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে কোনো সমস্যা বা বিষয়ের সমাধান বা অনুশীলন শিক্ষার্থীদের দিয়েই করা হয়।
- এই পদ্ধতিতে পাঠ্য বিষয়বস্তুর বিশেষ ধরণের বিন্যাস প্রয়োজন হয়।
- বিষয়বস্তুকে একটি প্রকৃত সমস্যার আকারে উপস্থাপন করা হয়।
- সমস্যাটি শিক্ষার্থীদের জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত হবে।
- সমস্যাটির সমাধান শিক্ষার্থীর মানসিক স্তরে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ কোনো প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয় না।

এবার সমস্যা সমাধান পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ধাপগুলো চিন্তা করে বলুন।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধা

- সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে।
- শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।
- স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তৈরি হয়।
- হাতে কলমে শেখার সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগী হয়।
- বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে সমস্যার সমাধান করে বলে শিখন সহজ ও স্থায়ী হয়।
- শিক্ষার্থীদের মুখস্থ নির্ভরতা কমে যায়।
- সমস্যা সমাধানের সাথে সাথে রিপোর্ট তৈরিতে পারদর্শী হয়।
- উচ্চতর গবেষণা কর্মের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে।
- আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ হয়।
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের নানা সমস্যার মোকাবেলা করতে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠে।

সমস্যা সমাধান পুদ্ধতির অসুবিধা

- এ পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপনে সময় বেশি লাগে, তাই পাঠ্যসূচী সময়মত শেষ করা যায় না।
- আমাদের পাঠ্যসূচী অধিকাংশই তত্ত্বনির্ভর ফলে পাঠ্য বিষয়ের অনেক ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না।
- বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় না।
- এ পদ্ধতি দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য আমাদের দেশে যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে।
- নিচের শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এ পদ্ধতি উপযোগী নয়।
- যথাযথ সমাধান খুঁজে বের করতে শিক্ষার্থী ব্যর্থ হলে শিখনের প্রতি তার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৩.৩.৪ একক কাজ

শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণি পাঠদানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা, অনুভূতি, কথা ও কাজ করতে দেয়াকে একক কাজ বলা হয়। অপেক্ষাকৃত সহজ এবং ছোট কাজ যা সমাধান করতে কম সময়ের প্রয়োজন হয় এমন কাজকেই একক কাজের জন্য নির্বাচন করা হয়। যেমন– পঠিত কবিতা বা গদ্য থেকে অপরিচিত শব্দ বের করা, فعل বের করা, اسمও فعل-এর পার্থক্য নির্ণয় করা, عدد পরিবর্তন করা, কোনো শব্দের تحقيق করা ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করে কোনো প্রশ্নের উত্তর বের করতে বলা হয়। নির্ধারিত সময় শেষে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত একই বিষয়ের বিকল্প উত্তরগুলো থেকে অপেক্ষাকৃত সঠিক উত্তরটি বাছাই করে সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

একক কাজের বৈশিষ্ট্য

- একক কাজ প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি সকল বিষয়ে ব্যাপকভাবে অনুসৃত একটি পদ্ধতি।
- একক কাজ স্বশিক্ষার সোপান বিশেষ।
- একক কাজে সকল প্রকার (উচ্চ মেধা, নিম্ন মেধা) শিক্ষার্থীর শিখন কার্যকর হয়।
- অন্যান্য শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও কোনো না কোনো পর্যায়ে একক কাজের উপর নির্ভর করতে হয়।

একক কাজের সুবিধা

- শিখন প্রক্রিয়ায় সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের সমান সুযোগ থাকে।

- একক কাজের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজস্ব চিন্তাশক্তি বিকাশের সুযোগ পায়।
- শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে ওঠে।
- শিক্ষার্থীর মনোবল দৃঢ় হয়।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বশিক্ষা গ্রহণ করে তাই শিখন আনন্দদায়ক হয়।
- শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে সক্রিয় থাকে ও পাঠে মনোযোগীহয়।

একক কাজের অসুবিধা

- এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন মেধা ও বিচিত্র পটভূমি থেকে আগত শিক্ষার্থীকে সমন্বিত শিক্ষাদান শিক্ষকের জন্য চ্যালেঞ্জ ও মানসিক চাপের কারণ হয়ে ওঠে।
- সকলের মতামত গৃহীত না হলে কোনো কোনো শিক্ষার্থী নিরুৎসাহিত হতে পারে।
- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শ্রেণিতে এই পদ্ধতি সর্বদা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা দুরূহ হতে পারে।
- কখনও কখনও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অলসতা দেখা দিতে পারে এবং পাঠের প্রতি অমনোযোগীহতে পারে।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষককে এককভাবে নজর রাখতে হয় ও যত্ন নিতে হয়, তাই অনেক সময় শ্রেণি শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে শিক্ষককে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

২.৩.৫ জোড়ায় কাজ

শ্রেণি পাঠনে দুইজন শিক্ষার্থীর একত্রে কোনো একটি বিষয় নিয়ে কাজ করার প্রক্রিয়াই হলো জোড়ায় কাজ। এই পদ্ধতিতে পাশাপাশি অথবা মুখোমুখি দুইজন শিক্ষার্থী নিয়ে এক একটি জোড়া গঠন করে একটি সমস্যার সমাধানে কাজ করতে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা জোড়ায় আলোচনা করে সমাধান/উত্তর খাতায় লিখবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা একে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিবে। শিক্ষক কয়েক জোড়া শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমাধানের/উত্তরের উত্তম বিকল্পটি বেছে নিবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।

জোড়ায় কাজের বৈশিষ্ট্য

- শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রায় সকল স্তরে জোড়ায় কাজ একটি উপযোগী পদ্ধতি বা কৌশল।
- দুইজন সম পর্যায়ের শিক্ষার্থী একে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে।
- প্রায় সকল ধরণের বিষয়বস্তু পাঠদানে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

জোড়ায় কাজের উল্লিখিত বৈশিষ্টগুলো ছাড়া আপনি আর কী কী যোগ করতে পারেন?

জোড়ায় কাজের সুবিধা

- জোড়ায় কাজে নিবিড়, অন্তরঙ্গ ও পারস্পরিক বন্ধুত্বসুলভ মনোভাবের মাধ্যমে আনন্দের সাথে শিখন অর্জিত হয়।
- একজন যা জানেনা তা জোড়ার সঙ্গীর কাছ থেকে সহজে জেনে নিতে পারে ফলে অতি সহজেই শিখন ঘাটতি দূর করা যায়।
- পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ তৈরি হয় বলে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।
- অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীর শিখনের জড়তা দূর হয়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে।

জোড়ায় কাজের অসুবিধা

- এ পদ্ধতিতে সময় বেশি লাগতে পারে।
- জোড়ার সদস্যের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিতে পারে, যা শিখনের অন্তরায়।

- উচ্চ মেধা ও নিম্ন মেধার শিক্ষার্থীর জোড়ার মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে।
- জোড়ায় কাজে দুই জনের সমান সক্রিয়তা না থাকলে শিখন অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হতে পারে।

৩.৩.৬ দলগত কাজ

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো দলীয় কাজ। এই পদ্ধতিতে একই পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পরস্পর মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের তুলনায় শিক্ষার্থীরাই বেশি সক্রিয় থাকে। তবে মডারেটর বা গাইড হিসেবে শিক্ষকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। দলগত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতার পাশাপাশি কিছু মানবিক ও সামাজিক গুণাবলির ও বিকাশ ঘটে। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক কয়েকটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন এবং শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তনের সুযোগ দিবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও ফলাবর্তন দিবেন। বর্তমানে সারা বিশ্বে শিক্ষণ শিখনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে।

দলগত কাজের বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষক পাঠ্য বিষয়বস্তু থেকে সমস্যা চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীদেরকে দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলের কাজ বুঝিয়ে দিবেন।
- দলের একজনকে দলনেতা মনোনীত করবেন।
- শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে বসবে। দলের প্রত্যেকেই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবে এবং আলেচনায় অংশগ্রহণ করবে।
- প্রত্যেকে সকলের মতামতকে প্রাধান্য দিবে এবং একে অপরকে সম্মান দিবে।
- আলোচনার ফলাফল দলের সিদ্ধান্ত হিসেবে লিখতে হবে এবং সবাইকে মেনে নিতে হবে।
- দলনেতা দলের পক্ষ থেকে প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবেন।
- দলের সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য হলে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন।

দলগত কাজ-এর সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষককে কোন কোন বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে?

দল গঠন প্রক্রিয়া

বিভিন্ন পদ্ধতিতে দল গঠন করা যায় যেমন:

- সম-সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের দল।
- মিশ্র-সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের দল।
- বিষয়ভিত্তিক দল।
- অঞ্চলভিত্তিক দল।
- চিরকুটে ফুল ফল পাখি ইত্যাদির নাম লিখে দৈবচয়নের মাধ্যমে দল গঠন।
- কবি সাহিত্যিকদের নাম দিয়ে দল গঠন।
- দল গঠনের এসব পদ্ধতির মধ্যে মিশ্র-মেধা ও মিশ্র-জেন্ডারের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করা অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকর। যেভাবেই দল গঠন করা হোক না কেন, প্রতিটি দলে ৪–৬ জন সদস্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দলগত কাজের সুবিধা

- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী পাঠে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।
- শিখন কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আসে ফলে একঘেয়েমি দূর হয়, শিখন কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়।

- দলগত কাজে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পায় এবং পাঠে মনোযোগী হয়।
- বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়, ফলে শিখন অধিকতর স্থায়ী হয়।
- হার জিতের লজ্জা থাকে না তাই শিক্ষার্থীরা নিঃসঙ্কোচে কাজের মাধ্যমে শিখতে পারে।
- স্বল্প মেধার শিক্ষার্থীরাও সমানভাবে শিখতে পারে।
- নেতৃত্বের যোগ্যতা গড়ে ওঠে।
- আনুগত্য, পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা সহ বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়।

দলগত কাজের অসুবিধা

- দলের মধ্যে কয়েকজনই অধিকাংশ কাজ করে, ফলে বাকীদের মধ্যে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে।
- অনেক সময় মত পার্থক্য দ্বন্দ্বে রূপ নিতে পারে।
- কয়েক জন কাজের সিংহ ভাগ সম্পন্ন করে বলে অন্যদের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে।
- শিক্ষকের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং না থাকলে শিক্ষণ উদ্দেশ্য অর্জন না ও হতে পারে।
- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণিতে এ পদ্ধতি প্রয়োগে শ্রেণি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে।

মূল্যায়ন

১. ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির পরিচয় দিন।
২. ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধা বর্ণনা করুন।
৩. মাথা খাটানো পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৪. মাথা খাটানো পদ্ধতির সুবিধাগুলো লিখুন।
৫. সমস্যা সমাধান পদ্ধতি কী?
৬. সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধাগুলো উল্লেখ করুন।
৭. একক কাজের সুবিধা এবং অসুবিধা বর্ণনা করুন।
৮. জোড়ায় কাজের বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা উল্লেখ করুন।
৯. দল গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
১০. দলগত কাজের সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করুন।

৩.৩ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরবি حوار ও قصة-এর পাঠ উপস্থাপনে কোন পদ্ধতি অধিক কার্যকর হতে পারে?
ক. বক্তৃতা পদ্ধতি
খ.ভূমিকাভিনয়
গ.সমস্যা সমাধান
ঘ.একক কাজ

২. দল গঠনের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকর?
ক.বিষয়ভিত্তিক দল
খ.অঞ্চলভিত্তিক দল
গ.কবি সাহিত্যিকদের নাম দিয়ে দল গঠন
ঘ.মিশ্র-মেধা ও মিশ্র-জেন্ডারের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির পরিচয় দিন।
২. ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির অসুবিধা উল্লেখ করুন।
৩. মাথা খাটানো পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৪. মাথা খাটানো পদ্ধতির সুবিধাগুলো লিখুন।
৫. সমস্যা সমাধান পদ্ধতি কী?
৬. সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধাগুলো উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. একক কাজের সুবিধা এবং অসুবিধা বর্ণনা করুন।
২. জোড়ায় কাজের বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা উল্লেখ করুন।
৩. দল গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৪. দলগত কাজের সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করুন।

৩.৩.১ সম্ভাব্য উত্তর

- শ্রেণিতে এ পদ্ধতি প্রয়োগের সময় রঙ্গমঞ্চ, পোষাক পরিচ্ছদ, দৃশ্যপট ইত্যাদির প্রয়োজন নেই।
- এ পদ্ধতির জন্য যোগ্য, পারদর্শী শিক্ষক প্রয়োজন।
- অনেক বিমূর্ত বিষয়কে সার্থকভাবে মূর্ত করে তোলা যায়।

৩.৩.২

১. সমস্যা সনাক্তকরণ;
২. সমস্যা বিশ্লেষণ;
৩. অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৪. তথ্য সংগ্রহ;
৫. তথ্য বিশ্লেষণ;
৬. অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই;
৭. সমস্যা সমাধনের পন্থা নির্বাচন;
৮. সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩.৩.৪

- আরবি حوار পাঠদানে এ পদ্ধতি অধিক কার্যকর।
- জোড়ার সদস্যের মধ্যে একজন নিয়মিত ও অন্যজন অনিয়মিত শিক্ষার্থী হলে কাজ ফলপ্রসূ হয় না।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিকতাগত তফাত থাকলে জোড়ায় কাজে উৎসাহ কম হয়।

৩.৩.৬

- সুষ্ঠু প্রাক-পরিকল্পনা;
- যথাযথ পদ্ধতিতে দল গঠন;
- সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান;
- দলে কাজ করার সময় পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ।

পাঠ ৩.৪: তালিকা প্রণয়ন, পোস্ট বক্স, জিগসো ও অন্যান্য পদ্ধতি

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে কখনো একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে সফলতা লাভ করা যায় না, তাই পাঠের বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুসারে বৈচিত্র্যময় পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন ও প্রয়োগে শিক্ষককে যত্নবান হতে হয়। এ বৈচিত্র্যময় পদ্ধতিগুলোর মধ্যে তালিকা প্রণয়ন, পোস্ট বক্স এবং জিগসো পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও মনোযোগী করে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। আরবি শিক্ষককে এ সকল পদ্ধতি আয়ত্ত্ব করে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগে সচেষ্ট হতে হবে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- পোস্ট বক্স পদ্ধতির পরিচয় দিতে পারবেন;
- পোস্ট বক্স পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধার বর্ণনা দিতে পারবেন;
- জিগসো পদ্ধতি কী তা বলতে পারবেন;
- জিগসো পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধা চিহ্নিত করতে পারবেন।

৩.৪.১ তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে পাঠ্য বিষয়বস্তুর কোনো তত্ত্ব, তথ্য বা উদাহরণকে শ্রেণিবদ্ধ করে শিক্ষার্থীদের নিকট স্পষ্ট করে তোলা হয় তাকে তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু থেকে একই ধরণের তত্ত্ব তথ্য বা উদাহরণকে শ্রেণিবদ্ধ করতে বলা হয়। তারপর তারা তাদের প্রণীত তালিকা উপস্থাপন করবে এবং সকলের নিকঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে সমন্বয় করে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হবে। চূড়ান্ত তালিকার তথ্য, তত্ত্ব, উদাহরণ শিক্ষার্থীরা অনুশীলন করবে। আরবি কাওয়ায়েদ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু পাঠদানে এ কৌশল খুবই কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়।

তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতির সুবিধা

- শিক্ষার্থীরা নিজেদের পূর্ব ধারণা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তালিকা প্রণয়ন করে বলে শিক্ষণ ও শিখন সহজ হয়।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তন ও পর্যক্ষেণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- নিজেরা নতুন তালিকা করে, তাই তারা আবিষ্কারের আনন্দ লাভ করে।
- একক, জোড়া ও দলগতভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।
- বিশেষ কোনো উপকরণের প্রয়োজন হয় না।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।

তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতির অসুবিধা

- শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি প্রয়োগে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় না।
- শিক্ষার্থীদের দেওয়া তালিকা সংরক্ষণে শিক্ষককে যথেষ্ট সক্রিয় হতে হয়, যাতে কোনো তথ্য বাদ না যায়।
- এই পদ্ধতি প্রয়োগে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।
- সকলের উপস্থাপিত তালিকা গৃহীত না হলে কোনো কোনো শিক্ষার্থী নিরুৎসাহিত হতে পারে।
- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শ্রেণিতে এই পদ্ধতি সর্বদা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা দুরূহ হতে পারে।

৩.৪.২ পোস্ট বক্স পদ্ধতি

যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদেরকে নির্ধারিত ডাক বাক্স অনুযায়ী দলে বিভক্ত করে বাক্সের নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর আদায় করে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় তাকেই পোস্ট বক্স পদ্ধতি বলে। অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতিগুলোর মধ্যে পোস্ট বক্স অত্যন্ত জনপ্রিয় পদ্ধতি। এটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কার্যকর একটি শিখন-শেখানো কৌশল। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় থাকে এবং আনন্দময় পরিবেশে শেখার কাজটি সম্পন্ন হয়। এ পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য শিক্ষক পূর্বেই ৫/৬টি কাগজের খালি বাক্স সংগ্রহ করবেন এবং শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন স্থানে সমান দূরত্বে সেগুলো স্থাপন করবেন। প্রত্যেকটি বাক্সের সামনের দিকে কাগজে বড় অক্ষরে একটি করে লিখিত প্রশ্ন বাক্সের গায়ে লাগিয়ে দিবেন ও সামনে কিছু সাদা কাগজের টুকরাও রাখবেন। শিক্ষার্থীদেরকে ৫/৬টি দলে ভাগ করবেন। শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে ঘুরে ঘুরে বাক্সের গায়ে লাগানো প্রশ্নগুলো পড়বেএবং দলীয় অবস্থানে ফিরে গিয়ে নিজেরা আলোচনা করে প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্ধারণ করবে। অতঃপর বাক্সের সামনে রক্ষিত কাগজে উত্তর লিখে সংশ্লিষ্ট বাক্সে ফেলবে। এভাবে প্রত্যেকটি দল সকল প্রশ্নের উত্তর বাক্সে রাখা শেষ করলে সকল প্রশ্নের উত্তরগুলোকে সাজিয়ে শ্রেণিবদ্ধ করবে, প্রয়োজনে সার-সংক্ষেপ তৈরি করবে। এবার উত্তরগুলো থেকে প্রাপ্ত ধারণা দলগতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।

পোস্ট বক্স পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- এটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি।
- শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- এতে ছদ্ম ডাক বাক্সের ব্যবহার হয়।
- এখানে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে।
- এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত প্রশ্নগুলোর ধরণ হবে উন্মুক্ত।
- সাধারণত কোনো অধ্যায়ের শুরুতে বা শেষে এ পদ্ধতির প্রয়োগ ফলপ্রসূ হয়।

আপনি কীভাবে আরবির ক্লাসে পোস্ট বক্স পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন?

পোস্ট বক্স পদ্ধতির সুবিধা

- শিখন প্রক্রিয়ায় সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।
- শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে পুরো সময় সক্রিয় থাকে।
- পাঠদানে বৈচিত্র্য থাকায় একঘেয়েমি দূর হয়।
- শিক্ষার্থীরা ঘুরাঘুরি করে কাজের সুযোগ পায় বলে আনন্দ পায়।
- শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ থাকে।
- পাঠে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।
- শ্রেণির কঠোর নিয়মের বাইরে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে ধারণা গঠন করতে পারে।
- নিম্ন মেধার শিক্ষার্থীরাও শিখনে এগিয়ে যায়।
- শিখনে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষার্থীদের জড়তা দূর হয়।

পোস্ট বক্স পদ্ধতির অসুবিধা

- এ পদ্ধতি প্রয়োগে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়।
- ছোট আকারের শ্রেণিকক্ষে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না।
- সকল প্রকার বিষয়ের পাঠে এটি উপযোগী নয়।

- শ্রেণি শৃংখলা রক্ষায় শিক্ষককে বেশ বেগ পেতে হয়।
- দক্ষ প্রশিক্ষিত শিক্ষক ব্যতীত এ পদ্ধতি প্রয়োগে সাফল্য অর্জন করা যায় না।

৩.৪.৩ জিগসো পদ্ধতি Expart Jigsaw

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে একটি অত্যন্ত কার্যকর সহযোগিতামূলক পদ্ধতি হলো জিগসো। ইংরেজি শব্দ Jigsaw-এর অর্থ হলো– A picture printed on cardboard or wood, that has been cut up into a lot of small pieces of different shapes that you have to fit together again.অর্থাৎ পিচবোর্ড বা কাঠের উপর মুদ্রিত একটি ছবি যেটি বিভিন্ন আকারের অনেকগুলো ছোট ছোট টুকরো করে কাটা হয়েছে, যা পরবর্তীতে আবার আপনাকে একসাথে ফিট করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা ও মতামতের উপর ভিত্তি করে একটি চূড়ান্ত ধারণা অর্জনের চেষ্টা করা হয়। এখানে শিক্ষার্থীরা একে অন্যের মতামতের উপর শ্রদ্ধা রেখে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে আনন্দঘন পরিবেশে শিখন কাজে অগ্রসর হয়।

প্রয়োগ কৌশল

শ্রেণিকক্ষে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হয়:

১. বিষয়বস্তুকে ৪ থেকে ৬টি অংশে ভাগ করতে হবে।
২. শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সমসংখ্যক দলে ভাগ করতে হবে যাতে প্রত্যেক দলে সদস্য সংখ্যা হবে ৪–৬ জন।
৩. দলের প্রত্যেক সদস্যকে একটি করে পাঠের অংশ নির্ধারণ করে দিতে হবে (এক্ষেত্রে পাঠ্যবই-এর নির্দিষ্ট অংশ চিহ্নিত করে দেওয়া যায় অথবা আলাদা কর্মপত্র সরবরাহ করা যায়)।
৪. প্রতি দলের শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য নির্বাচিত অংশ স্বাধীনভাবে পড়বে এবং তার জন্য নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর বের করবে এবং দলের মধ্যে প্রয়োজনীয় আলোচনা করে একটি সারাংশ তৈরি করবে।
৫. তারপর প্রত্যেক দলের একজন করে নিয়ে বিশেষজ্ঞ দল গঠন করতে হবে।
৬. বিশেষজ্ঞ দলের প্রত্যেকে তাদের জন্য দেওয়া একই বিষয়বস্তুর উপর পরস্পর আলোচনা ও মত বিনিময় করবে। প্রত্যেকে পূর্ব দলে আলোচনার মাধ্যমে যা জেনেছিল, তা নতুন দলের সদস্যদের জানাবে। আলোচনা এবং যুক্তি প্রদানের পর গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে তারা তাদের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হবে।
৭. তারপর তারা তাদের মূল দলে ফিরে আসবে এবং মূল দলের সদস্যদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ দল থেকে তাদের নির্দিষ্ট বিষয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা/ধারণা বর্ণনা করবে।
৮. সবশেষে প্রত্যেক দলের শিক্ষার্থীরা তাদের বিশেষজ্ঞ দল থেকে প্রাপ্ত ধারণাগুলো একত্রিত করে সম্পূর্ণ পাঠের উপর একটি সামগ্রিক ধারণা গঠন করবে।

জিগসো পদ্ধতির সুবিধা

- জিগসো পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা সার্বক্ষণিক সক্রিয় ও মনোযোগী থাকে।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্বশীলতার গুণ সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগীতামূলক মনোভাব তৈরি হয়।
- শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে ওঠে।
- আনন্দঘন পরিবেশে শিখন অর্জিত হয়।
- শিক্ষার্থীদের জড়তা দূর হয়।
- যে কোনো সময় যে কোনো বিষয়ে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

জিগসো পদ্ধতির অসুবিধা

- জিগসো পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদানে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে।

- পাঠের বিভাজিত বিভিন্ন অংশের মধ্যে দৈর্ঘ ও কাঠিন্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য না থাকলে সময় ব্যবস্থাপনায় সমস্যা হতে পারে।
- অধিক শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে এ পদ্ধতির ব্যবহার সফল না ও হতে পারে।
- শিক্ষকের দক্ষতা না থাকলে শ্রেণি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে।
- দল গঠনের সময় একটি দলে সকল শিক্ষার্থী নিম্ন মেধার হলে এ পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে।

অন্যান্য পদ্ধতি

বিষয়বস্তুর ভিন্নতা বা শিখন পরিবেশের বিভিন্নতার কারণে সকল পদ্ধতি সবসময় শিখন-শেখানোর উপযোগী হয় না। তাই বিষয়বস্তু, শিখন পরিবেশ, উপকরণের সহজলভ্যতা, স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, শিক্ষকের দক্ষতা, শিক্ষার্থীর চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে নতুন নতুন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন– পর্যবেক্ষণ, বিতর্ক, স্নো বলিং, মার্কেট প্লেস, ওয়াকিং ওয়াল, শিক্ষা ভ্রমণ, ফিস বোল, হাঁটা, পড়া এবং বলা, আটার রোলে বাদাম সাজানো, বশীকরণ মাইক, জানা বিষয়কে উন্মুক্ত করা, অর্পিত কাজ, সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষীকরণ শ্রেণিবিন্যস্তকরণ, ফাইল ঝুড়ি পদ্ধতি, জোড়ায় শিক্ষণ, সতীর্থ শিক্ষণ ইত্যাদি।

মূল্যায়ন

১. তালিকা প্রণয়ন বলতে কী বুঝেন?
২. পোস্ট বক্স পদ্ধতি কী? এর সুবিধাগুলো লিখুন।
৩. জিগসো পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল বর্ণনা করুন।

৩.৪ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন পদ্ধতি প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের পর্যক্ষেণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়–
ক. বক্তৃতা
খ. তালিকা প্রণয়ন
গ. একক কাজ
ঘ. জোড়ায় কাজ

উত্তরমালা: ১. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. তালিকা প্রণয়ন বলতে কী বুঝেন?
২. পোস্ট বক্স পদ্ধতি কী? এর সুবিধাগুলো লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. জিগসো পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল বর্ণনা করুন।

৩.৪.২সম্ভাব্য উত্তর

আরবির ক্লাসে পোস্ট বক্স পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য আমি নিম্নবর্ণিত পর্যায় অনুসরণ করব:

১. পাঁচটি খালি কাগজের বাক্স সংগ্রহ করে সেগুলো শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন স্থানে রাখব।
২. শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে পাঁচটি দলে ভাগ করব। প্রত্যেক দলে শিক্ষার্থী সংখ্যা হবে পাঁচ জন।
৩. প্রতিটি বাক্সের গায়ে নিম্নরূপ একটি করে প্রশ্ন লাগিয়ে দিব এবং বাক্সের সামনে কিছু সাদা কাগজ রাখব।
১ নং বাক্স:
২ নং বাক্স:
৩নং বাক্স:
৪নং বাক্স:
৫নং বাক্স:
৪. শিক্ষার্থীরা দলে দলে গিয়ে প্রত্যেক বাক্সের প্রশ্ন পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে উত্তর লিখে সংশ্লিষ্ট বাক্সে ফেলবে।
৫. প্রত্যেক দল একটি করে বাক্স খুলে উত্তরগুলো শ্রেণিবদ্ধ করে এবং প্রয়োজনে সার সংক্ষেপ তৈরি করে উপস্থাপন করবে।
৬. আমি প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে কার্যক্রম সমাপ্ত করব।

পাঠ ৩.৫: আরবি গদ্য (নাসর/প্রবন্ধ/নিবন্ধ): বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান পদ্ধতি

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবি ভাষায় রচিত সাহিত্যকে আরবি সাহিত্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। আরবি সাহিত্য প্রায় দুই হাজার বছরের আরবের সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, জীবনবোধ ও ঐতিহ্যবোধের শিল্পায়িত অভিব্যক্তি। সাহিত্যের প্রতিটি শাখা প্রশাখা আরবি সাহিত্যের অবাধ বিচরণে মুখরিত। বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে আরবি সাহিত্য নিজস্ব স্বকীয়তা ও অবয়ব তৈরিতে নৈপুন্যতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। আরবি সাহিতের সূচনালগ্নে আরবি গদ্য ছিল গতানুগতিক, অনুপ্রাসযুক্ত, দীর্ঘ জটিল বাক্য সম্বলিত। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট-এর মিসর আক্রমণের মধ্য দিয়ে আরবি সাহিত্যে রেনেসাঁর উম্মেষ ঘটে। আরবি গদ্য সাহিত্যও তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়। চিন্তার উদারতায় আরবি গদ্য সাহিত্যে আসে গতিময়তা ও বৈচিত্র্য। এ সময় আরবি গদ্য সাহিত্য ফলপল্লবে বিকশিত হয়। ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্যের প্রতিটি শাখা প্রশাখায় আরবি সাহিত্যিকগণ বিচরণ করেন। ফলে আরবি গদ্য সাহিত্যে স্বাধীন, জটিল বাক্য বর্জিত ও নবতর শৈলিতে রচিত হয় প্রবন্ধ, নাটক, ছোট গল্প, উপন্যাস, খুতবাহ, সমালোচনা ইত্যাদি। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও মাদরাসা ধারার দাখিল ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে আরবি গদ্য সাহিত্য পাঠ্য তালিকাভূক্ত আছে। আলোচ্য পাঠে আমরা আরবি গদ্য সাহিত্যের অন্যতমশাখা প্রবন্ধ/নিবন্ধ-এর বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি নিয়ে আলেচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নাসর/প্রবন্ধ/নিবন্ধ-এর সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- আরবি প্রবন্ধ/নিবন্ধ-এর বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- শ্রেণিতে আরবি প্রবন্ধ/নিবন্ধ পাঠদানের উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- আরবি প্রবন্ধ/নিবন্ধ শিখন-শেখানোর পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৫.১ গদ্য

نثر শব্দের অর্থ বিক্ষেপ, বিস্তৃতি, বিস্তার, গদ্য ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে نثر বা গদ্য হলো গভীর আবেগ অনুভূতি দ্বারা চিন্তিত, লিখিত সুন্দর বাক্যমালা, যার মধ্যে ছন্দ ও অন্তমিল-এর সীমাবদ্ধতা নেই। সহজ কথায় গদ্য হলো কাব্যের বিপরীত।

প্রবন্ধ:

প্রবন্ধের আরবি প্রতিশব্দ মাকালা, শব্দটি ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। শাব্দিক অর্থ প্রবন্ধ, নিবন্ধ, রচনা ইত্যাদি। স্বল্প পরিসরে সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান তথা জীবনধর্মী তথ্য নির্ভর আলোচনার লেখ্যরূপকে প্রবন্ধ বলে। বাংলায় প্রবন্ধ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন। পরিভাষায় কল্পনা ও বুদ্ধি বৃত্তিকে অবলম্বন করে লেখক কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে আত্মসচেতন যুক্তি নির্ভর নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন, তাকে প্রবন্ধ বলে।

অতএব বলা যায়, কোনো বিষয়বস্তুর পারস্পরিক ধারাবাহিক বর্ণনা ও যুক্তিনির্ভর বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার সুলিখিত রূপকে প্রবন্ধ বলা হয়। কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো বক্তব্যকে যুক্তিযুক্তভাবে সাহিত্যরসমণ্ডিত করে উপস্থাপন করাই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন আরবি সাহিত্যে রিসালাহ নামে প্রবন্ধ চর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়। আরবি সাহিত্যের রেনেসাঁর সূচনালগ্ন থেকেই رسالة শব্দের পরিবর্তে مقالة শব্দটি প্রয়োগ শুরু হয়।

নিবন্ধ

নিবন্ধ শব্দটি প্রবন্ধের প্রতিশব্দ। প্রবন্ধ এবং নিবন্ধের মধ্যে সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য এবং কাঠামোগত দিক বিবেচনায় কোনো পার্থক্য নেই। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য শুধু একটি, তা হলো নিবন্ধ প্রবন্ধের চেয়ে কিছুটা ছোট ও সংক্ষিপ্ত। সুতরাং বলা যায়, যুক্তিতে, বুদ্ধিতে, ভাবে, চিন্তায়, শিল্পসম্মত সুঠাম গঠনে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ একই। কিন্তু আকার আয়তনে, ব্যাপ্তিতে ও পরিসরে প্রবন্ধের তুলনায় নিবন্ধ একটু ছোট।

৩.৫.২ প্রবন্ধ/নিবন্ধের বৈশিষ্ট্য

প্রবন্ধ নিরাবরণ ও লক্ষভেদী রচনা। এর কোনো চরিত্র মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। এতে যদি কোনো চরিত্র থেকেও থাকে তা হচ্ছে লেখক নিজেই। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বাক্যাবলি উৎকৃষ্ট উপায়ে সাজিয়ে প্রকাশ করাই প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া প্রবন্ধ/নিবন্ধের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়:

- প্রবন্ধ/নিবন্ধ গদ্যে রচিত হয়।
- বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য প্রবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জগৎ ও জীবনের বিচিত্র বিষয় প্রবন্ধের উপজীব্য হতে পারে। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হবে সুগঠিত ও সুগ্রথিত।
- আকৃতির দিক দিয়ে প্রবন্ধ/নিবন্ধ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হবে, তবে বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার কারণে প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ হতে পারে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধের ভাষা হবে সহজ সরল ও সাবলীল।
- পরিশীলতা, মননশীলতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা প্রবন্ধ/নিবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- প্রবন্ধে আবেগের চেয়ে যুক্তি ও চিন্তার বিশ্লেষণ প্রাধান্য পাবে।
- লেখকের নিজস্ব মত, পথ, যুক্তি ও বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধ রচিত হয়।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধের সরস বর্ণনা ভঙ্গি থাকবে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধে লেখকের নিজস্ব রচনারীতি প্রতিফলিত হয়।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ মানুষের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে, দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল করে ও জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করে এবং তার বিশ্লেষণী দৃষ্টি জাগ্রত করে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত চিন্তার সামঞ্জস্য থাকবে।
- বিষয়বস্তুর চমৎকার উপস্থাপন প্রবন্ধ/নিবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩.৫.৩ শ্রেণিতে আরবি প্রবন্ধ পাঠদানের উদ্দেশ্য

নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ পাঠদান করা হয়:

- আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা।
- বিশিষ্ট লেখকগণের রচনাশৈলীর সাথে পরিচিত করা।
- শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, মননশীলতা ও চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ সাধন করা।
- আরবি শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা।
- আরবি সাহিত্যের শিল্পরস ও নান্দনিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
- আরবি পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- সাহিত্য পাঠের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টি করা।
- বাক্যস্থিত পদ বিন্যাসরীতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।
- বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তুর মর্ম গ্রহণে সহায়তা করা।
- মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগরিত করা।

৩.৫.৪ প্রবন্ধ/নিবন্ধ শিখন-শেখানো পদ্ধতি

শ্রেণিতে বিভিন্ন বিষয়ে আরবি প্রবন্ধ পাঠদানের ক্ষেত্রে প্রথমে উদ্দেশ্যসমূহ চিহ্নিত করতে হয়। এ উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখেই একজন শিক্ষক প্রবন্ধ পাঠদান করবেন। সাধারণত আমাদের দেশে মাদরাসাসমূহে গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রবন্ধ পাঠদান করা হয় যাতে শিক্ষকগণ প্রবন্ধের অনুবাদ এবং বিষয়বস্তু নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করেন। রচনার শিল্পগুণ বা সাহিত্যরস সম্পর্কে তেমন ধারণা দেওয়া হয় না, ফলে শ্রেণিতে প্রবন্ধ পাঠদানের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়। তাই প্রবন্ধ পাঠদানকে ফলপ্রসূ ও কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

পূর্বজ্ঞান যাচাই:শিক্ষক প্রথমে যথাযথ প্রসঙ্গের অবতারণা করে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন।

পাঠ ঘোষণা: শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে পাঠের (প্রবন্ধের) শিরোনাম বের করে আনার চেষ্টা করবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

লেখক পরিচিতি: শিক্ষক লেখকের সময়কাল, রচনা, রচনারীতি, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করে লেখক সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে স্মার্ট আর্ট অথবা মনচিত্র-এর ব্যবহার করতে পারেন।

আদর্শ পাঠ: শিক্ষক স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে, সুললিত কণ্ঠস্বরে প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পড়ে শুনাবেন।

তুলনা পাঠ: আরবি প্রবন্ধ পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও পাঠের বৈচিত্র্য আনয়নের জন্যমূল প্রবন্ধের সাথে সঙ্গতি রেখে আরবি/বাংলা/ইংরেজি ভাষার অন্যান্য লেখকের সমধর্মী রচনার অংশবিশেষ পাঠ করে শুনাবেন। এতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের জ্ঞান সম্প্রসারিত হবে।

সরব পাঠ: শিক্ষার্থীদেরকে সরবে প্রবন্ধের অংশবিশেষ পাঠ করতে বলবেন।

শব্দার্থ শিক্ষণ: শিক্ষার্থীদেরকে নির্ধারিত পাঠ থেকে নতুন/অজানা শব্দগুলো বের করতে বলবেন এবং এগুলোর অর্থ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বোর্ডে লেখার মাধ্যমে চর্চা করাবেন।

শীর্ষ ভাগকরণ: পাঠ বিশ্লেষণের সুবিধার্থে শিক্ষক সমগ্র পাঠটি কয়েকটি শীর্ষে ভাগ করে নিতে পারেন।

অনুবাদ: শিক্ষক পঠিত অংশের সরল বাংলা অনুবাদ করে দিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ: শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিটি শীর্ষের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দিবেন এবং প্রবন্ধের সাহিত্যরস ও সৌন্দর্যগত দিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবেন।

কাওয়ায়েদ বিশ্লেষণ: প্রাসঙ্গিকভাবে পঠিত অংশের ব্যাকরণগত বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করবেন।

নীরব পাঠ: বিষয়বস্তুর মর্ম অনুধাবনও সাহিত্যরস আহরণের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে প্রবন্ধের নির্ধারিত অংশ নিরবে পাঠ করতে বলবেন।

শিক্ষার্থীদের কাজ প্রদান: পঠিত অংশের ভাব সংগতি যথাযথ অনুধাবনের জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায়/দলগত কাজ দিবেন। কাজ শেষে প্রতিটি জোড়া/দলকে উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন।

ফলাবর্তন: অন্যান্য শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকের নিজের ফলাবর্তনের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে অধিকতর স্পষ্ট করবেন।

সারাংশ গঠন: শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে পাঠের বিষয়বস্তুর সারাংশ বা সারমর্ম আদায় করার চেষ্টা করবেন।

মূল্যায়ন: ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে পঠিত বিষয়ের শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা যাচাই করবেন।

বাড়ির কাজ: শিক্ষার্থীদেরকে বাড়িতে অনুশীলনের জন্য সংক্ষিপ্ত চিন্তামূলক কাজ দিবেন।

মূল্যায়ন

১. প্রবন্ধ কী?
২. আরবি প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৩. শ্রেণিতে আরবি প্রবন্ধ পাঠদানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
৪. আপনি কীভাবে শ্রেণিতে আরবি পাঠদান করবেন? তা বর্ণনা করুন।

৩.৫ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

৫. কোন সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিসর আক্রমণ করেন?
ক. ১৭৯৭
খ. ১৭৯৮
গ. ১৮৯৮
ঘ. ১৮৯৯

২. نثر শব্দের অর্থ হলো–
ক. প্রবন্ধ
খ. কবিতা
গ. গদ্য
ঘ. গল্প

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রবন্ধ কী?
২. আরবি প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিতে আরবি প্রবন্ধ পাঠদানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
২. আপনি কীভাবে শ্রেণিতে আরবি পাঠদান করবেন? তা বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩.৬: আরবি কবিতা (কাছিদা/নাশিদ/শের): বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি

কবিতা সাহিত্যের একটি শক্তিশালী ও জনপ্রিয় শাখা। রস রূপ আর ছন্দের সমন্বয়ে-এর প্রকাশ। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মত আরবিতেও সাহিত্য হিসেবে প্রথমে কবিতার উদ্ভব হয়। প্রাচীন আরবের অধিবাসীরা মরুভূমির রুক্ষ জীবনের ঝড় ঝাপটায় যখন ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ত, দীর্ঘ অন্বেষণের পর নির্ঝর ও তৃণভূমির সন্ধান পেয়ে হৃদয়ে যখন শান্তির পরশ লাগত সে আনন্দঘন অনুভুতিসুর ও ভাষার অবলম্বনে প্রকাশ পেত। এভাবেই প্রচীন আরবি কবিতার সৃষ্টি হয়। আরবরা অতিমাত্রায় কবিতার প্রতি অনুরাগী ছিল। কাব্যচর্চা ছিল আরবদের সংস্কৃতি, পেশা ও নেশা। কবিরা আরবদের দৈনন্দিন জীবনের সকল দিক ভাষার লালিত্যে ও ছন্দের আল্পনায় কাব্যে রূপ দিতেন। কালের পরিক্রমায় পাশ্চাত্যের সাথে আরবদের যোগাযোগের ফলে আরবি কবিতা নতুন নতুন রীতি ও ভাবধারা অর্জন করে। আরবি কবিতার গঠন প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তুতে এসেছে পরিবর্তন। ফলে আরবি কবিতা আজ বিশ্ব সাহিত্যের পরিমণ্ডলে মর্যাদার আসনে সমাসীন। পবিত্র কুরআন হাদিস অনুধাবন এবং আরবি ভাষা শিক্ষার জন্য আরবি কবিতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা একান্ত প্রয়োজন। উঁচু মানের শব্দ ও অলংকারে সুসজ্জিত বৈচিত্র্যময় ছন্দে রূপ রসময় প্রকাশিত আরবি কবিতা শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষককে ভাব, রস, অলংকার, ছন্দ ও শব্দের গাঁথুনির প্রতি সচেতন থাকতে হবে এবং উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কবিতার সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- আরবি কবিতার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- আরবি কবিতা পাঠদান পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৬.১ কবিতা

কবিতার আরবি প্রতিশব্দ হলোالشعر। এর আভিধানিক অর্থ অনুধাবন করা (الشعوروالإحساس), জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা (العلم والفطنة)। প্রকৃতপক্ষে কবিতা বাشعر- হলো– অন্তরের ভাষা, হৃদয়ের গভীর থেকে নিঃসরিত আবেগ অনুভুতির স্বতঃস্ফুর্ত ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ। الشعر-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত তারীখুল আদাবিল আরাবি গ্রন্থে বলেন;

الشعرهوالكلامالموزونالمقفىالمعبرعنالاخليةالبديعةوالصورالمؤثرةالبليغة অর্থাৎالشعر সেই ছন্দোবদ্ধ ও মিলযুক্ত বাক্যকে বলে, যা বিরল অনবদ্য চিন্তা, নতুন কল্পনা এবং অর্থপূর্ণ চিত্র ফুটিয়ে তোলে। ঐতিহাসিক জুরজী যায়দান বলেন; الشعرهولغةالنفسأوهوصورةظاهرةلحقائقغيرظاهرة অর্থাৎ কবিতা হলো অন্তরের ভাষা বা হৃদয়তন্ত্রী থেকে প্রচ্ছন্ন বিষয়াদিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করে তোলা। সাহিত্য সমালোচক নাসিফ আল ইয়াযিজী বলেন; الشعركلاميقصد بهالوزنوالقافية অর্থাৎ কবিতা বা شعر এমন একটি অর্থবহ বাক্য যা দ্বারা قافيةওوزن উদ্দেশ্য। সুতরাং এক কথায় شعر-এর সংজ্ঞায় বলা যেতে পারে; هوكلاممنظوممو زونمقفىيدلعلىمعنى. ড. মাহবুবুল আলম বাংলা ছন্দের রূপরেখা গ্রন্থে বলেন; মনের ভাবনা কামনা যখন অনুভুতি রঞ্জিত হয়ে যথাবিহিত শব্দ সম্ভারে চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় রূপ লাভ করে তখনই তার নাম হয় কবিতা।

قصيدةকাছিদা: (قصيدة) মূলত প্রচীন আরবি কবিতারই একটি শ্রেণি। ঐতিহাসিকগণ প্রাক ইসলামি কবিতাকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন; قطعة (খণ্ড কবিতা) ও قصيدة (দীর্ঘ কবিতা)। একই কবিতায় বিভিন্ন বিষয়কে

অবলম্বন না করে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে উপজীব্য করে যে সকল নাতিদীর্ঘ কবিতা রচনা করা হয় তাকেقطعة বা খণ্ড কবিতা বলা হয়। قطعة-এর পংক্তি সংখ্যা ২৪-এর অধিক হবে না। অন্যদিকে যে কবিতার চরণ সংখ্যা পঁচিশ থেকে একশত বা তদূর্ধ্ব হয় তাকে قصيدة বা দীর্ঘ কবিতা বলে। কবির নিজস্ব ভাবধারা ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য এ জাতীয় কবিতায় সাবলীল ভাষায় অতি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়। এ জাতীয় কবিতায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই ছন্দ সঠিকভাবে প্রয়োগ করে এবং সমতা বিধান করে পূর্ণাঙ্গতাদান করা হয়। কাছিদা-এর প্রতিটি লাইনকে بيت বা শ্লোক বলে, এবং প্রথম শ্লোকটিকে مطلع বলে। দুটি চরণ মিলে একটি بيت বা শ্লোক তৈরি হয়। প্রতিটি بيت-এর এক একটি চরণকেمصرع বলে। সাধারণত কাছিদার প্রথম বয়াতের দুই মিসরার শেষ অক্ষরে মিল পরিলক্ষিত হয় এবং পরবর্তীতে এই মিল প্রতিটি বয়াতের শেষ মিসরার শেষ অক্ষরে পরিদৃষ্ট হয়। জাহিলি যুগের অধিকাংশ কবিতা বিশেষত মুআল্লাকাত-এর অন্তর্ভূক্ত কবিতাগুলো قصيدة কাছিদার আওতাভুক্ত।

نشيد (নাশিদ): نشيد-এর আভিধানিক অর্থ رفعالصوتبالشعر معتحسينوترقيق উচ্চ স্বরে মধুর সুরে কবিতা বলা। الشعر الذيينشدهالقومبعضهمبعضا অর্থাৎ যে কবিতা লোকেরা পরস্পরকে আবৃত্তি করে শুনায়। পরিভাষায়النشيدهوأغانياسلامية تغنىفيأغلبالاحيانبدونموسيقيمعتمدةعلىالصوتالبشريفقط অর্থাৎ نشيد হলো ইসলামী সংগীত যা সাধারণত মিউজিক ব্যতীত মানুষের কণ্ঠের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। সুতরাং نشيد হলো شعر-এর গীতিময় রূপ। সেদিক দিয়ে نشيد কবিতা অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে।

জাহিলি যুগে প্রচলিত আরবি কবিতা ছিল গীতিধর্মী। সে যুগের কবিরা কবিতাসমূহকে সুর তুলে গাইতেন। তারা কবিতার দ্বারা নিজেরাই নিজস্ব ভঙ্গিতে সুর তুলতেন। তারা মনে করতেন যে, কবিতা গানের সাথে সম্পৃক্ত। মোট কথা গান ছিল আরবি কবিতার অবিচ্ছেদ্দ অংশ। এ জন্যই আরবগণ কবিতা আবৃত্তিকে إنشاد বলে অভিহিত করতেন।

৩.৬.২ আরবি কবিতার বৈশিষ্ট্য

যুগের পরিবর্তনে কবিতার রূপ সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয়। একজন কবি তাঁর যুগে যে শিল্প সৌন্দর্যের বাহক অন্য যুগে আরেক কবি অনুরূপ নয়। তাই কবিতা এক যুগ থেকে আরেক যুগে রূপান্তরিত হয় নতুন আঙ্গিকে ও বৈশিষ্ট্যে। জাহিলি যুগ এবং আধুনিক যুগের আরবি কবিতাও ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আবার আরবি কবিতার বৈশিষ্ট্যসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা যায় যথা শব্দগত বৈশিষ্ট্য ও অর্থগত বৈশিষ্ট্য।

জাহিলি যুগের আরবি কবিতার শব্দগত বৈশিষ্ট্য

- জাহিলি যুগের আরবি কবিতার শব্দ সংযোজন পদ্ধতি অত্যন্ত উন্নত ছিল। কবিগণ আরবি ব্যাকরণের নিয়মানুসারে একটি শব্দ তার নির্দিষ্ট স্থানের অগ্রে ও পশ্চাতে ব্যবহার করতেন।
- কবিতাকে শ্রুতি মধুর ও পরিপক্ক করার জন্য কবিগণ এক শব্দের স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার করতেন।
- জাহিলি যুগের কবিতার অলঙ্কারিক মান ছিল অতি উন্নত। কবিতার নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশের জন্য কবিগণঃ استعار، كناية، تشبيه، مجاز ، حقيقة প্রভৃতির আশ্রয় নিতেন।
- কবিতাকে উৎকৃষ্ট মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে অলংকার শাস্ত্রের অন্তর্গত শব্দ ও অর্থ মাধুর্যের প্রতি বিশেষ নজর দিতেন।
- জাহিলি যুগের কবিতায় অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। সে সময়ের কবিগণ কঠিন ও অপ্রচলিত শব্দ দিয়ে কবিতা রচনা করাকে নিজেদের কৃতিত্ব মনে করতেন। যেমন: কবি তরফার মুআল্লকায় نعام এর পরিবর্তে رئال এবং مطر এর পরিবর্তে بعاق ব্যবহৃত হয়েছে।
- জাহিলি যুগের কবিগণ কবিতায় তাঁদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে উপস্থাপন করেছেন।

আধুনিক যুগের আরবি কবিতার শব্দগত বৈশিষ্ট্য

- আধুনি আরবি কবিতার রচনাশৈলী পূর্বের তুলনায় সহজ।
- শব্দ সংযোজন পদ্ধতি ছিল সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল।
- নতুন এবং বিদেশি শব্দ ও প্রবাদ প্রবচন দ্বারা সমৃদ্ধ।
- কৃত্রিম আলঙ্কারিক অতিরঞ্জনের গণ্ডি থেকে মুক্ত এবং অধিকতর স্পষ্ট ও সহজবোধ্য।
- শব্দের বাহুল্য, দুর্বোধ্যতা ও সুষমাহীনতাকে পরিহার করা হয়েছে।
- শব্দ সুষমা, অর্থের দ্যোতনা ও সাবলীলতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- কবিরা আধুনিক জীবনযাত্রা থেকে তাঁদের রচনাশৈলী, উপস্থাপনা পদ্ধতি ও ভাবধারা গ্রহণ করেছেন।

জাহিলি যুগের আরবি কবিতার অর্থগত বৈশিষ্ট্য

- জাহিলি যুগের আরবি কবিতাগুলো ছিল দীর্ঘ আকৃতির এবং গীতিমূলক।
- এ যুগের আরবি কবিতা কৃত্রিম তথা কল্পনা বিলাসের আল্পনায় অতিরঞ্জন হতে মুক্ত।
- কবিগণ সত্য ও সঠিক ঘটনাকে ইতিহাসের মত কবিতার ভাষায় বর্ণনা করতেন।
- অনাড়ম্বর ও কৃত্রিমতা বিবর্জিত।
- জাহিলি যুগের কবিতায় কবিদের নিজস্ব আন্তরিক অনুভূতি সবচেয়ে বেশি ফুঠে উঠেছে।
- মরু পরিবেশের বর্ণনার আধিক্য দেখা যায়।
- এ যুগের কবিতার বিষয়বস্তু ছিল নারীর রূপ সৌন্দর্য, প্রেম প্রীতি, উপত্যকার চিত্র, বাহনের প্রশংসা, বংশ গৌরব, যুদ্ধ, মদ, স্তুতিও শোক ইত্যাদি।
- সর্বোপরি বলা যায়, রচনাশৈলির চমৎকারিত্বে, ভাষার মাধুর্যে, ছন্দের গতিময়তায়, শব্দ চয়নের অপূর্ব কৌশলে ধ্বনির মোহনীয় ঝংকারে, কল্পনার অপূর্ব বিলাসে, উপমার বৈচিত্রে, উৎপ্রেক্ষা রূপকের লালিত্যে, বর্ণনার বর্ণাঢ্যেও মাদকতায় জাহিলি যুগের আরবি কবিতাগুলো অনন্য।

আধুনিক যুগের আরবি কবিতার অর্থগত বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক যুগে আরবি কবিতার ভাব ও রচনারীতির প্রভূত উন্নতি হয়।
- আরবীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারার পাশাপাশি কবিতায় অনেক নতুন নতুন বিদেশী ভাব ও মর্ম সংযোজন করা হয়।
- দার্শনিক চিন্তাধারাকে কবিতায় সংযোজন করা হয়।
- চিরাচরিত বিষয়সমূহের পাশাপাশি জাতীয় জাগরণ, স্বদেশপ্রেম, সামাজিক সমস্যা, প্রকৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার প্রচীন ও আধুনকি আরবি কবিতার মধ্যকার পাঁচটি পার্থক্য বের করুন।

৩.৬.৩ শ্রেণিতে আরবি কবিতা পাঠদানের উদ্দেশ্য

- শিক্ষার্থীদের আরবি সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার-এর সাথে পরিচয় করা।
- উৎকৃষ্ট শব্দ ও শব্দের বহুমূখী ব্যবহারের সাথে পরিচিত করা।
- আরবি ছন্দ, রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি আলংকারিক বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া।
- আরবি কবিতা পাঠে উদ্বুদ্ধ করা।
- আরবি কবিতার কাব্যরস আস্বাদনে সহায়তা করা।
- সুমধুর আবৃত্তিতে দক্ষ করে তোলা এবং কবিতার বিষয়বস্তু, ভাব উপলব্ধি করানো।
- আরবীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনধারা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।
- আরবি শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা।
- আরবি কবিতা লিখতে উৎসাহিত করা।

৩.৬.৪ আরবি কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল

পাঠদান কার্যক্রমে উপস্থাপন ও পাঠদান পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত পদ্ধতির অভাবে এবং উপস্থাপনের ত্রুটির কারণে শিক্ষক অনেক সময় শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন না। কবিতার ক্ষেত্রেও-এর ব্যতিক্রম নয়। তাই শ্রেণি শিক্ষার্থীদের সামর্থ কবিতার বিষয়বস্তু ইত্যাদি বিবেচনা করে পূর্ব থেকে পরিকল্পনা নিয়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ করেই শিক্ষককে শ্রেণিতে আরবি কবিতা পাঠদান করতে হবে। নিম্নে আরবি কবিতা পাঠদানের সাধারণ ধাপগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. **মানসিক প্রস্তুতি:** প্রথমে পঠিতব্য কবিতা ও কবি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহকে জাগরিত করে পাঠ গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

২. **পাঠ ঘোষণা:** প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে কবিতার শিরোনাম ঘোষণা করবেন।

৩. **কবি পরিচিতি:** যে কোনো কবিতার প্রথম অংশ পাঠদানের দিন পাঠ ঘোষণা করার পর পরই কবি পরিচিতি তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক কবির পরিচয় সম্পর্কে ২/১ মিনিটের মিনি লেকচার দিবেন। এরপর শিক্ষার্থীদেরকে কবি পরিচিতি অংশ (পাঠ্য বই এ থাকলে) পড়ে খাতায় তথ্য ছক তৈরি করতে বলবেন। পরে শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করলে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।

৪. **আদর্শ পাঠ/আবৃত্তি:** শিক্ষক কবিতার নির্বাচিত অংশ উচ্চারণ, ছন্দ, ওযন ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গি সহকারে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠ করে শুনাবেন এবং শিক্ষার্থীরা বই খুলে শিক্ষকের আদর্শ পাঠ অনুসরণ করবে।

৫. **তুলনাকরণ:** কবিতা পঠনকে আকর্ষণীয়, সরস, সফল ও সার্থক করার জন্য প্রাসঙ্গিকভাবে অন্যান্য কবিতাও (আরবি/বাংলা/ইংরেজি) শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন।

৬. **উচ্চারণ অনুশীলন:** আরবি কবিতা পাঠে শুদ্ধ উচ্চারণ অত্যাবশ্যক। অশুদ্ধ উচ্চারণ পঠনকে শ্রুতিকটু করে অর্থবোধে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং ভাব উপলব্ধি কঠিন হয়ে পড়ে। তাই উচ্চারণ ভুল হতে পারে এ ধরণের শব্দগুলো সঠিক উচ্চারণে অনুশীলন করাতে হবে।

৭. **শব্দার্থ শেখানো:** শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কবিতার পঠিত অংশ থেকে নতুন/অজানা শব্দগুলো বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বচিত শব্দগুলো বোর্ডে লিখে সেগুলোর অর্থ বের করবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

৮. **কবিতার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ:** এ পর্বে শিক্ষক কবিতার বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে দিবেন এবং পুরো পাঠের মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন কলাকৌশলভিত্তিক কাজ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে পাঠের প্রকৃতি বিবেচনায় রেখে কাজগুলো নির্বাচন করতে হবে। যেমন: বাক্য গঠন ও বাক্যের বহুমূখী ব্যবহার, কাওয়ায়েদের প্রয়োগ ও অনুশীলন, কবিতার চরণের ব্যাখ্যা করা, মূলভাব বা সারাংশ লিখন ইত্যাদি।

৯. **সুষ্ঠু আবৃত্তি:** সুষ্ঠু আবৃত্তি কবিতার বিষয়বস্তুকে উপলব্ধির স্তরে নিয়ে যায়।ইহা বাগযন্ত্রের আড়ষ্ঠতা দূর করে এবং মনে সৃষ্টির আনন্দ ছড়িয়ে দেয়। তাই শিক্ষার্থীদের আদর্শ মানের আবৃত্তি অনুশীলন করাবেন।

১০. **ভাব ও রস উপলব্ধি:** সব কবিতাই কোনো না কোনো ভাব সঞ্জাত। কবিতা পাঠনে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠের অনুভুতি ও রসবোধ জাগ্রত করতে হবে, যেন শিক্ষার্থী কবিতার নির্দিষ্ট ভাব উপলব্ধি করতে পারে এবং তাদের মনে সঞ্চারিত হয় ঐ ভাব সংশ্লিষ্ট রসটি।

১১. **ছন্দবোধ জাগানো:** আরবি কবিতা বৈচিত্র্যময় ছন্দের দ্বারা স্পন্দিত। ছন্দ অনুযায়ী কবিতার গতিবেগ স্বতন্ত্র হয়। তাই শিক্ষার্থীদের আরবি ছন্দের ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে।

১২. **মূল্যায়ন:** শিক্ষক প্রয়োজনীয় প্রশ্নের অবতারণা করে শিক্ষার্থীদের অর্জন যাচাই করবেন।

উল্লেখ্য, যথাযথ পাঠ পরিকল্পনা ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার কবিতা পাঠদানকে সফল ও সার্থক করে তুলবে।

মূল্যায়ন

১. কাছিদা বলতে কী বুঝেন?
২. আধুনকি আরবি কবিতার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. আপনি কেন শ্রেণিতে আরবি পাঠদান করেন?
৪. আরবি কবিতা পাঠদানের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৩.৬ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

৫. ঐতিহাসিকগণ প্রাক ইসলামি কবিতাকে কয় শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন–
ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

২. কাছিদা-এর প্রতিটি লাইনকে–
ক. بيت বলা হয়
খ. مصرع বলা হয়
গ. مطلع বলা হয়
ঘ. بحر বলা হয়

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কাছিদা বলতে কী বুঝেন?
২. আধুনকি আরবি কবিতার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. আপনি কেন শ্রেণিতে আরবি পাঠদান করেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আরবি কবিতা পাঠদানের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর: ৩.৬.২

প্রচীন আরবি কবিতা	আধুনিক আরবি কবিতা
অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহার বেশি	অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহার কম
শব্দালঙ্কারের উপর গুরুত্ব অধিক	অর্থালঙ্কারের উপর গুরুত্ব বেশি
বিদেশি শব্দের ব্যবহার নেই	বিদেশি শব্দ ও প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার
মরু জীবনের বর্ণনা	আধুনিক জীবনমূখী বিষয়বস্তুর সংযোজন
দীর্ঘ আকৃতির (কাছিদা শ্রেণির) কবিতা বেশি	সুষম আকৃতির কবিতা

পাঠ ৩.৭: আরবি ডায়ালগ (নাটক): বৈশিষ্ট্য ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি

কাব্য প্রিয় আরবদের প্রাচীন সাহিত্যে নাটকের উন্মেষ ঘটেনি। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট-এর মিসর আগমনের পর থেকে আরবি সাহিত্যে রেনেসাঁ যুগের শুরু। এ সময় থেকে আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আধুনিকতার লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আধুনিক আরবি কবিতা ও গদ্য রীতির পথ ধরে যাত্রা শুরু হয় আরবি নাটকের। উনবিংশ শতাব্দির পঞ্চম দশকে লেবাননে ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুবাদের মাধ্যমে আরবি সাহিত্যে নাটকের উৎপত্তি হয়। মারুন নাক্কাশের হাতে এ পদক্ষেপের সূচনা। তিনি ফরাসি নাট্যকার মলিয়েরে-এর নাটক আরবিতে অনুবাদ করে البخيل নাম দিয়ে ১৯৪৭ সালে পারিবারিক সদস্য ও বন্ধু বান্ধবদের সহযোগিতায় নিজ গৃহে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এটিই আরবি সাহিত্যের প্রথম নাটক। এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন নাট্যকারের অবদানের মাধ্যমে আরবি নাটক শিল্পগত উৎকর্ষ ও বিষয়গত ব্যাপ্তির দিক থেকে দ্রুত অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যায়। নাটকের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হলো সংলাপ। আমাদের দেশে মাদরাসা শিক্ষার দাখিল স্তরের সিলেবাসে পরিপূর্ণ আরবি নাটক অন্তর্ভূক্ত না থাকলেও আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জনের জন্য আরবি ডায়ালগ পাঠদান করা হয়। এই পাঠে আরবি নাটকের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি আরবি ডায়ালগ পাঠদানের কলাকৌশল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নাটক ও ডায়ালগ-এর সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- আরবি নাটকের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- আরবি ডায়ালগ পাঠদানের গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- শ্রেণিতে আরবি ডায়ালগ শিখন-শেখানোর কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৭.১ নাটক

নাটক-এর আরবি প্রতিশব্দ مسرحية। এর ক্রিয়ামূল سرح যার অর্থ চলে যাওয়া, বেরিয়ে যাওয়া, বিচরণ করা। স্থানবাচক বিশেষ্য হিসেবে مسرح ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ চারণভূমি, বিচরণস্থল, রঙ্গমঞ্চ, নাট্যশালা প্রভৃতি। পরিভাষায়;

অর্থাৎ মঞ্চে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মাধ্যমে সংঘটিত ক্রিয়াকর্মের দ্বারা যে কাহিনীর শিল্পময় ধারা বিবরণীর প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করা যায় তাকে নাটক বলে। মাজদি ওয়াহবা মুজামু মুসতালাহাতিল আদাব গ্রন্থে বলেন, যে সাহিত্যকর্মে পদ্য কিংবা গদ্যের ভাষায় কতিপয় চরিত্রের বা কোনো কাহিনীর ঘটনা প্রবাহ সংলাপাত্মক ভঙ্গিতে মঞ্চের সাহায্যে উপস্থাপিত হয়, তাকে নাটক বলে। El;izabeth Drewবলেন; Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre. সহজভাবে বলা যায়, মানব জীবনের কাহিনী যখন সংলাপ ও অভিনয়ের মাধ্যমে দৃশ্যমান করে শৈল্পিক কাঠামোতে মূর্ত করে তোলা হয়, তখন তাকে নাটক বলে।

ডায়ালগ/সংলাপ

ডায়ালগ-এর আরবি প্রতিশব্দ الحوار। এর অর্থ সংলাপ, আলোচনা, কথোপকথন। মাজদি ওয়াহবা মুজামু মুসতালাহাতিল আদাব গ্রন্থে বলেন;

অর্থাৎ حوار হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে মৌখিক বাক বিনিময়।

নাটকের অন্যতম উপাদান হলো সংলাপ। নাটকে জীবনের হাসি কান্না, সুখ দুঃখ বা প্রতিদিনের ঘটনাকে শৈল্পিক অভিব্যক্তি বা চরিত্রসমূহের সংলাপের মাধ্যমেই ফুটিয়ে তোলা হয় এবং সেটা জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। সে জন্যই নাটককে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্যের সমন্বিত রূপ বলা হয়েছে। আমাদের দেশের মাদরাসায় দাখিল স্তরের আরবি শিক্ষাক্রমে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দিককে কেন্দ্র করে حوار বা ডায়ালগ সংযোজন করা হয়েছে।

৩.৭.২ আরবি নাটকের বৈশিষ্ট্য

- নাটক মানব জীবনের সুদৃশ্য রূপায়ন। দর্শন ও শ্রবন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে নাটককে একই সাথে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য বলা হয়।
- নাটকের মধ্যে নাট্যকারের বলিষ্ঠ জীবনবোধ, জীবনদর্শন ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়।
- সংলাপ ও নাটকীয়তা হলো নাটকের প্রাণ। নাটকের আখ্যানভাগকে ভিত্তি করে কুশীলবদের চরিত্রও সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকের নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হয়।
- সার্থক নাটকে পাঁচটি অঙ্ক থাকে।
- অভিনেতারা সংলাপ উচ্চারণ ছাড়াও অঙ্গভঙ্গিসহ বিভিন্ন কৌশলে নাটকের ঘটনাকে জীবন্ত করে তোলেন। তাই নাটক হলো–Imitation of life।
- নাটকে পাঁচটি অঙ্ক পরম্পরায় প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ, গ্রন্থিমোচন এবং উপসংহার এ পাঁচটি পর্যায়ে ঘটনা বিন্যস্ত থাকে।

৩.৭.৩ শ্রেণিতে ডায়ালগ পাঠদানের উদ্দেশ্য

- দৈনন্দি জীবনে ব্যবহার্য আরবি শব্দের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা।
- নতুন নতুন বিষয়ে আরবি বাক্য গঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষার্থীদের আরবি কথোপকথনে সামর্থ্য করে তোলা।
- আরবিতে বিতর্ক করার দক্ষতা অর্জন করা।
- শ্রেণি কক্ষ ও বাইরে ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষার্থীদের আরবি চর্চায় উৎসাহিত করা।
- চাকরি, ব্যবসা, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরবিতে সাক্ষাৎকার প্রদানে যোগ্য করে তোলা।
- আরবি সাহিত্যের বৈচিত্র্যময় ধারা ও রূপ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া।
- আরবি ভাষাকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা।
- শিক্ষার্থীদের আরবি নাটক পাঠে উৎসাহিত করা।
- আরবি নাট্য সাহিত্য ও নাট্যকারগণের সাথে পরিচিত করা।

৩.৭.৪ আরবি ডায়ালগ (নাটক) পাঠদান পদ্ধতি

কবিতা, গল্প, প্রবন্ধসহ সাহিত্যের অন্যান্য শাখা পাঠদানের চেয়ে ডায়ালগ/নাটক পাঠদান পদ্ধতি একটু ভিন্নতর। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই ডায়ালগ/নাটক পাঠদান প্রক্রিয়া সফল হতে পারে। শিক্ষক শ্রেণিতে ডায়ালগ/নাটক পাঠদানে নিম্নরূপ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য সচেতনতা: শ্রেণিকক্ষে যে কোনো বিষয় পাঠদানের পূর্বে শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য হলো ঐ পাঠটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আরবি ডায়ালগ পাঠদানের ও কিছু স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য আছে। এ উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে শুরুতেই শিক্ষককে জেনে নিতে হবে এবং এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত কার্যক্রমের আয়োজন করতে হবে।

পাঠ ঘোষণা: নাটকীয়ভাবেই প্রসঙ্গের অবতারণা করে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে তথ্য নিয়ে পাঠ ঘোষণা করবেন।

শীর্ষ ভাগকরণ: পুরো ডায়ালগ/নাটকটি যদি একটি পিরিয়ডে পাঠদান সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে সেটিকে প্রয়োজনীয় অংশে ভাগ করে নিতে হবে। এবং সে অনুযায়ী পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

আদর্শ পাঠ: আরবি যেহেতু আমাদের জন্য একটি বিদেশী ভাষা তাই এ ভাষার পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ডায়ালগ/নাটক-এর নির্বাচিত অংশ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ উচ্চারণে যথাযথ ভঙ্গিতে পাঠ করবেন।

শব্দার্থ শিক্ষণ: শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ডায়ালগটি থেকে অপরিচিত ও কঠিন শব্দগুলো চিহ্নিতকরবেন এবং সেগুলোর অর্থ বোর্ডে উপস্থাপন করবেন ও প্রয়োজনীয় অনুশীলন করাবেন।

অনুবাদ: শিক্ষক প্রথমে ২/৩ মিনিটের মিনি লেকচারের মাধ্যমে পাঠ্যাংশটির অনুবাদ এবং পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। এতে শিক্ষার্থীরা পঠিত অংশটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

ভূমিকাভিনয়: এটিই ডায়ালগ/নাটক পাঠদানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। শিক্ষক এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জোড়া/দল গঠন করে দিয়ে চরিত্র ভাগ করে দিবেন। শিক্ষার্থীরা জোড়ায়/দলে ডায়ালগটি প্রথমে বই দেখে পড়ে অনুধাবন করবে, অতঃপর বই না দেখে ডায়ালগ বলবে এবং অভিনয় করবে। এরপর জোড়া/দল পুনর্বিন্যাস করে অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে ডায়ালগ বলা ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করাবেন।

ডায়ালগ পরিবর্তন: শিক্ষক ডায়ালগটির শব্দ/বাক্য-এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে বোর্ডে নির্দেশনা লিখবেন এবং জোড়া/দল গঠন করে পরিবর্তিত ডায়ালগ অনুশীলন করাবেন।

দলগত কাজ: এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করবেন এবং পাঠের নির্ধারিত অংশ থেকে ভাষা/ব্যাকরণগত সমস্যা নিয়ে চিন্তনমূলক কাজ দিবেন। শিক্ষার্থীরা কাজ শেষে দলে উপস্থাপন করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।

মূল্যায়ন: পাঠের শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা, তা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষক বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

উল্লেখ্য, শিক্ষকের আরবি সংলাপ উচ্চারণ ও অভিনয়ের দক্ষতা না থাকলে আরবি ডায়ালগ পাঠদানের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। তাই শিক্ষককে বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে অঙ্গভঙ্গি, বাচনভঙ্গি, উচ্চারণ, কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপন প্রভৃতির আদর্শমান ঠিক রেখে আরবি ডায়ালগ/নাটক পাঠদান কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

মূল্যায়ন

১. নাটক কাকে বলে? আরবি নাটকের উপাদান উল্লেখ করুন।
২. আরবি নাটকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৩. শ্রেণিকক্ষে আপনি কীভাবে আরবি ডায়ালগ পাঠদান করবেন?

৩.৭ পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

৪. مسرحية-এর অর্থ হলো–
ক. গল্প
খ. কাব্যনাট্য
গ. নাটক
ঘ. সংলাপ

২. البخيلনাটকটি কোন সালে মঞ্চস্থ হয়?
ক. ১৯৪৫সালে
খ.১৯৪৭ সালে
গ.১৯৪৯ সালে
ঘ.১৯৫০ সালে

উত্তরমালাঃ ১. গ, ২. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. নাটক কাকে বলে?
২. আরবি নাটকের উপাদান উল্লেখ করুন।
৩. আরবি নাটকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষে আপনি কীভাবে আরবি ডায়ালগ পাঠদান করবেন?

ইউনিট ৪ আরবি ভাষার দক্ষতা শিক্ষাদান পদ্ধতি

ভূমিকা

আরবি, কুরআনুল কারীম, হাদিস ও ইসলামি সংস্কৃতির ভাষা। কুরআন ও হাদিসের গুঢ় রহস্য উদঘাটন করতে হলে আরবি ভাষা শিক্ষা করা অবশ্যই কর্তব্য। ইহা ছাড়াও আরবি ভাষা সভ্যতার ভাষা, প্রগতির ভাষা ও পরস্পর সম্পর্ক সমুন্নত রাখার ভাষা। ইহা মুসলমানদের এবাদতের ভাষা। এ ভাষা ব্যতীত মুসলমানদের এবাদত করা সম্ভব নয়। তাই আরবি ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য আবশ্যক। এ জন্যই সাম্প্রতিক সময়ে, আরব-অনারব সকল স্থানে দ্বীনি মাদরাসা এবং নানা ধরণের আরবি ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র ও ইনস্টিটিউট গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। মোট কথা, সকল মুসলিম রাষ্ট্রেই আরবি ভাষার ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। যেমন– বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারতসহ বিভিন্ন মুসলিম, অমুসলিম রাষ্ট্রে এ কার্যক্রম ক্রমান্নয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবি ভাষা শিক্ষা অর্জন করতে হলে আরবি ভাষার চারটি দক্ষতা আয়ত্বে আনতে হবে। দক্ষতা চারটি যথা: শুনা, বলা, পড়া ও লেখা।

পাঠ ৪.১	:	শিখন ফল: শুনা, বলা, পড়া ও লেখা
পাঠ ৪.২	:	কথন দক্ষতা
পাঠ ৪.৩	:	পঠন দক্ষতা
পাঠ ৪.৪	:	লিখন দক্ষতা বা লেখালেখির মাধ্যমে আরবি ভাষার নৈপুণ্যতা অর্জন
পাঠ ৪.৫	:	আরবি উচ্চারণ শিক্ষণ পদ্ধতি
পাঠ ৪.৬	:	আরবি শিক্ষণ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার
পাঠ ৪.৭	:	নমুনা পাঠ

পাঠ ৪.১: শিখন ফলঃ শুনা, বলা, পড়া ও লেখা

উদ্দেশ্য

ভূমিকা

ভাষার দক্ষতা অর্জনের প্রথম সোপান হলো– শ্রবণ দক্ষতা। মানুষের পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান বা দৈনন্দিন যোগাযোগের ক্ষেত্রে শ্রবণ দক্ষতা বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। যে কোন ভাষায় শ্রবণ দক্ষতা অর্জন করতে হলে– সর্বপ্রথম প্রয়োজন মনযোগ দিয়ে শোনা। গৃহপরিবেশে শোনার সুযোগ পেলে– ভাষা দক্ষতা অর্জনের ভিত রচিত হয়। ক্রমান্বয়ে সেই ভাষা ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজন ও চাহিদা প্রকাশ করতে পারে। শিশুরা তাদের আপন-আপন পরিবেশ থেকে যেভাবে আলাপ-চারিতা শুনে অনুকরণ করে, সেভাবেই নিজ ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও চাহিদার প্রকাশ ঘটায়। শিশুর বয়স যতই বাড়ে, ততই সে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের মাধমে বাক্য গঠন করে এবং ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা ও নিপুনতা অর্জন করে। তাই শিশুর ভাষা দক্ষতার বিকাশে 'শ্রবণ দক্ষতা' অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ, শোনার সুযোগ হলে- বলার আগ্রহ (Interest in Speaking)সৃষ্টি হবে। পরবর্তীকালে শুদ্ধভাবে লিখে প্রকাশ করতে পারবে। শিক্ষার্থীর শোনা বা শ্রবন দক্ষতার ওপর নির্ভর করে শিখন-শিখানো কার্যাবলির সাফল্য। শ্রবণ দক্ষতা অর্জিত হলে শিক্ষর্থীরা কথন, পঠন ও লিখন দক্ষতা অর্জনে সফল হয়ে ওঠে। ভালভাবে শুনলেই কেবল বিষয়বস্তু অনুধাবন, অনুশীলন ও বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হয়ে ওঠে। ভাষার উচ্চারণ শ্রবণের মাধ্যমে বাক্য গঠন, প্রকাশভঙ্গি, চিন্তাধারাসহ নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়; দু'জন ব্যক্তির মধে সংলাপ ও যোগাযোগের জন্য কথোপকথন শ্রবনের মাধ্যমে একে অপরের ভাব বুঝতে পারে বলেই– তা সংঘটিত হয়ে থাকে। এজন্য 'শ্রবণ দক্ষতা' (Listening Skill)ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি।

শ্রবণ দক্ষতার গুরুত্ব

শিশুরা যে ভাষাতে শোনে সে ভাষাতেই কথা বলতে শেখে। যে কোন ভাষা আয়ত্ত করার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হয় সে ভাষা শ্রবণ করা। মানুষের দুটি কান, একটি মুখ; দু'বার শোনে একবার বলে। শ্রবণ দক্ষতা অর্জিত হলেই কেবল বলার দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জিত হয়। কোন কাজের আঞ্জাম দিতে চাইলে প্রথমে ব্যক্তিকে শুনতে ও বুঝতে হবে। তা হলেই তিনি কাজটি সঠিকভাবে করতে সক্ষম হবেন। ভাষা শ্রবণ ব্যতীত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। শ্রবণ দক্ষতার সাহায্যে জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার অর্জন করা সম্ভবপর হয়। রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, অডিও, ভিডিও, ইউটিউব ও আলোচকদের মুখ থেকে জ্ঞান সম্পন্ন অনেক কথা শ্রবণ করে নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব। পড়া কিংবা আবৃত্তি করার জন্য শোনার কোন জুড়ি নেই। অতএব, 'শ্রবণ দক্ষতা' অর্জন ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার।

শ্রবণ দক্ষতার শিখন ফল

- সিলেবাসভুক্ত গল্প, সংলাপ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে ও অর্থ অনুধাবন করে শিক্ষার্থীরা বলতে ও লিখতে সক্ষম হবে।
- সংলাপসমূহে ব্যবহৃত আসবাবপত্র ও বস্তু সামগ্রীর নাম ও পরিভাষাদি শুনে বুঝতে এবং নিজে কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করার ও উত্তর দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।
- শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীদের সাথে ও তার বাইরের কোনো বিষয়ের আলোচনা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে তা উপলব্ধি করতে পারবে।
- নৈতিকতা, মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ ইত্যাদি উপদেশমূলক আরবি সাহিত্য তথা গল্প, কবিতা ও সংলাপ শ্রবণ করে– আরবি ভাষায় তা ব্যক্ত করতে পারবে।

- তাওহীদ, রেসালাত, নসিহত, হজ, নদ-নদীসহ নৈসর্গিক প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষকে সহায়তা, প্রতিষ্ঠান, আমানত, দয়া, ভাতৃত্ববোধ, শৃঙ্খলা, হাট বাজার বা মার্কেটে কথোপকথন, স্বাধীনতা, ইন্টারনেট, প্রভৃতি বিষয় সম্পৃক্ত বর্ণনা, কবিতা ও সংলাপ শুনে ও অনুধাবন করে তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবে।
- রোজা, হজ, মসজিদে নববী, বাইতুল্লাহ, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহাশৃঙ্খলা, সাধীনতা, কক্সবাজার ভ্রমন, দেশপ্রেম, মাদরাসা ক্যাম্পাস, শারীরিক ব্যায়াম, গাছপালা, ই-লার্নিং প্রভৃতি গল্প, সংলাপ ও কবিতায় পঠিত বিষয়াদি শুনে অনুধাবন করবে এবং তা ব্যক্তি জীবনে বাস্তব প্রয়োগ করতে পারবে।
- শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর এবং বিদেশিদের সাথে আরাবি ভাষায় আলোচনা শুনে অনুধাবন করতে পারবে এবং নিজে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট গল্প, কবিতা ও সংলাপ থেকে নিত্য-নতুন শব্দ শুনে তা আত্মস্থ করতে সক্ষম হবে।
- যে কোনো গল্প, কবিতা, হামদ-নাত, কথোপকথন, বক্তৃতা শ্রবণ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামি চেতনাবোধ জাগ্রত হবে।
- সামাজিক গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা শুনে– তার মর্ম অনুধাবন করতে পারবে।

‘শ্রবণ দক্ষতা’ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সমস্যাসমূহ

যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে শোনা বা শ্রবন দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুনে বুঝতে না– পারা বা ভালোভাবে শুনতে না– পারলে, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। শ্রেণিকক্ষের ক্ষেত্রে– এ বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী। পারস্পরিক বোঝা-পড়া নির্ভর করে– শোনার ওপর। এক্ষেত্রে প্রধানত দু'ধরণের সমস্যা হতে পারে।

প্রথমত: এ দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক বা পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যেমন– শারীরিক সমস্যা, শ্রবনেন্দ্রিয়ের ত্রুটি ও বধিরতা, ভাষা বলাও শোনার সুযোগ না পাওয়া, শব্দ দূষণে আক্রান্ত প্রতিকূল পরিবেশ, অমনোযোগ, অনাগ্রহ, জড়তা, শঙ্কা প্রভৃতি।

দ্বিতীয়ত: শ্রেণিকক্ষে শ্রবণ দক্ষতা অর্জনে কিছু অন্তরায় হতে পারে। যথা– শিক্ষকের অনুপযোগী কণ্ঠস্বর বা স্বরপ্রক্ষেপণ, উচ্চারণগত ত্রুটি, মুদ্রাদোষ, বৈচিত্রহীন উপস্থাপন, একটানা দীর্ঘ-ক্লাস, জনবহুল স্থানে প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কারণে শোনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়া অন্যবিধ অনেক সমস্যা রয়েছে, যেসব কারণে শুনে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রবণ দক্ষতা সমস্যাসমূহের সমাধান

শুনার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলোর সম্যক সমাধান করার কয়েকটি পদ্ধতি তুলে ধরা হলো।

- গৃহপরিবেশে পারস্পরিক আলাপ-চারিতার ব্যবস্থা করা।
- শোনার আগ্রহ ও উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- উপযুক্ত বিষয় নির্বাচন এবং বিষয়টি হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে তোলা।
- রেডিও, টেলিভিশন, অডিও, ভিডিও প্রভৃতি শ্রবণের ব্যবস্থা করা।
- শ্রবনেন্দ্রিয়ের বা শারীরিক সমস্যা থাকলে তা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- অনুপ্রেরণা ও পরামর্শমূলক নির্দেশান।
- শিক্ষকের শ্রেণি উপযোগী কণ্ঠস্বর সৃষ্টির চেষ্টা করা।
- আকর্ষণীয় শ্রবণ উপরকরণ ব্যবহার করা।

শ্রবণ দক্ষতা শিক্ষাদানের বিভিন্ন কৌশল

শুনা অনুশীলনে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. শিক্ষার্থীদেরকে প্রথমে শিক্ষকের বক্তব্য শ্রবণ করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য ক্লাস রুমকে অবশ্যই কোলাহলমুক্ত করে উপযুক্ত স্থানে পরিবেশ তৈরি করে শিক্ষক তার বক্তব্য পেশ করবেন।
২. আরবি এবারত বা কথোপকথন সুন্দরভাবে বলা বা শোনার জন্য শিক্ষার্থীর সামনে শিক্ষককেই উত্তম আদর্শ মডেল হতে হবে।
৩. আরবি এবারত বা বাক্য সমষ্টি শিক্ষার্থীদের সামনে পুনরাবৃত্তি করতে হবে।
৪. শিক্ষক পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদের লিসেনিং স্কিল বা শোনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এজন্য তাদের সামনে পঠিত এবারত মনোযোগ সহকারে শুনতে বাধ্য করবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা ঐ এবারত বা অনুচ্ছেদ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।
৫. প্রত্যেক শিক্ষার্থীই তাদের সামনে পঠিত বিষয় পৃথক পৃথকভাবে বলার চেষ্টা করবে। কেননা, পৃথক বলার মাধ্যমে পাঠের মধ্যকার ভুলভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর সামষ্টিক পাঠে– কোন বিষয় শুনতে ও পড়তে সকলেরই ভাল লাগে।
৬. শিক্ষার্থীর পাঠপরিকল্পনা: শ্রবণ দক্ষতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষককে অবশ্যই সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

উপকরণ

১. ভাষা ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা।
২. অডিও ভিডিও-এর মাধ্যমে ছাত্রদের শুনানো।
৩. ডিজিটাল স্লাইডে লিখে ব্যাখ্যা করতে হবে।

৪.১ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ভাষা দক্ষতা অর্জনের প্রথম সোপান কোনটি?
ক. বলা
খ. শোনা
গ. পড়া
ঘ. লেখা

উত্তরমালা: ১. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শ্রবণ দক্ষতা বলতে কী বুঝেন?
২. শ্রবণ দক্ষতার গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'শ্রবণ দক্ষতা' শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সমস্যাসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪.২: কথন দক্ষতা

উদ্দেশ্য

ভূমিকা

ভাষা বিকাশের দ্বিতীয় স্তর হলো, কথন বা বলার দক্ষতা মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের বা যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হলো, কথোপকথন বা বলার দক্ষা। আধুনিক যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হওয়ায়, দেশ থেকে দেশান্তরে মানুষের অবাধ বিচরণের পথ সহজলভ্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে– মৌখিক যোগাযোগ বা কথোপকথনের মাত্রা কল্পনাতীতভাবে ব্যাপকতা লাভ করেছে। কথোপকথনের যোগ্যতা বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা এর অংশ বিশেষ। কিন্তু এর উপর পূর্ণদক্ষতা অনেক ধৈর্য, চেষ্টা-সাধনা, যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে দীর্ঘদিন শ্রমের বিনিময়েই কেবল অর্জন করা যেতে পারে। তাই এক্ষেত্রে শিক্ষকগণকে অবশ্যই কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে।

কথন দক্ষতার গুরুত্ব

ভাষার মৌলিক চারটি দক্ষতার মধ্যে অন্যতম প্রধান দক্ষতা হলো কথোপকথন বা বলতে পারা। অন্যের কাছে মানুষ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার প্রধান উপায় হলো, বলা। যে ভাল বলতে পারে, সে তার জীবনে বিশেষ সফলতা অর্জন করতে পারে। বিশেষভাবে আরবি ভাষা। বলার দক্ষতার গুরুত্ব যেমনটি মাতৃভাষায় রয়েছে, অনুরূপভাবে আরবি ভাষায়ও বিদ্যমান। আরবি একটি বিদেশি ভাষা। সম্প্রতি, বিভিন্ন প্রয়োজনে আরবদের সাথে যোগাযোগ করতে হলে আরবি ভাষা জানতে হবে।

আরবি কথন দক্ষতার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো:

১. সকল পরিবেশে ভাব বিনিময় সহজ হয়;
২. স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ে;
৩. শৈল্পিক বাচনভঙ্গি অর্জন করা যায়;
৪. নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়;
৫. অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়।

শিখন ফল: বলার দক্ষতা

পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে আরবি ভাষায় নৈপুণ্য অর্জন।

- দৈনন্দিন ব্যবহারিক বিষয়াদি অধ্যয়নের মাধ্যমে কোন ঘটনা নিজের মত করে প্রকাশ করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।
- সিলেবাসভুক্ত পঠিতব্য বিষয়াদির মূলভাব সহজ আরবি ভাষায় সাবলীল ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করতে পারবে।
- একত্ববাদ, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বীরদের জীবনী, বাংলাদেশের জীববৈচিত্র, নৈতিকতা, দেশাত্ববোধ, শিক্ষকের মর্যাদা, প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে যোগাযোগ ও মোবাইল ফোনে যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়ে পঠিত অংশের অর্থ বুঝে সারসংক্ষেপ সহজ আরবি ভাষায় গুছিয়ে অনায়াসে ও সাবলীলভাবে বলতে পারবে।
- তাওহীদ, রেসালাত, নসিহত, নদ-নদীসহ নৈসর্গিক প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষকে সহায়তা, প্রতিষ্ঠান, আমানত, দয়া, ভাতৃত্ব, হাট বাজার বা মার্কেটে কথোপকথন, ইন্টারনেট, প্রভৃতি বিষয় সম্পৃক্ত বর্ণনা, কবিতা ও সংলাপের জ্ঞানার্জন করে তা বাস্তব জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যে ও সাবলীলভাবে ব্যক্ত করতে সক্ষম হবে।
- প্রকাশভঙ্গির উন্নয়ন, উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধিত হবে।

- আরবি কাওয়াইদ বা ব্যাকরণের নিয়ম-পদ্ধতি বাস্তব প্রয়োগের সময়ে– সঠিক ব্যবহার করে বলতে পারবে এবং কথন দক্ষতায় নিপুণতা অর্জ করতে পারবে।
- বিভিন্ন বিষয় আলোচনয় কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি দিতে সক্ষম হবে।
- যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক কুশল বিনিময়, আমন্ত্রণ জানানো, অনুরোধ জ্ঞাপন ও পরিচয় দিতে সক্ষম হবে।

আরবি ভাষায় 'কথন দক্ষতার' শিক্ষাদানে সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশের কওমি ও আলিয়া মাদরাসাগুলো মূলত আরবি ভাষার প্রাণকেন্দ্র। আমাদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায়–এর পঠন-পাঠন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এসব মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্নভাবে আয়ত্ব করে বটে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই কথন বা বলার দক্ষতায় অত্যন্ত দুর্বল। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ থেকে যারা অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন, তাদেরও অধিকাংশই বলার ক্ষেত্রে দক্ষ ও পারদর্শী নয়। এর পেছনে গবেষকগণ বেশ কিছু অন্তর্নিহিত কারণ নির্ধারণ করেছেন। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. আরবি ভাষার চর্চা ও গবেষণার অপর্যাপ্ততা।
২. আরবি ভাষা কুরআন– হাদিসের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এ ভাষায় অভিজ্ঞ ও বুৎপত্তিধর শিক্ষকের স্বল্পতা।
৩. উপযুক্ত শিক্ষা কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়নের অভাব।
৪. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্রের স্বল্পতা।
৫. বলা শিক্ষাদানে উন্নত উপকরণাদির অভাব।
৬. শিক্ষার্থীর কথাবলার মত কোন সুযোগ না থাকা।

'কথন দক্ষতা' অর্জনের কৌশলসমূহ

প্রথম ধাপ

শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে কোনো বস্তুকে উপস্থাপন করে ছোট ছোট বাক্য বলবেন। শিক্ষার্থীরা শুনবে এবং এককভাবে কিংবা দলীয়ভাবে উচ্চারণ করবে। নমুনাস্বরূপ– শিক্ষক নিজের মাথায় হাত দিয়ে বলবে هذا رأس শিক্ষার্থীরা তার অনুসরণে মাথায় হাত দিয়ে যৌথভাবে বা এককভাবে ওই কথা উচ্চারণ করবে। এভাবে শিক্ষক তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হাত রেখে বাক্য উচ্চারণ করবে। এ ধাপটি ভাষার দুটো দক্ষতা– শ্রবণ ও বলা অন্তর্ভুক্ত করে। একই সাথে ছাত্র-ছাত্রীরা দেখে দেখে বলার সুযোগ পায়। তাই তারা বিষয়টি খুব সহজে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় ধাপ

শ্রেণিকক্ষে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে কথোপকথনের ব্যবস্থা করা। সাধারণত অধীত পাঠ বা সংলাপসম্পর্কিত কোন লেখা ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বর্ণিত পদ্ধতিতে অনুশীলন করানো যেতে পারে বা সংলাপের মাধ্যমে আরবি ভাষা চর্চা করবে। শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মাঝে দলীয়ভাবে ও জোড়ায় জোড়ায় গ্রুপ তৈরি করে দেবেন। অতপর পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত এবারত বা বাক্য সমষ্টি প্রত্যেক গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীরা পরস্পর মুখেমুখে চর্চা করবে। অনুশীলন কাজটি যৌথভাবে সম্পাদিত হবে।

তৃতীয় ধাপ

ক্লাসে মাঝে মধ্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে কোন একজনকে আলোচিত ও ব্যাখ্যাকৃত পাঠের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা আরবি ভাষায় ব্যক্ত করতে বলতে পারেন। অথবা শিক্ষা সফর বা কোন ঘটনা আরবি ভাষায় বর্ণনা করতে বলতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের দু'ভাগে ভাগ করে কোন ব্যক্তিগত, সামাজিক বা অর্থনৈতিক যে কোন একটি বিষয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কথা বলার দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করতে পারেন।

উপকরণ

ছবি, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, অডিও ক্লিপ, ভিডিও ক্লিপ,তথ্যপত্র, ধারণা মানচিত্র, রেখাচিত্র, ভূগোলক, চার্ট, মডেল, নকশা, অঙ্কিতচিত্র, বাস্তবস্তু, পোস্টার, আর্ট/পোস্টাপেপার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ফ্লাশকার্ড/ভিপকাউ, পাঠ্যপুস্তক।

৪.২ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ভাষা দক্ষতা অর্জনের দ্বিতীয় সোপান কোনটি?
ক. বলা
খ. শোনা
গ. পড়া
ঘ. লেখা

উত্তরমালা: ১. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. مهارةالكلام বলতে কী বুঝেন?
২. কথন দক্ষতার গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'কথন দক্ষতা' অর্জনের কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪.৩: পঠন দক্ষতা

উদ্দেশ্য

ভূমিকা

ভাষার তৃতীয় অন্যতম দক্ষতা হলো– পঠন বা পড়ার দক্ষতা 'পড়ার দক্ষতা' জ্ঞানার্জনের অন্যতম মাধ্যম। অন্যান্য যেসব মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করা হয়, তার মধ্যে পঠন বা পড়ার মাধ্যমটি খুবই সহজসাধ্য। পঠন দক্ষতা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কোন জায়গা লাগে না। যে কোনোখানে বই পুস্তক, পেপার পত্রিকা ইত্যাদি পড়ে পঠন দক্ষতা অর্জন করা যায়। আরবি ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষণের জন্য আরবি পঠন বা পড়া একটি জরুরি মৌলিক বিষয় এটা সকলের কাছেই স্পষ্ট।

গুরুত্ব

পঠন বা পড়ার প্রাথমিক সূচনা হয় প্রধানত পূর্ববর্তী শোনা ও বলা দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে। শুদ্ধ উচ্চারণ শুনে অভ্যস্ত হয়ে শিক্ষার্থী শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে অভ্যস্ত হয়। আর পাঠের ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হয়। শিক্ষার্থীদের চিন্তা-চেতনা ও ভাবনা-কল্পনার প্রসার ঘটে পঠন ক্রিয়ার মাধ্যমে। শিক্ষা যেহেতু জীবনব্যাপী ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, তাই মানবজীবনে পঠনের গুরুত্ব অনেক বেশি।

শিখন ফল

১. আরবি ধ্বনিগুলোকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করা এবং প্রত্যেক অক্ষরগুলো তাদের প্রকৃত উৎপত্তিস্থল থেকে উচ্চারণ করতে পারবে।
২. বই পড়ার সময় তার বিষয়বস্তু শব্দ ও বাক্য সশব্দে শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।
৩. কোন শব্দ শিক্ষা দেয়ার সময় শব্দটির সাথে সংশ্লিষ্ট ছবি মিলাতে সক্ষম হবে।
৪. গঠন কাঠামোতে প্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে শিখবে।
৫. স্পষ্ট আবৃত্তির মাধ্যমে দ্রুত পঠনের উপর ছাত্রদের অভ্যাস সৃষ্টি হবে।
৬. নিত্য নতুন ব্যবহারিক শব্দসমূহের অর্থ শিখতে পারবে।
৭. হরকত বিহীন আরবি এবারত বা অনুচ্ছেদ স্বাচ্ছন্দ্যে পড়তে পারবে।

পঠন শিক্ষাদান কৌশল

আরবি ভাষা পাঠদানের ধাপসমূহ

প্রথম ধাপ

একটি শিশুকে কিংবা প্রাথমিক পর্যায়ে শিখতে আগ্রহী ব্যক্তিকে আরবি ভাষা শেখাতে চাইলে– একটা ধারাবাহিক নিয়মের অনুসরণ করতে হবে। শুরুতে আরবি ভাষার অক্ষরগুলির উচ্চারণ সহজ ও শুদ্ধভাবে শিক্ষা দেওয়া। অক্ষর দ্বারা গঠিত ছোট ছোট শব্দ বা বাক্য দ্বারা পঠন শেখানো আরম্ভ করতে হবে। একজন শিক্ষক আরবি পড়া সঠিকভাবে শিক্ষাদান করতে চাইলে– তিনি শ্রেণিকক্ষে চারটি পদ্ধতি অনুসরণ করে চলবেন। পদ্ধতিগুলো হলো:

১. সরব পঠন

স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে পড়াকে সরব পঠন বলে শ্রেণিকক্ষে নমুনা পাঠের পরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব স্থানে থেকে পাঠটি সশব্দে পড়বে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি অধিক মনোযোগী করে তুলবে। সরব পঠনের পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ:

- শিক্ষার্থীরা সরবে পড়বে।
- পূর্বের নমুনা পঠনের আলোকে কিছুক্ষণ পড়তে চেষ্টা করবে।
- শিক্ষার্থীর নিজের পড়া অবশ্যই নিজের কানে শুনতে হবে।

২. নীরব পঠন

সশব্দে না পড়ে, শুধু চোখে দেখে মনে মনে পাঠ করে– পাঠের বিষয় বোধগম্য করাকে নীরব পঠন বলে। শিক্ষার্থীদের নীরব পঠনের মাধ্যমে তাদের দ্রুত পঠন ও পাঠ বোধগম্য করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

নীরব পঠনের বিশিষ্ট দিকসমূহ:

- বিষয় উপলব্ধি ও বিষয়ের আয়ত্ত্বকরণ;
- পঠনে গতিশীলতা আনয়ন;
- গভীর উপলব্ধিজাত ধারণা পোষণ;
- দ্রুত পঠন মানেই নীরব পঠন।

নীরব পাঠে শিক্ষার্থীদের পথনির্দেশনায় শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। যে কোন ভাষায় একজন দক্ষ শিক্ষক নীরব পঠনে সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত্বকরণের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন। তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি অধিক মনোযোগী করে তুলতে সাহায্য করবে।

৩. দিক নির্দেশনামূলক বা নমুনা পঠন:

শিক্ষার্থীরা পাঠটি পড়বেন তার একটি নমুনা বা উদাহরণ তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। পঠন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ‘নমুনা পঠন’ একটি গুরুত্বপূণ বিষয়। নমুনা পাঠের কাজ দুটি। যেমন–

- সাধারণত শিক্ষকই নমুনা পাঠ করবেন।
- শিক্ষক কোন ভালো ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা নমুনা পাঠ করাবেন।

সরব

উপকরণ: অভিধান ও অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থাবলী ব্যবহার করা।

৪.৩ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পঠন দক্ষতা অর্জনের ধাপ কয়টি?
ক. ২টি
খ. ৩টি
গ. ৪টি
ঘ. ৫টি

উত্তরমালা: ১. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পঠন দক্ষতা বলতে কী বুঝেন?
২. পঠন দক্ষতার গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পঠন দক্ষতা' অর্জনের কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪.৪: লিখন দক্ষতা বা লেখালেখির মাধ্যমে আরবি ভাষার নৈপুণ্যতা অর্জন

উদ্দেশ্য

ভূমিকা

ভাষার অন্যতম মৌলিক দক্ষতা হলো 'লিখন দক্ষতা'। 'লিখন দক্ষতা' বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা এরই একটি অংশ বিশেষ। পড়া ও বলার মতোই মানুষের পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ও ভাবের আদান প্রদানের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো লিখন। চিন্তা-চেতনা ও ভাবের আদান প্রদান এবং নিজের ধ্যান-ধারণা অন্যদের অবগতির জন্য লেখার দক্ষতা ও নিপুণতা অর্জন সামাজিকভাবেই আবশ্যক হিসেবে দেখা দিয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি শ্রবণ, কথন ও পঠন দক্ষতায় অভিজ্ঞ হয় কিন্তু লেখায় দুর্বল হয়– তবে তার ভাষাগত পাণ্ডিত্য অর্জন হয় না। তাই প্রত্যেক শিক্ষকের এই বিষয়ে জ্ঞান থাকা উচিত এবং তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের শিখন-শিখানোর কৌশলও অবগত হওয়া অতিশয় জরুরি। অতএব, 'লিখন দক্ষতা' শিক্ষাদানের কলাকৌশল সংক্রান্ত সম্ভাব্য সকল দিকের একটি পর্যালোচনা এখানে তুলে ধরা হলো।

গুরুত্ব

'লিখন দক্ষতা' শিক্ষা জীবনের অন্যতম উপাদান। পড়তে শেখা, পড়ে বুঝতে পারা, শুনে শুনে বুঝতে পারা, বুঝে মুখে প্রকাশ করার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখনফলের পূর্ণপ্রকাশ ঘটে– লিখিত বিষয়ের মাধ্যমে। কিন্তু সঠিকভাবে আরবি ভাষা লিখতে পারার দক্ষতা– আমাদের দেশে মাদরাসাগুলোতে খুবই কম অর্জিত হচ্ছে। মাদরাসাগুলোতে শিক্ষার্থীদের হাতে লেখাচর্চার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। 'লিখন দক্ষতা' শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাগুলো নিম্নরূপ:

- লেখাচর্চা শিক্ষার্থীকে পঠনে মনোযোগী হতে সাহায্য করে।
- লেখাচর্চা শিক্ষার্থীকে সৃজনমুখী করে তুলে। যা দেখে ও অনুভব করে– তা লিখে প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করে।
- লেখা অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা আয়ত্ত্ব করে।
- হাতের লেখার মাধ্যমে তারা ভাষা ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করে এবং দ্রুত ও নির্ভুলভাবে ভাষা প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন করে।
- বিভিন্ন বর্ণ ও শব্দ সঠিক রেখাবিন্যাস ও বানান নির্ভুলভাবে আয়ত্ত ও সুন্দর করে– অক্ষরগুলোকে লেখ্যরূপদান করে।
- লেখাচর্চা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষাগত দক্ষতা, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং প্রকাশ দক্ষতা বাড়াবে।
- লেখার নিয়মকানুন অনুশীলনে শিক্ষার্থীর লেখার জন্য তার মনে অনাবিল আনন্দ সৃষ্টি হবে এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াসই তার ভাব প্রকাশের গণ্ডি অতিক্রম করে– শিল্প ও সৌন্দর্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে।
- শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল রচনার মাধ্যমে সাহিত্যকর্মে অনুপ্রেরণা দেবে।
- লেখার মাধ্যমে মানুষের কল্পনা, চিন্তা ও জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

উল্লিখিত বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য মাদরাসায় লেখা শিক্ষাদান করতে হবে। ভাষা ব্যবহারের কলাকৌশল শিক্ষা ও ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন এবং শিল্প ও সৌন্দর্যের চেতনা ও বিকাশ সাধন করতে হলে মাদরাসায় যথাযথভাবে লেখা শিখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

শিখন ফল

১. শিক্ষক কর্তৃক বোর্ডে লিখিত শব্দসমূহ শিক্ষার্থীর নিজের খাতায় সঠিকভাবে লিখে নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

২. না দেখে আরবি শব্দ লিখতে পারবে।
৩. আরবি বাক্যগুলো মুখস্ত করার পর তা না দেখে লিখতে সক্ষম হবে।
৪. স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সাবলীল ভাষায় লেখার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।
৫. ছাত্রদেরকে আরবি ভাষা লেখার সঠিক নিয়ম-কানুনগুলো ও যতি চিহ্নগুলো ব্যবহারে সক্ষম হবে। যে কোন ভাষার উপর ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হলে এ চারটি দক্ষতার উপর নৈপুণ্য অর্জন জরুরি।

লেখা শিক্ষাদান কৌশল

লেখা এক ধরণের চারু শিল্প। এই শিল্পে দক্ষতা অর্জন করতে হলে– ব্যাপক অনুশীলন প্রয়োজন। দক্ষতা ও নিপুণতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চারটি বিষয়ে লিখন শক্তির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে:

প্রথম ধাপ– বর্ণ শিখন

বর্ণ লেখা শিখানোর পূর্বের কাজসমূহ

- কলম ধরার পদ্ধতি শেখানো।
- খাতা রাখার পদ্ধতি শেখানো।
- বিভিন্ন প্রকার রেখাঙ্কন, বৃত্তাঙ্কন শেখানো।
- আঁকা-আঁকি ডানদিক থেকে এবং ওপর থেকে নিচে শেখাতে হবে।

বর্ণ লেখা শিখানো

- দৈনিক ১/২ টা করে বর্ণ লেখা শিক্ষা দিতে হবে।
- যে বর্ণটি লেখা শেখাতে হবে– তা বোর্ডে লিখে দিতে হবে।
- প্রথমে সমান আকারের বর্ণ শেখানো। যেমন– ب،ت،ث،ك অতঃপর ধারাবাহিকভাবে বাকিগুলো শেখানো।
- শিক্ষার্থী প্রথমে দেখে দেখে পেন্সিল দিয়ে অক্ষরগুলি লিখবে।
- হস্তলিপির জন্য নির্দিষ্ট খাতা ব্যবহারের ব্যবস্থা করবে।
- এককভাবে বর্ণগুলো শেখানো হলে- প্রতিটি বর্ণ শব্দের প্রথমে, মাঝে ও শেষে এলে কেমন হবে, তা শেখাবেন।

দ্বিতীয় ধাপ: আরবি শব্দ লেখা শেখানো

শব্দ লেখা শিক্ষাদান করতে হলে– দুটি পর্যায় অবলম্বন করা যেতে পারে। যথা:

* হরফ সংযুক্ত করে শব্দ লেখা। যেমন:

ب + د + ل = بدل
ض + ر + ب = ضرب
ش + ر + ب = شرب

* হস্তলিপি বা দেখে দেখে শব্দ লেখা:

- শিক্ষক বোর্ডে শব্দ লিখবেন, শিক্ষার্থীরা তা দেখে দেখে খাতায় লিখবে।
- পাঠ্যপুস্তকের শব্দগুলো দেখে দেখে লিখবে।

* বাক্য লেখা শেখানো

- হস্তলিপি: দেখে দেখে বাক্য লেখা।

- শ্রুতলিপি: শুনে শুনে বাক্য লেখা।

তৃতীয় ধাপ: স্বাধীনভাবে আরবি ভাষায় একটি বিষয় সম্পর্কে কিছু লিখতে পারা।

লিখন দক্ষতার এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে রচনামূলক লেখা শেখাতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা লেখায় পারদর্শী হয়ে উঠবে। আরবিতে রচনা লেখা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকের উপর কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উত্তম হবে। যথা:

- শিক্ষার্থীদের সহজ বাক্য লিখতে অভ্যস্ত করা।
- কিছু প্রশ্নের উত্তর আরবি ভাষায় লিখতে অভ্যস্ত করা।
- সচরাচর দৃশ্যমান সাধারণ বিষয় সম্পর্কে অনুচ্ছেদ লিখতে দেওয়া। যথা: গ্রাম, বাগান, মসজিদ, ঢাকা শহর প্রভৃতি সহজ বিষয়সমূহ।
- প্রশ্ন তৈরি করতে শেখানো।
- চিঠিপত্র লিখতে বলা।

ভুল সংশোধনের কৌশল

কোন বিষয়ে লিখতে গেলে তাতে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তবে লেখক লেখার শুরুতেই যেন ভুল না করে, সে ব্যাপারে অধিক সচেতন হলে– নিঃসন্দেহে ভুলের সংখ্যা কমে যাবে।

খাতায় ভুলভ্রান্তি নির্ণয় করার সময়ে– শিক্ষক যে বিষয়গুলির-প্রতি লক্ষ রাখবেন। তা হলো:

- শব্দে ব্যবহৃত বর্ণগুলো আরবদের অনুকরণে হলো কি না– তা ঠিক করা।
- একটি শব্দ থেকে আরেকটি শব্দ আলাদাভাবে লেখা হলো কি না– তা ঠিক করা।
- বাক্যের যতিচিহ্ন ঠিক মতো বসানো না হলে, তা সংশোধন করা।
- ব্যাকরণগত ত্রুটি।
- বানান ভুল অর্থাৎ ইমালার নিয়মকানুনের ত্রুটি।
- লেখার নিয়মকানুনের ভুল।
- লেখার ভঙ্গির দুর্বলতা।
- ভুল ধারণার প্রকাশ।
- প্যারাগুলো ঠিক মতো বসানো না হলে, তা সংশোধন করা।

৪.৪ পাঠোত্তর মূল্যায়ন:

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. লেখা শিক্ষাদানেরধাপ কয়টি?
ক. ২টি
খ. ৩টি
গ. ৪টি
ঘ. ৫টি

উত্তরমালা: ১. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. লিখন দক্ষতা বলতে কী বুঝেন?
২. লিখন দক্ষতারগুরুত্ব উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. লেখা শিক্ষাদানের কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪.৫: আরবি উচ্চারণ শিক্ষণ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

ভূমিকা

ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে ভাষা এমন এক ধ্বনিগত বা উচ্চারণগত সুশৃঙ্খল মাধ্যম, যা সুচারুরূপে আদান-প্রদান এবং সাবলীল ভাববিনিময়ের মাধ্যমে মানুষের মাঝে পরস্পর অকৃত্রিম সেতুবন্ধন রচনা করে। আর এজন্যই ভাষার অন্যান্য সকল দিকের দক্ষতা অর্জনের পূবে ধ্বনি বা উচ্চারণ শিক্ষা দেয়ার গুরুত্ব অনেক বেশী।

আবার ধ্বনির প্রক্রিয়া শিক্ষা দেয়া শুরু করতে হবে উচ্চারণ পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে। এখানে উচ্চারণ বলতে ছাত্রদেরকে প্রতিটি আরবি হরফের উচ্চারণ শিক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কেননা তারা উচ্চারণের ব্যাপারে শিক্ষককে অনুকরণ করবে। অর্থাৎ শিক্ষক হরফগুলোকে যেভাবে উচ্চারণ করবে ছাত্ররাও ঠিক সেভাবেই আরবি ভাষার ধ্বনি উচ্চারণ এবং বাংলা ভাষার ধ্বনি উচ্চারণের মাঝে মিলগুলো খুঁজে বের করতে হবে। কেননা ভাষা দু'টির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দগুলোর উচ্চারণ শিক্ষা দেয়া যতটা সহজ অসামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দগুলোর উচ্চারণ শিক্ষা দেয়া ততটা সহজ নয়।

শিক্ষক ছাত্রদের মাঝে পরিচিত ছোট ছোট বাক্য প্রথমে উপস্থাপন করবেন। যেমন:

المدرس : السلام عليكم
الطالب : وعليكم السلام
المدرس: هذا باسم، طالبجامعة مفتوحة
الطالب : أهلاًوسهلاًيا باسم

এখানে শিক্ষক শব্দের শুরুতে এবং মাঝখানে (س) অক্ষরের উচ্চারণ শিখাবে। এরূপভাবে শিক্ষক অন্যান্য অক্ষরগুলির উচ্চারণও শিখাবেন।

২. শিক্ষক উপরোক্ত কথোপকথন বা সংলাপটি ব্লাকবোর্ডে লিখবেন।
৩. অতঃপর শিক্ষক স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবেন এবং ছাত্রদেরকে প্রথমত দলগতভাবে এবং পরবর্তীতে পৃথক পৃথকভাবে পুনরাবৃত্তি করাবেন।
৪. কিছু কিছু শব্দের ধ্বনি বা উচ্চারণকে শব্দ থেকে আলাদার করে গুরুত্বের সাথে সে শব্দসমূহের উচ্চারণ শিখাবেন। তারপর সে শব্দসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে বাক্য তৈরি করে তা উচ্চারণ করতে শিখাবেন। যেমন: শুধুমাত্র " ر " অক্ষরটির উচ্চারণ শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষক ريشة ورمح وريح ইত্যাদি শব্দসমূহ বোর্ডে লিখবেন।
৫. সাধারণত: জীবন পরিক্রমার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় ডায়ালগ বা কথোপকথনসমূহ যা নাকি পূর্ণ অর্থবোধক এবং সুপরিকল্পিতভাবে সহজ ও সাবলীল ভাষায় তৈরি করা হয়েছে সেগুলো শিক্ষার্থীর জন্য শুরু থেকেই গভীর মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা অপরিহার্য। যদি এসব কর্মকাণ্ডের সাথে একজন শিক্ষার্থী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হতে পারে তবে সে আপনা আপনি প্রশ্নোত্তর করা ও কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী সাধারণ ডায়ালগ ব কথোপকথনসমূহ পরিচালনা করতে শিখবে। এভাবেই একজন শিক্ষার্থী ধ্বনি বা ধ্বনি সংক্রান্ত নিত্যনতুন সুশৃঙ্খল উচ্চারণ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্টসমূহ সম্পর্কে অবগত হতে পারে।
৬. শিক্ষার্থীকে শব্দের উচ্চারণ ভঙ্গি বা ধ্বনি শিক্ষা দেয়ার জন্য একজন শিক্ষকের উচিত হল, ধ্বনিগুলোকে বিভিন্ন উচ্চারণস্থল থেকে উচ্চারণ করে দেখিয়ে দেয়া এরপর এভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া, যাতে করে একজন

শিক্ষার্থী একটি ধ্বনিকে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করতে শিখে। শব্দটি বাক্যের শুরুতে মধ্যখানে অথবা শেষেই হোক না কেন– শিক্ষার্থী যাতে সর্বস্থান থেকেই স্বতন্ত্রভাবে নিজের মত করে ধ্বনি উচ্চারণ করতে শেখে এমনভাবেই তাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৭. একজন শিক্ষকের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া উচিৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি এ বিষয়ের উপর নিশ্চিত হন যে, শিক্ষার্থী তাদের কাঙ্ক্ষিত ধ্বনিগুলো বিশুদ্ধভাবে জেনেছে এবং উদ্দেশ্য মাফিক সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হচ্ছে। এজন্য অবশ্য শিক্ষককে সেই নির্ধারিত অক্ষর সমন্বয়ে গঠিত যে কোনো একটি শব্দ বোর্ডে শিখতে হবে। তারপর অক্ষরটির প্রতি ইশারা করে দেখিয়ে দিতে হবে। এরপর উক্ত অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত শব্দ অথবা বাক্য উচ্চারণ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। যেমন: الشجرة শব্দের মধ্যে " ر " অক্ষরটির প্রতি শিক্ষক ইশারা করবেন এবং তা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবেন। তারপর পৃথকভাবে এবং শব্দের মাঝে উচ্চারণ করবেন। এমনিভাবে আরো অন্যান্য শব্দও ব্যবহার করবেন।

৮. তাশদীদযুক্ত হরফসমূহের উচ্চারণ এবং পাঠের মধ্যে তার ব্যবহার শেখাবেন।

৯. তাশদীদ যুক্ত অক্ষর উদাহরণের মাধ্যমে উচ্চারণ করতে শেখাবেন।
যেমন: এই সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করতে তার মধ্যে তাশদীদ যুক্ত অক্ষরের প্রতি ইশারা করতে হবে।

১০. সাদৃশ্যপূর্ণ অক্ষরগুলোর উচ্চারণ শিক্ষা দেয়া। যেমন:
كبس،قبس এই দু'শব্দের ك ও ق শব্দের শুরুতে لكم،لقم ও ركد،رقد শব্দগুলোতে ك ও ق শব্দের মাঝখানে শব্দগুলোতে শব্দের শেষে হিসেবে ك ও ق উচ্চারণ শিক্ষা দিবেন।
এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ অবলম্বন করা যেতে পারে:

ক. শিক্ষার্থীগণ শিক্ষকের কাছ থেকে সমুচ্চারিত দু'টি করে শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ এবং তাদের মধ্যকার উচ্চারণগত পার্থক্য মনোযোগ সহকারে শুনবে। এমনকি সঠিক উচ্চারণ শেখার জন্য শিক্ষকের মুখ, ঠোঁট, জিহ্বা সকল অঙ্গের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখবে।

খ. শিক্ষক একগুচ্ছ শব্দ থেকে কিছু শব্দ প্রত্যেকটি দু'বার করে উচ্চারণ করবেন। যেমন:
كبس،قبس এবং ركد،رقد ইত্যাদি এবং প্রত্যেকবার উচ্চারণের সময় শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, উচ্চারিত শব্দ দু'টি সাদৃশ্যপূর্ণ কিনা?

গ. শিক্ষক ছাত্রদেরকে দু'টি ধ্বনির পার্থক্য করার জন্য পরীক্ষা নেবেন, প্রত্যেক গুচ্ছ শব্দ থেকে একটি করে শব্দ উচ্চারণ করবেন, অতঃপর শিক্ষক জিজ্ঞাসা করবেন যে তার উচ্চারিত শব্দটি প্রথম শব্দ নাকি দ্বিতীয় শব্দ? এভাবেই পুনঃপুনঃ উচ্চারণের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে থাকবেন।
উদাহরণস্বরূপ শিক্ষক নিম্নলিখিত সমুচ্চারিত জোড়া শব্দসমূহ উচ্চারণ করবেন। অতঃপর ছাত্রদেরকে অনুরূপ জোড়া শব্দ বানাতে বলবেন। যেমন– শব্দসমূহের মত শব্দ বারং বার উচ্চারণ করতে শিখাবেন।
উপরিউক্ত উচ্চারণ উপস্থাপন (تقديمالأصوات) শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে আরবি ভাষার শিক্ষকগণ শ্রেণিতে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করলে– শিক্ষার্থীরা সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সাবলীল ভঙ্গিতে উচ্চারণ করতে সক্ষম হবে এবং ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে অন্যতম কথন ও পঠন দক্ষতায় পারদর্শী হয়ে উঠবে। ফলশ্রুতিতে, ইমামতি ও ওয়াজ-নসিহত থেকে শুরু করে– অনুবাদকেন্দ্র, রেডিও, টিভিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম বা টেকনোলোজিক্যাল মাধ্যম, দূতাবাস ও পর্যটনকেন্দ্রে দোভাষী হিসেবে কাজ করতে এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ও ব্যবসা বাণিজ্য করতে সক্ষম হবে।

৪.৫ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরবি বর্ণের উচ্চারণস্থল কয়টি?
ক. ১২টি
খ. ১৬টি
গ. ১৭টি
ঘ. ২৯টি

উত্তরমালা: ১. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উচ্চারণ দক্ষতা বলতে কী বুঝেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আরবি উচ্চারণ শিক্ষণকৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪.৬: আরবি শিক্ষণ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

উদ্দেশ্য

ভূমিকা

পাঠকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য, আকর্ষণীয় ও কর্মতৎপরতামূলক করার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষক যেসব বস্তুগত সামগ্রী ব্যবহার করেন সেগুলোই শিক্ষা উপকরণ। তবে বৈশিষ্টে ভিন্নতার কারণে এই দ্রব্যসমূহের কোনোটিকে (Instructional Materials)সহায়ক সামগ্রী আর কোনোটিকে (Teaching Aids)বলা হয়। যেসব বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদান পাঠের বিষয়বস্তুর ধারণা প্রদান বা লাভে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সহায়তা ও দিক-নির্দেশনা দেয় সেগুলোই সহায়ক সামগ্রী (Instructional Materials)। যেমন: পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক-নির্দেশিকা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ওয়ার্ক-বুক, তথ্য পুস্তিকা, মডেল, মানচিত্র, ফিল্ম, ভিডিও, ডিজিটাল কন্টেন্ট, তথ্য-পোস্টার, তালিকা, অনুচিত্র, শিক্ষকের ফিডব্যাক সামগ্রী, তথ্যছক, ছবি, নমুনা, বাস্তব দ্রব্যাদি ইত্যাদি।

অন্যদিকে যেসব বস্তুগত উপাদান পাঠদানের ক্ষেত্রে পাঠের বিষয়বস্তু অনুধাবনে প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা না রাখলেও শ্রেণিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজে সহায়তা করে, সেগুলোকে শিক্ষা উপকরণ (Teaching Aids)ববে। যেমন– চক, ডাস্টার, চকবোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, ফ্লাশকার্ড, কম্পিউটার, ওভারহেড, প্রজেক্টর প্রভৃতি।

শিক্ষা উপকরণ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তবে ব্যবহারিক উপযোগিতার ভিত্তিতেই এই শ্রেণিভাগ করা হয়ে থাকে।

শ্রবণভিত্তিক: রেডিও, টেপরেকর্ডার, মাইক্রোফোন, মোবাইল, কম্পিউটার, সাউন্ডসিস্টেম প্রভৃতি।

দর্শনভিত্তিক: বিভিন্ন প্রকার মডেল, পাঠ্যপুস্তক, কর্মপত্র, চাট, বোর্ড, অঙ্কিত চিত্র, ফ্লিপচার্ট, বাস্তববস্তু, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, ম্যাপ, পোস্টার পেপার, ফটোগ্রাফ, স্লাইড প্রজেক্টর, পোস্টার, নকশা, ম্যাগাজিন, জার্নাল, ছবি, ভূগোলক, মানচিত্র, রেখাচিত্র, ধারণা মানচিত্র প্রভৃতি।

কর্মসম্পাদনমূলক: দর্শনীয় ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ, প্রকৃতি, গ্রন্থাগার, সেমিনার, কর্মশালা, মেলা, খামার, মিউজিয়াম, প্রভৃতি।(৭)

অনুসন্ধানমূলক: বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সামগ্রী, পরিমাপক ও পরীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি। শিক্ষা প্রযুক্তি নির্ভর: অডিও/ভিডিও কনফারেন্স, প্রোগ্রামভিত্তিক শিক্ষণ, ই-মেইল, ইন্টারনেট, নেটওয়ার্কিং, শিক্ষক বাতায়ন, শিক্ষামূলক ওয়েবসাইড, ব্লগ, ফেসবুক, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রভৃতি।

মূল্যমানের দিক থেকে শিক্ষা উপকরণকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

অধিক মূল্যের: মাল্টিমিডিয়া, ভিসিডি, চলচিত্র।

স্বল্প মূল্যের: চাট পোর্স্টার, চিত্র, মানচিত্র, মডেল, গ্লোব।

বিনা মূল্যের: ক্যালেন্ডারের দৃশ্য, খাদ্যশস্য, অর্থকরি ফসল।

আরবি ভাষা পাঠদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন উপকরণ

উপরে উল্লিখিত প্রায় সকল উপকরণই আরবি ভাষা পাঠদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তবে উপকরণ ব্যবহার যেহেতু নির্ভর করে পাঠের বিষয়বস্তু, বিষয়বস্তুর কাঠিন্য, শিখনফল, পাঠদানের পদ্ধতি ও কৌশল, শিক্ষার্থীর

বয়স ও আগ্রহ, শ্রেণিকক্ষের বাস্তবতা প্রভৃতির উপর– তাই বিষয়ভিন্নতার কারণে আরবি ভাষা (গদ্য ও কবিতা) পাঠদানের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহার উপযোগী উপকরণের তালিকাটি নিম্নরূপ হতে পারে:

পাঠ ঘোষণায়	ছবি, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, অডিও ক্লিপ, ভিডিও ক্লিপ, অঙ্কিতচিত্র, বাস্তববস্তু, পোস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, পাঠ্যপুস্তক।
লেখক/কবি পরিচিতি	ছবি, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, অডিও ক্লিপ, ভিডিও ক্লিপ, সেলফোন, তথ্যপত্র, চার্ট, ধারণা মানচিত্র, আর্ট/পোস্টার পেপার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, পাঠ্যপুস্তক।
আদর্শ পাঠে	পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, অডিও ক্লিপ, ভিডিও ক্লিপ, সেলফোন, পাঠ্যপুস্তক।
শব্দার্থ শিক্ষণে	ছবি, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, চার্ট, তথ্যপত্র, আর্ট/পোস্টার পেপার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ফ্লাশকার্ড/ভিকার্ড, আরবি অভিধান, শব্দার্থের তালিকা,পাঠ্যপুস্তক।
উচ্চারণ অনুশীলনে	পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, অডিও ক্লিপ, ভিডিও ক্লিপ, সেলফোন, পোস্টার, বানান ও উচ্চারণ অভিধান, উচ্চারণ প্রক্রিয়ার তালিকা, পাঠ্যপুস্তক।
পাঠ বিশ্লেষণে	ছবি, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, অডিও ক্লিপ, ভিডিও ক্লিপ, তথ্যপত্র, ধারণা মানচিত্র, রেখাচিত্র, ভূগোলক, চার্ট, মডেল, নকশা, অঙ্কিতচিত্র, বাস্তবস্তু, পোস্টার, আর্ট/পোস্টার পেপার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ফ্লাশকার্ড/ভিপকাড, পাঠ্যপুস্তক।
শ্রেণির কাজে	কর্মপত্র, ফলাবর্তনপত্র, আর্ট/পোস্টার পেপার, চার্ট, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, তথ্যপত্র, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ফ্লাশকার্ড/ভিপকাড, পাঠ্যপুস্তক।
পাঠ মূল্যায়নে	মূল্যায়নপত্র, প্রশ্নপত্র, পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম, তথ্যপত্র, আর্ট/পোস্টার পেপার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ফ্লাশকার্ড/ভিপকাড, পাঠ্যপুস্তক।

শিক্ষা উপকরণের উপযোগিতা

শিক্ষা কার্যক্রমকে সক্রিয়তাভিত্তিক, সহজ, সাবলীল, বাস্তবমুখী করে তোলার জন্য শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার অনস্বীকার্য। এর কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে মূর্ত ধারণা লাভ করে, শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়, শিখনে স্বতঃস্ফূর্ততা আসে, বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় হয়, শ্রেণির একঘেয়েমী দূর হয়। অন্যদিকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক খুব সহজে, অল্প শ্রমে, অল্প সময়ে, অল্প কথায় অনেক জটিল বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে অর্থপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে পারেন।

শিক্ষদান পদ্ধতি আজ গতানুগতিকতার পথ পরিহার করে আধুনিক ও নতুন চিন্তা-ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রেণিপাঠে শিক্ষককেন্দ্রিকতার পরিবর্তে এসেছে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষা যেহেতু ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধণ করে তাই শ্রেণিকক্ষের চার দেয়ালের মধ্যে পুস্তক সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা অপসৃত হয়ে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা আজ স্বীকৃত হচ্ছে। শিক্ষাকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করতে বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহারে যে পাঠদান জীবন্ত হয়, ধারণা (Conception) হয়, শিক্ষা আনন্দদায়ক হয় তা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাছেও আজ স্পষ্ট।

শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার

শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে অত্যন্ত কৌশলী হতে হয়। শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, চিন্তা, মেধা, আগ্রহ, প্রবণতা, শিক্ষণের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, কলাকৌশল, সময়, ব্যবহারের প্রক্রিয়া/কৌশল, বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ততা, ব্যবহারযোগ্যতা, শ্রেণিতে শিক্ষার্থীও সংখ্যা, পরবর্তী সময়ের জন্য সংরক্ষণের সুবিধা-অসুবিধা তথা উপকরণের উপযোগিতা, নির্ভরযোগ্যতা, সহজলভ্যতা প্রভৃতি দিক বিবেচনায় রেখে শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার করতে হয়।

সহায়ক সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণের গুণগত মান উন্নয়নের জন্যও শিক্ষককে সবসময় চিন্তাশীল থাকতে হয়। শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ব্যবহার করতে গিয়ে যখনই কোন সমস্যা দেখা দেয়, তখন

থেকেই শিক্ষককে ভাবতে হয় কি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে পরবর্তীতে ঐ সমস্যা এড়ানো যাবে। উপকরণ নির্বাচন ও এর ব্যবহার কৌশল উন্নয়নে শিক্ষককে প্রতিনিয়তই নিম্নলিখিত বিষয়ে চিন্তাশীল থাকা আবশ্যক–

- কী কী বিষয় নতুন সংযোজন ও বিয়োজন দরকার।
- শিক্ষার্থীরা কোন দিকটিকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করছে।
- কোন দিকটি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর মনে হচ্ছে।
- শিক্ষারা বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাচ্ছে কি না।
- ব্যবহার করতে গিয়ে কী কী সমস্যা দেখা দিচ্ছে।
- কী পদক্ষেপ নিলে ঐ সমস্যাসমূহ দূরীভূত হবে।
- পাঠকে কীভাবে আরো সহজ ও আকর্ষণীয় করা যায়।
- তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে কীভাবে-এর উপযোগিতা আরো বাড়ানো যায়।
- পরিবেশিত তথ্য কতটা যুক্তিনির্ভর, বাস্তবসম্মত ও মুর্তিমান।

৪.৬ পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মূল্যমানের দিক থেকে শিক্ষা উপকরণকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

উত্তরমালাঃ ১. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণবলতে কী বুঝেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষা পাঠদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন উপকরণের তালিকা প্রস্তুত করুন।

পাঠ ৪.৭: নমুনা পাঠ

উদ্দেশ্য

ভূমিকা:

زيارة حصنلالباغ

الدرسالسابع
সপ্তম পাঠ
الدرسالثاني :

زيارة حصن لالباغ

الجزءالاول

ابراهيم	:	السلام عليكم ورحمة الله
تحميد	:	وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته
ابراهيم	:	كيف حالك ياصديق؟
تحميد	:	الحمد لله بخير . وكيف أنت؟
ابراهيم	:	طيب،ماذاتفكر؟ياتحميد
تحميد	:	أفكرأن أرجع إلى القرية اليوم
ابراهيم	:	لا ارجع غداً، اليوم نتجول
تحميد	:	ماعندي فرصة للجولة عندي اشغل في البيت
ابراهيم	:	انتظريوماً فقط تزوراليوم أماكن مختلفة
تحميد	:	أية أماكن تزور؟
ابراهيم	:	حديقة الحيوانات، والمتحف الوطني، والنصب التذكاري في شابار.
تحميد	:	هذه الأماكن زرتها
ابراهيم	:	هل زرت حصن لالباغ؟
تحميد	:	لا، مازرت، هل هوبعيدعنا؟
ابراهيم	:	ليس ببعيد، بل قريب، مسافة نصف ساعة بركشا.
تحميد	:	ماذا ترى فيه؟
ابراهيم	:	هذاحصن تاريخي أسسه الحاكم المغولي في بنغال شائسته خان وفيها أثار قديمة وأشياء عجيبة ستراها بعد قليل .
تحميد	:	وما هي الآثار القديمة في حصن لالباغ؟
ابراهيم	:	فيه مسجدكبير أسس على نهج العما رات المغولية وقبرفوري بيبي ومتحف صغير وفيها عملات قديمة ونسخ قديمة للقرآن الكريم وفيها أشياء أخرى تاريخية .
تحميد	:	كم مرة سافرت حصن لالباغ؟
ابراهيم	:	سافرت حصن لالباغ مراراً

تحميد : طيب، لاأذهب اليوم الى القرية بل أتجول معك

ابراهيم : شكراًجزيلاً، نذهب الآن الى حصن لالباغ .

معاني المفردات

الكلمة	معناها	الكلمة	معناها
تفكر	চিন্তা করা	انتظر	অপেক্ষা কর
نتجول	আমরা ঘুরে বেড়াব	المتحف الوطني	জাতীয় যাদুঘর
أشغال	অনেক কাজ	النصب التذكاري	স্মৃতিসৌধ
نزور	আমরা পরিদর্শন করব	حصن	দুর্গ

تدريبات

أ. أجب عن الأسئلة الآتية شفهياًوكتابة :

١- لماذا لايرضى تحميد للجولة؟
٢- ماهي الأماكن التي أراد إبراهيم زيارتها؟
٣- أين وقع النصب التذكاري؟
٤- من أسس حصن لالباغ؟
٥- اذكر خمسة من الأماكن التاريخية في بلادنا للزيارة .

اكتب (صحيح) إذاكانت العبارةصحيحة أو (خطأ) إذاكانت العبارةخاطئة مع تصحيح الخطأ :

١- لايرضى تحميدعلى قول إبراهيم
٢- وقعت حديقة الحيوانات في داكا
٣- زار تحميد وإبراهيم الى حريقة الحديقة الحيوانات الى اداكا
٤- ذهب إبراهيم للجولة حصن لالباغ منفرداً

كون جملاًمفيدةبالكلماتالآتية :

الكلمات الجمل

١- القرية :.........................
٢- الجولة :.........................
٣- أماكن : ....
٤- مسافة : ....
٥- أتجول : ....

د. تبادلالحوارشفهياًوكتابةمستخدماًللكلماتبينالقوسينكمافيالمثال:

المثال :	(زرت / حضن لالماغ / أشياءكثيرة) إبراهيم : زرت حصن لالباغ؟ تحميد : لامازرت، أردت أن أزوراليوم . ماذا يوجد فيه؟ إبراهيم : يوجد فيه أشياءكثيرة ستراها تحميد : طيب، تفضل

١- شاهدت / حصن لالباغ / آثارقديمة

إبراهيم : ....
تحميد : ....
إبراهيم :...
تحميد : ....

٢- رأيت / حصن لالباغ / مسجد قديم ونفق

إبراهيم : ....
تحميد : ....
إبراهيم :...
تحميد : ....

٣- زرت / سندربن / مناظرجميلة

إبراهيم : ....
تحميد : ....
إبراهيم :...
تحميد : ....

٤- سافرت / المدينة / آثارإسلامية

إبراهيم : ....
تحميد : ....
إبراهيم :...
تحميد : ....

٥- شاهدت / شنارغاون / آثارتاريخية

إبراهيم : ....
تحميد : ....
إبراهيم :...
تحميد : ....

ز. الواجب المنزلي:

١- استخرج فعل فالأمرمن النص ثمصرف حسب الضميرالمخاطب

٢- اكتب فقرة مختصرة على حصن لالباغ .

ইউনিট ৫: আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে শিক্ষা উপকরণ

ভূমিকা

গুণগত ও মান-সম্পন্ন শিক্ষা একটি জাতির সর্বাত্মক উন্নতির হাতিয়ার। একজন দক্ষ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষনে যুগোপযোগী পাঠদান করে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় আধুনিক যুগে উপকরণের ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর ও আকর্ষণীয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার হওয়া চাই বিষয়ের সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাস্তবসম্মত ও হৃদয়গ্রাহী উপকরণ ব্যবহার শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠদানকে আরো সক্রিয়, মনোযোগী এবং আনন্দদায়ক করে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের দক্ষতার নান্দনিক বহিঃপ্রকাশ শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার। বিষয়ের সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের সমন্বয়ে শিক্ষার উপকরণ হবে শিক্ষার্থীদের প্রেরণা ও জ্ঞান-তৃষ্ণার অন্যতম খোরাক। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সক্রিয়তার জন্য Teaching Aidsখুবই জনপ্রিয় ও উপকারী মাধ্যম। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত ও আকর্ষণীয় মাধ্যম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT)ব্যবহার। সমসাময়িক বিশ্বে অনেক আগ থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে (ICT)ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা হচ্ছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের ডিজিটাল কনটেন্ট (Digital Content)তৈরি ও ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের এই উপকরণ ব্যবহারের পর তা সঠিকভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা উপকরণ নানান রকমের। তাইএর ব্যবহার, সংরক্ষন ও সংগ্রহে আছে বৈচিত্র্যময়তা। এগুলো যেহেতু অধিক ব্যবহার করা হয়, তাই এদের সংগ্রহ, সংরক্ষণ প্রয়োজন, যেন হারিয়ে না যায় বা নষ্ট না হয়।

এ অধিবেশনগুলোতে আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে শিক্ষা উপকরণের ধারণা-এর বিভিন্ন ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা, শ্রেণিকক্ষে একজন দক্ষ শিক্ষকের শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ও বিবেচ্য বিষয়সমূহ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT)ব্যবহার, শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণবিষয়ে আলোচনা করব। আলোচনার সুবিধার্থে ৪টি ভাগে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাঠ ৫.১	:	আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার
পাঠ ৫.২	:	শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন: বিবেচ্য বিষয়সমূহ
পাঠ ৫.৩	:	শিক্ষা উপকরণ তৈরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার
পাঠ ৫.৪	:	শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ

পাঠ ৫.১: আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা উপকরণ ও উপকরণের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা উপকরণের ব্যবহারের বিভিন্ন দিকসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার এবং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষা উপকরণ কী ও ধারণাগত দিক

শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে সহজে বোধগম্য ও ফলপ্রসূ করা চাই। এজন্য শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষক তার পাঠদানকে আনন্দময় করার জন্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে সকল সহায়ক সামগ্রী (Teaching Aids)ব্যবহার করেন, তাই শিক্ষা উপকরণ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণ অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। শ্রেণিকক্ষে একজন দক্ষ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের পাশাপাশি শিক্ষাকে শতভাগ ফলপ্রসূ করার জন্য নানা ধরনের বস্তু, সামগ্রী, মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের আগ্রহ উদ্দীপনা ও উৎসাহের সাথে পাঠদান করে থাকেন। এতে পাঠ্য বিষয়টি তার স্মৃতিশক্তিতে স্থায়ী রূপ ধারণ করতে সাহায্য করে।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে উপকরণের ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশ্ন করে কি বোঝাতে চেয়েছেন, তা জানতে চাইবেন। শিক্ষা উপকরণে কোন বিষয়টি তারা অনুধাবন করছে বা তাদের চিন্তা জগতে কোন ধরনের ঝড় বইছে তা বুঝতে পারবেন।

উপকরণ ব্যবহারের ধারণা প্রাচীন। বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নের যে প্রতিযোগিতা, তাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজেকে সেভাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা উপকরণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা আবশ্যক। আমাদের দেশে প্রচলিত লেকচার বা বক্তৃতা পদ্ধতির পরিবর্তে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির পাঠদানকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ফলে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে এ শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ও ব্যবহার

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের বিষয়বস্তুর চাহিদার প্রয়োজনে একজন শিক্ষকের নানান শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক হয়ে পড়ে। শিক্ষা উপকরণের বহুমাত্রিক ব্যবহারের ফলে এই ব্যবহার প্রক্রিয়াকে কয়েক ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি। এই উপকরণ আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিখনে শিক্ষার্থীকে সার্থকভাবে সফল করবে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের উপকরণ ব্যবহার কৌশল সম্পর্কে অবগত করাবেন এবং উত্তমরূপে শিখিয়ে দিবেন। শিক্ষা উপকরণের ভিন্নতার কারণে শিক্ষা বিজ্ঞানীরা নিম্নরূপ ভাবে শ্রেণি বিভাজন করেছেন।

ক. শ্রবণ ভিত্তিক উপকরণ (Audio Type Teaching Aids.
খ. দর্শনভিত্তিক উপকরণ (Visual Type Teaching Aids.
গ. শ্রবণ-দর্শন ভিত্তিক উপকরণ (Audio-Visual Type Teaching Aids.
ঘ. অনুসন্ধানমূলক উপকরণ (Investigators Teaching Aids.
ঙ. কর্ম-সম্পাদনমূলক উপকরণ (Work Oriented Teaching Aids.

আমরা এবার জেনে নেই বিখ্যাত মার্কিন শিক্ষাবীদ Edger Dale-এর প্রশিক্ষণ উপকরণ সম্পর্কে তাঁর শ্রেণি বিভাজন।

Cone of Experienceবা অভিজ্ঞতার মোচা

শিক্ষাবিদ Edger Dale (April 27, 1900 - March 8, 1985)প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নীতির উপর একটি ত্রিভুজ তৈরি করে তাতে ১১টি প্রকারভেদ দেখিয়েছেন। তিনি অভিজ্ঞতাসমূহকে মুর্ত থেকে বিমুর্ত করে উপস্থাপন করেন। বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষ শুধুই শুনতে পায়। এই শোনা পদ্ধতি তেমন স্থায়ী রূপ লাভ করে না করতে পারে না। ফলে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে স্থায়ীরূপ আসন পেতে বিমুর্ত ধারণাগুলোকে মুক্ত করে আরো ফলপ্রসূ করেন তিনি।

চিত্রঃ Cone of Experienceবা অভিজ্ঞতার মোচা।

ক. শ্রবণভিত্তিক উপকরণ

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে আরবি ভাষা ও সাহিত্যকে শ্রবণভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। পাঠদানে আমরা সব সময় শ্রবণেন্দ্রিয়কেই প্রথম ব্যবহার করি। যদি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী ভালো শ্রোতা হতে পারে, তাহলে আরবি ভাষার শব্দসমূহের উচ্চারণ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবে। এই শ্রবণশক্তিকে সক্রিয় করা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা অর্জনের মাধ্যমকেই শ্রবণভিত্তিক উপকরণ বলে। যেমন– শিক্ষকের বক্তৃতা, ভিডিও, অডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার, সিডি প্লেয়ার, মাইক ইত্যাদি।

খ. দর্শনভিত্তিক উপকরণ

দর্শন অর্থ দেখা। এ সকল উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দর্শন ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকে এবং যে কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে। একজন শিক্ষার্থী তার পাঠকে আরো বেশি মনোযোগী ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ লাভ করে এবং মননে পাঠ আরো বেশি স্থায়ী আসন লাভ করে।

যেমন- ছবি, পোস্টার, বুলেটিন, মানচিত্র, চার্ট, গ্রাফ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি।

গ. শ্রবণ-দর্শন ভিত্তিক

যে সকল শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী একাধারে শুনতে ও দেখতে পায়, সে সকল উপকরণকে শ্রবণ-দর্শন উপকরণ বলে। অনারব বা আজনবিদের আরবি ভাষা ও সাহিত্যে যথাযথভাবে জ্ঞানার্জনের জন্য এই মাধ্যমটি অত্যন্ত উপকারী। এতে একত্রে শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে তারপাঠ বিষয়ে শুনে ও দেখে আত্মস্থ করতে যথেষ্ট সুযোগ লাভ করে। যেমন– টিভি, ভিসিআর, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।

ঘ. অনুসন্ধানমূলক উপকরণ

শিক্ষার্থীদের অনেক বিষয় আছে যেখানে তাকে অনুসন্ধান করতে হয়। যে সকল শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে, বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিষয়সমূহে অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। একেই অনুসন্ধানমূলক উপকরণ বলা হয়। যেমন– রাসায়নিক দ্রব্য, পদার্থ, পরীক্ষণযন্ত্র ও পরিমাপক যন্ত্রসমূহ ইত্যাদি।

ঙ. কর্ম-সম্পাদনমূলক উপকরণ

শ্রেণিকক্ষে নয়, শ্রেণিকক্ষের বাহিরে হাতে-কলমে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান আহরণ করেন। বাস্তব পরিবেশে সরাসরি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন বিষয়ে প্রকৃত ধারণা লাভ করে। এই বাস্তবধর্মী বা সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করাকে কর্ম-সম্পাদনমূলক উপকরণ বলে। যেমন– দর্শনীয় স্থান, বস্তু, মিউজিয়াম, ছবি প্রকৃতি, নকশা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের মানুষ আরবি ভাষাকে ভালোভাবে আত্মস্থ করার জন্য এরকম বাস্তবধর্মী কাজে অংশগ্রহণ করে আরবি ভাষাকে ব্যবহার করতে পারেন। চর্চার মাধ্যমে আরবি ভাষাভীতি দূর হবে। ফলে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করবে।

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়ে ব্যাপক বিষয়বস্তু ভালোভাবে বোঝা, জানা, হৃদয়াঙ্গম করার জন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক এমনভাবে উপকরণ ব্যবহার করবেন, যেন সকল শিক্ষার্থী তা দেখতে পায়। সবাই সমানভাবে পাঠে অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রকৃত উপকরণ যেন বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য থাকে। শিক্ষকের পাঠ-পূর্ব পরিকল্পনা এমনভাবে থাকবে, ব্যবহৃত উপকরণ যেন সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন। সৃজনশীল চিন্তা-চেতনা তৈরির পাশাপাশি পাঠ্য বিষয়কে যত সহজ করে উপস্থাপন করা যায়। কেননা উপকরণের সহজীকরণের কৌশলের মধ্যেই শিক্ষকের সাফল্য।

শুধুমাত্র মুখস্ত বিদ্যা নয়, মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্যই বর্তমানে শিক্ষা উপকরণ অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিখনে আরবিয় সংস্কৃতির সাথে মিল রেখে শ্রেণিকক্ষে উপকরণগুলো উপস্থাপন করতে পারি। আরবদের সামাজিকতা, সংস্কৃতি, পোশাক, ঐতিহ্য, ধর্ম, মরুপ্রান্তরের নানান বৈচিত্র্যতা শিক্ষার্থীদের সামনে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করতে পারি। মরুভূমির জাহাজ উটকে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীরা যেমন সহজে বুঝবে, তেমনি কা'বা, মসজিদুন্নবী ইত্যাদির চিত্র, ভিডিও বা তাদের পোশাকের নমুনা উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থী সহজে আরবি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

শিক্ষা উপকরণের যথার্থ উপস্থাপনের ফলে মূল্যায়ন করার সময় ফলপ্রসূ মূল্যায়ন সম্ভব। তাই শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে তথা আরবি বিষয়কে শিক্ষার্থীদের মাঝে জনপ্রিয় ও সহজভাবে তাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

৫.১ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষা উপকরণ বলতে কি বুঝায়?
ক. পাঠ্য বিষয়
খ. পাঠ্য বিষয় মুখস্থ করা
গ. শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী
ঘ. ক্লাসের লেকচার

২. শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার বলতে কি বুঝায়?
ক. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি
খ. পাঠ্য বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মুর্ত বস্তু
গ. শ্রেণিকক্ষে বিমুর্ত ধারণা
ঘ. পাঠ্য বিষয়কে দীর্ঘায়িত করা

৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ফলে–
ক. শিক্ষার্থীরা তাড়াতাড়ি পড়তে পারবে
খ. শ্রেণিকক্ষে মনোযোগিতা কমে আসে
গ. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়
ঘ. পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে সহজে ও আনন্দদায়কভাবে জ্ঞান অর্জন করে

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণ কেন গুরুত্বপূর্ণ?
২. শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের শিক্ষার্থীর কি পরিবর্তন ঘটে?
৩. শিক্ষা উপকরণের শ্রেণি বিভাজনগুলো লিখ।
৪. অনুসন্ধানমূলক উপকরণ বলতে কি বুঝায়?
৫. আরবি ভাষা শিখনে উপকরণ কিভাবে ব্যবহার করবে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণের শ্রেণি বিভাগ বর্ণনা কর।
২. শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার কিভাবে আরবি ভাষার সাহিত্য শিখনে উপকার করবে– আলোচনা কর।
৩. শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

পাঠ ৫.২: শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন: বিবেচ্য বিষয়সমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা উপকরণের দিকসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা উপকরণের উন্নয়নের বিভিন্ন মাধ্যম আলোচনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের ধারণাগত দিক

বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একজন দক্ষ বা আদর্শ শিক্ষক তার পাঠদান প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের জন্য মনোযোগী ও আকর্ষণীয় করে তুলতে অনেক সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করে থাকেন। সব সময় এ সকল শিক্ষা সামগ্রী একই রকম বা সব পরিবেশে উপস্থাপন সামঞ্জস্য বা আনন্দময় নাও হতে পারে। সময়ের পরিক্রমায় শ্রেণিকক্ষে এ সকল সহায়ক সামগ্রী ব্যবহারে সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। Teaching Aidsবা শিক্ষাউপকরণ এর মান পরিবর্তন বা ধরন পরিবর্তন করে আমরা শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও মনোমুগ্ধকর করে তুলতে পারি। শিক্ষার্থীদের আকাঙ্খা বা চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া বা বিষয়টিকে আরও শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য উপকরণসমূহ হতে হবে তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী।

এক সময় মানুষ গাছের পাতা, বাকল, পাথর, চামড়া, কাঠ ইত্যাদিতে লিখতো। সময়ের পরিবর্তন ও শিল্পের উন্নতির কারণে নানান রকম কাগজ বা কাগজ সামগ্রী ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার তদ্রূপ আমরা বলতে পারি এক সময় বাঁশের কঞ্চি বা পাখির পালক ইত্যাদি কলম হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সভ্যতার পরিবর্তন ও সুবিধার সহজ লভ্যতার কারণে আজ নানান রকম ও নানান ধরনের কলম আমরা ব্যবহার করে থাকি। আমাদের ব্ল্যাক বোর্ড-এর জায়গায় আজ হোয়াইট বোর্ড এবং চক-ডাস্টার-এর জায়গায় মার্কার কলম আমরা ব্যবহার করছি।

বর্তমানে বৃহদাকার শ্রেণিকক্ষে মাইক ব্যবহার, প্রয়োজনে অডিও-ভিডিও-এর ব্যবহার এমনকি অনেক Programme আমরা শ্রেণিকক্ষে পরিবেশন করছি। যত রকম সুবিধা দেয়া বা গ্রহণ করা সম্ভব আমরা সবই করছি।

এই পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী পরিবর্তন বা ব্যবহার হচ্ছে শিক্ষা উপকরণের উন্নয়নে। বর্তমান Covid- 19 বা করোনা মহামারীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের সকল দেশ ডিজিটাল শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছি। যদি উপকরণের উন্নয়ন না করা হতো তাহলে ডিজিটাল মাধ্যমে বা Online-এ ক্লাস নেওয়া সম্ভব হতো না।

শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

- সমসাময়িক উপকরণ-এর সাথে পরিচিতির জন্য।
- পাঠদানের আধুনিক সহায়ক সামগ্রী উপস্থাপন বা ব্যবহার।
- সময়ের দাবি অনুযায়ী সশরীরে উপস্থিত না থেকেও অনলাইন পাঠদান প্রক্রিয়া চলমান রাখা।
- শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা সঠিকভাবে প্রদান করা।
- পাঠদান প্রক্রিয়ায় কোনো অজুহাত এর কারণে বিঘ্ন না ঘটানো।
- পুঁথিগত বিদ্যায় আটকে না রেখে বাস্তব প্রয়োগমূলক জ্ঞান দান করা।
- শিক্ষার্থীদের বিশ্বের চাহিদা মাফিক তৈরি করা ও মানসম্মত জ্ঞান বিতরণ করার মাধ্যমে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা।

- শিক্ষককে সময়োপযোগী উপকরণের সাথে প্রস্তুত করা।
- পাঠ প্রক্রিয়া সহজবোধ্য ও মনোযোগ আকর্ষণ করা।
- মানসম্মত পাঠদানে সদা প্রস্তুত থাকা এবং শিক্ষার্থীদের উপকরণের উন্নয়নের সাথে পরিচয় করার পাশাপাশি অভ্যস্ত করা।

শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

সময়ের চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তাই মানুষকে নতুনভাবে তৈরি হতে বা তৈরি করতে বাধ্য করে। শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা চলমান থাকবে অনন্তকাল। প্রয়োজনের তাগিদেই পরিবর্তন- পরিবর্ধন, নতুন-নতুন সংযোজন, বিয়োজন আমরা দেখতে পাব।

শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নে আমাদেরকে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে–

১. পাঠ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
২. পাঠ্য বিষয়ের সাথে কোনোভাবে অপ্রাসঙ্গিক হতে পারবে না।
৩. শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ ও আনন্দময় হয় এমন উপকরণ হতে হবে।
৪. উপকরণ এর সাথে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ধারণা থাকা আবশ্যক।
৫. এমন উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না, যা শিক্ষার্থীদের পাঠদানে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।
৬. সকল শিক্ষার্থী যেন অংশগ্রহণ করতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।
৭. অপরিচিত কোন উপকরণ হলে শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছ ধারণা ও উপকারিতা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।
৮. উপকরণ এর সহজলভ্যতা বিবেচনা করতে হবে।
৯. দুষ্প্রাপ্য ও ব্যয়বহুল, অপ্রচলিত উপকরণ ব্যবহার না করাই শ্রেয়।
১০. উপকরণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
১১. ডিজিটাল উপকরণ সম্পর্কে ধারণা ও এর উপকারিতা সম্পর্কে জানানো এবং উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
১২. অপ্রচলিত কোনো উপকরণ ব্যবহার করা হলে তার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদান করে-এর উপকারিতা সম্পর্কে জানাতে হবে।
১৩. স্থান, কাল, সময় ও আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনা করে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা আবশ্যক।
১৪. কোনো উপকরণ যাতে শিক্ষার্থীদের মনে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি না করে।
১৫. শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ যেন বৃদ্ধি না পায়।
১৬. শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হতে সাহায্য করে এমন উপকরণ ব্যবহারে মনোযোগী হওয়া ও বাস্তবায়ন করা দরকার।
১৭. যে উপকরণটি তৈরি বা ব্যবহার হবে, শিক্ষার্থীদের কতটুকু উপকারে আসবে তা বিচেনা করতে হবে।
১৮. কোন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উপকরণ তৈরি হচ্ছে, শিক্ষার্থীর বয়স, পূর্বজ্ঞান, শিক্ষা গ্রহণের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা, আগ্রহ ইত্যাদি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।
১৯. উপকরণ-এর কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য কিনা, বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে পাওয়া সম্ভব কিনা।
২০. এমনভাবে শিক্ষাপোকরণটি উপস্থাপন করতে হবে যেন শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থী দেখতে পায়, শেষ বেঞ্চে বসা শিক্ষার্থী ও সামনের সারিতে বসা শিক্ষার্থীর মতো দেখতে পায়।
২১. পাঠের একঘেয়েমি দূর করা।
২২. শিখনফল ফলপ্রসূ ও স্থায়ী করা।
২৩. শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও চিন্তাশীল করে গড়ে তোলা।
২৪. অধিক পরিমাণে বিষয়ের সাথে সমন্বিত নয় এমন বিষয় সন্নিবেশন না করা।
২৫. কাঠিন্য বর্জন করে সহজ উপস্থাপন এবং অর্থ পূর্ণ করা।

৫.২: পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন বলতে কি বুঝায়?
ক. শ্রেণিকক্ষে উপকরণের ব্যবহার
খ. দুষ্প্রাপ্য উপকরণের ব্যবহার
গ. পুরাতন শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার
ঘ. পাঠ্য বিষয় অনুযায়ী সঠিক উপকরণ এর ব্যবহার

২. শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নে বিভিন্ন মাধ্যম বলতে কী বুঝায়?
ক. সময়োপযোগী শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার
খ. শিক্ষার্থীদের দ্রুত সেখানে
গ. পাঠ্য বিষয়কে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া
ঘ. নতুন উপকরণ ক্রয় করা

৩. শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের ফলে–
ক. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী উপস্থিতি কমে আসে
খ. শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়কে কঠিন মনে করে
গ. শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে নতুন ধারণা লাভ করে এবং মনোযোগী হয়
ঘ. শিক্ষার্থীরা নিরুৎসাহিত হয়।

৪. উপকরণের উন্নয়ন বিবেচনা করার ফলে–
ক. সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বিশ্ব নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে
খ. শিক্ষকের মূল্যায়ন কমে যায়
গ. শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়
ঘ. শিক্ষক দিন দিন অলস হয়ে পড়ে

উত্তরমালা:১. ঘ, ২. ক, ৩. গ, ৪. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়?
২. উপকরণ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা কেন?
৩. শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের ফলে শিক্ষার্থীরা কীভাবে লাভবান হবে?
৪. শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা কর।
২. উপকরণ উন্নয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
৩. শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নে বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে ধারনা দাও।

পাঠ ৫.৩: শিক্ষা উপকরণ তৈরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা উপকরণ ও উপকরণ তৈরিতে আইসিটি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আইসিটি-এর বিভিন্ন ব্যবহারিক দিকসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা উপকরণ হিসেবে আইসিটি-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- Digital Contentনির্মাণে ICT-এর অবদান আলোচনা করতে পারবেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে বুঝায়

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আধুনিক সভ্যতায় নতুন দ্বার খুলে দেয় Information and Communication Technology (ICT)। একুশ শতকের শুরুতে এই পুরো বিশ্ব নির্ভর হয়ে যায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর। তৃতীয় শিল্প বিপ্লব, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব গড়ে ওঠে ICT-কে কেন্দ্র করেই।

তথ্য বা ইনফরমেশন (ICT)বলতে আমরা বুঝি, অনেকগুলো ডাটা বা তথ্য কণিকা একত্র হয়ে যে বার্তা তৈরি করে। এ সকল তথ্য আদান-প্রদানের ডিজিটাল মাধ্যম হলো টেকনোলজি।

বর্তমান ডিজিটাল টেকনোলজি বলতে প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা যা ব্যবহার করি, আমাদের এই যোগাযোগ মাধ্যম আইসিটি হিসেবে পরিচিত।

শিক্ষা উপকরণ-এ আইসিটি'র ব্যবহার

কম্পিউটার এটি ডেস্কটপ, ল্যাপটপ বা মিনি ল্যাপটপ ও প্যাড ধরনের হতে পারে। এ ছাড়া ফেসবুক (Facebook), মেসেঞ্জার (Mesenger), ইমো (Imo) হোয়াটসঅ্যাপ (What's App) ইনস্টাগ্রাম (Instragram) ইত্যাদি ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরিতে আমরা যা ব্যবহার করি।এছাড়া– মনিটর (Monitor), মাউস, কি-বোর্ড, প্রিন্টার ও প্রজেক্টর ইত্যাদিও ব্যবহার করি। এছাড়াও প্রদর্শনের জন্য মার্কার, সাইনপেন, পোস্টার পেপার ও ব্যবহার করি।

কম্পিউটার-On-Off (চালনা) করা ছাড়াও এমএস ওয়ার্ড (MS Word) প্রোগ্রাম ও পাওয়ার পয়েন্ট (MS Power Point) প্রোগ্রাম এখানে ব্যবহার হয়ে থাকে। পাওয়ার পয়েন্ট (MS Power Point) প্রোগ্রামের Slide Show-এর মাধ্যমে লেকচার প্রদান করা হয়। একটি ফাইল খোলা, ফোল্ডার খোলা, বিভিন্ন ডাটা সেট করা, প্রয়োজনে প্রিন্ট দেওয়া ইত্যাদি কাজ অত্যন্ত সহজে সম্পন্ন করা যায়।

পাওয়ার পয়েন্ট (Power Point) প্রোগ্রামের Slide Show-এর মাধ্যমে ছবি, অডিও, ভিডিও, সংযোজন ও বিয়োজন করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পাঠ্য বিষয় উপস্থাপন করা যায়। এতে শিক্ষার্থীরা মনোযোগে ও আনন্দ সহকারে পাঠ উপভোগ করতে পারেন।এমএস ওয়ার্ডে (MS Word), MS Power Point এ ছবি ও পরিচিতি,Slide-এর ছবি অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ব করতে হবে।

আইসিটি-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান বিশ্বকে বলা হয় প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ব। যে সকল দেশ উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত প্রত্যেকটি দেশ প্রযুক্তি নির্ভর ও উন্নত প্রযুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কৃষি অবকাঠামো খাতে প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে।

আমরা যদি শিক্ষাব্যবস্থার কথা আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব বর্তমান পৃথিবীতে প্রযুক্তির মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা, পরীক্ষাগ্রহণ, মিটিং সমস্ত কিছুই সহজে পরিচালনা করা যাচ্ছে। Zoom App (জুম অ্যাপ) দ্বারা বহু সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভিডিওর মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রমসহ সকল কার্যক্রম অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

এছাড়াও ICT-এর বহুবিধ সুবিধা রয়েছে।

- ইন্টারনেট ব্যবহার করে সুবিধা গ্রহণ;
- টেকনোলজি এর ব্যবহার বৃদ্ধি;
- সহজে কোন বিড়ম্বনাহীন কাজ কর্ম-সম্পাদন;
- সময় বাঁচানোর যাচ্ছে;
- অধিক সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে না;
- যে কোনো তথ্য ও জ্ঞান আদান-প্রদান করা যায়;
- অত্যন্ত দ্রুততার সহিত কর্ম-সম্পাদন;
- দাপ্তরিক (Official) সকল কাগজ Submit বা Print Out সহজেই করা যায়;
- যে কোনো তথ্য ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যায়।

তেমনি আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে শিক্ষকের উপকরণ তৈরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি যে কোনো বিষয়ে অত্যন্ত সহজে জ্ঞানার্জন সম্ভব। ICT Based Education-এ মুহূর্তে সর্বাধিক ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় মাধ্যম হওয়ায় এটি আমাদের সবার ব্যবহার আবশ্যক।

৫.৩ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে কী বুঝায়?
ক. তথ্য সরবরাহে প্রযুক্তির ব্যবহার
খ. কম্পিউটার চালনা করা
গ. ফেসবুক ব্যবহার করতে জানে
ঘ. ডিজিটাল কনটেন্ট প্রদর্শন

২. কোনগুলো কম্পিউটারের ডিভাইস?
ক. টেলিফোন, পোস্টার হোয়াইট বোর্ড
খ. মনিটর মাউস প্রজেক্টর প্রিন্টার
গ. বই কলম কাগজ
ঘ. লাইট ফ্যান চার্জার

৩। শ্রেণিকক্ষে আইসিটি ব্যবহারের ফলে–
ক. শিক্ষার্থীরা কিছুই বুঝতে পারে না
খ. শ্রেণিকক্ষে সময়ের অপচয় হয়
গ. শিক্ষার্থীরা আনন্দপূর্ণভাবে পাঠে মনোযোগী হয়
ঘ. শিক্ষার্থীরা বিষয়টি জটিল মনে করে

৪. ডিজিটাল কনটেন্ট এর ফলে–
ক. শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ কমে যায়
খ. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে দূরত্ব বাড়ে
গ. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী উপস্থিতি কমে যায়
ঘ. আগ্রহ সহকারে পাঠ বিষয়ে অংশগ্রহণ করে

উত্তরমালা:১. ক, ২. খ, ৩. গ, ৪. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণ তৈরিতে আইসিটি-এর প্রয়োজন কেন?
২. ডিজিটাল কনটেন্ট বলতে কী বুঝায়?
৩. MS Power Pointব্যবহার করে কিভাবে কনটেন্ট তৈরি করতে হয়?
৪. MS Wordকী কাজে ব্যবহৃত হয়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আইসিটি বলতে কী বুঝ? এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।
২. বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আইসিটি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
৩. ভালো ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে হলে কী কী জানতে হবে, আলোচনা কর।

পাঠ ৫.৪: শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা উপকরণ বা শিখন সামগ্রীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা উপকরণ এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

শিখন সামগ্রীর প্রকারভেদ উপস্থাপন

বর্তমানেInformation Highway-এর যুগে শিখন-শেখানো সামগ্রী বা Teaching Aids-এর তালিকায় যুক্ত হচ্ছে নিত্য নতুন উপকরণ। ১৯৮৫ সালে দার্শনিক Henry Ellington Phil Race প্রযুক্তিগত পার্থক্যের দিক থেকে শিখন সামগ্রীগুলোকে নিম্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।

১. মুদ্রিত উপকরণ ও শ্রুতিলিপি;
২. অপ্রক্ষেপিত প্রদর্শন;
৩. স্থির প্রক্ষেপিত প্রদর্শন;
৪. শ্রবণ উপকরণ।
৫. শ্রবণ যুক্ত স্থির দর্শন উপকরণ;
৬. দর্শন উপকরণ;
৭. ICT Basedউপকরণ।

শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ

পৃথিবীর সকল দেশেই শিক্ষার প্রথম উপকরণ হলো পাঠ্য পুস্তক। শিক্ষার্থীর প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টির সাথে পাঠের অভ্যাস গঠনে পাঠ্যপুস্তক এর গুরুত্ব অপরিসীম। কোমল হৃদয়ে প্রথমেই দোলা দেয় পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও শিখনফলকে অর্থবহ, সৃজনশীল ও স্থায়ী করার মানসে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠের সহায়ক অনেক দ্রব্য সামগ্রী উপস্থাপন বা ব্যবহার করেন। এই সহায়ক সামগ্রী নানান উপায়ে সংগ্রহ করা হয়।

১. স্থানীয়ভাবে পাওয়া সহজলভ্য উপকরণ, যা আমাদের চারপাশে অনেক কিছু থেকেই পেতে পারি।
২. স্থানীয়ভাবে তৈরী উপকরণ।
৩. স্বল্পমূল্যে বা প্রয়োজনে বেশি মূল্যে ক্রয়কৃত উপকরণ।
৪. দৃশ্য উপকরণ: যেমন– বই, পোস্টার পেপার, ডিপকার্ড, বিভিন্ন গাছ-গাছালির অংশ বিশেষের ছবি, চিত্র, ফুল, ফল-মূল ইত্যাদি সংগ্রহ করা।
৫. শ্রব্য উপকরণ: যেমন– মোবাইল, রেডিও, টেপ রেকর্ডার, গ্রামোফোন ইত্যাদি।
৬. দৃশ্য-শ্রব্য উপকরণ: যেমন– মোবাইল, টেলিভিশন, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সিনেমা, নাটক ইত্যাদি।
৭. বিভিন্ন নকশা, চিত্র, মানচিত্র ইত্যাদিও উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার

শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠদান প্রক্রিয়াকে আকর্ষণীয়, সবার জন্য ফলপ্রসূ, সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করার জন্য শিক্ষা উপকরণ সামগ্রী ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। কোনো বিষয়কে যেন শিক্ষার্থীরা কঠিন বা দুর্বোধ্য মনে না করে। উপকরণ ব্যবহারের ফলে তাদের বিরক্তি দূর হয়ে আনন্দের সাথে পাঠে মনোযোগ সৃষ্টি করে।

অনেক সময় বক্তৃতা বা লেকচার-এর মাধ্যমে একটি বিষয় ভালোভাবে বোঝানো কঠিন হয়। তাই উপকরণের ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহজেই তা বোধগম্য করতে পারে।

আরবি ভাষা আয়ত্ত করার জন্য যদি ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে তাদের কথোপকথন দেখানো হয়, তাহলে তাদের বলার ভঙ্গি ও উচ্চারণ সহজে শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারবে। এতে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি আত্মস্থ করার সাথে সাথে আনন্দও পাবে।

বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং মানবিক বিভাগের বিভিন্ন বিষয় উপকরণের ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীরা সে বিষয়টি আত্মবিশ্বাসের সহিত উপলব্ধি করতে পারে। বর্তমান প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা এমন অনেক উপকরণ (যা আগে কঠিন ছিল) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের বিষয়টির গভীরে মনোনিবেশ করতে পারি।

একটি শ্রেণিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নানান সামর্থ্যের শিক্ষার্থী থাকে। অনেক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী একীভূতভাবে (Inclusive Education)শিক্ষা অর্জন করতে পারে। যার যা চাহিদা তা সম্পন্ন করা সম্ভব একমাত্র সঠিক উপকরণের ব্যবহারের মাধ্যমে।

সকল শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণ করার সামর্থ্য একই রকম হতে পারে না। যদি পাঠদানে উপকরণ ব্যবহার করা হয় তাহলে সকল শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের উন্নতি ঘটে। পুঁথিগত বিদ্যায় আটকে না থেকে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার্থী ও জাতি তৈরি করার মানসিক সামর্থ্য অর্জন করে।

শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ

শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ আবশ্যক। উপকরণের শ্রেণিভেদে আমরা সহজলভ্য, স্বল্পমূল্য বা দুর্মূল্যের উপকরণ পেয়ে থাকি। এর মধ্যে কিছু পঁচনশীল, অস্থায়ী, স্থায়ী উপকরণও আছে। হাতের কাছে সহজে পাওয়া প্রকৃতি থেকে উপকরণ আমরা সহজেই পেয়ে থাকলেও সব সময় যেন সঠিক ভাবে উপকরণ শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে পারি তার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

১. পঁচনশীল উপকরণ সঠিক বা যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা।
২. যে সকল উপকরণ শুষ্ক জায়গা রাখা দরকার, তা সঠিকভবে সংরক্ষণ করা।
৩. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গাতে রাখতে হবে।
৪. ICT Based Digital Aidsযথাযথভাবে সংরক্ষণ করা আবশ্যক। যেমন– অনেক ভিডিও, ছবি, ডকুমেন্ট, অনুষ্ঠান ইত্যাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে তা নষ্ট বা হারিয়ে যেতে পারে। সামান্য অবহেলায় মূল্যবান উপকরণ সঠিক সময়ে ব্যবহার করতে না পারলে ক্ষতিটা আমাদেরই। তাই Digital Aidsগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষণ জরুরি।
৫. অনেক দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ছবি, চিত্র, নকশা ইত্যাদি দুর্লভ হওয়ার কারণে এগুলোর চাহিদাও অনেক। এগুলো সঠিক জায়গায় সংরক্ষণ করলে ইঁদুর বা পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা করা সম্ভব।
৬. মাটির তৈরি তৈজষপত্র বা যে কোন দ্রব্য, বস্তু যখন উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় এগুলো যত্ন করে সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাঠদানে উপকরণের ব্যবহারকে মনোমুগ্ধ করে আত্মবিশ্বাসী একজন শিক্ষার্থী তৈরি করা সম্ভব। যাতে করে টেকসই গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। সংগ্রহ ব্যবহার ও সংরক্ষণ এর প্রতিটি ধাপেই অত্যন্ত যত্নসহকারে ব্যবহার করা উচিত।

৫.৪ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ বলতে কি বুঝায়?
ক. পাঠ্যপুস্তক
খ. পাঠ্য বিষয় উপস্থাপনের জন্য শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহ
গ. দুষ্প্রাপ্য কোনো দ্রব্য সামগ্রী উপস্থাপন
ঘ. শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা প্রদান

২. শিক্ষা উপকরণ কিভাবে ব্যবহার করা হয়?
ক. পাঠ্য বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য রেখে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মুর্ত বস্তু
খ. শ্রেণিকক্ষের বাহিরে
গ. বিশাল কোনো অনুষ্ঠানে
ঘ. নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য

৩. শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ফলে–
ক. শিক্ষার্থীরা দুর্বোধ্য মনে করে
খ. শিক্ষক তার বিষয় উপস্থাপন দীর্ঘ করে
গ. শিক্ষার্থী উৎসাহ ও মনোযোগ সহকারে বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়
ঘ. শিক্ষার্থীরা ভালো পরীক্ষা দিতে পারে

৪. শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ-এর ফলে–
ক. অর্থ সাশ্রয় হয়
খ. প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার সম্ভব হয়
গ. পরবর্তীতে অন্য কোথাও বিক্রি করা যায়
ঘ. শিক্ষা জাদুঘর তৈরি করা যায়।

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ক, ৩. গ, ৪. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ?
২. শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ফলে কিভাবে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়?
৩. শিক্ষা উপকরণ কেন সংরক্ষণ করা জরুরি?
৪. আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা উপকরণ কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
২. শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে একজন আদর্শ শিক্ষক কোন বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন বর্ণনা কর।
৩. শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণের উপায়গুলি বর্ণনা কর।

ইউনিট ৬: শিক্ষার্থীর আরবি ভাষার কাওয়ায়েদ (নাহু ও ছরফ)-এ পারদর্শিতা উন্নয়ন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল

ভূমিকা

ভাষার অন্যতম উপাদান হলো- ব্যাকরণ। প্রত্যেক ভাষারই ব্যাকরণ আছে। প্রতিটি ভাষা বোঝার জন্য সেই ভাষার ব্যাকরণ জানা অবশ্যম্ভাবী। ইসলামের মূল গ্রন্থ কুরআন হাদিস, আরবি ভাষায় অবতীর্ণ ও লিখিত হয়েছে। এসব মূলগ্রন্থ আরবি ব্যাকরণ জানা ছাড়া উপলব্ধি দুস্কর। সুতরাং আমাদের মধ্যে যারা আরবি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়, কুরআন-হাদিস জানতে, বুঝতে, ইসলাম ধর্মের খেদমত এবং প্রচার প্রসার করতে চায়- তাদের জন্য আরবি ব্যাকরণ জানা প্রয়োজন। এটি বিশ্বের একটি সুপ্রাচীন, শীর্ষ ও সমৃদ্ধ ভাষা। এ ছাড়া ভাষাটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পারস্পরিক যোগাযোগের ভাষা। তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ভাষা হওয়ায়- এর ব্যাকরণ জানা অত্যন্ত জরুরি।

পাঠ ৬.১	:	ইলমে সরফ
পাঠ ৬.২	:	ইলমে সরফ শিক্ষাদানের অনুসরণীয় সাধারণ কৌশলসমূহ
পাঠ ৬.৩	:	ইলমে নাহুর বিশ্লেষন: ইলমে নাহু শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি
পাঠ ৬.৪	:	নাহু শিক্ষণ-শিখনের পদ্ধতি ও অনুশীলন

পাঠ ৬.১: ইলমে সরফ

ভূমিকা

আরবি ব্যাকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়হলো– علمالصرف; আরবি ভাষার উৎকর্ষ সাধন ও অলংকরণে এটির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। علمالصرف-এ মূলত শব্দের গঠন, প্রকরণ ও রূপান্তর প্রক্রিয়া নিয়েআলোচনা করা হয়। যেমন– يذهب শব্দটি ইলমে সরফ-এর একটি বিষয়। কারণ, এটি একটি শব্দ, যা ذهب থেকে উদ্ভূত। কীভাবে ذهب থেকে يذهب হলোতার বিধান বলে দেয়ইলমে সরফ।

ইলমুস সরফ-এর পরিচয়

আরবি দুটি শব্দের মিলনে গঠিত হয়েছে “ইলমুল-সরফ” সম্বন্ধ পদটি। ইলম অর্থ– কোনো কিছু জানা এবং উপলব্ধি করা; এখানে علم অর্থ– শাস্ত্র। আর الصرف শব্দের আভিধানিক অর্থ: রূপান্তর, পরিবর্তন ও বদল করা (التَّغْيِيْرُ،التَّحْوِيْلُو التَّخْلِيْف) ইত্যাদি। তাহলে ইলমুল সরফ (علمالصرف) অর্থ দাঁড়ায়রূপান্তর শাস্ত্র।

পারিভাষিক সংজ্ঞায়বলা যায়, ইলমুস সরফ বলতে আরবি ব্যাকরণের সে– দিককে বোঝায়, যাতে আরবি ভাষার শব্দাবলির বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মো. আতিকুর রহমান বলেন:

“সরফ এমন একটি শাস্ত্র, যাতে উদ্দিষ্ট শব্দসমূহের রূপান্তর, পরিবর্তন, দ্বিকরণ ও বদলকরণ সম্পর্কে আলোচনা করে।[১]

ইলমে সরফ-এর আলোচ্য বিষয়

ইলমে সরফ-এর আলোচ্য বিষয়হলো– الكلماتالعربيةالمتصرفة তথা রূপান্তরশীল আরবি শব্দাবলি। অর্থাৎ রূপান্তরশীল শব্দ ও রূপান্তর প্রক্রিয়াই হলো علمالصرف-এর আলোচ্য বিষয়। আবু উসমান আল মাজিনি বলেন।[২]

শব্দ ও তার প্রকারভেদ

শব্দ ও তার প্রকারভেদ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো:

উদাহরণ

শব্দ (الكلمة)	শ্রেণিভাগ (نوعها)	কারণ المسبب
ذهب	فعل	كلمة تدل علىٰ عملفىزمن. শব্দটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কাজ সংগঠিত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।
خالد	اسم	كلمة تدل علىٰ اسم. শব্দটি একটি নামের প্রতি ইঙ্গিত দেয়।
إلىٰ	حرف	كلمة لايظهرمعناهاإلامعغيرها. শব্দটি অন্যের সাহায্য ছাড়া পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না।

[১]মুহাম্মদ আতিকুর রহমান ও অন্যান্য, কাওয়া ইদুল লুগাতিল আরাবিয়াহ (ঢাকা, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ২০১৬ সাল), পৃ. ০১

ইলমে সরফ শিক্ষার উদ্দেশ্য

ইলমে সরফ-এর উদ্দেশ্য হলোবিভিন্ন শব্দ একই নিয়মকানুনের মাধ্যমে জানতে এবং অল্প সময়েছাত্র-ছাত্রীরা ক্রিয়াসমূহের পরিমাপ, বাবসমূহ এবং ক্রিয়ার জটিলতা দূরীকরণ বুঝতে ও শিখতে সক্ষম হয়। শব্দগত ভুলভ্রান্তি থেকে জিহ্বাকে রক্ষা করা এবং লেখার ক্ষেত্রে ভাষার রীতি মেনে চলা। مبادئالعربية গ্রন্থকার বলেন,

অর্থাৎ সরফ এমন একটি শাস্ত্র, যা উদ্দিষ্ট অর্থ অনুযায়ী বিভিন্ন আকৃতিতে রূপান্তর করা সম্পর্কে আলোচনা করে।যেমন– النصر মাসদার থেকে অতীতকালের রূপান্তর হলো।

এভাবে প্রতিটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল দিয়েপ্রতিটিকালের রূপান্তরের যোগ্যতা অর্জন হয়ইলমে-সরফ শেখার মাধ্যমে। যেমন: বাংলায়আমরা রূপান্তর করে থাকি– সে সাহায্য করল, আমি সাহায্য করলাম, তুমি আমাকে সাহায্য করলে, আমরা যাব, তারা আসবে, তুমি পড়বে প্রভৃতি। অনুরূপভাবে, আমরা ইংরেজি Tenseশেখারপরও ক্রিয়ার রূপান্তর করতে পারি। যথা– I eat rice, He eats rice, I ate rice, I have eaten riceপ্রভৃতি। এভাবে যদি কেউ ইলমুস-সরফ শেখে তিনিও এ রকম আরবিতে কথা বলতে পারবে।

৬.১ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. الصرف শব্দের অর্থ কী?
ক. বিশেষ্য
খ. বিশ্লেষণ
গ. রূপান্তর
ঘ. পরিবর্তন

উত্তরমালা: ১. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ইলমে সরফ কাকে বলে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ইলমে সরফ শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

পাঠ ৬.২: ইলমে সরফ শিক্ষাদানের অনুসরণীয়সাধারণ কৌশলসমূহ

উদ্দেশ্য

সরফ শিক্ষার সহজ পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ:[৩]

ইলমে সরফকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. ক্রিয়ার পরিমাপসমূহ
২. ক্রিয়ার বাবসমূহ
৩. ক্রিয়ার জটিলতা দূরীকরণ

ইলমে সরফ-এর এই তিনটি বিষয়শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকগণ নিম্নলিখিত সহজ পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করবেন। যথা:

প্রথমত: শিক্ষকগণ সহজ নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু করবেন। প্রথমে অতীতকালের ক্রিয়াসমূহ শিক্ষা দেবেন। কেননা, অতীতকাল ক্রিয়া পরিমাপের প্রথম এবং সহজ ধাপ। এক্ষেত্রে বর্তমান– ভবিষ্যতকাল, নির্দেশসূচক ও নিষেধজ্ঞাপক ক্রিয়াসমূহ শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়ত: ক্রিয়ার বাব (بابالفعل) শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিন বর্ণ বিশিষ্ট ক্রিয়াসমূহ (الفعلالثلاثي)শিক্ষা দেবে। যেমন– نصرضربفتح প্রভৃতি। কেননা, তিন বর্ণ বিশিষ্ট ক্রিয়া চার বর্ণ বিশিষ্ট ক্রিয়া الفعلالرباعي) বা পাঁচ বর্ণ বিশিষ্ট ক্রিয়া (الفعلالخماسي)-এর চেয়েসহজ।

তৃতীয়ত: ক্রিয়ার জটিলতা বা দূর্বোধ্যতা দূরীকরণ (التعليل)-এর ক্ষেত্রে প্রথমে সহজীকরণ التسهيل, অতঃপর পরিবর্তন (التبديل) আর (التقليب) ইত্যাদি। এরপর শিক্ষকশিক্ষার্থীদেরকে কিছু নিয়ম শিক্ষা দেবেন, যে নিয়মগুলো নির্ধারিত স্থানে ব্যবহার করে ক্রিয়ার বিভিন্নরূপ নিরূপণ করতে পারবে। যথা:

পরিমাপের বিভিন্নরূপের ক্ষেত্রে

১. দ্বি-বচনের চিহ্ন হিসেবে একবচন ক্রিয়ার শেষে বা ل কালেমা (শেষ বর্ণ)-এর পর (ا) ব্যবহৃত হয়েথাকে। যেমন: نصراضربا فتحا ইত্যাদি।
২. বহু-বচন পুং লিঙ্গের চিহ্ন হিসেবে একবচন ক্রিয়ার শেষে (وا) ব্যবহৃত হয়েথাকে। যেমন:نصرواضربُوافتحوا ইত্যাদি।
৩. বহু-বচন স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন হিসেবে– একবচন ক্রিয়ার শেষে (تْ) ব্যবহৃত হয়েথাকে। (ت এ সাকিন)।

তা'লীলের ক্ষেত্রে

তা'লীল-হরফে ‘ইল্লতকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েথাকে।

إعلال চার প্রকার। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো;

১. إعلالبالتسكين হরফে ইল্লতকে সাকিন করা। যেমন: يجريُ শব্দের ي-কে সাকিন করে يَجْرِيْ করা হয়েছে।

[৩]মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭-২০৮

২. إعلالبالنقل: হরকতযুক্ত হরফে ইল্লতের হরকতকে পূর্বের সহিহ সাকিন হরফে স্থানান্তর করা। যেমন– يقْوُلُ শব্দের واو-এর পেশকে পূর্বের সাকিনযুক্ত হরফে স্থানান্তর করার ফলে يَقُوْلُ হয়েছে।
৩. إعلالبالحذف হরফে ইল্লতকে বিলোপ করা। যেমন– يَوْعِدُ- হতে واو--কে বিলোপ করে يَعِدُ করা হয়েছে।
৪. إعلالبالقلب এক হরফে 'ইল্লতকে অন্য হরফে 'ইল্লত দ্বারা পরিবর্তন করা। যেমন– قول শব্দের হরফে ইল্লত (واو)-কে ألف দ্বারা পরিবর্তন করে قال করা হয়েছে।

শ্রেণিকক্ষে ইলমে সরফ পাঠদান পদ্ধতি

শিক্ষার্থীকে আরবি ভাষার পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে অবশ্যই তাঁকে 'ইলমে সরফ (علمالصرف) শিখতে হবে। শেখানোর পদ্ধতিটি এমন হতে হবে, যাতে করে শিক্ষার্থী পাঠটি সহজেই উপলব্ধি করে, তা প্রয়োগের মাধ্যমে আরবি ভাষায়কথা বলা ও লেখার কাজ সম্পাদন করতে পারে। বাংলাদেশে সরফ পাঠদান পদ্ধতি সনাতন পদ্ধতির ওপর চলমান। বিধায়, শিক্ষার্থীরা ইলমে সরফ-এর পাঠদানের অনেক বিধান মুখস্থ করে, কিন্তু তা প্রয়োগ করতে পারে না। এজন্য প্রয়োগ নির্ভর পদ্ধতির বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন। নিচেপ্রয়োগ নির্ভর পদ্ধতির কিছু দিক তুলে ধরা হলো:[৪]

প্রথমত: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক পাঠদানের সাধারণ কৌশল অবলম্বন করবেন। প্রথমে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। আর শ্রেণিবিন্যাস করা, বাড়ির কাজ বা অ্যাসাইনমেন্ট সংগ্রহ, বোর্ড সংরক্ষণ, মনোযোগ আকর্ষণ, পূর্বজ্ঞান যাচাই ও নুতন পাঠ ঘোষণার কাজ সম্পাদন করবেন। এরপর ইলমুস-সরফ-এর আলোচ্য বিষয়েবর্ণিত পদ্ধতির আলোকে সম্পাদন করবেন।

দ্বিতীয়ত: শিক্ষক প্রথম দিন সাধারণ অতীতকালের ক্রিয়াররূপ (ماضيمطلق) শিক্ষা দেবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক সরফের যে বিষয়টির বর্ণনা শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করতে চান তার ওপর ভিত্তি করে, কোনো একটি আরবি ইবারত (বাক্য সমষ্টি) বাছাই করবেন কিংবা নিজে তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে নিয়েআসবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। আর অতীতকালের ক্রিয়ার শব্দের প্রতি ইঙ্গিত করবেন। যেমন– শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাধারণ অতীতকাল (ماضيمطلق) সম্পর্কে ধারণা দিতে চান তবে একটি ইবারত এভাবে বলতে পারেন।

এভাবে বোর্ডে কথাগুলো লিখতে হবে এবং .. ذهبدخلقعدوقفسلم শব্দগুলোর নিচে দাগ দিতে হবে। আর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, তারা শব্দাবলির মধ্যে কী কী মিল দেখতে পাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে দেখার পর বলতে চেষ্টা করবে:

- ✓ সবগুলো শব্দ তিন অক্ষর বিশিষ্ট;
- ✓ প্রতিটি শব্দের তিনটি অক্ষরই যবর বিশিষ্ট

অনুরূপভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শব্দমূল (المادة) শেখাবেন। যথা:

- الذهب শব্দ থেকে ذهب।
- الدخول শব্দ থেকে دخل
- القعود শব্দ থেকে قعد
- الوقوف শব্দ থেকে وقف

আর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ক্রিয়ামূল (المصدر) শেখাবেন। যেমন:

- النصر থেকে نصر

4

- الذهب ক্রিয়ামূল থেকে -----
- الدخل ক্রিয়ামূল থেকে ----
- القعد ক্রিয়ামূল থেকে ------
- الوفق ক্রিয়ামূল থেকে -----

অতঃপর শিক্ষক বলবেন, তাহলে এই ধরনের শব্দ যেগুলো সাধারণত তিন অক্ষর বিশিষ্ট এবং যবর বিশিষ্ট হয় সেগুলো সাধারণ অতীতকাল (ماضيمطلق)-এর শব্দ। শিক্ষক আরও বলবেন, ماضيمطلق মানে সাধারণ অতীতকাল। অর্থাৎ এমন শব্দ, যা দ্বারা সাধারণভাবে অতীতকালের কোনো কাজ সম্পাদন করা বোঝায়।

তৃতীয়তঃ বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেওয়ার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বারবার বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রশ্ন করে– তার ধারণাকে আরও স্বচ্ছ করার চেষ্টা করবেন। এবার শিক্ষক প্রশ্ন করবেন,

১. ماضيمطلق মানে কি?
২. ماضيمطلق কাকে বলে?
৩. ماضيمطلق-এ শব্দ সাধারণত কয়টি হয়?

শব্দগুলো কীসের শব্দ?

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে দুটো করে শব্দ খাতায়অথবা বোর্ডে লেখা নির্দেশ দেবেন। এভাবে প্রশ্ন উত্তর এবং বোর্ডে লেখা বা খাতায়লেখা, মূল্যায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ماضيمطلق-এর সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে পারে। এভাবে শিক্ষক বাবসমূহ (الأبواب) এবং তা'লীল (التعليل) শিক্ষা দেবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়াবলি লক্ষ রাখবেন। যথা:

- সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে;
- শ্রেণিকক্ষে কোনো শিক্ষার্থীকে অবহেলা করা যাবে না;
- পাঠসংশ্লিষ্ট শব্দাবলি শেখাতে হবে;
- পাঠ বুঝতে ও শিখতে সহায়ক বাড়ির কাজ খাতায়লিখে আনতে শিক্ষার্থীদেরকে দায়িত্ব দিতে হবে।

এভাবে প্রয়োগ নির্ভর ও বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে ইলমুস-সরফ পাঠদান করতে হবে। উল্লিখিত পদ্ধতিতে ইলমুস-সরফ (علمالصرف) শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থীরা সহজভাবে ও আগ্রহের সাথে এই বিষয়েজ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হবে। ইলমে সরফ-এর নিয়ম অর্জিত হলে, ইলমুন-নাহু বা আরবী ব্যাকরণ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হবে। বাক্যকে যুক্ত করার জন্য অথবা ক্রিয়াবিহীন আরবি বাক্য তৈরির জন্য ইলমে নাহু শিখতে হবে।

৬.২ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইলমে সরফকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

উত্তরমালা: ১. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. التعليل কাকে বলে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষে ইলমে সরফ পাঠদান পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

পাঠ ৬.৩: ইলমে নাহুর বিশ্লেষন: ইলমে নাহু শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

ভূমিকা

আরবি ব্যাকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো– علمالنحو তথা বাক্যবিন্যাস শাস্ত্র। এই শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে আরবি বাক্য গঠনের নিয়মাবলি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। আরবি প্রবাদে আছে, النحوفيالكلامكالملحفيالطعام অর্থাৎ খাবার সুস্বাদু হওয়ার জন্য লবণ যেমন প্রয়োজন, আরবি বাক্য শুদ্ধ হওয়া জন্য নাহু তেমনই প্রয়োজন। আরবি ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষণে নহু শাস্ত্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

ইলমে নাহু-এর পরিচয়

আরবি দুটি শব্দের মিলনে গঠিত হয়েছে "ইলমুন-নাহু' (علمالنحو) সম্বন্ধ পদটি। ইল্ম (علم) অর্থ– কোনো কিছু জানা ও উপলব্ধি করা; এখানে ইলম (علم) অর্থ– শাস্ত্র। আর النحو শব্দের আভিধানিক অর্থ القصدوالإرادة ইচ্ছা কারা ও সংকল্প করা; তা ছাড়া শব্দটি পথ, মতো, উদাহরণ, পরিমাণ, পরিমাপ, দিকে, নিক্ষেপ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েথাকে। ইলমে নাহু-এর সংজ্ঞায়মুহাম্মদ আতিকুর রহমান বলেন:[৫]

অর্থাৎ علمالنحو এমন কিছু নিয়ম জানার নাম, যা দ্বারা معرب ও مبني হওয়ার দিক থেকে তিনটি কালেমা (اسمفعلحرف)-এর শেষের অবস্থা এবং এক কালেমার সাথে অন্য কালেমা (এক শব্দর সাথে অন্য শব্দ) সংযোজনের মাধ্যমে বাক্য গঠন করার পদ্ধতি অবহিত হওয়া যায়।

এখানে শব্দের শেষের অবস্থা মানে হচ্ছে– শব্দের শেষে যের, যবর, পেশ ইত্যাদি কোনটা হবে, তা জানা যায়। আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব:

ضربزَيْدٌعَمْروا এই বাক্যটির উচ্চারণ হলো– দারাবা যায়দুন আমরান। 'দারাবা' ضَرَبَ নিয়েসরফ শাস্ত্রের মধ্যে আলোচনা করা হবে, কারণ 'দারাবা' (ضرب) হচ্ছে– ফে'ল (فعل) বা ক্রিয়া। উক্ত বাক্য থেকে প্রশ্ন হচ্ছে–

زَيْدٌ (যায়দু) শব্দের শেষে কেন পেশ হলো?
عَمْرًوا (আমরান) শব্দের শেষে কেন যবর হলো?

১ নম্বরের উত্তর হচ্ছে– زَيْدٌ(যায়দু) শব্দটি ফে'ল-এর ফায়েল (فاعل) বা কর্তা; আর আমরা জানি, ফায়েল (فاعل) সর্বদা মারফু বা পেশ হয়; এ রকম পেশ হওয়ার মতো বিষয়আছে– ৮টি। এগুলোকে মারফুআত (مرفوعات) বলা হয়।

আবার ২ নম্বরের উত্তর হচ্ছে।عمْرًوا (আমরান শব্দটি হচ্ছে, ضرب ফেল-এর মফউল (مفعول); অর্থাৎ زَيْدٌ ফায়েল (فاعل) বা কর্তার কাজটি عمْرًوا-এর ওপর পড়েছে। আর আমরা জানি, মফউল সর্বদ মনসুব বা যবর বিশিষ্ট হয়; এ রকম যবর হওয়ার মতো বিষয়আছে– ১২টি। এগুলোকে মানসুবাত (منْصوبات) বলা হয়।

ইলমে নাহু-এর আলোচ্য বিষয়

বাক্যে ব্যবহৃত একক ও যৌগিক শব্দাবলীই হলো– علمالنحو-এর আলোচ্য বিষয়। مَوْضُوْعهالكلمةوالكلام "ইলমে নাহু-এর আলোচ্য বিষয়হলো-শব্দ ও বাক্য।[৬] ও এরাব, তারকীব, রীতি-পদ্ধতি।

---

[৫]মুহাম্মদ আতিকুর রহমান ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

[৬]প্রাগুপ্ত

নাহু শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ

(১) শিক্ষার্থীদেরকে আরবি ভাষা ভালোভাবে ব্যক্ত করতে শেখা, ভাষায়রুচি আনয়ন এবং সঠিক ফলাফল প্রদানে প্রশিক্ষণ দেওয়াই হলো– নাহু শিক্ষার উদ্দেশ্য। علمالنحو শিক্ষার মাধ্যমে নির্ভুলভাবে আরবি ভাষা পড়া, বলা ও লেখার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। ইলমে নাহু শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হেদায়াতুন নাহু গ্রহকার বলেন:

“আরবি ভাষার শাব্দিক ভুলভ্রান্তি থেকে মেধাকে রক্ষা করাই علمالنحو শিক্ষার উদ্দেশ্য। مرجعالطلاب গ্রন্থকার বলেন:

১. “বাক্য গঠন ও প্রণয়নের ক্ষেত্রে বক্তা এবং লেখককে ভুল থেকে রক্ষা করাই ইলমে নাহু শিক্ষার উদ্দেশ্য”।
২. আরবি শব্দের প্রকারভেদ তথা ইসম বা বিশেষ্য, ফে'ল বা ক্রিয়া এবং হরফ বা অব্যয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।
৩. শুধুমাত্র আলাদাভাবে আরবি ভাষায় ক্রিয়াবাচক শব্দগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া। সেগুলো হল: অতীত, বর্তমান, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল ও আমর বা আর্দেশ সূচক বাক্য।
৪. শুধুমাত্র পৃথকভাবে আরবি নামবাচক শব্দগুলো (اسم) সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– সংখ্যা বাচক শব্দের প্রকার বলতে বলা যায় এর একবচন, দ্বি-বচন, বহুবচন সম্পর্কে জানা।
৫. (فعل) ক্রিয়া, (فلعه) কর্তা ও (فعول) কর্ম-এর ব্যবহার বিধি সম্পর্ক জানা।
৬. المرفوعاتوالمنصوباتوالمجرورات ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা।

ইলমে নাহু'র শিক্ষাদান পদ্ধতির শ্রেণি বিভাগ

ইলমে নাহু শিক্ষাদান পদ্ধতিতে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। যথা:

- ✓ প্রথম অংশ: বর্ণনামূলক
- ✓ দ্বিতীয়অংশ: বাস্তবপ্রয়োগ

প্রথম অংশ: বর্ণনামূলক

“আরবি ভাষাবিদগণ মনে করেন যে, ইলমে নাহু শিক্ষা আরবি ভাষা শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ উপায়। তবে তার প্রকৃত তথ্যানুযায়ী শিক্ষাদানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা একান্ত কর্তব্য।[৭]

ক. কারিকুলাম

১. শুদ্ধ আরবি ভাষায়বলা ও লেখার দক্ষতা অর্জনের সহায়ক পাঠসমূহ (Curriculam) মূখ্য উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক।
২. নাহু শিক্ষাদানের পাঠসমূহ পর্যায়ক্রমে সহজ থেকে কঠিন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩. নাহু শিক্ষাদানের পাঠসমূহ একটি অপরটির সম্পূরক হওয়া দরকার।

খ. পাঠ্যপুস্তক

১. পাঠ্যপুস্তক (Textook)-টি সম্পূর্ণরূপে সিলেবাস (Syllabus) অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক।
২. পাঠ্যপুস্তকটির সম্পাদনা আরবি ভাষাকে কেন্দ্র করে হওয়া প্রয়োজন।
৩. অনুশীলনীসমূহ সাহিত্যরূপে বর্ণিত হওয়া দরকার।
৪. পাঠ্যপুস্তকের نصوص ইসলামিক ও সামাজিক বিষয়(Cultural) সম্বলিত হওয়া আবশ্যক।

[৭]মোহাম্মদ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫০

গ. পদ্ধতি

সাধারণত ইলমে নাহু শিক্ষাদানে দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তা হলো:

১. (الطريقةالقياسية): ইলমে নাহুর যে- কোনো নিয়ম (قاعدة) বর্ণনার পর তার ওপর উদাহরণ পেশ করাকে الطريقةالقياسية বলে।
২. (الطريقةالاستقرائية): উদাহরণ পেশ করে তার থেকে নিয়ম (قاعدة) বের করাকে الطريقةالاستقرائية বলে।

এ পদ্ধতি দুটিই অত্যধিক গ্রহণযোগ্য। সুতরাং এ পদ্ধতিদ্বয় অনুসরণে শিক্ষকের উদাহরণ চয়ন ও শিক্ষণের সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নে বর্ণিত হলো:

১. আরবি ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্য উদাহরণ চয়ন করার পদ্ধতি طرق اختيار الأمثلة لتعلمالقواعدالعربية

আরবি ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্য উদাহরণ চয়ন করার কতিপয়পদ্ধতি বা কৌশল (Technique)-এ নিবন্ধে আলোচনা করা হলো:

- শিক্ষক নিজেই উদাহরণ চয়ন করে ব্ল্যাক বোর্ড বা হোয়াইট বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে নির্দিষ্ট বিষয়েউদাহরণ তৈরি করার জন্য বলবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কিছু কাজের নির্দেশ দেবেন এবং সেই কাজগুলোকে আরবিতে অনুবাদ করে বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক একটি ছোট গল্প অথবা একটি সাহিত্যিক প্যারা (অনুচ্ছেদ) বোর্ডের মাধ্যমে ছাত্রদের নিকট পেশ করবেন এবং ছাত্রদের সাথে পরস্পর পর্যালোচনার মাধ্যমে তা থেকে উদাহরণ বের করবেন।

২. উদাহরণ চয়নের বেলায়লক্ষণীয়বিষয়

দৃষ্টান্ত চয়নের বেলায়লক্ষণীয়বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

- উদাহরণগুলো সর্বোত্তম চয়ন হিসেবে বিবেচিত হতে হবে।
- একই অর্থে না-হয়েবিভিন্ন অর্থে হওয়া দরকার।
- বিষয়বস্তুর সাথে পূর্ণসম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।
- মনগড়া বাক্য দ্বারা গঠিত হতে পারবে না।

৩. পাঠদানকালে লক্ষণীয়বিষয়সমূহ

পাঠদানকালে শিক্ষকের যে- বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা কর্তব্য নিচে তা উল্লেখ করা হলো:

- উদাহরণসমূহের ব্যাকরণিক আলোচনার পূর্বে ভাবার্থ আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।
- ইলমে নাহুর কিছু কিছু পাঠ- বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত।
- শিক্ষার্থীদেরকে বারংবার পর্যালোচনা (تكرار)-এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত।
- শিক্ষার্থীদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া উচিত।
- প্রতিটি পাঠেই অনুশীলনী থাকা অত্যাবশ্যকীয়।

ঘ. পরীক্ষাসমূহ

পরীক্ষাসমূহে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা বাঞ্ছনীয়:

- বাক্য গঠনে এবং সঠিক হরকতদানে সহায়ক নিয়মগুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক।
- পাঠ্যপুস্তকের হুবহু বাক্যগুলো পরীক্ষায়চাওয়া উচিত নয়।
- মূল বিষয়ের শাখা-প্রশাখা থেকে পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত নয়।

হার্বার্টের পদ্ধতি অনুযায়ী নাহু শিক্ষাদানের কিছু সংখ্যক পদক্ষেপ

হার্বাটের পদ্ধতি অনুযায়ী নাহু শিক্ষাদানের কতিপয়পদক্ষেপ নিয়েআলোচনা করা হলো:[৮]

১. প্রাক কথা

ভূমিকায়শিক্ষক হামদ ও দরুদের পর ছাত্রদেরকে একটি আনন্দ-দায়ক ছোটো গল্প, অথবা একটি আশ্চর্যজনক ছোট ঘটনা শুনিয়েতাদের মস্তিষ্ক থেকে অন্যান্য সকল চিন্তা দূরীভূত করে ফেলবেন এবং নতুন পাঠ গ্রহণে তাদেরকে প্রস্তুত করবেন। অথবা পূর্বের বিষয়টির ওপর কিছু প্রশ্ন করে, তাদের মগজ (Brain)-কে পাঠ গ্রহণের উপযোগী করবেন।

২. উদাহরণ উপস্থাপনা

শিক্ষক একটি সাহিত্যিক প্যারা অথবা ছোট গল্প বোর্ডে বা কনটেন্টের স্লাইডে লিপিবদ্ধ করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কিছু প্রশ্ন করবেন, যার উত্তরগুলো উক্ত পাঠের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। অতঃপর শিক্ষক ছাত্রদের দেওয়া উত্তরগুলো বোর্ডের অপর পাশে বা কনটেন্টের আর একটি স্লাইডে লিখবেন এবং বর্তমান পাঠের সাথে সম্পর্কিত শব্দগুলোর নিচে দাগ টানবেন। প্রয়োজন মনে করলে শিক্ষক নিজে কিছু উদাহরণ সংযোজন করতে পারেন।

৩. পর্যালোচনা

বোর্ডে বা কনটেন্টের স্লাইডে লিপিবদ্ধকৃত উদাহরণগুলো হতে নিয়ম (قاعدة) বের করার জন্য ছাত্র-শিক্ষক পরস্পর এমনভাবে পর্যালোচনা করবেন, যাতে করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচনায়আসে। যথা:

অতঃপর শিক্ষক ইচ্ছা করলে বর্তমান পাঠের সাথে সম্পর্কিত পূর্ববর্তী কোনো পাঠের ওপর প্রশ্ন করে বর্তমান বিষয়টি পরিষ্কার করে তুলে ধরতে পারেন।

৪. উদ্ভাবন

পর্যালোচনা সমাপ্তির পর শিক্ষক পাঠের সাথে সম্পর্কিত নিয়মটির আরবি বৈয়াকরণগণের পরিভাষা অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। এরপর উদাহরণগুলো হতে ছাত্রদের মাধ্যমে নিয়মটি বের করে ব্ল্যাকবোর্ড বা হোয়াইট বোর্ডের এক পার্শ্বে লিখবেন। শিক্ষক ইচ্ছা করলে ছাত্রদের দ্বারাও নিয়মটি লেখাতে পারেন।

৫. বাস্তব প্রয়োগ

التطبيق দু'প্রকার হতে পারে। যেমন:

- **অসম্পূর্ণ বাস্তবপ্রয়োগ:** প্রতিটি নিয়ম (قاعدة) বের করার পরেই অন্য নিয়ম ((قاعدةপড়ানোর পূর্বে অনুশীলনী গ্রহণ করাকে (Incomplete Practice) বলা হয়।
- **সম্পূর্ণ বাস্তবপ্রয়োগ:** কোনো বিষয়ের সকল নিয়ম (قاعدة) বের করা শেষ হলে সবগুলোর ওপর অনুশীলনী গ্রহণ করাকে التطبيقالكلي(Complete Practice) বলা হয়।

আর অনুশীলনী গ্রহণকালে শিক্ষকের জন্য লক্ষণীয়বিষয়হলো, অনুশীলনীগুলো নিম্নলিখিত পন্থায়ধীরে ধীরে সহজ থেকে কঠিন হবে। যেমন:

প্রথমত: শিক্ষক একটি পূর্ণবাক্য বোর্ডে কিংবা কনটেন্টের স্লাইডে লিখে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রশ্ন করবেন এবং বাক্যের মধ্য হতে فاعل/حال/مبتدأ বের করার নির্দেশ দেবেন।

---

[৮]প্রাগুক্ত, ১৫০-১৫১

দ্বিতীয়ত: শিক্ষক একটি অসম্পূর্ণ বাক্য পেশ করবেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তা পূর্ণ করতে বলবেন।

তৃতীয়ত: শিক্ষক কিছু শব্দ পেশ করে ছাত্রদেরকে তা দ্বারা একটি অর্থবোধক বাক্যে পরিণত করতে বলবেন– যেন বিষয়ের সাথে সাথে উদাহরণও হয়েযায়।

চতুর্থত: শিক্ষক ছাত্রদের নিকট নিয়ম (قاعدة) অনুযায়ী বাক্যগঠন করতে বলবেন।

নাহ্‌ শিখন-শেখানোর ব্যাপারে শিক্ষকের করণীয়পদক্ষেপসমূহ

নাহু শিখন-শেখানোর ব্যাপারে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা শিক্ষকদের জন্য জরুরি। যথা:[৯]

- সহজ উদাহরণের মাধ্যমে নাহুর নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করে-প্রথম স্তর থেকেই আরবি ভাষার মাধ্যমেআরবি ব্যাকরণ বা ইলমে-নাহু শিক্ষা দিতে হবে।
- আরবি ব্যাকরণের নিয়ম তুলে ধরার পূর্বে-উদাহরণ বা হুবহু আরবি ইবারত (বাক্য সমষ্টি) বা ডায়ালগ বা কথোপকথনটি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে।
- এসব উদাহরণ বা ইবারত থেকে ভাষার নিয়ম আবিষ্কার করতে– ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।
- আরবি ব্যাকরণ (القواعدالعربية)-এর একটি নিয়ম তুলে ধরার জন্য বিষয়সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নিয়মগুলো তুলে ধরাও ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার একটি উত্তম উপায়, ইলমুন-নাহুর গভীর ও বিস্তারিত ব্যাখ্যায়যাওয়া যাবে না।
- শিক্ষক পাঠ দেওয়ার পর শিক্ষার্থীগণতা কতটুকু আয়ত্ত করতে সক্ষম হলো, তা পরীক্ষা করার সুন্দর উপায়হচ্ছে, শিক্ষার্থীদেরকে উদাহরণ পেশ করতে আদেশ করা। এর দ্বারা বুঝ ও বোধগম্যের পরিমাপ করা যাবে। এতে কোনো ভুলভ্রান্তি থাকলে ক্লাসেই তা সংশোধনের জন্য আলোচনা করতে হবে, যাতেকরে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হতে পারে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝটাকে পরিপক্ক করার জন্য কতগুলো অনুশীলনী দিতে হবে।
- মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আরবি ব্যাকরণগত নিয়ম-কানুনসমূহ (قواعداللغةالعربية) আয়ত্ত করার পর প্রথমে তা কুরআন, হাদিস ও আরবি সাহিত্যে প্রয়োগ করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিতকরতে হবে। এই স্তরে তারা পাঠ্যপুস্তক থেকে নিয়ম বের করতে শিখবে।

[৯]. ড. মো. আনোয়ারুল কবীর, প্রাগুক্ত পৃ. ৬২

৬.৩ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইলমে নাহু-এর আলোচ্য বিষয়হলো–
ক. শব্দ ও উচ্চারণ
খ. শব্দ ও বানান
গ. শব্দ ও তালীল
ঘ. শব্দ ও বাক্য

উত্তরমালা: ১. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. নাহু শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষে ইলমে নাহু পাঠদান পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

পাঠ ৬.৪: নাহু শিক্ষণ-শিখনের পদ্ধতি ও অনুশীলন

উদ্দেশ্য

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক যত ভালোই হোক না কেন– তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-সাধন অনেকাংশে শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল। তাই পাঠ্যপুস্তকটি পাঠদানের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক নিম্নবর্ণিত কতিপয়বিষয়েযত্নবান হতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ-নবম ও দশম শ্রেণির সরফ ও নাহু শিক্ষার একটি নির্দেশিকা উপস্থাপন করা হলো:[১০]

- সর্বপ্রথম সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি ভালোভাবে পড়েনেবেন।
- বছরের শুরুতেই পাঠ্যপুস্তকটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত– একবার নজর বুলাবেন।
- পাঠ্যপুস্তকটিতে মোট পাঁচটি অধ্যায় (باب) রয়েছে। তা হলো– সরফ, নাহু, অনুবাদ, চিঠি, আবেদনপত্র এবং ইনশা বা রচনা। নবম শ্রেণির জন্য অর্ধেক এবং দশম শ্রেণির জন্য অর্ধেক পরিমাণ নির্ধারণ করে– প্রত্যেক সিমেস্টারে ৫টি অধ্যায়থেকে যৌক্তিক অংশ পাঠদান করার জন্য বছরের শুরু থেকেইপাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করে পাঠদান করতে হবে।
- সরফ বিষয়ের ক্লাসে সাধ্যমতো তাহকিক (تحقيق) বা শব্দ-বিশ্লেষণ এবং নাহু বিষয়ের ক্লাসে তারকিব (تركيب) বা বাক্য-বিশ্লেষণের প্রতি গুরুত্ব দেবেন। আরবি ভাষার ক্লাসে তাহকিক ও তরকিবের জন্য বেশি সময়দেওয়া উচিত নয়।
- শিক্ষার্থীর পাঠ বুঝা ও বোধগম্যের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করবেন। প্রয়োজনীয়বিষয়গুলো মুখস্থ করবেন।
- নিয়ম (قاعدة) বোঝানো ও আলোচনার পর শিক্ষার্থীদের নিজেদের পক্ষ থেকে উদাহরণ পেশ করতেবলবেন।
- এমন কিছু বাড়ির কাজ কিংবা অ্যাসাইনমেন্ট দেবেন, যাতে করে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার দক্ষতা তৈরিহয়।
- কুরআন ও হাদিসের উদাহরণ ব্যবহার করার প্রতি অভ্যাস করতে সচেষ্ট হবেন।
- শিক্ষার্থীদের এমনভাবে ক্লাস ওয়ার্ক, হোম ওয়ার্ক বা অ্যাসাইনমেন্ট দেবেন যাতে করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ সম্পাদন করে।
- বোর্ড বেশি বেশি ব্যবহারের মাধ্যমে সহজভাবে পাঠ উপস্থাপন করবেন।
- সর্বোপরি, শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দান করে পড়াবেন।

এভাবে শিক্ষক নাহু-সরফ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নমুনা হিসেবে প্রদত্ত শিক্ষক নির্দেশিকাটি অন্যান্য শ্রেণিতেও প্রয়োগ করবেন।

নাহু শিক্ষার প্রস্তাবিত সিলেবাস

আরবি ভাষা শিক্ষার জন্য প্রথম, দ্বিতীয়ও তৃতীয়স্তরে নিম্নলিখিত কিতাবগুলোকে সিলেবাসভুক্ত করার প্রস্তাব করা যায়। বিশেষ করে আরবি ব্যাকরণ বা ইলমে নাহু'র পাঠ্যপুস্তক অবশ্যই আরবি হতে আরবি হতে হবে। যেমন:

১. ড. মো. আনোয়ারুল কবীর কর্তৃক প্রণীত নাহু'র নামক গ্রন্থটি। সিলেবাসের উপযুক্ত গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। কেননা, ওই গ্রন্থটি বিভিন্ন ধরণের আরবি উদাহরণেপূর্ণ। যেমন– গ্রন্থটিতে আরবি ভাষায়বিভিন্ন ধরনের আরবি উদাহরণের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, নিত্য-নতুন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষার অনুপম কৌশল এবং বিভিন্ন অনুশীলনীর সন্নিবেশ ঘটেছে।

[১০]. মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান ও আন্যান্য, প্রাগুক্ত, সম্পাদকীয়

২. জীবনযাপনের জন্য আরবি গ্রন্থটিও সিলেবাসে সংযোজন করা যেতে পারে। এছাড়াও আমাদের দেশে অথবা আরব দেশসমূহে, বিশেষ করে সৌদি আরব, কুয়েত ও আরব-আমিরাতসহ অন্যান্য দেশে বিভিন্ন স্তরের উপযুক্ত ছাত্রদের জন্য যেসব কিতাব রচিত হয়েছে– সে সব গ্রন্থ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৩. প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য আরবি শিক্ষা নামক গ্রন্থটি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ারমতো একটি গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ। কেননা, এই গ্রন্থটিতে আরবি ভাষার বিভিন্ন দিক এবং ভাষার গভীরের নানা বিষয়নিয়েআলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে একক শব্দ, যৌগিক শব্দ এবং জীবন পরিক্রমার সমসাময়িক নিত্য প্রয়োজনীয়শব্দসহ ইসলামি ঐতিহ্যগত শব্দসমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বিবিধ অনুশীলনীসহ প্রায়ষাটের অধিক বিভিন্ন প্রকারের অনুশীলনী রয়েছে– এই গ্রন্থটিতে। অগ্রসর ছাত্রদের। জন্য তারা নাহুর পরিভাষা ও নিয়মগুলো শেখাবে। এক্ষেত্রে হেদায়াতুন-নাহু (هدايةالنحو), আওদাহুল মাসালিক (أوضحالمسالك), শরহে ইবনুল ‘আকিল (شرحابنعقيل), কাফিয়া (كافية) প্রভৃতি উচ্চতর গ্রন্থগুলো পড়ানো যেতে পারে।

দ্বিতীয় অংশ: বাস্তবপ্রয়োগ (Practical)

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পড় এবং তা থেকে حرف،فعل،اسم বের কর।

لم يخلق الله حيوانابغيرسلاح للدفاع عن نفسه، فقد خلق الله لكل حيوان سلاحا يناسبه، فأسدلهن اب وللفيل خرطوم وللثورقرن.

উদাহরণ অনুযায়ী (Bracket)-এর শব্দগুলো হতে শুন্যস্থান পূরণ কর।

ক. الطالب الدرس ....(خرج،فهم،نام) উত্তর: ....

খ.(خالدالطائرة ....(سافار،كتب،نظر) উত্তর: ....

গ.(إلى السبورة ....كتب (المعلمة،المدرس،الكتاب) উত্তর: ....

ঘ. (باكستان.............. عادمحمد (إلى،من،إلى উত্তর: ....

৩. নিচের শব্দুগুলোর দ্বারা শুন্যস্থান পুরণ কর।

(خرج،الكتاب،عن،إلى،في)

ক.الحقيقة .... الكتاب উত্তর: ....

খ.البيت .... بحثة محمد উত্তর: ....

গ.السبورة .... ينظرالطلاب উত্তর: ....

ঘ.باكستان ...... عادمحمد (إلى،من،إلى) উত্তর: ....

ঙ.المدرس من الفصل উত্তর: ....

৪. উপযুক্ত-اسم-এর দ্বারা শুন্যস্থান পুরণ কর।

ক.كبيرة ..... উত্তর: ....

খ. .... صليت الظهرفي উত্তর: ....

গ.......... أكلت উত্তর: ....

৫. উপযুক্ত فعل-এর দ্বারা শুন্যস্থান পুরণ কর।

ক.الطلاب عن الدرس السابق ..... উত্তর: ....

খ.طعام الإفطارقبل أن ..... من البيت উত্তর: ....

৬. উপযুক্ত حرف-এর দ্বারা শুন্যস্থান পুরণ কর।

ক.السوق .... ذهبصالح উত্তর: ....

খ.العلوم .... قدتعلمتكثيرا উত্তর: ....

৭. প্রতিটি শব্দ দ্বারা আরবিতে বাক্য রচনা কর।

الصلاة، السوق، الإسلام، الكعبة

উত্তর: ....
উত্তর: ....
উত্তর: ....

عن عمربن أبي سلمة رضي الله عنه قال : كنت غلامافي حجررسول الله صلي الله إليه وسلم، وكانت يدي تطين في الصحفة، فقال لي رسول الله صلي الله إليه وسلم : ياغلام سم الله وكل بيمينك، وكل مايلبك. (متفق عليه)

হাদিসটি পড়ে ৪টি اسمও ৬টি فعل বের কর।

যে কোনো ভাষার চারটি দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে সাথে সেই ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষাও আর একটি দক্ষতা হিসেবে পরিগণিত করা যায়। তাই আরবি ভাষার শিক্ষকদের এ ভাষার ব্যাকরণ তথা নাহু-সরফ শিক্ষায়দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করা জরুরি। নাহু-সরফ শিক্ষায়পাণ্ডিত্য অর্জনের পাশাপাশি ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি জানা অপরিহার্য।

ইউনিট ৭: আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা

ভূমিকা

জীবনের প্রতিটি কাজ সুষ্টুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন পূর্ব পরিকল্পনা। প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজ সফল ভাবে সম্পন্ন করা যায় না। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষকের প্রধান কাজ শ্রেণি শিক্ষণকে ফলপ্রসূ ও কার্যকর একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রয়োজন। পাঠের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে সফলভাবে পাঠদান সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে পাঠ পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। পাঠের শিখনফল, প্রয়োজনীয় উপকরণ, পদ্ধতি কৌশল ও মূল্যায়নসহ নানা দিক এর অন্তর্ভূক্ত থাকে। কোনো একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থী যে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে বলে ধরে নেওয়া হয় তার বিবৃত রূপই হলো শিখনফল। আবার কোনো প্রতিষ্ঠানের বছরব্যাপী পাঠদান কার্যক্রমের একটি ধারাবাহিক কর্ম-পরিকল্পনা থাকা উচিত। আরবি বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক, শিখনফল, বিভিন্ন উপকরণ বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, বিষয়বস্তু উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগ, শিক্ষার্থী সংখ্যা, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ প্রভৃতি বিবেচনায় রাখা আবশ্যক। এ সকল বিবেচনায় রেখে আলোচ্য ইউনিটকে নিম্নবর্ণিত শিরোনামভিত্তিক চারটি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে।

পাঠ ৭.১	:	শিখনফলের ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল
পাঠ ৭.২	:	পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা
পাঠ ৭.৩	:	পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল
পাঠ ৭.৪	:	পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

পাঠ ৭.১: শিখনফলের ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল

একটি নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী অর্জন করবে তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনাই হলো শিখনফল। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী এগুলো আয়ত্ত করে। আর শিখনের মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়ে থাকে বলে একে বলা হয় শিখনফল। শিখনফলগুলো হবে সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও মূল্যায়নযোগ্য। শিক্ষাক্রমে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই শিখনফল নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই পাঠে আমরা শিখনফলের ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করবো।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিখনফলের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- শিখনফল নির্বাচনের ভিত্তি ও কৌশল উল্লেখ করতে পারবেন:
- আরবি বিষয়ের শিখনফল প্রণয়নের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.১.১ শিখনফল

কোনো একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী শিখবে, তাদের আচরণে কী পরিবর্তন হবে, তারা কী ধরণের জ্ঞান, দক্ষতা, ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে সে সম্পর্কে পূর্ব নির্ধারিত সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত প্রত্যাশামূলক বিবৃতিকেই শিখনফল বলা হয়। শিখনফলে শিক্ষার্থীর আচরণের পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য পরিবর্তনের সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকে। প্রতিটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থীর মধ্যে উক্ত পাঠ সম্পর্কিত কিছু না কিছু আচরণিক পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন শিক্ষার্থীর মানসিক, আবেগীয় এবং মনোপেশি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাই শিখনফলকে কোনো কোনো শিক্ষাবিদ আচরণিক উদ্দেশ্য (Behavioural Objectives)হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শিখনফল অর্জনের মাধ্যমেই পাঠের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে থাকে, তাই কেউ কেউ একে শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objectives)নামেও অভিহিত করেছেন।

একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা স্তরের শেষে শিক্ষার্থী যে শিখন যোগ্যতা বা জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়, সেটি সে স্তরের প্রান্তিক শিখনফল। আর নির্দিষ্ট পাঠ শেষে যে যোগ্যতা অর্জন করবে, তা হলো ঐ পাঠের শিখনফল। প্রত্যেক শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যেন, পাঠের জন্য নির্বাচিত শিখনফল ও প্রন্তিক শিখনফল অর্জিত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর দাখিল স্তরের শিক্ষাক্রমে আরবি বিষয়ের শিখনফল নির্ধারিত আছে। আরবি শিক্ষক শিক্ষাক্রম থেকে সেই শিখনফল নির্বাচিত করবেন এবং নির্দিষ্ট পাঠের জন্য বিভাজিত শিখনফল উল্লেখ করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণির শিক্ষার্থীর উপযুক্ততা, নির্ভরযোগ্যতা, অর্জনযোগ্যতা বিবেচনা করেই কোনো পাঠের শিখনফল নির্ধারণ করবেন এবং শিখনফল নির্ধারণের সময় শিখনক্ষেত্র (জ্ঞান, আবেগীয়, মনোপেশি)সমূহের মধ্যেপ্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করবেন।

৭.১.২ শিখনফল নির্বাচন

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করেই শিখনফল নির্বাচন করা হয়। এই উদ্দেশ্য আবার নির্বাচিত হয় লক্ষ্যের আলোকে। সেদিক থেকে শিখনফল নির্বাচনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে নিম্নরূপ দেখানো যেতে পারে। শিক্ষার লক্ষ্য সাধারণ উদ্দেশ্য → বিষয়ভিত্তিক বিশেষ উদ্দেশ্য → আচরণিক উদ্দেশ্য → শিখনফল →। এ ধারাক্রমের ব্যাখ্যায় বলা যায়; একটি লক্ষ্যকে ভেঙ্গে অনেকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। সাধারণ উদ্দেশ্যকে বিভাজন করে বিশেষ উদ্দেশ্য বের করা হয়। বিশেষ উদ্দেশ্যকে ক্রিয়ামূলক অংশে ভাগ করে Action verbব্যবহার করে আচরণিক উদ্দেশ্যে রূপান্তর করা যায়। আচরণিক পরিবর্তনের পূর্বশর্ত হলো

শিখন। শিখন না হলে আচরণের পরিবর্তন হতে পারেনা। তাই আচরণিক উদ্দেশ্যের অপর নাম হলো শিখনফল। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা এবং সমাজ দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচেনায় রেখে দাখিল স্তরের শিক্ষাক্রমে আরবি বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক বিভিন্ন পাঠের শিখনফল দেওয়া আছে। শিক্ষক এই শিখনফলগুলোকে আরও সুনির্দিষ্ট শিখনফলে রূপান্তর করে প্রতিটি পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় শিখনফল নির্ধারণ করবেন। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু পাঠদানে একটি পিরিয়ডে বরাদ্দকৃত সময়ে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে যতগুলো শিখনফল অর্জন করানো সম্ভব ততগুলো শিখনফল নির্বাচন করবেন। প্রতি পিরিয়ডে কয়টি শিখনফল অর্জন করাবেন তা নির্ভর করবে সময়, বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের উপর। সাধারণভাবে কোনো পাঠের শিখনফল নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নবর্ণিত দিকগুলো বিবেচনা করবেন।

- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ততা;
- শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্য;
- সমাজ, দেশ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা;
- পাঠ্য বিষয়ের প্রকৃতি;
- সংশ্লিষ্ট পাঠের প্রকৃতি;
- শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ;
- শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃতি;
- কর্ম-সম্পাদনের সুযোগ সুবিধা;
- অর্জনযোগ্যতা, সুস্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা;
- শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা।

৭.১.৩ আরবি বিষয়ের শিখনফল প্রণয়নের নিয়মাবলি

শিখনফলকে কেন্দ্র করেই শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিখনফল অভিমুখী পরিকল্পিত পাঠদান শ্রেণি কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল ও সফল করে। পাঠ পরিকল্পনায় প্রত্যেক পাঠের শিখনফল লিখতে হয়। শিখনফল লিখতে হবে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার পরিপ্রেক্ষিতে। অর্থাৎ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য কী কাজ সম্পাদন করতে পারবে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকবে শিখনফলের মধ্যে। শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর শিখন না হলে আচরণিক পরিবর্তন হবে না। সুতরাং বলা যায় আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমেই শিখনফল অর্জিত হয়। তাই সুনির্দিষ্ট আচরণটি পরিবর্তনের লক্ষ্যে শিখনফলটি সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট করে লিখতে হবে। শিখনফল এমনভাবে লিখতে হবে যেন এটি অর্জনযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য হয়। একটি বাক্যে শিখনফল লিখতে হবে। একটি শিখনফলে একটি মাত্র আচরণিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ থাকবে।

সাধারণত শিখনফলের বাক্য/বিবৃতিতে দুটি অংশ থাকে। একটি বিষয়বস্তু অংশ, অন্যটি ক্রিয়ামূল অংশ। বিষয়বস্তু অংশটি হয় সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং এটি শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির যে কোনো একটিকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। অন্যদিকে ক্রিয়ামূলক অংশটি হয় পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য। এজন্য ক্রিয়ামূলক অংশ সকর্মক ক্রিয়াবাচক শব্দে লিখতে হবে। এই ক্রিয়াবাচক শব্দগুলো নিম্নরূপ হয়ে থাকে।

পড়তে পারা, বলতে পারা, আবৃত্তি করা, উল্লেখ করা, বর্ণনা করা, ব্যাখ্যা করা, অনুবাদ করা, বিন্যাস করা, পৃথক করা, পরিবর্তন করা, তালিকা করা, তুলনা করা, লিখতে পারা, চিহ্নিত করা, মিল করা, সনাক্ত করা, পরিমাপ করা, সাজাতে পারা, দেখাতে পারা, বিশ্লেষণ করা, শ্রেণি বিভাগ করা, সমাধান করা, প্রদর্শন করা, উচ্চারণ করা, নিরূপন করা, তাহকিক করা, পূরণ করা, গঠন করা, বের করা।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার নবম শ্রেণির আরবি বই-এর الرفق بالحيوان কবিতার শিখনফল লিখুন।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী তার জ্ঞান দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটায়। এই উন্নয়ন হতে হবে টেকসই ও স্থায়ী। তাই শিখনফল প্রণয়নের ক্ষেত্রে এটিও বিবেচনা করতে হবে যে, শুধু পাঠ শেষে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য নয়; বরং শিখনফলের অর্জন হবে শিক্ষার্থীর জীবনব্যাপী। যেমন- নবম শ্রেণির العدلوالإنصاف গল্পটিতে উল্লিখিত কাযি কর্তৃক খলিফা আলী রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা-এর বিপক্ষে রায় দেওয়ার বিষয়টি কেবল পড়বে এবং অনুবাদ, ব্যাখ্যা করবে না; বরং শিক্ষার্থীর জীবনব্যাপী বিভিন্ন আচরণে ও কর্মকাণ্ডে ন্যায়নীতি, সততা ও সৎ সাহসের প্রতিফলন ঘটাবে। তাছাড়া ইদানিং শিখনফল লেখার নিয়মের ক্ষেত্রে SMART শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। যার মাধ্যমে শিখনফল কীরূপ হবে, তা নির্ধারণ করা যায়। SMART-এর পূর্ণরূপ হলো:

S = Specific (সুনির্দিষ্ট)
M = Measurable (পরিমাপযোগ্য)
A = Achieveable (অর্জনযোগ্য)
R = Realistic (বাস্তবসম্মত)
T = Time bound (সময়াবদ্ধ)

মূল্যায়ন

১. শিখনফল কী?
২. শিখনফল নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রাখতে হয়?
৩. শিখনফল লেখার নিয়মাবলি বর্ণনা করুন।

৭.১ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. يستطيع أنينشد-এর অর্থ হলো–
ক. পড়তে পারা
খ. বলতে পারা
গ. আবৃত্তি করতে পারা
ঘ. শুনতে পারা

উত্তরমালা: ১. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

৪. শিখনফল কী?
৫. শিখনফল নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রাখতে হয়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিখনফল লেখার নিয়মাবলি বর্ণনা করুন।

পাঠ ৭.২: পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা

পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত কোনো কাজেই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করা যায় না। জীবনের সকল কাজেই পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণের গুরুত্ব আরও অধিক। শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তু, শিক্ষার্থী, শিক্ষা দানের সময়, শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রভৃতির সুসমন্বয় ঘটাতে না পারলে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব পর হয়ে ওঠে না। শিক্ষার পরিকল্পনা শুরু হয় জাতীয়ভাবে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠান প্রধান। প্রতিষ্ঠান প্রধান অন্যান্য শিক্ষকগণের সহায়তায় বছরের প্রারম্ভেই মাদরাসার শিক্ষার্থীদের শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক চাহিদা, বিষয় শিক্ষকের সংখ্যা, শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা, মেট কার্যদিবস ইত্যাদি বিবেচনা করে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকেন। তৃতীয় পর্যায়ে প্রত্যেক বিষয় শিক্ষক বছরের কর্মদিবস ও পিরিয়ডকে ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ ও শিখনফলকে বিভাজন করে বিস্তারিত ধারাবাহিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিতে পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করা যায়। নিম্নে পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা-এর উপর আলোকপাত করা হলো।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা কী, তা বলতে পারবেন;
- আরবি বিষয়ে পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।

পাঠ

শ্রেণি কার্যক্রমের একটি পিরিয়ডে শিক্ষাদানের জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুকে পাঠ বলা হয়। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে শ্রেণিভিত্তিক প্রায় প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকেই অধ্যায়ভিত্তিক একাধিক পাঠ নির্ধারিত করা থাকে। পাঠ্যপুস্তকে এভাবে পাঠ বিভাজন করে দেওয়া না থাকলে বিষয় শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিষয়ের প্রতিটি অধ্যায়কে প্রয়োজন অনুসারে পাঠে বিভাজন করে নিবেন। সেক্ষেত্রে পাঠ্যসূচি, বছরের মোট কর্মদিবস, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যা এবং একটি পিরিয়ডের জন্য বরাদ্দকৃত সময় বিবেচনা করবেন।

পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা

পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনার সাথে দুটো বিষয় ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।একটি হচ্ছে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ও অন্যটি ইউনিট বা একক পরিকল্পনা।

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা: যে কোনো প্রতিষ্ঠানের বছরব্যাপী কর্মকাণ্ডের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকা উচিত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একাডেমিক, মূল্যায়ন ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিষয়বস্তু এক বছরের মোট কর্মদিবসের বিবেচনায় পঠিতব্য সকল পাঠকে সাময়িক পরীক্ষা, মাস ও দিন ভিত্তিক পাঠদানের পূর্ব পরিকল্পনাই হচ্ছে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে একবার দেখলেই বছরের কোন সময়ে কোন পাঠটি পড়ানো হবে তা বুঝা যায়।

ইউনিট পাঠ পরিকল্পনা: পাঠ্য পুস্তকের পুরো বিষয়বস্তুকে সাধারণত কতগুলো ইউনিটে বা এককে বা অধ্যায়ে ভাগ করা থাকে। একটি অধ্যায় পাঠদানের জন্য আবার বেশ কয়েকটি ক্লাসের দরকার হয়। ইউনিট বা অধ্যায় এর অন্তর্ভুক্ত সকল দিককে পাঠে বিভাজিত করে একটি পরিকল্পনা প্রণিত হলে তাকে ইউনিট বা একক পরিকল্পনা বলে। নিম্নে পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনার অন্তর্গত বার্ষিক পরিকল্পনা ও ইউনিট পরিকল্পনার নমুনা দেওয়া হলো।

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ২০২০

শ্রেণি: ৯ম, বিষয়: আরবি ১ম পত্র

মাসের নাম ও কার্যদিবস	এই বিষয়/পত্রের জন্য নির্ধারিত কার্যদিবস	সাধারণ পাঠ	বিশেষ পাঠ	মন্তব্য
জানুযারি ২৪ দিন	০৮	الوحدةالأولى	عبادة الله بالإخلاص القرأن كتاب الله الإسلام ديننا	
ফেব্রুয়ারি ২৪ দিন	০৮	الوحدةالثانية	عبقرية سيدنا عمررض زيارة حصن لالباغ الرفق بالحيوان	

মূল্যায়ন

১. পাঠ বলতে কী বুঝেন?
২. পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা কী?
৩. বার্ষিক পরিকল্পনা ও ইউনিট পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করুন।
৪. পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?

৭.২ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

৫. প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা কে প্রণয়ন করেন?
ক.শ্রেণি শিক্ষক
খ.প্রতিষ্ঠান প্রধান
গ. শিক্ষার্থী
ঘ. এনসিটিবি

২. الدرس-এর অর্থ কী?
ক. পাঠ্য
খ. পাঠ্যপুস্তক
গ. পুস্তক
ঘ. পাঠ

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পাঠ বলতে কী বুঝেন?
২. পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বার্ষিক পরিকল্পনা ও ইউনিট পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করুন।
২. পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?

পাঠ ৭.৩: পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

পাঠ পরিকল্পনার ধারণা

আমরা যে কোনো কাজই করি না কেন সর্বাগ্রে প্রয়োজন পরিকল্পনা। পরিকল্পনা একটি কৌশল মাত্র। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমরা কিছু পদ্ধতি বা কৌশল গ্রহণ করি। এই পদ্ধতি বা কৌশল গ্রহণই হচ্ছে পরিকল্পনা।

দৈনন্দিন শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করার জন্য আমরা আমাদের চিন্তা-চেতনা থেকে যে কৌশল বা পদ্ধতি গ্রহণ করি তাই পাঠ পরিকল্পনা, যা কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিছু নির্ধারিত কর্মকৌশল। পরিকল্পনাবিহীন কোন কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। যদি পরিকল্পনা গ্রহণ না করা হয় তাহলে কাজটি অবশ্যই এলোমেলোভাবে সম্পন্ন হবে। কখন, কোথায়, কিভাবে, কি উপায়ে, কি কৌশলে উপস্থাপন করে শিক্ষক একটি ফলপ্রসূ সেশন পরিচালনা করবেন, তার জন্যই প্রয়োজন শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনা।

পাঠ পরিকল্পনার ফল

- পাঠদানের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়;
- পাঠদান কৌশল নির্ধারণ করা হয়;
- শিক্ষকের দক্ষতা ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়;
- শিক্ষকের মনোবল বৃদ্ধি করে;
- পাঠদান আকর্ষণীয়, ফলপ্রসূ ও প্রাসঙ্গিক হয়;
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠদান সম্পন্ন করা যায়;
- সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ পৌঁছানো যায়;
- ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করা যায়;
- পাঠের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়;
- শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়;
- সঠিক উপকরণ ব্যবহারে যত্নবান হওয়া যায়;
- পাঠদান পদ্ধতি বিষয় কেন্দ্রিক হয়।

পাঠ পরিকল্পনার উপাদান ও ধাপসমূহ

১. পরিচিতি;
২. শুভেচ্ছা বিনিময়;
৩. শ্রেণিবিন্যাস;
৪. হাজিরা;
৫. শিক্ষা উপকরণ;
৬. বাড়ির কাজ জমা নেয়া;

৭. পূর্ব জ্ঞান যাচাই;
৮. পাঠ ঘোষণা/শিরোনাম;
৯. শিখনফল;
১০. পাঠ উপস্থাপন;
১১. মূল্যায়ন;
১২. বাড়ির কাজ দেয়া;
১৩. পাঠ সমাপ্তি।

শিক্ষা বিজ্ঞানী Hurbertপাঁচটি ধাপ উল্লেখ করলেও প্রয়োগের কারণে নিম্নোক্তগুলো ব্যাপক পরিচিত।

পাঠ পরিকল্পনার তিনটি ধাপ

১. প্রস্তুতি;
২. উপস্থাপন;
৩. মূল্যায়ন।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের শর্তসমূহ

- পাঠ পরিকল্পনা শ্রেণি উপযোগী হতে হবে;
- সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে;
- উপকরণসমূহ বিষয় প্রাসঙ্গিক ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় হতে হবে;
- বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার, প্রশ্ন প্রণয়ন, উদাহরণ ইত্যাদির ব্যবহার পাঠ পরিকল্পনায় থাকতে হবে;
- পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন হবে অংশগ্রহণমূলক।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল

পাঠ পরিকল্পনাঃ নমুনা ০১

تحضير الدرس للدرس النموذجية

الصف : التاسع المادة :اللغة العربية الإتصالية الموضوع : الشبكة العالمية الحصة : الثانية المدة : ٤٥ دقيقة عدد الطلاب : ٣٥	اسم المعهد : اسم : اسم المعهد : التاريخ : ٢٠١٩/١٢/١
أهداف الدرس:فى إنتهاء هذا الدرس يستطيع الطلاب أن.... • يقرأ الحوار جيدا ؛ • يذكر معانى بعض الكلمات الغريبة ؛ • يفهم الحوار بالإستماع ؛ • يجيب الأسئلة شفهيا وكتابة.	
الأدوات التعليمية:القلم اللوحى, اللوح الأبيض, ورقة الملصق, ليبتوف, المسلاط.	

تحضير)
إسمالمدرسة: سندورارحمانيةفاضلمدراسة

تعرف	الموضوع : اللغةالعربيةالإتصالية الدرس العام : الدرس السابع عشر الدرس الخاص : لزوم إتباع النظام الصف : السادس الحصة : الثاني عددالطلاب : ٤٥ مدةالحصة : ٤٠		إسمالمدرس: محمدسيفالاسلام التاريخ: ١٢/٨/٢٠٢٠م
اهدافالدرس	عندنهاية الدرس في هاذالموضوع * يستطع الطلاب انيشرح معاني المفرادات * يمكن الطلاب ان يبين اهميه وضرورته * يستطيعالطلاب ان يطبق هذافي حياته العملية		
الطرق	الاشتراكيه:القراءةالصامةفيالقراءةالجمرية		
الرسائل	الكتابالدراسي. العودالمشير. الطباشير. والمعسحة . ورقهالحائطة.		
الخطوات	الوقت	عملالمدرس	عملالمتعلم
الاستعداد	عشر دقيقة	ادخلهفيالفصلبيالاستعدادواسلمعلىالطلابواذ ظمالفصلعلىحسبالحوائض،واجمعواجاباتمذ زلتهواعلنالدرسبعداختبار المعلوماتالسابقة واكتبعنوانالدرسبالسبورة	الطلابيجيبونعلىالسلامهويد سالونعناحوالمدرس ثميساعدونهويستمعونكلامه هجيدا ويكتبونعنوانالدرسعلىكراسة

(الدرس) تحضير

الخطوات	الوقت	عمل المدرس	عمل المتعلم
العرض	عشرون دقيقة	• اقراءالنثرو علي الطلاب • ثمامرهمانيقرؤاالقراةالصامةاواالجمرية • ثمافرقعالمفرداتالجديدات • ثماشرحلهمالدرساليهمبعضالاسئله • واقسامالطلاببالجماعاتواقدملهمالعملالجماعياوالانفرادى.	• يستمعونالطلاببالدرسجيدا • ويقرؤونقراءهالصوماوقراءهجمرية • ثم يجلسون الطلاب على جماعات ويعملونعمل الجماعي اوالانفرادى.

التقييم	خمسة دقائق		• بعده عرض الدرس اقييم الطلاب بالاسئله مهمه القصيرة • واحمد الطلاب الذين يجيبون على الاسئلة ويحاولون لها.	الطلاب يجيبون الاسئله الجيده ويحاولون لها كلا المحاولة
	الواجب المنزلي	ثلاثه دقائق	ثم امرهم اان يكتبون واعنوان واجب المنزلي علي دفاتيرهم	جميع الطلاب يكتبون عنوان واجب المنزلي على دفاتيرهم.
	اعلان نهايه	دقيقتان	بعد ترن الجرس امسح السبورة	الطلاب يحترمون المدرس بالقيام

৭.৩ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পাঠ পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?
ক. শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক তৈরি হয়
খ. পাঠের উদ্দেশ্য সঠিক ও আনন্দদায়কভাবে উপস্থাপিত হয়
গ. পাঠ দ্রুত সম্পন্ন হয়
ঘ. শিক্ষার্থীরা ভালো ফল লাভ করে

২. পাঠ পরিকল্পনার ধাপ কয়টি?
ক. ৩ টি
খ. ৪ টি
গ. ৫ টি
ঘ. ৬ টি

৩. পাঠ পরিকল্পনার ফলে–
ক. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়
খ. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়
গ. পাঠদান সঠিক ও ফলপ্রসূ হয়
ঘ. পাঠ জটিল মনে হয়

৪. পরিকল্পনার ধাপসমূহ সঠিকভাবে প্রণয়ন-এর ফলে–
ক. শ্রেণির পাঠ কার্যক্রম ধারাবাহিকতাসহ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়
খ. দ্রুত পাঠ আত্মস্থ করা যায়
গ. শিক্ষাক্রম বারবার ক্লাসে উপস্থাপন করা যায়
ঘ. শিক্ষকের সুনাম বৃদ্ধি পায়

উত্তরমালা:১. খ, ২. ক, ৩. গ, ৪. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পাঠ পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ?
২. পরিকল্পনার ধারণা মানে কী?
৩. একটি সঠিক পাঠ পরিকল্পনার জন্য কী করা প্রয়োজন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে যথাযথ শিক্ষাদান সম্ভব'– আলোচনা কর।
২. একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ পরিকল্পনা তৈরি কর।
৩. পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।

পাঠ ৭.৪: পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার প্রথম উপদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। যত উপকরণ বা শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী আছে তার প্রধান উপকরণ এটি। পাঠ্যপুস্তক-এর মাধ্যমে শিক্ষক দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য এই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। শিক্ষার্জনের ধারাবাহিকতা, আগ্রহ, প্রতিযোগিতা সবই পাঠ্যপুস্তক নির্ভর।

পাঠ্যসূচি শ্রেণিভেদে বয়স, মেধা, স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতি গঠনে-এর ভূমিকা পালন করে। তাই পাঠ্যপুস্তকের সঠিক ব্যবহার আবশ্যক। পাঠ্যপুস্তকের সূচি অনুসারে শিক্ষক ভালোভাবে বুঝে-শুনে যথাযথভাবে পাঠপরিকল্পনা তৈরি করবেন। আমরা জানি, সুষ্ঠুভাবে দৈনন্দিন শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুসন্নিবেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করে যে রূপরেখা তৈরি হয় তাই পাঠ পরিকল্পনা।

পুস্তক ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। ধারাবাহিকভাবে পাঠ কার্যক্রম এগিয়ে যায়। শিক্ষার্থীরা আনন্দপূর্ণভাবে পাঠে মনোযোগ দিতে পারে। এভাবে তাদের মধ্যে ছোট ছোট প্রশ্ন তৈরি করে পাঠ্য বিষয়ের মূল ভাব বা বার্তা তাদের কাছে সহজেই পৌঁছানো যায়। সবল, দুর্বল, মনোযোগী, অমনোযোগী শিক্ষার্থী একত্রিতভাবে জ্ঞানার্জনে সক্ষম হয়।

পাঠ পরিকল্পনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ছাড়াও দূরবর্তী স্থানে থেকেও পাঠদান সম্ভব এবং ফলপ্রসূ হচ্ছে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ব্যবহারের জন্য যা প্রয়োজন

১. কম্পিউটার বা ল্যাপটপ;
২. প্রজেক্টর, মডেম, পেন-ড্রাইভ;
৩. ইন্টারনেট সংযোগ;
৪. এম.এস. ওয়ার্ড ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানা;
৫. যথাসময়ে ক্লাসে উপস্থিতি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)ব্যবহার করে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন (Power Point Presentation)-এর মাধ্যমটি শিক্ষায় অধিক জনপ্রিয় একটি মাধ্যম। স্লাইডে ছবি, চিত্র, অডিও-ভিডিও সংযোজনের সুবিধা ছাড়াও নিজের ইচ্ছামত বিভিন্ন চিত্র বা গ্রাফিক্স তৈরী করে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী উপস্থাপন করতে পারেন।

পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের (Power Point Presentation)মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বাড়ানোর সাথে সাথে তাদের বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক স্পষ্ট ধারণা দেয়া সম্ভব। এতে শিক্ষকও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তেমনি শিক্ষার্থীরাও আত্মবিশ্বাসী ও সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার ব্যাপকতা অর্জন করেন।

পাঠ পরিকল্পনার ধাপগুলো সঠিকভাবে প্রণয়ন করে শিক্ষক ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণ করতে পারবেন। এতে সময় বাঁচানো ছাড়াও অনেক জটিল বিষয় ভিডিও বা ছবির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝাতে সক্ষমতা অর্জন করবেন।

ডিজিটাল কনটেন্ট যেভাবে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবেন

ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির জন্য MS Power Pointপ্রোগ্রামটি খুবই জনপ্রিয়। নিম্ন ধাপ অনুযায়ী এটি তৈরি করতে হয়।

পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে (Power Point Presentation)গিয়ে Slide/File Open করে–

১. পরিচিতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়;
২. বিষয় ধারণার জন্য একটি ছবি, অডিও, ভিডিও ক্লিপ;
৩. বিষয় শিরোনাম;
৪. শিখনফল;
৫. পূর্বপাঠ আলোচনা;
৬. বিষয় উপস্থাপন;
৭. দলীয় কাজ;
৮. পাঠ মূল্যায়ন;
৯. বাড়ির কাজ;
১০. সমাপনী/ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে কোন বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে?
ক. শ্রেণি কার্যক্রম
খ. পাঠ্যপুস্তক
গ. শিক্ষার্থীর মেধা
ঘ. আইসিটি

২. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে বর্তমানে জনপ্রিয় মাধ্যম কোনটি?
ক. ডিজিটাল কনটেন্ট (আইসিটি নির্ভর)
খ. পাঠ্যপুস্তক
গ. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক
ঘ. শিক্ষকের দক্ষতা

৩. পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তক ব্যাবহারের ফলে–
ক. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মজবুত হয়
খ. শিক্ষার্থীরা বেশি পড়াশোনা করে
গ. শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানার্জন করতে পারে
ঘ. পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে

৪. পাঠ পরিকল্পনায় আইসিটি ব্যাবহারের ফলে–
ক. শিক্ষার্থীরা সহজেই জটিল বিষয় আত্মস্থ করতে পারে
খ. শিক্ষার্থীরা দুর্বোধ্য মনে করে
গ. শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট ব্যবহার শিখে
ঘ. শিক্ষার্থীরা মনোযোগ হারায়

উত্তরমালা:১. খ, ২. ক, ৩. খ, ৪. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা কেন?
২. পাঠ পরিকল্পনা করতে হলে কোন বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে?
৩. পাঠ পরিকল্পনায় আইসিটি (ICT)-এর ভূমিকা কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
২. পাঠ পরিকল্পনায় আইসিটি-এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
৩. ICT Basedএকটি Digital Contentতৈরি কর।

ইউনিট ৮: আরবি ভাষা ও সাহিত্য পাঠদানে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা ও শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন

ভূমিকা

শ্রেণিকক্ষ হলো শিক্ষার্থীদের শিখনের আনুষ্ঠানিক একটি মাধ্যম। শ্রেণিকক্ষে নানা প্রক্রিয়ায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার মূলে থাকেন শিক্ষক। সুষ্ঠু, সুন্দর ও কার্যকর শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার জন্য শিক্ষকের যথাযথ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। আবার এর সাথে সাথে দরকার উপযুক্ত পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা। সুন্দর পরিকল্পনা, যথাযথ ব্যবস্থাপনা কোন কাজে সফলতা লাভের পূর্বশর্ত। অন্যদিকে জ্ঞানের বিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, প্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে তাল রেখে বর্তমানে শিক্ষকতা তথা শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার রূপ তৈরি করেছে। গুরু থেকে সহায়তাকারী (Facilitator), সহায়তাকারী থেকে বর্তমানে শিক্ষককে বিবেচনা করা হচ্ছে রিসোর্স গাইড (Resources Guide) হিসেবে। তাই শিক্ষকতা এখন আর স্থির ও স্থবির কোন পেশা নয়। শিক্ষককে বলা হয় পরিবর্তনের প্রতিনিধি (Change Agent)। পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে নিরন্তর পরিবর্তিত পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। একজন শিক্ষকের পেশাগত কার্যক্রমের প্রধান কেন্দ্রস্থল হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। একটি জাতির ভবিষ্যত নির্মিত হয় শ্রেণিকক্ষের সফলতার উপর। জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাতা হিসেবে এ শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ ও কার্যকরভাবে পরিচালনায় শিক্ষকের সক্ষমতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন শ্রেণি শিক্ষক হিসেবে একজন শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন। শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নে শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সর্বোত্তম পন্থায় একজন শিক্ষকতার পেশাগত উন্নয়ন সাধন করতে পারেন। শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বলতে একজন শিক্ষকের কর্মবিষয়ক বা পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নকে বোঝায়। শিক্ষকতা পেশার কর্মপরিধি ব্যাপক হলেও একজন শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বলতে সবার আগে শ্রেণিকক্ষে কার্যকর ও ফলপ্রসূ শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতাকে নির্দেশ করে। এ ইউনিটে আমরা আরবি ভাষা ও সাহিত্য পাঠদানে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা ও শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

পাঠ ৮.১	:	আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা
পাঠ ৮.২	:	আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা- ২
পাঠ ৮.৩	:	অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আরবি ভাষা ও সাহিত্য শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা
পাঠ ৮.৪	:	শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন কৌশল
পাঠ ৮.৫	:	আত্ম-উন্নয়ন কৌশল হিসেবে প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন
পাঠ ৮.৬	:	শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন ও সুপাঠাভ্যাস গঠন

পাঠ ৮.১: আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ধারণা সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন;
- শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে 'শিখন-শেখানো ব্যবস্থাপনা' সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।

শ্রেণিকক্ষ মূলত শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। একজন শিক্ষকের জন্য সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা বড় একটি চ্যালেঞ্জ। শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় বিভিন্ন ধরণের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না করে কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম নিশ্চিত করা যায় না। অন্যদিকে শ্রেণিকক্ষে একটি অধিবেশনের জন্য বরাদ্দকৃত সময় খুবই সীমিত। এ সীমিত সময়ের মধ্যেই নানা ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা পূর্বক শিখন-শেখানোর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম অর্থবহ ও ফলপ্রসূভাবে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করতে পারা শিক্ষকের জন্য আবশ্যক একটি বিষয়। এ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা মূলত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উপায় ও প্রয়াস। এ অধিবেশনে আমরা শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ধারণা, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র, শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে শিখন-শেখানো ব্যবস্থাপনা এবং অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

কোন কাজ সফলভাবে সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। পরিকল্পনা হলো কোন কাজ সম্পাদনের এমন রূপরেখা (Layout) যা আগাম প্রণয়ন করা হয়। পরিকল্পনা SMART (অর্থাৎ Specific, সুনির্দিষ্ট, Measurable পরিমাপযোগ্য, Attainable অর্জনযোগ্য, Realistic বাস্তব সম্মত, ও Time Bound সময়ানুগ) হওয়া প্রয়োজন। কোন কাজ নির্দিষ্ট সময়ে, সীমিত সম্পদে, সুষ্ঠু ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে সম্পাদনের জন্য অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুচিন্তিত ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহের নীল নকশাই পরিকল্পনা। শ্রেণিকক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের নিকট শিখনকে আনন্দদায়ক, আকর্ষণীয়, স্বতঃস্ফূর্ত ও স্থায়ী করার জন্য শিক্ষক যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, তার সুচিন্তিত বহিঃপ্রকাশ ঘটে শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনায়।

শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কাজে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি কার্যকরভাবে প্রয়োগের জন্য পরিকল্পনা সকল কিছুর আগের একটি দিক। মানসম্মত একটি পরিকল্পনা কোন কাজের ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে ও তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নেয়। অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় শ্রেণিকক্ষে কেন, কখন, কীভাবে, কী উদ্দেশ্যে, কাদের জন্য, কত সময়ে শিখন-শেখানো কাজে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা হবে ইত্যাদি বিষয়ের পথ নির্দেশনা উল্লেখ থাকে। এ পরিকল্পনায় বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষণ, জেন্ডার বৈষম্যহীন শিক্ষণ, সহযোগিতামূলক শিখন, সহজীকরণ শিক্ষণ, অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ, নিরাপদ ও আনন্দদায়ক শিখন পরিবেশে শিখনের নির্দেশনা ছাড়া ও শ্রেণিতে শিখন-শেখানো

কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বে শিক্ষকের কাজ, শিক্ষার্থীদের কাজ, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ও অর্জন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদির রূপরেখা উল্লেখ থাকে।

ব্যবস্থাপনা একটি ব্যাপক অর্থবোধক বিষয়। কোন কাজের সুষ্ঠু, সুন্দর ও প্রত্যাশিত মানে আঞ্জাম দেওয়া হলো ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপনার অন্যতম মূল কথা হলো, কোন কাজ যথযথভাবে ও দ্রুততার সাথে আঞ্জাম দিতে পারা। আবার ব্যবস্থাপনা বলতে কোন কাজ অন্যদের দ্বারা সঠিকভাবে করিয়ে নেওয়াকেও বোঝায়। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সকল বাহ্যিক পরিবেশ বা অবকাঠামোগত দিকের ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষার্থীর মনো-সামাজিক দিকের ব্যবস্থাপনা শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। কার্যকর শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী মানবীয় এবং ভৌত উপাদানসমূহ সার্বিক ব্যবহার করে ইতিবাচক ও অনুকূল পরিবেশে যথার্থ জ্ঞান চর্চার আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরি হয়। এক কথায়, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া- যে প্রক্রিয়ায় শ্রেণিকক্ষে অনুকুল শিখন-শেখানো পরিবেশ সৃষ্টি ও কার্যকর শিখন নিশ্চিত করার জন্য ভৌত সুবিধাদিসহ মানবীয় ও কৌশলগত নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দরকার হয় ব্যবস্থাপনার। তাই পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা একটি ক্রমান্বিত পদক্ষেপ। যদি ও পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাঝে পার্থক্য রয়েছে তদুপরি পাশাপাশি ব্যবহার করে কখনো কখনো এ দুটি শব্দ দ্বারা প্রায় কাছাকাছি অর্থ বোঝানো হয়। আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা শিরোণামের এ অধিবেশনে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনেকটা কাছাকাছি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য একটি ভাষা সংক্রান্ত বিষয়। ভাষার শ্রেণিকক্ষ অবশ্যই অংশগ্রহণমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই ভাষা শিক্ষককে এই ক্লাস সফল করার জন্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।

শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র

শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে–

ক. শ্রেণিকক্ষ সাজানো-গোছানো;
খ. শ্রেণিকক্ষে প্রশাসনিক নির্দেশনা;
গ. শিখন সহায়ক সামগ্রির পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা;
ঘ. শিখন-শেখানো পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

নিম্নে শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো:

শ্রেণিকক্ষ সাজানো-গোছানো

শ্রেণিকক্ষ সাজানো সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার আওতায় শ্রেণিতে আসন বিন্যাস, শিক্ষার্থীদের বসা ও কাজ করার উপযোগী আসবাবপত্র, শ্রেণিতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা, যথাস্থানে বোর্ড স্থাপন, উপকরণ সাজিয়ে রাখা, বিশেষ করে আরবি শেখার জন্য উপযোগী বিভিন্ন পোস্টার, প্লে-কার্ড ইত্যাদি ওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা-এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া শ্রেণিকক্ষের সঠিক আয়তন, নিরিবিলি ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ শ্রেণিকক্ষ সাজানোর সাথে সম্পর্কিত যদিও এগুলোর সবকিছু প্রত্যাশিত মাত্রায় তাৎক্ষণিকভাবে শ্রেণির শিক্ষক কর্তৃক নিশ্চিত করা সম্ভব নাও হতে পারে।

প্রশাসনিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

প্রশাসনিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার আওতায় শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের নির্দেশনা, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির রেকর্ড, শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পূর্বে, চলাকালীন এবং পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদের করণীয় আচরণ

সংক্রান্ত নীতিমালা, অনাকাঙ্খিত আচরণ নিয়ন্ত্রণ, শ্রেণিতে একক, জোড়ায় ও দলীয় কাজসহ বিভিন্ন ধরণের কাজের সময় শিক্ষার্থী কর্তৃক পালনীয় নির্দেশনা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রী সংগ্রহ করা, যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ সামগ্রী বন্টন করা, পাঠের শেষে শিখন সামগ্রী ফেরত আনা, শিখন সামগ্রী সংরক্ষণ করা, শিক্ষণ সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল সম্পদের সর্বোচচ ব্যবহার নিশ্চিত করা ইত্যাদিকে বুঝায়।

শিখন-শেখানো পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ধারণা

শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার গতানুগতিক ধারণায় সবার আগে, বিশেষত শ্রেণিকক্ষের শৃংখলা ও ভৌত ব্যবস্থাপনা বোঝায়। এর বাইরে শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় যে বিষয়টি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হলো শিখন-শেখানো পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা। শিখন-শেখানো পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা শ্রেণিকক্ষে শিখনের সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ সৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখনের পরিকল্পনা, আয়োজন, শিক্ষক শিক্ষার্থীর কর্মতৎপরতা ও পরিবেশ সৃষ্টি-এগুলো শিক্ষণ ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য কাজ। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাপনা বা ক্ল্যাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট (Classical Management)-এর চেয়ে মানবীয় সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা (Human Relation Management) বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ শিখন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাকে প্রাথমিকভাবে দু'ভাগে ভাগ করে একটিকে ভৌত ব্যবস্থাপনা এবং অন্যটিকে মানবীয় ব্যবস্থাপনা নামে নামকরণ করা হয়। শিখন-শেখানো পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের করণীয় অনেক। এ কাজে শিক্ষা বিজ্ঞান তথা পেডাগুজি (Pedagogy) সংক্রান্ত বিষয়াবলী যে শিক্ষক যতবেশী দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করতে পারবেন, শ্রেণি শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমকে তিনি ততবেশী ফলপ্রসূ ও অর্থবহ করে তুলতে পারেন। শিখন-শেখানো পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের দক্ষতাই মূখ্য। যেমন, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অবস্থান ও চলাফেরা, দৃষ্টি বিন্যাস ও শিক্ষার্থীদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত পদ্ধতি-কৌশল নির্ধারণ ও প্রয়োগ, শিখনে আগ্রহ সৃষ্টি করা ও তার আগ্রহ ধরে রাখা, শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও কর্মতৎপর রাখা, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ নির্বাচন ও তা ব্যবহার, সঠিক কৌশল অবলম্বন করে শ্রেণিতে প্রশ্নকরণ, পদ্ধতি গত বোর্ড ব্যবহার, শিক্ষণ-শিখনে আইসিটি মিডিয়ার ব্যবহার, অধিক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কৌশল অনুসরণ-এগুলোর সবকিছুই শিখন-শেখানো পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অংশ। উল্লেখ্য, শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যস্থাপনার মানবীয় উপাদান হিসেবে শিক্ষকের উৎফুল্লভাব, প্রেরণাদান, ইতিবাচক মনোভাব, প্রেষণা জাগ্রতকরণ, সহযোগিতা, মুচকিহাসি, বাচনভঙ্গি, অভিব্যক্তি, বলবৃদ্ধিকারক কৌশল ব্যবহার, প্রশ্নকরণ কৌশল,তীক্ষ্মপর্যবেক্ষণ, বিষয়ের গভীরতা, আন্তরিকতাপূর্ণ কুশল বিনিময়, সহমর্মিতা, সময় জ্ঞান, যোগাযোগ দক্ষতা ইত্যাদি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যস্থাপনার অন্যান্য ক্ষেত্র

শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যস্থাপনার উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহ ছাড়াও আরো কতিপয় ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন−

আচরণিক ব্যবস্থাপনা, শৃংখলা ব্যবস্থাপনা, বিশেষভাবে সামর্থ্য (Specially Able) বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আসনসহ তাদের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাপনা, জোড়া ও দলগঠন কৌশলসহ শ্রেণির নানা কাজ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ধারণা প্রদান প্রসঙ্গে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন। মূলত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি একটি সামগ্রিক ধারণা। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি একক কোন পদ্ধতি বা কৌশলের নাম নয়। শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণ-শিখন প্রসংঙ্গে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি হলো শিখন-শেখানোর ঐ সবকলা-কৌশল ব্যবহার যেগুলোর মাধ্যমে শিখনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ

করানো সম্ভব হয়। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি একটি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে পাঠদান কার্যক্রম শ্রেণি পাঠনায় ব্যবহৃত হয় তাকে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি বলা হয়। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এ পদ্ধতিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক (Learner Centered) শিক্ষণ, শিশুকেন্দ্রিক (Child Centered) শিক্ষণ, সক্রিয় শিখন (Active Learning), সহযোগিতামূলক শিখন (Cooperative Learning)। এ পদ্ধতি শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণের সাথে সাথে নতুন জ্ঞানসৃষ্টিতে শিক্ষার্থীর অংশীদারিত্ব স্বীকার করে ও এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে। এজন্য এ পদ্ধতিকে অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতি ও বলা যেতে পারে। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিখনে শিক্ষার্থীর ভূমিকা মূখ্য, শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ।

নতুন জ্ঞান ও কৌশল অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান, বয়স, মানসিক দক্ষতা, আগ্রহ, রুচি, প্রবণতা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের রূপরেখাকে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা বলা যায়। শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রচলিত ধারণা থেকে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ধারণা অনেক বিষয়ে যেমন অভিন্ন, তেমনি কিছু কিছু বিষয়ে আবার অনেকটাই আলাদা। কারণ, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার গতানুগতিক প্রক্রিয়ার সাথে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় আরো নানা পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করতে হয়। এ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সকল প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে শিখনে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শিখন সফলতা অর্জন। এ পরিকল্পনায় সবার আগে শিখন-শেখানো কাজে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা ও ব্যাপক দখল থাকতে হবে।

শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতির থেকে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের কারণেই শ্রেণি ব্যবস্থাপনার গতানুগতিক কলাকৌশল থেকে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ও অনেকটা আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অন্যান্য গতানুগতিক দিকগুলোর চেয়ে শিখন-শেখানো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী স্বতন্ত্র। মূলত অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যস্থাপনা শিখন-শেখানোর একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া। সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও শিখন সফলতা এ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ, শিখনে শিক্ষার্থীর সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের যত উপায় আছে পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট অনুসারে সেগুলোকে ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করে শিখন সফলতা অর্জন এ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য। তাই শিক্ষকের প্রস্তুতি, পাঠ পরিকল্পনা, শ্রেণিকক্ষের কাজ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণ করানো, একীভূতকরণ, পাঠে মনোযোগ সৃষ্টিকরণ ও মনোযোগ ধরে রাখা, আন্তঃব্যক্তিক ও যোগাযোগ, সমস্যা সমাধান, বিশ্লেষণমূলক ও উচ্চস্তরের চিন্তন-দক্ষতার অনুশীলন, বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট উপকরণ চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহকরণ ও যথাসময়ে তা ব্যবহার, প্রশ্নকরণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক একটি সহযোগিতামূলক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করেন এবং শিখনকার্যে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রশ্ন উত্থাপন এবং স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার অবকাশ দেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপরতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আগ্রহ-চাহিদা এবং প্রবণতাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। এ পদ্ধতিতে কোন শিক্ষার্থীর নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকার কোন সুযোগ থাকে না। সকলেই কম-বেশি কর্ম-সম্পাদনে বাধ্য হয়ে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীর সকল প্রকার ইন্দ্রিয় দক্ষতার ব্যবহার ও বিকাশ নিশ্চিত হয়। এছাড়া শ্রেণিকক্ষের শিখন ও বাস্তব জগতের পরিস্থিতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা শিক্ষকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা শ্রেণিকক্ষের শিখন এবং বাস্তব জগতের প্রয়োজনের সঙ্গে যে তফাৎ, তার মাঝে সংযোগ সাধন করে। অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে ইতিবাচক, আনন্দময় ও শিখন বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ বিষয়ের শিক্ষকের সর্বপ্রথম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। সাথে সাথে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার বিশেষ পদ্ধতি কৌশলগুলোরপ্ত করা খুব জরুরি একটি বিষয়। অংশগ্রহণমূলক আরবি ভাষা ও সাহিত্য শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনেকটাই শিখন-শেখানোর কৌশলগত প্রক্রিয়া। এজন্য একটি শ্রেণিকক্ষকে ইতিবাচক, আনন্দময়, শিখন বান্ধব ও একীভূত শিখন পরিবেশের রূপান্তরের লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষের সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশের প্রতি এ ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। এ ব্যবস্থাপনায় আরবি ভাষা ও সাহিত্য-এর বিষয়বস্তু শিখনে শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সকল শিক্ষার্থীর শিখন সফলতা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আমাদের দেশের শ্রেণিকক্ষ পরিস্থিতি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির সকল কৌশল অনায়াসে সকল শ্রেণিকক্ষে সমনভাবে প্রয়োগ উপযোগী নয়। এজন্য শ্রেণিকক্ষের পরিস্থিতি অনুসারে এ পদ্ধতির কোন কোন কৌশলগুলো ব্যবহার বা প্রয়োগ উপযোগী এ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় তা শিক্ষককে বিবেচনায় রাখতে হবে।

মূল্যায়ন

আসুন, এ অধিবেশনের পাঠের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেই।

৮.১ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে–
ক. শ্রেণিকক্ষে সকলের অংশগ্রহণ
খ. শ্রেণিকক্ষে ফলপ্রসূ পাঠদান
গ. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণ প্রতষ্ঠা
ঘ. শ্রেণিকক্ষে শিখনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি

২. নিচের কোন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে সহযোগিতামূলক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়?
ক. মানবিক দিক
খ. অংশগ্রহণমূলক
গ. সহযোগিতামূলক
ঘ. ভৌত অবকাঠামো

৩. শ্রেণিতে উপকরণ সাজিয়ে রাখা– এটি শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কোন ক্ষেত্রের উদাহরণ?
ক. শ্রেণিকক্ষ সাজানো
খ. শিখন-শেখানো পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা
গ. শ্রেণিকক্ষে প্রশাসনিক নির্দেশনা
ঘ. শিখন সহায়ক সামগ্রির পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. খ, ৩. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায়?
২. শ্রেণিকক্ষে প্রশাসনিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দুটো কাজ লিখুন?
৩. অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ২টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ধারণা ও ক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা দিন।
২. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় ‘শিখন-শেখানো ব্যবস্থাপনা’ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ-এ উক্তির যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন।
৩. অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৮.২: আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বর্ণিত কৌশলসমূহ আরবি ভাষা ও সাহিত্য ফিকহ বিষয়ের শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে পারবেন।

উন্নত পরিকল্পনা

যথাযথ ব্যবস্থাপনা কোন কাজে সফলতা লাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। শিক্ষণকে মূলত একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং শ্রেণিকক্ষ হলো একটি জটিল জগৎ। এ জটিল প্রক্রিয়া ও জটিল জগৎ নিয়েই শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষকের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। আবার একটি দেশের মানসম্পন্ন শিক্ষার সুতিকাগার হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। একটি জাতির ভবিষ্যৎ অনেকাংশে শ্রেণিকক্ষসমূহের উপর নির্ভরশীল। অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের ন্যায় আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শ্রেণিকক্ষে ও সফল ও সার্থক শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বের অধিবেশনে আমরা শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ধারণা, শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রসমূহ, শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে শিখন-শেখানো ব্যবস্থাপনা এবং অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জেনেছি। এ অধিবেশনে আমরা আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করবো।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল

আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রেণিকক্ষে এ বিষয়ের শিখন-শেখানোর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। আর এ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে আসনবিন্যাস থেকে শুরু করে এ বিষয়ের শ্রেণিকক্ষের ভৌত সুবিধাসমূহ, সহায়ক সামগ্রী, শ্রেণিকক্ষের শৃঙ্খলা, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আচরণ, নির্দেশনা, শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি ও কৌশল ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল থেকে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার বিশেষ বিশেষত্ব হলো এ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। এ জন্য অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার কলাকৌশল মূখ্য বিবেচ্য বিষয়। তাই শ্রেণিকক্ষকে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে পরিণত করার পরিকল্পনায় শিক্ষকের বিষয় জ্ঞান থেকে শুরু করে অংশগ্রহমূলক পাঠ পরিকল্পনা, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহারের দক্ষতা, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রস্তুতি, অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, কাজে জড়িত রাখা/ব্যাপৃতকরণ, মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহিতকরণ, উপকরণ, শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করা ও শিখন সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির আসন ব্যবস্থাপনা, সময় ব্যবস্থাপনা, শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা, বৈচিত্রময় কৌশল ব্যবহার, একীভূতকরণ প্রক্রিয়া, শ্রেণিতে যোগাযোগ, শিক্ষার্থীদের কাজ পরিবীক্ষণ, শিক্ষকের নির্দেশনা, ফলাবর্তন, শিখন মূল্যায়ন কৌশল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় বিবেচ্য কতিপয় বিষয় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

বিষয় জ্ঞান

শিক্ষকতার জন্য বিষয় জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে পদ্ধতি জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের জন্যে বিষয় জ্ঞান পূর্বশর্ত। তাই আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শ্রেণিতে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্যে ও সবার আগে চাই বিষয় জ্ঞান। বিষয় জ্ঞানের ভিত্তিতেই একজন শিক্ষক নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন তিনি কোন কোন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করবেন এবং তা কখন, কীভাবে করবেন। বিষয় জ্ঞান এর ভিত্তিতেই তিনি পরিকল্পনা করবেন কীভাবে শিখন বিষয়কে সমস্যা আকারে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে সে সমস্যা সমাধানে ব্যপৃত করা যায় কিংবা শ্রেণির কাজসমূহকে কীভাবে শিক্ষার্থীদের জীবন ও অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট করে সমাধান করতে দেওয়া যায় ইত্যাদি। বিষয় জ্ঞানে দূর্বলতা কিংবা ঘাটতি থাকলে শিখন-শেখানো কাজে যথাযথভাবে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা যায় না।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির দক্ষতার উন্নয়ন

আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কাজে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হলে সবার আগে এ পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার এবং এ পদ্ধতি প্রয়োগের দক্ষতা ও কৌশল অর্জন করা প্রয়োজন। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় পারদর্শিতা অর্জনের একটি সহজ উপায় হলো এ পদ্ধতি প্রয়োগে দক্ষ সহকর্মী শিক্ষকদের অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করা। আবার এ পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন ও তা অনুধাবন করে পরিকল্পিত অনুশীলনের মাধ্যমে এ পদ্ধতি প্রয়োগের দক্ষতাসমূহ অর্জন করা যেতে পারে। অনুশীলন প্রক্রিয়াটি যথাক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুশীলন, নানা কৌশলে ফিডব্যাক গ্রহণ, পুনঃপরিকল্পনা প্রণয়ন, পুনঃঅনুশীলন ও পুনঃফিডব্যাক গ্রহণ– এভাবে চক্রাকারে অবর্তিত হতে পারে। মূলত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহারে শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমেই এ পদ্ধতির ফলপ্রসূ প্রয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হয়। দক্ষতার সাথে সাথে এ পদ্ধতির প্রতি শিক্ষক–শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রয়োজন। অর্থাৎ, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমত একজন শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে ইতিবাচক। তাকে সময়ানুবর্তিতার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করতে হলে তাকে নিজেকেও শৃঙ্খলার চর্চা করতে হবে। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে না পারলে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল ফলপ্রসূভাবে শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়ন করা যায় না।

অংশগ্রহণমূলক পাঠ পরিকল্পনা

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিবেচ্য দিক হলো অংশগ্রহমূলক পাঠ পরিকল্পনা। কারণ পাঠ পরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে পরিকল্পিতভাবে নির্ধারণ করা হয় পাঠ উপস্থাপনে ব্যবহার্য পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে। পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয়টি ও বিবেচনায় রাখতে হবে। অংশগ্রহমূলক পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপনের পূর্বশর্ত হিসেবে পাঠ পরিকল্পনায় অনিবার্যভাবে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির অবতারণা ও অনুসরণ করা প্রয়োজন। এ পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানোর বৈচিত্র্যময় ও উপযোগী কলাকৌশল ও কার্যক্রমের রূপরেখার ইঙ্গিত থাকবে। তাই গতানুগতিক পাঠ পরিকল্পনা থেকে অংশগ্রহমূলক পাঠ পরিকল্পনা আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রস্তুতি

অংশগ্রহমূলক পদ্ধতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তু শেখানো হয়। এসব কাজ সম্পাদনের জন্যে কিছু সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। তাই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিখন–শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় বিষয়বস্তুর এবং পদ্ধতিগত প্রস্তুতির সাথে সাথে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী/সরঞ্জাম/ উপকরণ পূর্বেই প্রস্তুত রাখতে হয়। সামগ্রী/সরঞ্জাম বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না থাকলে এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। তাই শ্রেণিতে অংশগ্রহণমূলক কাজ করানোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যপত্র, কর্মপত্র, ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব (সম্ভব হলে), অডিও/ভিডিও, টেপ রেকর্ডার, কম্পিউটার, প্রজেক্টর, সাউন্ড

সিস্টেম, পোস্টার পেপার, পুশপিন, ভীপ (VIPP) কার্ড, হ্যান্ড আউট, মূল্যায়ন শিট ইত্যাদির সরবরাহপূর্ব থেকেই নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে এমন সব উপকরণ শ্রেণিকক্ষে থাকা জরুরি, যা না হলে শোনা দক্ষতা শেখানো ব্যহত হয়। ভাষার বলা, পড়া ও লেখা দক্ষতা প্রায়োগিক বিষয় হলেও শোনা দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ শ্রেণিকক্ষে সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অংশগ্রহণ (Participation) ও কাজে জড়িতকরণ (Engagement) নিশ্চিতকরণ অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ দিক হলো এ ব্যবস্থাপনায় শ্রেণিকক্ষের সকল শ্রেণি ও সামর্থ্যের শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে 'সবার জন্য শিখন' নীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কিছু শিক্ষার্থী শ্রেণিতে শিখনে অংশগ্রহণ করবে আবার কিছু শিক্ষার্থী শিখনের বাইরে থেকে যাবে- তা যথার্থ অংশগ্রহণ এবং কার্যকর শিক্ষণ হিসেবে গণ্য নয়। এজন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীকে পাঠে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর দক্ষতা ও যোগ্যতা শিক্ষকের থাকা অনিবার্য। অধিকন্তু, এ ব্যবস্থাপনায় শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের কাজ করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং সাথে কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার কৌশলও তাদেরকে শেখাতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এখানে সতীর্থ শিখন (Peer Learning) সংঘটিত হয়। কখনো কখনো এ ধরণের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের চেয়ে তাদের সতীর্থদের থেকে বেশি শিখে থাকে। তাই একটি অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানোর জন্য তাদের মনস্তত্ত্ব বুঝে সে অনুযায়ী পদ্ধতি- কৌশল ব্যবহার এবং যথাযথ আচরণ করা। এক্ষেত্রে আচরণ বলতে বিশেষত তাদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলা, অংশগ্রহণমূলক কাজে তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রশংসা করা, তারা যাতে বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহী হয় এমন যোগ্যতা প্রদর্শন করা, তাদের পছন্দকে উৎসাহিত করা, শিখন প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে অনুমোদন দেওয়া, শিখনে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করা, তাদের বিকল্প ধারণা বা কাজকে পছন্দ করা, তাদের মাঝে পরস্পর সহযোগিতা করার পরিবেশ সৃষ্টি করা ইত্যাদিকে বুঝায়। শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাওয়ার মাধ্যমে এবং সতীর্থকে শিখনে সহায়তা করার মাধ্যমে নিজেরা অনুপ্রাণিত, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও উৎসাহী হয়।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় কেবল সাধারণ অর্থে শিখনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানোই যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীরা যাতে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে নিজেদের প্রচেষ্টায় বিষয়বস্তু শিখতে পারে সে জন্য শিখনে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে জড়িত রাখতে হবে। কখনো কখনো তারা ভুলের মাধ্যমে শিখবে। নিজেদের প্রচেষ্টায় শিখতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রথম পদক্ষেপেই সবকিছু সঠিকভাবে শিখতে পারবে, এমন নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সমস্যার সমাধান করতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষককে তাদেরকে নির্দেশনা দিতে হবে এবং উৎসাহিত করতে থাকতে হবে। এভাবে বারংবার প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন নীতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে গভীরভাবে কাজে জড়িত রাখা সহজ হবে এবং তাদের সমস্যা সমাধান দক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে।

সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক। শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষার্থীদেরকে পারদর্শী করে তোলা। বাস্তব জীবনের একটি আবশ্যকীয় দক্ষতা হচ্ছে কোন সমস্যা যথার্থ অনুধাবন বা বোঝার সামর্থ্য এবং তা সমাধান করা। সমস্যা অনুধাবন ও তা সমাধানের এ দক্ষতা বিকাশের প্রচেষ্টা শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান থাকতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সামনে সমস্যা তুলে ধরতে হবে। মিথস্ক্রিয়ামূলক যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়বস্তুর পর্যালোচনায়, বিশ্লেষণে, সংশ্লেষণে, সচেষ্ট থাকবে। অংশগ্রহণমূলক শিখন ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠ সংশ্লিষ্ট এ রকম সমস্যা তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের তা সমাধানে দক্ষ করা। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিজে সরাসরি সমস্যা সমাধানকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়ে তিনি

নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত হবে। উল্লেখ, সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি একাধিক হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম সমাধান খুঁজে বের করতে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা ও সহায়তা দিতে হবে। এ ধরণের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকা সহায়কের। অর্থাৎ, সমস্যা সমাধান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার পরিবেশ তৈরি করে দিবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। সমস্যা সমাধান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে কিনা, তিনি তা চিহ্নিত করবেন এবং সে জটিলতা নিরসনে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ জন্য শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক শিখন পরিবেশ তৈরিতে একজন শিক্ষকের যথেষ্ট দক্ষতা থাকতে হবে।

শিক্ষার্থীদের কাজ পরিবীক্ষণ করা

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি Learning by doing-তথা কাজের মাধ্যমে শিখনকে গুরুত্ব দেয়। এ পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে দিতে হবে। আবার সে সব কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষককে তা পরিবীক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ, অংশগ্রহণমূলক কাজসমূহ শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে করছে কিনা বা করলেও কতটা করতে পারছে, অথবা নির্দিষ্ট কোন শিক্ষার্থী বা কোন দল কাজ করতে না পারলে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার করার প্রয়োজনেই শিক্ষককে তা পরিবীক্ষণ করতে হবে।

উপকরণ ব্যবহার

উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে অংশগ্রহণমূলক করা যায়। এক্ষেত্রে পাঠের বিষয়বস্তু এবং এ পদ্ধতির উপযোগী উপকরণ চিহ্নিত করে তা ব্যবহার করতে হবে। পাঠে সক্রিয় অংশগ্রহণ করানোর জন্য বর্তমানে উপকরণ হিসেবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ল্যাঙ্গুগুয়েজ ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, কম্পিউটার, সাউন্ড সিস্টেম, অডিও, ছবি, স্মার্টবোর্ড, ডকুমেন্ট ক্যামেরাসহ আরও অনেক সফ্টওয়ার ও অ্যাপ ব্যবহার বেশ ফলদায়ক। যথাযথভাবে ও যথা সময়ে এসব উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক একটি শ্রেণিকক্ষকে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে পরিণত করতে পারেন।

আসন ব্যবস্থাপনা

আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানোর উপযোগি করে আসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও বিন্যাস করা প্রয়োজন। শিক্ষক-কেন্দ্রিক আসন বিন্যাসে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে সার্বক্ষণিকভাবে শিক্ষক-অভিমূখী থাকে। এজন্য সনাতন পদ্ধতির দীর্ঘ আকারের বেঞ্চ, যা সাধারণত সারি ও কলামভিত্তিক বিন্যাস করে শিক্ষার্থীদের বসতে দেয়া হয়। এ ধরণের আসন দলীয় কাজসহ অন্যান্য অংশ্রহণমূলক কাজ করার অনুকূল নয়। অংশ্রহণমূলক পদ্ধতির আসন পরিকল্পনা ও আসন বিন্যাসের নীতি-পদ্ধতি এমন হওয়া উচিৎ যাতে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে সহজেই মুখোমুখি হয়ে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া করতে পারে এবং দলগতভাবে ও সহযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন কাজ করতে পারে। আবার সহায়তাকারী হিসেবে শিক্ষক যাতে সহজেই সকল শিক্ষার্থীর কাছে যেতে পারেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করতে পারেন সে বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। এজন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে গ্রুপভিত্তিক বা স্টেশনভিত্তিক বসানোর ব্যবস্থা করা ভালো।

সময় ব্যবস্থাপনা

সময় ব্যবস্থা শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার নিয়মিত অনুষঙ্গ হলেও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অপেক্ষাকৃত বেশি সময়ের দরকার হয়। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে একক কাজ, জোড়ায় কাজ, মাথা খাটানো, দলগত কাজ এবং আরো নানাভাবে কাজ করতে হবে। এজন্য প্রতিটি কাজ ও পর্বের জন্য সময়ের পরিকল্পনা ও সে মোতাবেক প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আবার পারস্পরিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে মাথা খাটিয়ে সমস্যা

সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও শিক্ষার্থীদের দিতে হবে। এ কারণেই এ পদ্ধতিতে সময় ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা। কারণ শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, দলীয় আলোচনা, বিতর্ক এসব কাজের সময় শ্রেণিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। এক্ষেত্রে কাজ ব্যবস্থাপনার কৌশল ও নীতিমালা, শ্রেণিকক্ষ শৃঙ্খলা রক্ষার সাধারণ নীতিমালা/গ্রাউন্ডরুলস, উপযুক্ত নির্দেশনা, প্রয়োজনে লিখিত নির্দেশনা দেয়া এবং শৃঙ্খলা রক্ষার অন্যান্য ইতিবাচক কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে– সহায়তাকারী, নির্দেশনা দাতা, পরামর্শদাতা-এসব ভূমিকার সাথে সাথে একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের একজন নেতা ও পরিচালকও বটে। শ্রেণিকক্ষ পরিচালিত হবে একাধারে মানবিক সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে।

নির্দেশনা

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি হলো শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি। অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তায় শিখন সংঘটিত হয়। শিক্ষককেন্দ্রিক শ্রেণিকক্ষে যেখানে শিক্ষক জ্ঞান বিতরণের ভূমিকায় থাকেন, সেখানে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকা সহায়কের ও নির্দেশনা দাতা তথা পথ প্রদর্শকের (Guide)। এ জন্যে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় নির্দেশনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার বিভিন্ন পর্বে শিক্ষার্থীদের যথাযথ নির্দেশনাদান শিখনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণকে অর্থবহ করে। তাই অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করতে হলে সুস্পষ্ট ও ধারাবাহিকভাবে নির্দেশনা দিতে হবে। কার্যকর নির্দেশনা একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপর করে তোলে অন্যদিকে-এর মাধ্যমে প্রত্যাশিত শিখনফল অর্জন সহজ হয়। শিক্ষকের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করতে পারার দক্ষতা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিকে কার্যকর করতে সহায়তা করে। যে কোনো শিখন-শেখানো কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিখনের শুরু থেকে সুস্পষ্ট হতে হবে এবং সকল কাজের নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের বোধগম্য হতে হবে। নির্দেশনা মৌখিক হলে তা অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে আবার লিখিত হলে তা সহজ ও সাবলীল ভাষায় হতে হবে। উভয় ধরণের নির্দেশনাই শিক্ষার্থীর জন্য যাতে সহজে বোধগম্য হয় শিক্ষককে সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। আবার শিক্ষার্থীরা নির্দেশনা বুঝতে পেরেছে কিনা বা নির্দেশনা অনুসারে কাজ করছে কিনা, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষণের একটি নাম নির্দেশনা (Instruction)। আর শিক্ষককে বলা হয় নির্দেশনাদাতা (Instructor)।

এছাড়াও বৈচিত্র্যময় অংশগ্রহমূলক কৌশল ব্যবহার, একীভূত শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ, শ্রেণিকক্ষের নানা রকম কাজের মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, মাথা খাটানোসহ অন্যান্য অংশগ্রহমূলক কাজ ব্যবস্থাপনার নিয়মনীতি ও অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত।

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় বিবেচ্য বিষয়াবলীর মধ্যে জোড়ায় কাজ প্রসঙ্গেই তো পূর্বে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মাথা খাটিয়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শ্রেণিকক্ষে কার্যকর জোড়ায় কাজ পরিচালনার পরিকল্পনায় সম্ভাব্য বিবেচ্যদিকসমূহ সম্পর্কে নিচের ধারণা মানচিত্রে আপনার চিন্তাগুলো পয়েন্ট আকারে লিপিবদ্ধ করুন। এ বিষয়ে আপনার স্পষ্ট ধারণা লাভের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হল।

ধারণা মানচিত্র: কার্যকর দলীয় কাজ পরিচালনার পরিকল্পনায় সম্ভাব্য বিবেচ্য দিকসমূহ

সর্বোপরি শিখনকে অধিক উপভোগ্য ও আনন্দঘন করতে, উচ্চস্তরে চিন্তন ও বিশ্লেষণী ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে, নতুন শতাব্দীতে শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করতে, কর্মক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে, কার্যকরী নাগরিক সৃষ্টির দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে, শ্রেণিকক্ষে একটি সহায়তাকারী সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে, নেতৃত্বের দক্ষতা

অনুশীলনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে, নতূন জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটাতে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক। বর্তমান বিশ্বের চাহিদা হচ্ছে প্রতিটি শিক্ষার্থী উচ্চস্তরের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ দক্ষতার মাধ্যমে জটিল সমস্যাসমূহ সমাধান করবে। বর্তমানে শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদেরকে প্রো-এ্যাকটিভ (Pro-active) তথা অতিসক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেখানে তারা সক্রিয়ভাবে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের পন্থা খুঁজেবের করবে, প্রশ্ন করবে, বিশদ ব্যাখ্যা করবে এবং নিত্য পরিবর্তনশীল পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বুঝবে। আর এ জন্য বিদ্যালয় তথা শ্রেণিকক্ষের ভূমিকা হচ্ছে শিখন-শেখানো কার্যক্রম থেকে শিক্ষার্থীকে উচ্চস্তরের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা, যা তাদেরকে আরো দ্রুতভাবে শিখন বিষয়ের বিশ্লেষণে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং জটিল বাস্তব বিশ্বের সমস্যা সামাধান করতে সামর্থ্য করে। তাই এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষার মাধ্যমে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাকল্পে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মাদরাসার দাখিল স্তরের আরবি ভাষা ও সাহিত্য-এর শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ও অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য।

মূল্যায়ন

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেই।

৮.২ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষকের কোন ভূমিকাটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ?
ক. ব্যবস্থাপনাকারী
খ. সহায়তাকারী
গ. শৃখংলারক্ষারী
ঘ. পরামর্শদানকারী

২. শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন–
ক. কর্মকালীন প্রশিক্ষণ
খ. বিষয় জ্ঞান
গ. ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
ঘ. ব্যাপক প্রচেষ্টা

৩. শিখনে সতীর্থকে সহায়তা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেরা–
ক. আত্ম-বিশ্বাসী হয়
খ. পরোপকারী হয়
গ. ফলাফল ভালো হয়
ঘ. উদার হয়

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ. ৩. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. অংশগ্রহণমূলক পাঠ পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? বর্ণনা দিন।
২. শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতি প্রয়োগের দক্ষতা উন্নয়নের ৩টি উপায় নির্দেশ করুন।
৩. অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার ৩টি কৌশল উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও তাদেরকে কাজে ব্যপৃতকরণে (Engage) আপনার সুচিন্তিত পরিকল্পনার বিবরণ দিন।
৩. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার সনাতন ধারণার থেকে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ধারণার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার করুন।

পাঠ ৮.৩: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আরবি ভাষা ও সাহিত্য শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির পরিচয় উল্লেখ করতে পারবেন;
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আরবি ভাষা ও সাহিত্য শ্রেণিকক্ষের সমস্যাসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন;
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আরবি ভাষা ও সাহিত্য শ্রেণিকক্ষের সমস্যা মোকাবেলার কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আরবি ভাষা ও সাহিত্য শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারবেন।

বিশ্বের অন্যতম প্রধান ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান ঘন বসতিপূর্ণ দেশ। অধিক জনসংখ্যার প্রভাব এদেশের সবকিছুতে লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান। এমন কি আমাদের প্রাথমিক/এবতেদায়ি ও মাধ্যমিক/দাখিলস্তরের শ্রেণিকক্ষেও এর প্রভাব দেখা যায়। অর্থাৎ অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট কিংবা অন্যান্য কারণে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের একটি সাধারণ বাস্তবতা। অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ শিক্ষকের জন্য বরাবরই একটি চ্যালেঞ্জ। তাই আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রয়োজনীয় কৌশলগত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা এ স্তরের শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ইউনিটের পূর্বের অধিবেশনসমূহে যথাক্রমে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ধারণা ও অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধিবেশনে আমরা অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, এর চ্যালেঞ্জসমূহ ও তা মোকাবেলার কৌশল সম্পর্কে আলোচন াকরবো।

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষের পরিচয়

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষকে কখনো কখনো আমরা বড় শ্রেণিকক্ষ বলে থাকি। বড় শ্রেণিকক্ষ বলতে আক্ষরিক অর্থে শ্রেণিকক্ষের আকার-আকৃতির ধারণা বুঝালেও মূলত বড় শ্রেণিকক্ষ বলতে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিক্ষকেই বোঝানো হয়। এখন প্রশ্ন জাগে কোন ধরণের শ্রেণিকক্ষকে আমরা বড় শ্রেণিকক্ষ কিংবা অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিক্ষক বলবো। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টি সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় সংখ্যায়িত করে-এর সংজ্ঞা দেয়া অনেকটা কঠিন। কার দেশভেদে এর ধারণা ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন ইউরোপ, আমেরিকাসহ উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে একটি সাধারণ ক্লাসে ১৫ থেকে ২০ জন শিক্ষার্থী থাকে। এমন কি এশিয়া, আফ্রিকার অনেক দেশের শ্রেণিকক্ষেও ৪০ জন শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষ খুব বেশী একটা দেখা যায় না। আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি–২০১০-এ মাধ্যমিক স্তরে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত (৬-৭ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে) ১:৩০ সুপারিশ করা হয়েছে। যা হোক, আমাদের দেশে মাধ্যমিক/দাখিলস্তরে সাধারণত ৪০ জন শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষকে আদর্শ শ্রেণিকক্ষ ধরা হয়। সুতরাং এ আদর্শের আলোকে ৪০ জনের বেশী শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষ অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ হিসেবে গণ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ৪০ জনের বেশি হিসেবে তা হয়তো ৫০ থেকে ৬০ জন শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষ হিসেবে কল্পনায় আসতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কোথাও কোথাও তা ১০০ জন এর অধিকও কল্পনা করতে হয়। বস্তুত প্রাথমিক/ এবতেদায়ি ও মাধ্যমিক/দাখিলস্তরে এ ধরণের শ্রেণিকক্ষ রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রসমূহ

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার মৌলিক দু'টি দিক রয়েছে, যেমন– ভৌত ব্যবস্থাপনা ও মানবীয় ব্যবস্থাপনা। ভৌত ব্যবস্থাপনা শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার বাহ্যিক দিক। আর শ্রেণিকক্ষে শিখনের অনুকূল সামাজিক, মানসিক ও আবেগীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা মানবীয় ব্যবস্থাপনার কাজ। শ্রেণিকক্ষের ভৌত ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে-এর প্রত্যাশিত আয়তন, নিরিবিলি ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, আসনবিন্যাস, শিক্ষার্থীদের বসা ও কাজ করার উপযোগী আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা, শ্রেণিতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা, যথাস্থানে বোর্ড স্থাপন, উপকরণ সাজিয়ে রাখা ইত্যাদি বিবেচ্য দিক। আবার শ্রেণিকক্ষের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের নির্দেশনা, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির রেকর্ড, শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পূর্বে, চলাকালীন এবং পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদের করণীয় আচরণ সংক্রান্ত নীতিমালা, অনাকাঙ্খিত আচরণ নিয়ন্ত্রণ, শ্রেণিতে একক, জোড়ায় ও দলীয় কাজসহ বিভিন্ন ধরণের কাজের সময় শিক্ষার্থী কর্তৃক পালনীয় নির্দেশনা এসব অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। ব্যবস্থাপনার আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর ব্যবস্থাপনা। এ ব্যবস্থাপনার আওতায় পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রী নির্বাচন ও ব্যবহার, উপযুক্ত সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় পাঠ সামগ্রী বণ্টন, পাঠ শেষে তা ফেরত আনা ও সংরক্ষণ করা, শিখন-শেখানো কার্যক্রম সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা। শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কলাকৌশল নির্ধারণ ও প্রয়োগ, শ্রেণিকক্ষে শিখনের মানসিক, সামাজিক আবেগিক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি এ ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত। উল্লেখ্য যে, আদর্শ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার সকল বিষয় ও দিক অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত। অধিকন্তু অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত আরো নানা দিক অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ অধিবেশনে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার গতানুগতিক ও সামগ্রিক দিক নিয়ে আলোকপাত না করে বিশেষত অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শ্রেণি ব্যবস্থাপনার বিশেষ কলাকৌশলের প্রতিগুরুত্বারোপ করা হবে।

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আরবি ভাষা ও সাহিত্য শ্রেণিকক্ষের চ্যালেঞ্জ

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির চ্যালেঞ্জ বহুমাত্রিক। বিষয় ভেদে কখনো কখনো এ চ্যালেঞ্জ আবার বাড়তি মাত্রা নিয়ে শিক্ষকের সামনে হাজির হয়। অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আপনাদের অনেকের অভিজ্ঞতা কিম্বা ধারণা রয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনারপূর্বে আমাদের অভিজ্ঞতা কিংবা ধারণার নিরিখে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে নিচের বক্সে সংক্ষিপ্ত সারে লিখি।

বস্তুত, অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আরবি ভাষা ও সাহিত্য শ্রেণিকক্ষের সমস্যাসমূহ কেবল উল্লেখিত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এছাড়াও শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, পর্যাপ্ত ফলাবর্তন প্রদান ও শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন গ্রহণ, পছন্দের শিখন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ, শ্রেণির কাজ যাচাই, শ্রেণির কাজে বৈচিত্র্যময় কৌশল অবলম্বনের প্রতিকূল পরিবেশ, একটি কক্ষে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর অবস্থানজনিত সৃষ্ট অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও তা থেকে শিক্ষার্থীদের ক্লান্তি ও অবসাদ সৃষ্টি, শ্রেণির শেষতম বেঞ্চ পর্যন্ত শিক্ষকের কণ্ঠস্বর পৌঁছানো, কার্যকর গাঠনিক মূল্যায়ন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শ্রেণির সকল কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা ইত্যাদি অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির নিত্য-নৈমিত্তিক চ্যালেঞ্জ।

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আরবি ভাষা ও সাহিত্য শ্রেণিকক্ষের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

সুবিধাজনক সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে একটি শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণিকক্ষের অভাব, আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, বাজেট স্বল্পতা এবং আরো নানা কারণে যখন বিদ্যালয়ে এ ধরণের একটি শ্রেণিকক্ষ নিশ্চিত করা যায় না, তখন সে বিদ্যালয় তথা শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রম বন্ধ করে রাখা যায় না। তাত্ত্বিকভাবে বর্ণিত শ্রেণি

ব্যবস্থাপনার নীতি পদ্ধতি সচরাচর আদর্শ শ্রেণিকক্ষের ভিত্তিতেই প্রণীত। কিন্তু আমাদের দেশের শহর ও গ্রামে অনেক মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল/মাদরাসা রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা আদর্শ সংখ্যার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি থাকে। কোন কোন মাধ্যমিক স্তরের স্কুল/মাদরাসায় একটি লম্বাবেঞ্চে ঠাসা-ঠাসি করে ৫/৬ জন করে বসিয়ে একটি শ্রেণিকক্ষে ৪০ জনের স্থলে ১৫০ জনেরও বেশী শিক্ষার্থীকে পাঠদান সম্পন্ন করতে হয়। সেখানে তাত্ত্বিকভাবে বর্ণিত শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কলাকৌশলও প্রায় অচল হয়ে যায়। এ ধরণের একটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ, তাদের ব্যক্তিগত শিখন চাহিদাপূরণ, তাদের শিখন স্টাইল মোতাবেক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ, অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেওয়া, শ্রেণিতে কাজ করতে দেওয়া, শিখন মূল্যায়ন, সময় ব্যবস্থাপনা সবই শিক্ষকের জন্য চ্যালেঞ্জ। তদুপরি অনেক ক্ষেত্রে এটি আমাদের দেশের বাস্তবতা। এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আমাদের দেশের শ্রেণিকক্ষের উদাহরণ কেবল আমাদের দেশের শ্রেণিকক্ষের মতই। এমনকি এ বাস্তবতায় অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশল নিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া কিংবা উন্নত বিশ্বের অন্য কোন দেশের গবেষণার সুপারিশ আমাদের দেশে সমানভাবে কিছুতেই প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে না।

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির কতিপয় সমস্যা সমাধানে প্রশাসনিক তথা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের সম্পর্ক আছে। যেমন উপযুক্ত আয়তনের শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত আসন, আসনবিন্যাসে সারি ও কলাম পদ্ধতির পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের বৃত্তাকার বা ইংরেজি 'ট' আকৃতিতে বসানো, কিম্বা এমন কৌশলে আসন বিন্যাস করা যাতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে পারস্পরিক মুখোমুখি হয়ে মিথষ্ক্রিয়া করতে পারে এবং শিক্ষক সহজে প্রতিজন শিক্ষার্থীর কাছে গমন করতে পারেন, আসবাবপত্র সরবরাহ করা, আলো বাতাসের ব্যবস্থা করা, প্রমাণ সাইজের বোর্ড সরবরাহ করা, শ্রেণিতে সাউন্ড বক্স ব্যবহার করা, কম্পিউটার ও মাল্টি-মিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় শিখন-শেখানো সামগ্রী সরবরাহ করা ইত্যাদি। এগুলোর ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয় শিক্ষকের খুব বেশি কিছু করার থাকে না। এমনকি দেখা গেছে কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য শিক্ষকের যৌথ সম্মতি ব্যতিরেকে উপরোক্ত নিয়মে আসন বিন্যাস করেও তা বলবৎ রাখা যায় না। তবে অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়ের ব্যবপস্থাপনায় কৌশলগত বিভিন্ন পদক্ষেপ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কতিপয় কৌশলগত পদক্ষেপ নিম্নরূপ হতে পারে।

কার্যোপযোগী পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও কৌশল প্রয়োগ: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক একজন যোদ্ধা। যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের শক্তি সামর্থের বিষয় মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও কৌশল অবলম্বন করে যেমন বিজয় লাভ করতে হয়, তেমনি এ ধরণের শ্রেণিকক্ষের চ্যালেঞ্জসমূহ মাথায় রেখেই সে আলোকে পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং কলাকৌশল নির্ধারণ করেই শিক্ষককে শ্রেণিতে প্রবেশ করতে হবে।

পরিস্থিতি নির্ভর কৌশল ও বিকল্প কৌশল অবলম্বন। অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আরবি ভাষা ও সাহিত্য শ্রেণিকক্ষে প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষককে বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতি নির্ভর কৌশল অবলম্বন করে কাজ করতে হবে এবং ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিকল্প পদ্ধতি/কৌশল প্রয়োগ করে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। দু'একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন, দলীয় কাজের ক্ষেত্রে সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের ক্লাসে যেখানে আপনি "শিরক থেকে বেঁচে থাকার উপায়সমূহ ব্যাখ্যা কর"– শীর্ষক শিরোনামে ১০ মিনিট সময় দিয়ে একটি দলীয় কাজ প্রদান করতেন, তদস্থলে অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে এ কাজটির জন্য মাত্র ৩ মিনিট সময় দিয়ে "শিরক থেকে বেঁচে থাকার কেবল ২ টি উপায়"– পয়েন্টাকারে লিখতে বলতে পারেন। দেখা যাবে যে বেশি সংখ্যক দলের অংশগ্রহণের কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ বিষয়ে পর্যাপ্ত মূল্যবান ও নতুন নতুন ধারণা উঠে আসবে। আবার এ ধরণের শ্রেণিকক্ষ যেহেতু আদর্শ দল গঠনের নীতিমালা অনুসরণের অনুকূল নয়, তাই অতি সহজে প্রতিবেঞ্চ ভিত্তিক দল ঘোষণা দিয়ে দলীয় কাজ করাতে পারেন। একইভাবে সময় ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বড় শ্রেণিকক্ষে সকল দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপনের জন্যে না ডেকে দৈব চয়নের মাধ্যমে কেবল ৪/৫ টি দল বা সুবিধাজনক স্বল্প সংখ্যক দলকে একই বিষয়ের পূণরাবৃত্তি ব্যতিত তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। তা হলে দেখবেন অনেক কম সময়ে দলীয় কাজ উপস্থাপন করা সম্ভব হয়ে যাচ্ছে। এভাবে নির্বাচিত কয়েকটি দলের উপস্থাপন শেষে বাকী

দলের নেতাদের আসন থেকেই উপস্থাপিত বিষয়ে তাদের নতুন কোন চিন্তা-ভাবনা বা ধারণা থাকলে তা ব্যক্ত করতে বলুন। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যাবে যে কয়েকটি দলের উপস্থাপনের পরে আলোচ্য বিষয়ে বাকী দলগুলোর নতুন অভিমত খুব বেশী একটা আসে না। আবার অনেকগুলো দল থেকে উপস্থাপনের জন্যে একাধারে দ্রুত ও মানসম্পন্ন করে সম্পাদিত কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে পরবর্তীতে দেখা যায় দলগুলোর মাঝে এ বিষয়ে প্রতিযোগিতার ইতিবাচক চর্চা শুরু হয়ে যায়– যা দলীয় কাজ থেকে সর্বেচ্চমানের উপকারীতা লাভ ও দলীয় কাজের উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য করে।

আবার বিকল্প কৌশল যেমন দলীয় কাজের অনুকূল পরিস্থিতি না থাকলে তদস্থলে ডেস্কে/বেঞ্চে পাশাপাশি জুটি তৈরি করে জোড়ায় কাজ প্রদান, একই ডেস্কে/বেঞ্চে পাশাপাশি ৪/৫ জন অথবা যতজন একই বেঞ্চে আছে তাদের সমন্বয়ে সহজে দল গঠন করে দলগত কাজ করতে দেওয়া অথবা সামনের বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের পিছনের বেঞ্চের মুখোমুখি হয়ে বসতে বলে শ্রেণিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল গঠন করা, কখনো কখনো মৌখিক আলোচনার পরিবর্তে খাতায় লিখতে দেওয়া ইত্যাদি অধিক সংখক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিতে অবলম্বন করা যেতে পারে। এভাবে বিভিন্ন বিকল্প কৌশলে একটি শ্রেণিকক্ষে ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক ও অংশগ্রহণমূলক অন্যান্য কলাকৌশল প্রয়োগ করা যায়। তাই একজন দক্ষ ও কর্মকুশলী শিক্ষকের কাছে অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ সব সময় কেবল সমস্যাই নয় বরং কখনো কখনো তা নতুন নতুন কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী ও দক্ষ করে গড়ে তোলার সুযোগ ও বটে।

নির্দেশনাদানের ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন: শ্রেণিকক্ষে পাঠ আলোচনা ছাড়া ও শিক্ষককে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরণের নির্দেশনা দিতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকের নির্দেশনা অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে। অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনাদানের সময় শিক্ষককে একবারে দীর্ঘ নির্দেশনা না দিয়ে ছোট ছোট বাক্যে দরাজকণ্ঠে এবং ধীরে নির্দেশনা দিতে হবে। তাহলে তা সকল শিক্ষার্থীর বুঝতে সুবিধা হবে। বিশেষ করে এ ধরণের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাজ দেওয়ার পূর্বে কাজটি কীভাবে করতে হবে তা কেবল মুখে বুঝিয়ে না দিয়ে পোস্টার/প্রজেক্টর কিংবা অন্য কোন উপায়ে প্রদর্শনের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। এতে যেমন শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা সহজ হবে তেমনি শিক্ষকের কষ্টও লাঘব হবে।

পাঠকে ডিজিটালাইজডকরণ: বড় শ্রেণিকক্ষ যেসব বিদ্যালয়ের নিত্য-নৈমিত্তিক ও সাধারণ ব্যাপার, সেক্ষেত্রে পাঠের বিষয়বস্তুকে ডিজিটালাইজডকরণ এসব শ্রেণিকক্ষের শিখন ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রচলিত ডিজিটাল কন্টেন্ট-এর বাইরে ও শিক্ষক যদি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়সমূহ পরিকল্পিতভাবে একবারে ডিজিটালাইজড করে নেন তাহলে প্রতিদিন এবং সারা বছরের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অনেক শ্রম, কর্মশক্তি (Energy) ও সময় বেঁচে যায়। উদাহরণস্বরূপ, আরবি ভাষা ও সাহিত্যের পাঠের দলীয় কাজ/জোড়ায় কাজের বিষয়বস্তু/সমস্যা, শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ/জোড়ায় কাজ উপস্থাপনের পরে শিক্ষকের সম্ভাব্য ফলাবর্তন, বাড়ীর কাজ, প্রাসঙ্গিক টীকা-টিপ্পনি অনুশীলনমূলক কাজসমূহ ইত্যাদি যদি একবারে পাওয়ার পয়েন্ট ফাইলে লিখে নেয় তা হলে যতবার বা যত বছর ঐ পাঠগুলো শ্রেণিতে উপস্থাপন করা হবে তত বছর পর্যন্ত এ বিষয়ে শিক্ষকের শ্রম ও সময় লাঘব হবে। আবার একটি পাঠ থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো বোর্ডে লিখতে হবে সেগুলো পরিকল্পিতভাবে পাওয়ার পয়েন্ট ফাইলে আগেই লিখে নিয়ে যথাসময়ে প্রদর্শন করা হলে একদিকে এ ধরণের শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে তা সহজে দেখা সম্ভব হয়, অন্যদিকে এ কাজে শিক্ষকের পরিশ্রম ও সময় সাশ্রয় হয় যা– তিনি পাঠের অন্য পর্বে ব্যবহার করতে পারেন।

শিক্ষার্থীর নাম ধরে ডাকা/দৈব চয়নপূর্ব করোল ধরে ডাকা: শিক্ষার্থীর নাম জানা এবং নাম ধরে ডাকা কিংবা সবার নাম না জানা থাকলে ও সেক্ষেত্রে দৈবচয়নপূর্বক রোল ধরে ডাকা শ্রেণি ব্যবস্থাপনা কাজে শিক্ষকের জন্য সহায়ক। তাই অন্যান্য উপকারীতা বিবেচনা ছাড়া ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা কৌশলের অংশ হিসেবে শিক্ষক যথাসম্ভব শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নাম জেনে তাদের নাম ধরে ডাকবেন। প্রশ্ন হতে পারে অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থীর নাম জানা কিংবা বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর নাম জানা এবং নাম ধরে ডাকা

কতটুকু সম্ভব হতে পারে। এ ব্যাপারে প্রথম কথা হলো শিক্ষকের সদিচ্ছা থাকলে সবার নাম মনে রাখা সম্ভব না হলেও অনেক সংখ্যক শিক্ষার্থীর নাম মনে রাখা সম্ভব। দ্বিতীয়ত মনস্তত্ত্বাত্তিক কৌশল হিসেবে অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে পরিকল্পিতভাবে অন্তত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বলিত শিক্ষার্থীগোষ্ঠী যেমন অমনোযোগী শিক্ষার্থী, অনগ্রসর শিক্ষার্থী, সর্বদা পিছনের সাড়িতে বসা শিক্ষার্থী, অতিচঞ্চল শিক্ষার্থী, নানাভাবে শ্রেণি শৃংখলায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী শিক্ষার্থী- এসব প্রকারের শিক্ষার্থীদের কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর নাম জেনে বিশেষ সময়ে তাদেরকে নাম ধরে ডাকলে বাকী শিক্ষার্থীরা ও ধরে নিবে যে হয়তো শিক্ষক তাদের সকলের নামই জানেন− যা তাদেরকে পাঠে অমনোযোগিতা, শ্রেণি শৃংখলায় বিঘ্ন ঘটে এমন সব আচরণ থেকে বিরত থাকতে অনেকটা বাধ্য করে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে অনায়াসেই শিক্ষক বড় শ্রেণিকক্ষের ও বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীর নাম জেনে তাদেরকে নামে ডাকতে পারেন। শ্রেণিতে নাম ধরে ডাকার এ কৌশল একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের আনন্দিত করে, অন্যদিকে শ্রেণিকক্ষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষককে সহায়তা করে।

স্থায়ী হাউস/টিম পদ্ধতি প্রবর্তন: বড় শ্রেণিকক্ষের শিখন ব্যবস্থাপনায় স্থায়ী হাউস/টিম পদ্ধতি বেশ সহায়ক। হাউস/টিম পদ্ধতি বলতে শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার্থে একাধিক টিমে বিভক্ত করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা। উদাহরণস্বরূপ আরবি ভাষা ও সাত্যের একটি শ্রেণিকক্ষে ১২০ জন শিক্ষার্থী আছে। বেঞ্চে বসার সারি হিসেবে এদেরকে সুবিধাজনক ৪টি স্থায়ী হাউস/টিম বা দলে ভাগ করে নিলেন এবং প্রতিটি দলের একটি নামকরণ করে নিলেন। প্রতিদিনের পাঠের নানা কার্যক্রম পরিচালনায় এ হাউস/টিমকে বিবেচনায় রাখতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীদের মাঝে টিমস্পিড তথা দলীয় চেতনা ও শিখনে প্রতিযগিতামূলক স্পৃহা যেমন তৈরি হয়, তেমনি অপেক্ষাকৃত কম সময় ও পরিশ্রমে শ্রেণির অনেক কাজ ব্যবস্থাপনা করা যায়। এ টিম ব্যবস্থাকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমন শিক্ষক এক টিমের কাজের ফলাবর্তন অন্য টিমকে দিতে বলতে পারেন, আবার কোন প্রশ্নোত্তর পর্ব, কুইজ অধিবেশন চলাকালে এক টিমের প্রশ্নের উত্তর অন্যটিমকে প্রদানের জন্য নির্ধারণ করে দিতে পারেন অথবা যে কোন বিষয়ে এক টিমের সাড়াদান/উত্তরদানে অপারগতায় অন্যটিমকে সুযোগদান ইত্যাদি। এ প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত সুসমভাবে অল্পসময়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় এবং শ্রেণি শৃংখলা ও বজায় থাকে।

শ্রেণির অগ্রসর শিক্ষার্থীদের কাজে লাগানো: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক অগ্রসর শিক্ষার্থীদের নানাভাবে কাজে লাগাতে পারেন। যেমন: অনগ্রসর ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন সহায়তাদান, উপস্থাপিত বিষয়ের পুণরালোচনা, অন্যান্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরদান ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কোন কোন শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন করলো, শিক্ষক প্রথমত সরাসরি ঐ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের থেকে সে প্রশ্নের উত্তর আহবান করলেন, দেখা যাবে যে এ ধরণের বড় শ্রেণিকক্ষে কেউ না কেউ সে সব প্রশ্নের অনেকগুলোর যথযযথ কিংবা কাছাকাছি উত্তর হয়তো দিতে পারবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তরে প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজন করবেন এবং যেসব প্রশ্নের উত্তর কোন শিক্ষার্থী দিতে পারবে না কেবল ঐ সব প্রশ্নের উত্তর শিক্ষক নিজে দিবেন। এ কৌশলে প্রথমত, শিক্ষকের জন্য চাপ কমে যায়; দ্বিতীয়ত, বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। এছাড়াও এ কৌশলে শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের শিখন সফলতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারেন।

কাজ ভিত্তিক শিখন (Activity Based Learning)-এর প্রতি গুরুত্বারোপ: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসেবে বিষয়বস্তুর আলোচনা সংক্ষিপ্ত করে তদস্থলে এ্যাক্টিভিটিবেজড লার্নিং-এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পাঠের বিষয়বস্তুকে সমস্যা আকারে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরে শিক্ষার্থীদেরকে সে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দিয়ে শিক্ষক কেবল সহায়ক (Facilitator) হিসেবে ভূমিকা পালন করলে একদিকে শিক্ষার্থীরা আস্তে আস্তে উচ্চস্তরের চিন্তন ও সমস্যা সমাধান দক্ষতায় পারদর্শী হয়ে উঠবে। অন্যদিকে এ সমস্যা সমাধানের জন্য তাদেরকে গভীরভাবে ভাবতে হবে, কাজে ব্যাপৃত হতে হবে বিধায় অন্যমনষ্কতা কিংবা বিশৃংখলা সৃষ্টির সুযোগ কমে যাবে− যা শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়ক। এজন্য শিক্ষক পূর্বপ্রস্তুতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে কাজ ভিত্তিক শিখন ইস্যুতে পরিণত করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে পারেন।

চিন্তন ও কাজে মস্তিষ্ককে ব্যস্ত/ব্যাপৃত রাখা: বয়সকালের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এ স্তরের (মাধ্যমিক) শিক্ষার্থীদের চঞ্চলতা সাধারণত সবচেয়ে বেশী থাকে। শ্রেণিকক্ষেও তাদের এ চঞ্চলতার প্রভাব পড়ে। সেক্ষেত্রে এ স্তরের অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা আরো বেশি চ্যালেঞ্জসাপেক্ষ হয়ে উঠবে। শিক্ষার্থীদের এ চঞ্চলতাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে না দেখে এটাকে সম্ভাবনা হিসেবে বিবেচনা করে দক্ষতার সাথে তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। যেমন– এ ধরণের শ্রেণিতে সূক্ষ্ম-চিন্তন, উচ্চস্তরের চিন্তন, উদ্ভাবনীচিন্তন, হাতে-কলমে কাজ করতে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মস্তিষ্ককে ব্যস্ত/ব্যাপৃত (Busy/Engaged) রাখা হলে একাধারে কার্যকর শিখন এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সহজ হয়।

উপকরণ ব্যবহার: শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কাজে উপকরণ ব্যবহারের বহুমাত্রিক উপযোগিতার মাঝে ইহা অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থপনার ক্ষেত্রেও বেশ সহায়ক। পুরাতন ধারার উপকরণ ছাড়াও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সফ্‌টওয়ার ও অ্যাপসহ আধুনিক ডিজিটাল উপকরণ ব্যবহার করে অল্প সময়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিখনে সহায়তা করা শিক্ষকের জন্য সম্ভবপর হয়। তাছাড়া উপকরণ সহজে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে, মনোযোগ ধরে রাখতে, পাঠে সক্রিয় অংশগ্রহণ করাতে, শ্রেণি শৃংখলা ধরে রাখতে, অল্প সময়ে পর্যাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ কাজগুলোর প্রতিটিই একটি বড় শ্রেণিকক্ষের নিয়মিত চ্যালেঞ্জ। তাই এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপকরণ ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

যোগাযোগ দক্ষতার ব্যবহার: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের আন্তঃব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের শ্রেণিতে শিক্ষককে বাচনিক (Verbal), ইঙ্গিতধর্মী (Non-verbal), চাক্ষুস যোগাযোগ- এগুলো দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাচনিক নৈপুণ্য যেমন শ্রেণি উপযোগী কণ্ঠস্বর, পরিস্থিতি অনুসারে কণ্ঠ স্বরের তারতম্য (Tone Variation) ঘটানো, প্রয়োজনীয় স্থানে দরাজ কণ্ঠে বলা, মৌখিক বর্ণনার সাথে সাথে উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার ইত্যাদি অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় সহায়ক। আবার এ ধরনের শ্রেণিতে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সাথে সার্বক্ষণিক সক্রিয় চাক্ষুস যোগাযোগ (Eye Contact) বজায় রাখতে হবে। এছাড়া শ্রেণিকক্ষের পরিস্থিতি বিবেচনা করে এ ধরনের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের গতিবিধি বজায় রাখতে হবে। তবে শিক্ষকের পায়চারী এবং হাঁটাচলা কিছুতেই যেন শিক্ষার্থীদের অসুবিধা ও বিরক্তির কারণ না হয়, সে দিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে। শ্রেণিতে শিক্ষকের কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা বড় শ্রেণিকক্ষকে সুশৃংখল, প্রাণবন্ত এবং নিয়ন্ত্রিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মানবিক সম্পর্ক উন্নয়ন: বয়সকালের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এ স্তরের (দাখিল) শিক্ষার্থীদের চঞ্চলতা সাধারণত সবচেয়ে বেশী থাকে। শ্রেণিকক্ষেও তাদের এ চঞ্চলতার প্রভাব পড়ে। এ বয়সে তাদের ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক দু'ধরনের আবেগই খুব প্রবলভাবে কাজ করে। সেক্ষেত্রে এ স্তরের অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা আরো বেশি চ্যালেঞ্জ সাপেক্ষ। শিক্ষার্থীদের এ চঞ্চলতাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে না দেখেই তাকে সম্ভাবনা হিসেবে বিবেচনা করে দক্ষতার সাথে তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। যেমন– এ ধরণের শ্রেণিতে সূক্ষ্মচিন্তন, উচ্চস্তরের চিন্তন, উদ্ভাবনী চিন্তন, হাতে-কলমে কাজ করতে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মস্তিষ্ককে ব্যস্ত/ব্যাপৃত (Busy/Engaged) রাখা হলে একাধারে কার্যকর শিখন এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। এছাড়া এ ধরণের শ্রেণিকক্ষের শৃংখলা ব্যবস্থাপনার স্বার্থে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে আন্তরিকতা পূর্ণ মানবিক সম্পর্ক উন্নয়ন (Rapport Building)-এর কৌশল অবলম্বন করবেন। যেমন, আন্তরিকতার সাথে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কুশলাদি জানা, শিক্ষকের নিজের আনন্দের কোন অনুভুতি তাদের সাথে ভাগাভাগি করা ইত্যাদি। এসব কৌশলের ফলে ঐ শিক্ষককে শ্রেণির বেশীর ভাগ শিক্ষার্থী আস্তে আস্তে পছন্দ করতে শুরু করে এবং শ্রেণিতে তার আলোচনা, আদেশ-নিষেধ, নির্দেশনা মনোযোগের সাথে শুনে। তখন শ্রেণি শৃংখলা বজায় রাখতে তারা নিজেরাই দায়িত্বশীল হয়। এতে শিক্ষক সহজে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। তাই বিশেষত অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

শ্রেণিতে বিশেষ কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা। এ ধরণের শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার স্বার্থে শিক্ষকের নেতৃত্বে সকল শিক্ষার্থীদের ঐকমত্য ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষ শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিশেষ কিছু নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করে তা অনুসরণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধির প্রণেতা এবং এর পালনকারী ও হবে স্বঃতস্ফুর্তভাবে শিক্ষার্থীরাই। শিক্ষকতাদের উপর নিজ থেকে কোন নিয়ম চাপিয়ে দিবেন না। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এ ধরণের নিয়ম-নীতি বা গ্রাউন্ডরুলস শ্রেণিকক্ষের শৃংখলা ব্যবস্থাপনায় বেশ ফলদায়ক।

উপযোগী শিখন-শেখানো পদ্ধতি/কৌশল নির্বাচন ও প্রয়োগ: এ ধরনের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক চাইলেই শিখন-শেখানোর সকল পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি ও কৌশল এ শ্রেণিতে সহজে প্রয়োগ করা যাবে সেসব পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া এ ধরণের শ্রেণিতে একটি কৌশলের বিকল্প হিসেবে অন্য কোন উপযোগী কৌশল ব্যবহার করতে হবে। অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর, মাথা খাটানো, পেয়ার অ্যান্ড শেয়ার, সতীর্থ শিক্ষণ ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করা সহজ। অধিকন্তু, পদ্ধতিগত বোর্ড ব্যবহার, সহযোগিতামূলক শিখন কৌশল অবলম্বন, কার্যকর উপকরণ ব্যবহার, অডিও-ভিডিওসহ প্রদর্শন উপযোগী কৌশলসমূহ ব্যবহার, কার্যকর ও ধারাবাহিকভাবে নির্দেশনা দেওয়া, সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ ও অন্যান্য আচরণ পরিবীক্ষণ করা, শ্রেণিতে সক্রিয়তাধর্মী কৌশলসমূহ যেমন মাথা খাটানো, সমস্যা সমাধান, কুইজ, বিতর্ক ইত্যাদি ব্যবহার, শিখন মূল্যায়নে মুক্ত প্রশ্নকরা, শ্রেণি নিয়ন্ত্রণে নিজস্ব আবিষ্কৃত কিছু সংকেত ব্যবহার, সুবিধাজনকভাবে দল গঠন ইত্যাদি অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

কাজ

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আকাইদ ও ফিকহ শ্রেণিকক্ষের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশলসমূহের ইঙ্গিত নিচের বৃত্তে লিখি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

আসুন, এ অধিবেশনের পাঠের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেই।

৮.৩ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি শ্রেণিকক্ষের মানবীয় ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট?
ক. মিথস্ক্রিয়া
খ. উপস্থিতির রেকর্ড
গ. পাঠ সামগ্রী বন্টন
ঘ. আসন বিন্যাস

২. নিচের কোনটি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে মানবিক সম্পর্ক উন্নয়নের উপায়?
ক. কুশল বিনিময়
খ. চাক্ষুস যোগাযোগ
গ. শৃংখলা রক্ষা
ঘ. দলীয় কাজ

৩. শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সংক্রান্ত বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা– এটি শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কোন প্রকারের অন্তর্গত?
ক. শ্রেণিকক্ষের ভৌত ব্যবস্থাপনা
খ. শ্রেণিকক্ষের সামাজিক ব্যবস্থাপনা
গ. শ্রেণিকক্ষের মানবীয় ব্যবস্থাপনা
ঘ. পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর ব্যবস্থাপনা

উত্তরমালা: ১. ক. ২. খ, ৩. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ৫টি ক্ষেত্রের নাম লিখুন।
২. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় মানবীয় ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়?
৩. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে কার্যকর যোগাযোগ কৌশলসমূহ কী?

গ. রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে তা মোকাবেলায় আপনার সুপারিশ প্রদান করুন।
২. আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় বর্ণিত কৌশলসমূহের মাঝে কোন ৩টি কৌশলকে আপনি সবচেয়ে বেশী কার্যকর মনে করেন? কেন মনে করেন? ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।
৩. শিখন-শেখানো কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়? আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ব্যবস্থাপনাই সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ– এ অভিমতের পক্ষে অথবা বিপক্ষে আপনার যুক্তি উপস্থাপন করুন।

পাঠ ৮.৪: শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে আত্ম-উন্নয়ন কৌশলসমূহ নির্ধারণ করতে পারবেন;
- আত্ম-উন্নয়নের কতিপয় কৌশল ব্যাখ্যাপূর্বক আত্ম-উন্নয়নে তা প্রয়োগ করতে পারবেন।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখনের অন্যতম প্রধান একটি মাধ্যম হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। এ শ্রেণিকক্ষ আবার শিক্ষকের জন্য অজস্র অভিজ্ঞতারও উৎস। শিক্ষকতা পেশার উন্নয়নে শিক্ষকের জন্য পুস্তকের তাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সব সময়েই বাস্তবমূখী ও তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষের বাস্তব অভিজ্ঞতা একজন শিক্ষককে বিশেষত শিখন-শেখানো বিষয়ে তার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিতে পারে। শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সর্বোত্তম পন্থায় একজন শিক্ষকতার পেশাগত উন্নয়ন সাধন করতে পারেন। পেশাগত জীবনে একজন শিক্ষকের জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় পেশাগত উন্নয়নে মনোনিবেশ করার সময় ও সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। তাই তখন অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাঁকে তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন ঘটাতে হয়। জ্ঞানের বিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, প্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে তাল রেখে বর্তমানে শিক্ষকতা তথা শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার রুপ পরিগ্রহ করছে। শিক্ষণ এখন আর কোন স্থির পেশা নয়। শিক্ষককে বলা হয় পরিবর্তনের প্রতিনিধি (Change Agent)। পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে নিরন্তর পরিবর্তিত শিক্ষণ দক্ষতার অনুসন্ধান করতে হয়। শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বলতে তার কর্মবিষয়ক বা পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নকে বোঝায়। শিক্ষকতা পেশার কর্মপরিধি ব্যাপক হলেও একজন শিক্ষকের মূল কাজ শ্রেণিকক্ষে। সে হিসেবে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বলতে প্রথমত শ্রেণিকক্ষে কার্যকর ও ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম আঞ্জাম দেওয়ার দক্ষতা অর্জনকে বোঝায়। এ অধিবেশনে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের ধারণা, শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে আত্ম-উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে আলোক পাত করা হল।

শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন/পেশাগত উন্নয়ন এর ধারণা

শিক্ষকতাকে 'ব্রত' কিংবা 'মহানপেশা'- যে হিসেবেই গণ্য করা হোক না কেন, এ মহান দায়িত্বের সুন্দর সার্থক ও প্রত্যাশিত আঞ্জাম দেয়ার জন্য সবার আগে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। শিক্ষকদের আত্ম-উন্নয়ন বা পেশাগত উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে আলোকপাতের পূর্বে প্রসঙ্গত আত্ম-উন্নয়ন/পেশাগত উন্নয়ন বলতে কী বুঝায় বা আত্ম-উন্নয়নের স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন। শিক্ষকতাকে যদি পেশা হিসেবেও বিবেচনা করা হয় তাহলেও একজন শিক্ষককে দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। আর সে সংগ্রাম হলো উৎকর্ষের সংগ্রাম। অর্থাৎ এ পেশার কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাকে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যেমন বলা হয়েছে "Teaching is a vocation rather than a profession, no matter, if you consider it as a profession, you must go under a long time strive, strive for excellence".

সাধারণত উন্নয়ন বলতে বর্তমান অবস্থার কাঙ্খিত পরিবর্তনকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ উন্নয়ন হল পরিবর্তন, কোন কিছুকে প্রত্যাশিত মানে উন্নীতকরণ, অবস্থার চাহিদা মতো পরিবর্তন সাধন ইত্যাদি। জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রদত্ত পেশাগত কৌশল ও দক্ষতাবৃদ্ধি এবং তার প্রয়োগই হল পেশাগত উন্নয়ন। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের পেশার সুনাম, সুখ্যাতি বৃদ্ধির তাগিদে নিজ স্বকর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করে বর্তমান পেশার কাঙ্খিত উন্নয়ন করার প্রক্রিয়াকেই পেশাগত উন্নয়ন বলে।

ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশন (২০০৯) শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ধারণাটির ব্যাখ্যা যেভাবে দিয়েছে, তার সার কথা হলো– পেশাগত বিষয়ে নতুন জ্ঞানের অন্বেষণ করা, ভাবনা-চিন্তা করা এবং নিজের আচরণ উন্নত করা, নিজের জ্ঞান গভীর রাখা এবং অ্যাকাডেমিক পাঠ্য বিষয় বা বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে নিজেকে অনুসন্ধিৎসু রাখা। শিক্ষার্থী এবং তাদের শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা করা এবং সেগুলো প্রতিফলিত করা, শিক্ষা ও সামাজিক বিষয় বোঝা ও নিজেকে অনুসন্ধিৎসু করা, বৌদ্ধিক বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠা এবং সেই ক্ষেত্রে অন্যদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি ভাগাভাগি করা ইত্যাদি।

শিক্ষকদের পেশাগত শিখন বা উন্নয়ন তাদের নিজেদের কাজ বা আচরণ সম্পর্কিত জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করতে সহয়তা করে। পেশাগত উন্নয়ন হল শিক্ষকের সক্ষমতা বাড়ানোর উপায়। শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বলতে তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নকে বুঝায়। আবার শিক্ষকের ক্ষেত্রে পেশাগত উন্নয়ন বলতে সবার আগে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর দক্ষতাকে বুঝানো হয়। তাই শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন কথাটির দ্বারা শিখন-শেখানো কাজে শিক্ষকের সামর্থ্য বৃদ্ধি বা প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জনকে বোঝায়।

আসুন বন্ধুরা, আমরা এখন নিচের উক্তিটি মূল্যায়নে আমাদের অভিমত লিখি।

শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা হতে পারে একজন শিক্ষকের শিখন-শেখানো কার্যক্রম উন্নয়নের মূলভিত্তি। কারণ–

১.
২.
৩.
৪.
৫.

শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে আত্ম-উন্নয়নের উপায়

শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের নানাদিক ও ক্ষেত্র রয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম কার্যকর ও নৈপুণ্যের সাথে আঞ্জাম দেওয়া একজন শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব। এ জন্য শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম ও পরিস্থিতির উন্নয়ন শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের প্রথম অগ্রাধিকার। শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের নানা উপায় রয়েছে। শিক্ষকের জন্য শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতার জগৎ সুবিস্তৃত। বিশেষত প্রতিফলনমূলক চিন্তার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের নানা বিষয়কে সামনে এনে তা পর্যালোচনা করে একজন শিক্ষক নিজেকে পরিবর্তন করতে পারেন। শিখন-শেখানো কলাকৌশল ও পদ্ধতি, শিখন পরিবেশ, শিক্ষার্থীর শিখন প্রতিবন্ধকতা, শিখন চাহিদা, শিখন ভীতি, অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের আচরণ, শিখনে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, শ্রেণিকক্ষের কাজ ব্যবস্থাপনা, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সাড়াদান, শিখনফল অর্জন ইত্যাদি'র অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন করে নির্ধারণ করতে পারেন নিজের কর্মপন্থা, আনতে পারেন ব্যবহৃত শিক্ষণ কৌশল ও কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। আত্ম-উন্নয়নে একজন শিক্ষক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ অন্যতম। যেমন–

- সেলফ মনিটরিং বা আত্ম-অবলোকন;
- শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন/ফিডব্যাক সংগ্রহ;
- অন্য সহকর্মী শিক্ষকদের অনুসরণ/পর্যবেক্ষণ;
- প্রতিফলনমূলক চিন্তা,আত্ম-প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন;
- নিজের কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি ও উৎকর্ষের সাধনা;
- সামাজিক মাধ্যমসমূহের (Social Media) ব্যবহার;
- পেশাগত অধ্যয়ন/পঠন;
- কর্মোন্নয়ন/কর্মসহায়ক গবেষণা (Action Research);
- পাঠের অডিও ভিডিও রেকর্ড পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও আত্ম-সংশোধন ইত্যাদি।

ক. সেলফ মনিটরিং বা আত্ম-অবলোকন

আক্ষরিকভাবে আত্ম-অবলোকন অর্থ নিজকে দেখা। অর্থাৎ নিজের আচার-আচরণ, কার্যকলাপ নিজেই পর্যবেক্ষণে রাখা। আত্ম-অবলোকন কথাটি সকল পেশাদার বা চর্চাকারীর (Practitioner) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শিক্ষকের ক্ষেত্রে আত্ম-অবলোকন হচ্ছে এমন একটি কৌশল, যার মাধ্যমে একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে তার নিজের শিক্ষণ আচরণসহ তার কর্ম বা পেশা সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের আত্ম-মূল্যায়নপূর্বক তার প্রমাণ সংরক্ষণ করেন। আত্ম-অবলোকনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশোধন ও উন্নয়ন। তাই আত্ম-অবলোকন একটি আত্ম-উন্নয়ন প্রক্রিয়া। আত্ম-বীক্ষণের মাধ্যমে নিজের কর্মদক্ষতা কিংবা কার্যক্রমের মান নির্ণয় শিক্ষক নিজেই করেন। এ প্রক্রিয়ায় কাঠামোগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষক তার পেশাগত কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন করতে পারেন। এর মাধ্যমে শিক্ষক তার ব্যক্তিগত আচরণ ও শিক্ষক হিসেবে শিক্ষণ আচরণের স্বরূপ উদঘাটন করতে পারেন এবং ব্যক্তিগত আচরণ ব্যবস্থাপনায় মনোযোগী হতে পারেন। অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ে নিজের আচরণের উপর নিয়ন্ত্রণ, সংশোধন বা পরিশীলন করা প্রয়োজন, সে ব্যাপারে সচেতনতা লাভ করতে পারেন। ব্যক্তিগত মনিটরিং বা অবলোকনের জন্য একজন শিক্ষককে তাঁর পাঠ সংক্রান্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হয়। এ তথ্য লিপিবদ্ধের কাজটি একাধিকভাবে হতে পারে। যেমন– পাঠদান সংক্রান্ত লিখিত রেকর্ড, অডিও, ভিডিও, ফলাবর্তন ইত্যাদি। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রত্যাশী শিক্ষক তাঁর শিক্ষণ আচরণসহ সমুদয় কার্যক্রমের ব্যাপারে শিক্ষার্থী, কো-টিচার, সহকর্মী এবং তাঁর তত্ত্বাবধায়কের নিকট থেকে ফিডব্যাক/ফলাবর্তন নিবেন এবং এসবের ভিত্তিতে আত্ম-উন্নয়নে সচেষ্ট হবেন। শিক্ষাবিদ লাফটখঁভঃ (১৯৬৯) ব্যক্তিগত মনিটরিং বা আত্ম-অবলোকন প্রশ্নে শিক্ষকের শিক্ষণ আচরণকে চারটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছেন আর সে ক্যাটাগরিগুলোকে তিনি নামকরণ করেছেন এভাবে–

- Information concerning the “open-self”
- Information concerning the “secret-self”
- Information concerning the “blind-self” and
- Information concerning the “undiscovered/hidden self”.

Information concerning the “Open-Self”, এখানে ”Open-Self” বলতে তিনি একজন শিক্ষকের ঐসব আচরণকে বুঝিয়েছেন যেগুলো সম্পর্কে স্বয়ং তিনি নিজেই জ্ঞাত এবং তার শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য সহকর্মী অবগত। এ ‘ওপেন সেলফ’ দিকটি নিয়ে একজন শিক্ষক অন্যের সাথে আলোচনা করতে পারেন।

Information concerning the “Secret-Self”: শিক্ষণ আচরণের আরেকটি দিক, যাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে Information concerning the “Secret-Self” হিসেবে। সিক্রেট সেলফ বা গোপন দিক হচ্ছে শিক্ষকের শিক্ষণ আচরণের সেই সবদিক যেসব বিষয়ে শিক্ষক নিজে জানেন কিন্তু শিক্ষার্থী, সহকর্মী কিংবা অন্যেরা অবগত নয়। উদাহরণস্বরূপ– শিক্ষককে সবার সামনে বিশেষ কোন বিষয়ে শিক্ষণ-শিখন অধিবেশন পরিচালনা তথা পাঠদান করতে হবে। যে বিষটির উপর অধিবেশন পরিচালনা করতে হবে, তার কিছু কিছু বিষয় তার জানা নয়। আবার তিনি তা সবার সামনে প্রকাশ করতে পারছেন না এবং এ ব্যাপারটি অন্যদেরকে জানাতেও বিব্রত বোধ করেন। কারণ এ বিষয়টি জানা-জানি হলে তার যোগ্যতা সম্পর্কে অন্যদের নেতিবাচক ধারণা তৈরি হবে কিংবা তিনি অযোগ্য শিক্ষক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবেন। এ সিক্রেট সেলফ বা গোপন দিকটি ব্যক্তিগত মনিটরিং বা অবলোকন এর মাধ্যমে চিহ্নিত করে উন্নয়ন করা যায়।

Information concerning ”the blind-self”: ‘দ্যা ব্লাইন্ড-সেলফ’ তথা অন্ধকার দিক টার্মটির দ্বারা শিক্ষকের শিক্ষণ আচরণের ঐদিকগুলোকে বুঝানো হয়েছে যে বিষয়গুলো একজন শিক্ষক নিজে বুঝতে পারছেন না বা তার অজান্তেই ঘটে যাচ্ছে। অন্যের চোখ তিনি এড়াতে পারছেন না অথচ নিজে ও বুঝতে পারছেন না। উদাহরণস্বরূপ- শিক্ষক পাঠ আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের সামনে বারংবার ‘তো-তো-তো’ শব্দটি ক্লাসে বলেই যাচ্ছেন– যা শিক্ষার্থীদের কাছে শ্রুতিকটু কিংবা বিরক্তি কর লাগছে; কিন্তু তিনি নিজে তা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না।

Information concerning the "undiscovered/hidden self": দ্যা আনডিসকভারড/দ্য হিডেন বা লুকায়িত দিক। এটি শিক্ষকের শিক্ষণ আচরণের এমন দিক বা বিষয় যা একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে যা শিক্ষক নিজেও জানেন না বা তার শিক্ষার্থী কিংবা অন্যরাও জানেন না বা বুঝতে পারেন না। আত্ম-অবলোকনের চর্চা না থাকলে তার এ অজানা দিকগুলো জীবনব্যাপি অজানাই থেকে যায়। আত্ম-মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সেসব দিক উদঘাটন করা সম্ভব।

সেলফ-মনিটরিং বা আত্ম-অবলোকন করার উপায়

সেলফ মনিটরিং বা আত্ম-অবলোকনের বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান ৩টি কৌশল নিম্নরূপ:

১. ব্যক্তিগত বা আত্ম-প্রতিফলন;
২. আত্ম-রিপোর্টিং (Self-Reporting);
৩. পাঠের অডিও ভিডিও রেকর্ড রাখা।

আত্ম-প্রতিফলন: শিক্ষকতা পেশায় আত্ম-প্রতিফলন হল পেশাগত চর্চা তথা শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষকের এক ধরণের নিয়মিত আত্ম-পর্যালোচনামূলক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের পূর্বাপর অভিজ্ঞতার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে শিক্ষার্থীদের সর্বাধিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারেন। আত্ম-প্রতিফলন একজন শিক্ষককে সূক্ষ্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে তার নিজের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা এবং কার্যক্রম সম্পর্কে অধিক সচেতন করে। ফিনলে (২০০৮)-এর মতে আত্ম-প্রতিফলন হলো নিজের কাজ ও চর্চা সম্পর্কে নতুন অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা এবং অভিজ্ঞতা থেকে শেখা।

শিক্ষকতা পেশায় আত্ম-প্রতিফলন থেকে শিক্ষক তার নিজেকে এবং তার শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে, মূল্যায়ন করে তার নিজ শক্তিমত্তা ও দূর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন। আবার প্রতিফলন থেকেই একজন শিক্ষক তার যেসব ক্ষেত্রে উন্নয়ন করা প্রয়োজন, তা নির্ণয় করতে পারেন। প্রতিফলন কাজে প্রতিফলন ডায়েরি ব্যবহার করতে হয়। যেমন পাঠদানের অব্যবহিত পরেই একজন শিক্ষক শ্রেণি পাঠদানের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক তার ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করবেন। শ্রেণিকক্ষে যা যা ঘটেছে এবং শিক্ষকের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করবেন। এ সব অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন নতুন কর্মনীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন– যা একাধারে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের চর্চায় অগ্রগতি সাধন করবে। প্রতিফলন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, তাই ইহা 'প্রতিফলন অনুশীলন' নামে আখ্যায়িত। পরবর্তী অধিবেশনে আমরা প্রতিফলন অনুশীলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো।

আত্ম-রিপোর্টিং: আত্ম-রিপোর্টিং আত্ম-বিক্ষণ বা আত্ম-অবলোকনের আরেকটি উপায়। এ পদ্ধতিতে একজন শিক্ষক শিক্ষণ-শিখন কাজে তার আত্ম-উন্নয়নের নির্দেশক সম্বলিত একটি ইনভেনটরি বা চেকলিস্ট ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ এ চেকলিস্টে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক/দিক অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ কাজে শিক্ষা বিজ্ঞান তথা পেডাগোজির নিরিখে প্রণীত বিভিন্ন প্রতিফলন অনুশীলন চেকলিস্ট যেমন ব্যবহার করা যেতে পারে, তেমনি প্রতিফলনকারী শিক্ষক তার আত্ম-উপলব্ধি থেকে তার উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ সনাক্ত করে নিজেও চেকলিস্ট প্রণয়ন করে নিতে পারেন। তবে পেডাগোজি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে প্রতিফলন অনুশীলন চেকলিস্ট প্রণয়ন করা শ্রেয়। শিক্ষণ-শিখন বিষয়ের প্রাথমিক নির্দেশক/ক্ষেত্র থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে এ চেকলিস্ট সুক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য ব্যবহৃত হবে।

পাঠদান রেকর্ডিং: পাঠদান রেকর্ডিং আত্ম-অবলোকনের আরেকটি কৌশল। এটি প্রতিফলন ডায়েরি এবং রিপোর্টের চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কখনো কখনো এটি প্রতিফলন ডায়েরি ও আত্ম-রিপোর্টিং-এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম চলাকালে একই সাথে অনেক কিছু ঘটে, যার সবকিছুর নিপুণ আলেখ্য প্রতিফলন ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করা যায় না বা সকল ব্যাপার বা ঘটনা স্মরণেও থাকে না। কিন্তু পাঠদান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের সমুদয় ব্যাপারের প্রামাণ্য দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এ কৌশল একজন শিক্ষককে সংশোধনের সবচেয়ে ভাল সুযোগ করে দেয়। কারণ একজন শিক্ষক তার শিখন-

শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় শ্রেণিকক্ষে নিজের অজান্তেই এমন অনেক কিছুই করেন, যা সব, সময় প্রতিফলন ডায়েরি কিংবা রিপোর্টে প্রতিফলিত হয় না। ফলে সংশোধন করার সুযোগও পান না। এক্ষেত্রে রেকর্ডিং বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। রেকর্ডিং প্রসঙ্গে McLaughlin বলেন, Recording cites a striking example of how a teacher discover information about his/her blind and hidden selves through examining a video of his/her class. সর্বোপরি, সেলফ-মনিটরিং বা আত্ম-অবলোকন একজন শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের একটি কার্যকর উপায়।

খ. শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন/ফিডব্যাক সংগ্রহ

শিক্ষকের ফলাবর্তন যেমন শিক্ষার্থীরা অহরহ পেয়ে থাকে এবং তাদের জন্য তা অত্যন্ত উপকারী, তেমনি শ্রেণিতে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত/ফলাবর্তন একজন শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের অন্যতম প্রধান নিয়ামক হতে পারে। শিক্ষার্থীরা সর্বদা যেমন শিক্ষকের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে তেমনি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া থেকে শিক্ষক নিজেকে পরিবর্তিত রূপে সাজাতে পারেন– যা শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গও বটে। শিক্ষার্থীর সব ফলাবর্তন বা প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা সব সময় সব শিক্ষকের জন্য সহজ নয় যদি না শিক্ষক সে ফলাবর্তন/প্রতিক্রিয়াকে তার আত্ম-উন্নয়নের মোক্ষম উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন। এ জন্য সবার আগে শিক্ষককে মানসিকভাবে একজন ভাল-গ্রহীতা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন/প্রতিক্রিয়া যতই নেতিবাচক হোক না কেন, শিক্ষক তাতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া না করে সে সব ফলাবর্তন/প্রতিক্রিয়াকে নিজের জন্য ইতিবাচক হিসেবে নিবেন। অযাচিত হলেও তিনি কখনোই শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া প্রাপ্তির পথ বন্ধ না করে বরং একে সুগম রাখবেন। ফলাবর্তন থেকে নিজেকে নিরব না রেখে এটি তার পেশাগত কর্মের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে নিজেকে এর সাথে জড়িয়ে রাখতে প্রস্তুত থাকবেন। শিক্ষার্থী কিংবা সহকর্মীদের ফলাবর্তন/প্রতিক্রিয়া হবে পেশাগত শক্তি/দক্ষতা বাড়ানোর উৎস।

ফলাবর্তন/ফিডব্যাক সংগ্রহের নানা কৌশল আছে। তন্মধ্যে মতামত জরিপ কৌশল অবলম্বনে একজন শিক্ষক তার নিজের জন্য অর্থবহ ফলাবর্তনের দ্বার উন্মুক্ত রাখতে পারেন। সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তার শিক্ষণ আচরণ এবং অন্যান্য পারফরমেন্স সম্পর্কে জরিপ করতে পারেন। জরিপ প্রশ্নমালাকে অবশ্যই বেনামে রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে নির্মোহভাবে কিংবা সততার সাথে মত প্রদান করতে পারে। এরপরে সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করতে হবে এবং এ ফলাফলকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। এ বিষয়ে রক্ষণাত্মক না হয়ে শিক্ষার্থীদের প্রদানকৃত ফলাবর্তনকে ইতিবাচক হিসেবে নিয়ে দুর্বলতা উত্তোরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।

গ. অন্য সহকর্মী শিক্ষকদের অনুসরণ/পর্যবেক্ষণ

আত্ম-উন্নয়নের আরেকটি প্রক্রিয়া হলো অন্য সহকর্মী শিক্ষকদের অনুসরণ/পর্যবেক্ষণ। এ অনুসরণ/পর্যবেক্ষণ দুই উপায়ে হতে পারে। একটি উপায় হলো একজন শিক্ষক তার শৈশব থেকে শুরু করে শিক্ষা জীবনের ঐসব প্রসংশিত শিক্ষকদের শিক্ষণ আচরণ ও তাদের অন্যান্য কর্মতৎপরতাকে মানসচক্ষে প্রত্যক্ষণ (Visualize) ও স্মরণ করে সেসব প্রসংশিত শিক্ষণ আচরণকে নিজের জন্য আদর্শ (Model) হিসেবে নিয়ে সেগুলো অনুসরণ ও অনুকরণ করবেন। এক্ষেত্রে অন্য আরেকটি উপায় হলো সহকর্মী শিক্ষকদের মধ্যে যাদের উচ্চমার্গীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা রয়েছে, পেশাগত বিষয়ে তাদের সাথে মত বিনিময়, আলাপ-আলোচনা, তাদের সাথে সময় কাটানো, পূর্বানুমতি সাপেক্ষে তাদের শ্রেণিকক্ষে গমন ও তাদের শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা। পর্যবেক্ষণের আগে ও পরে তাদের সাথে আলাপ-চারিতার মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, প্রস্তুতি গ্রহণ, শ্রেণিকক্ষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার প্রতিফলন প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে আত্ম-উন্নয়নকামী শিক্ষক বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারেন। বস্তুত, সহকর্মী কিংবা সতীর্থদের পর্যবেক্ষণ করে তাদের কলাকৌশল, স্টাইল এবং অন্যান্য নৈপুণ্যকে নিজের জন্য উদাহরণ হিসেবে নেওয়া আত্ম-উন্নয়নের একটি মোক্ষম উপায়।

প্রশংসিত সহকর্মী শিক্ষকদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ একজন শিক্ষককে তার নৈপুণ্যের পরবর্তী স্তরে পৌঁছাতে অনুপ্রাণিত করে।

এবার আসুন, আমরা নিম্নোক্ত বিষয়ে আমাদের অভিমতগুলো লিখি।

শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন/ফিডব্যাক সংগ্রহ ও অন্য সহকর্মী শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণ করে যেভাবে একজন শিক্ষক নিজেকে উন্নয়ন করতে পারেন–

১.

২.

৩.

৪.

৫.

ঘ. পেশাগত অধ্যয়ন/পঠন

একজন শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নে পড়ার গুরুত্ব নতুন করে ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে, নিজেকে আবিষ্কার করতে, জ্ঞান প্রসারে, চৌকস হতে, প্রেষণা সৃষ্টিতে, সুক্ষ্ম এবং বিশ্লেষণধর্মী চিন্তন দক্ষতার উন্নয়নে, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে, কল্পনা এবং সৃজনশীলতার প্রসারে, মস্তিস্কের উৎকর্ষ সাধনে, আনন্দ লাভে পড়ার বিকল্প একমাত্র পড়া-ই। ফ্রান্সিস বেকনের সেই উক্তিটি অনেকেরই জানা। পঠন সম্পর্কে তিনি উক্তি করেছেন, "Reading maketh a full man" তিনি আরো বলেছেন, “কিছু বই গিলতে হয়, কিছু বই চিবিয়ে হজম করতে হয়”। এখানেও পড়ার কথা বিদ্যমান। পাঠাভ্যাস একজন শিক্ষককে স্মার্ট করে তোলে। পড়াতে হলে শিক্ষককে আগে বেশি পড়তে হবে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, “শিক্ষক হয়েছো ভাল কথা। মনে রাখবে, সারা জীবনের জন্য তুমি ছাত্র হয়ে গেলে”। তাই শিক্ষক হতে হলে আজীবনের জন্য ছাত্র হতে হয়।

শিক্ষক যে বিষয়ে পাঠদান করেন সে বিষয় সংশ্লিষ্ট উচ্চতর রেফারেন্স বই সংগ্রহে রাখা ও পড়া তার জন্য অতীব গুরুত্বপুর্ণ। উল্লেখ্য, সময়ের হাজারো সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রেফারেন্স বই থাকলে বিশেষ সময়ে বিশেষ প্রয়োজনে তা কম বেশি পড়া হয়ে থাকে। আর যদি তা ব্যক্তিগত সংগ্রহে না থাকে তাহলে ঐ সব বইয়ের সহায়তা ছাড়াই যেনতেন উপায়ে পাঠের প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে থাকে। তথ্য-প্রযুক্তি ও ভার্চুয়াল রিইয়ালিটির এ যুগেও মুদ্রিত রেফারেন্স বই-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়নি। সর্বোপরি, দ্রুত পরিবর্তনশীল তথ্য-বিশ্বের সর্বাধুনিক তথ্য শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে এবং নিজেকে চৌকস রাখতে মুদ্রিত পুস্তক কিংবা তথ্য-প্রযুক্তির অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমেই হোক না কেন, শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নে নিয়মিত অধ্যয়ন অপরিহার্য। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে “Teaching is followed by learning”- আর এ লার্নিং বা শিখনের অন্যতম প্রধান একটি চ্যানেল হচ্ছে পড়া। তাই যিনি পড়াবেন, তিনি আগে পড়বেন। পদ্ধতিগত ও কার্যকর শিখন-শেখানো কাজে শিক্ষা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের পঠন একজন শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য।

ঙ. সামাজিক মাধ্যম (Social Media)-এর ব্যবহার

শিক্ষা ক্ষেত্রের নিত্য নতুন প্রযুক্তি শ্রেণিকক্ষের ভিতরের এবং বাইরের চেহারা প্রতিনিয়ত পাল্টে দিচ্ছে। বর্তমানে শিক্ষকরা যে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ও সংযোগ বিস্তারে সক্ষম হচ্ছেন, অতীতে তা কখনও করতে পারেননি। নানা সামাজিক মাধ্যম যেমন– টুইটার, ফেসবুক, গুগল+ এবং পিন্টারেস্টের মতো সামাজিক মিডিয়া শিক্ষকদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ধারণা বিনিময় (Exchange of Ideas) এবং সর্বোত্তম অনুশীলন (Best Practices)-এর সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। Personal Learning Network (PLN)-গুলো শিক্ষকদের আত্ম-উন্নয়নের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। এসব মাধ্যম শিক্ষকদের বিশ্বজুড়ে অন্যান্য

পেশাদারদের জ্ঞান এবং তথ্যের সাথেও সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে। শিক্ষকরা আজ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে এসব নেট ওয়ার্কের সহায়তায় পেশাগত উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হচ্ছেন।

আত্ম-উন্নয়নে সামাজিক মাধ্যম (Social Media)-এর ব্যবহারের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আমরা এখন আলোচনা-পর্যালোচনাপূর্বক নিচের উক্তিটির সারবত্তা প্রমাণ করি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লবের এ যুগে একজন শ্রেণিকক্ষ শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নে সামাজিক মাধ্যমসমূহ (Social Media) ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে– কীভাবে?

১.
২.
৩.
৪.

চ. নিজের কাছে জবাবদিহিতা ও উৎকর্ষের সাধনা

নিজের কাছে জবাবদিহিতা বা জবাব দিহিতার তাড়না থেকে একজন শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রথম সূত্রপাত হতে পারে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমসহ পেশাগত নানা কাজের মান নিয়ে একজন শিক্ষক যখন আত্ম-জিজ্ঞাসায় নিমগ্ন হন, তখন তিনি নিজের সীমাবদ্ধতাকে আবিষ্কার করতে পারেন এবং তা উত্তরণের পথ খুঁজতে পারেন। এজন্য নিজের কাছে নিজের জবাবদিহিতা হতে পারে আত্ম-উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রথম সোপান। তাই শিক্ষকদের নিজের কাছে জবাবদিহিতা থাকা উচিত।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম যেমন এক ধরনের বিজ্ঞান, তেমনি এটি কলা তথা শিল্পও বটে। শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে শিল্পমণ্ডিত করে তোলার জন্য জানা বিষয়ের শিক্ষণেও নতুন করে প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। জানা বিষয়টি কীভাবে আরো নতুন ও আকর্ষণীয় করে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা যায়, পরিকল্পিত পাঠটি ইতোপূর্বে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বর্তমান উপস্থাপনে তার সাথে নতুন কোন কিছু সংযোজন করা যায় কিনা– এসব নিয়ে নিরবছিন্ন চিন্তা-ভাবনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সমীক্ষা, অভীক্ষা থেকে একদিকে যেমন তিনি শিক্ষার্থীদের শিখন বিষয়টি (Learning Object) অপেক্ষাকৃত সহজে ও কার্যকরভাবে শিখাতে পারবেন, তেমনি অন্যদিকে এর মাধ্যমে শিক্ষক নিজেকে রীতিমত একজন উদ্ভাবনী, সৃজনশীল ও গবেষক শিক্ষকে রূপান্তর করতে পারেন– যা তার চর্চা তথা শিক্ষণ কার্যক্রমকে ক্রমান্বয়ে উন্নত করে।

সর্বোপরি, শিক্ষকতা পেশায় নিজেকে যুগোপযোগী ও কেতাদুরস্ত রাখতে একজন শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন অব্যাহত রাখা অত্যাবশ্যক। শিক্ষকের কর্মপরিধির মূলকেন্দ্র হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ধারা ও পদ্ধতি ও পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপই যথেষ্ঠ নয়। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা অন্যান্য আনুষ্ঠানিক উদ্যোগের প্রায় সবগুলো সাধারণত বাহির থেকে আরোপিত উদ্যোগ। এসব আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপের বাইরে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে বিশেষত শিখন-শেখানোর দক্ষতার উন্নয়নে আত্ম-প্রচেষ্টামূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নে এসব পদক্ষেপ সবচেয়ে বেশি কার্যকর। কারণ এ ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে কেবল ভেতরকার তাগিদ থেকেই একজন শিক্ষক স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিভিন্ন ধরনের স্বশিখন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে আত্ম-উন্নয়নে ব্রতী হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

আসুন, এ অধিবেশনের পাঠের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেই।

৮.৪ পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পরিবর্তনের প্রতিনিধি বলা হয়–
ক. শিক্ষার্থীদেরকে
খ. শিক্ষককে
গ. বিদ্যালয়কে
ঘ. প্রতিষ্ঠান প্রধানকে

২. নিচের কোনটি স্ব-শিখন পদ্ধতির অন্তর্গত?
ক. সেমিনার
খ. আত্ম-প্রতিফলন
গ. কর্মকালীন প্রশিক্ষণ
ঘ. গবেষণা

৩. 'সংশোধন ও উন্নয়ন' নিচের কোনটির মূল উদ্দেশ্য?
ক. কর্মশালার
খ. আত্ম-বীক্ষণের
গ. পেশাগত অধ্যয়নের
ঘ. সহকর্মীদের অনুকরণের

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. খ, ৩. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়?
২. দ্যা ব্রাইন্ড-সেলফ (The blind-self) বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ লিখুন।
৩. শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের পাঁচটি কৌশলের নাম লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষ থেকে শিখন-শেখানোর ব্যাপারে একজন শিক্ষক সম্ভাব্য যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন, তার একটি বিবরণ দিন।
২. সেলফ মনিটরিং বা আত্ম-অবলোকন কী? আত্ম-অবলোকনের মাধ্যমে আপনি কীভাবে আপনার পেশাগত চর্চার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন? বুঝিয়ে দিন।
৩. শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উন্নয়নে শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক কীভাবে কাজে লাগাতে পারেন? ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৮.৫: আত্ম-উন্নয়ন কৌশল হিসেবে প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আত্ম-উন্নয়নে প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রতিফলনের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রতিফলনমূলক চিন্তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আত্ম-উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনে করণীয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রতিফলন অনুশীলনে প্রতিফলন দিনলিপি/জার্নাল লিখন সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন;
- আত্ম-উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলন চেকলিস্ট-এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাঝে আত্ম-প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন একটি কার্যকর প্রক্রিয়া। প্রতিফলন একজন শিক্ষককে পিছনে ফিরে দেখতে তথা আত্ম-বিক্ষণের মাধ্যমে নিজের পেশাগত কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ ও তার সমালোচনা করতে সক্ষম করে তোলে। প্রতিফলনমূলক চিন্তায় অভ্যস্থ একজন শিক্ষক প্রতিফলনের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের অন্যান্য নানা বিষয়ের সাথে আবিষ্কার করতে পারেন নিজেকেও। আত্ম-অবলোকনের আয়নায় দেখতে পারেন তার শিক্ষণ আচরণের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি। উদঘাটন করতে পারেন স্বীয় দক্ষতা-যোগ্যতা, সবলতা-দূর্বলতার নিপুণ আলেখ্য। আর উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এভাবে ক্রমান্বিত প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক প্রত্যাশিত আত্ম-উন্নয়নে সক্ষম হতে পারেন। এ অধিবেশনে আমরা শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন কৌশল হিসেবে প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

আত্ম-উন্নয়নে প্রতিফলন-এর ধারণা

একজন সচেতন ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষ নামক জটিল ও বৈচিত্র্যময় জগতের অভিজ্ঞতাকে অর্থবহভাবে কাজে লাগিয়ে তিনি স্বংয় নিজেই তার আত্ম-উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। আর শ্রেণিকক্ষে পর্যবেক্ষণীয় অজস্র দিকের মাঝে অন্যতম একটি দিক হচ্ছে শিক্ষকের শিক্ষণ আচরণ ও শিক্ষার্থীদের মাঝে সে আচরণসমূহের প্রতিক্রিয়া। এজন্য সবার আগে শিক্ষক যদি আত্ম-অবলোকন তথা নিজেকে দেখায় সামর্থ্য ও অভ্যস্ত হন– তাহলে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করতে পারেন গভীরভাবে। আত্ম-অবলোকনের স্বচ্ছ দর্পনে প্রতিফলিত হয় শিক্ষণ আচরণের নিখাদ আলেখ্য। এভাবে নিজেকে দেখার বা আত্ম-অবলোকনের আরেক নাম প্রতিফলন বা আত্ম-প্রতিফলন। আক্ষরিক অর্থে প্রতিফলন বলতে আয়না প্রভৃতিতে পতিত আলোকের প্রত্যাবর্তন বা প্রতিবিম্বনকে বুঝায় (বাংলা একাডেমি, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান)। প্রতিফলন প্রত্যয়টিকে ইংরেজিতে বলা হয় "Reflection" যা একটি বিশেষ্য পদ। আক্ষরিক অর্থে Refelction হচ্ছে "An image in a mirror, on a shiny surface on water etc." (Oxford Dictionary). মূলত ল্যাটিন শব্দ "Reflect ere" থেকে এ শব্দটি উদ্ভূত, যার অর্থ হলো, "To look back" অর্থাৎ পিছনে ফিরে দেখা। আবার Reflection বা প্রতিফলন বলতে "Thinking deeply about things". অর্থাৎ কোন বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। আর 'পিছনে ফিরে দেখা' কথাটির তাৎপর্য হল কৃতকর্ম পূণরায় বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা। যেমন বলা হয়েছে– Reflective: Characterized by deep careful thought. আবার বলা হয়েছে– "The systematic use of evidence to challenge and extend routine thinking, habits, coping strategies and taken-for-granted conventions". তাই প্রতিফলন হল সম্পাদিত কাজের ভাল-মন্দ, সবলতা-দুর্বলতা ইত্যাদি গভীর পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাপূর্বক মূল্যায়ন। প্রতিফলন কাজের ফলাফল মূল্যায়নও বটে। প্রতিফলন পেশাগতকর্ম তথা চর্চার উন্নয়নের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া।

প্রতিফলনমূলক অনুশীলন

ইতোপূর্বে প্রতিফলন ও প্রতিফলনমূলক চিন্তন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এবার প্রতিফলনমূলক অনুশীলন কী- তা জানা দরকার। অনুশীলন বা Practice বলতে To do something again and again অথবা Thing that is done regularly. অর্থাৎ, অনুশীলন হলো কোন কিছুকে বারবার করা বা নিয়মিত করা। পেশা বা কর্মের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিফলন ক্রিয়াটি যখন পুনঃপুন করা হয়, তখন তাকে বলা হয় প্রতিফলন অনুশীলন।

প্রতিফলন অনুশীলন সকল পেশায় প্রযোজ্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিফলনমূলক অনুশীলন এর ধারণা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আমেরিকার আধুনিক শিক্ষার জনক জনডিউই (John Dewey) মূলত, এ ধারণার প্রথম প্রবর্তক। তবে এক্ষেত্রে ডোনাল্ড শন (Donald Schon)-এর নামটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি 'প্রতিফলন অনুশীলন' ধারণাটি ১৯৮৭ সালে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে কারও দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করেন।

প্রতিফলনমূলক অনুশীলন মূলত একটি স্ব-শিখন প্রক্রিয়া। যিনি প্রতিফলন অনুশীলন করেন তাকে প্রতিফলনমূলক অনুশীলনকারী বা Reflective Practitioner বলা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিফলনমূলক অনুশীলনকারীর পরিচয়ে বলা হয়েছে– "Reflective Practitioner: A teacher who uses deep, careful thought to improve instruction"– অর্থাৎ প্রতিফলনমূলক অনুশীলনকারী সেই শিক্ষক, যিনি তার শিক্ষাদান কার্যক্রমকে উন্নত করার মানসে তার কার্যক্রমের মান সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকেন ও তা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেন।

প্রতিফলন অনুশীলন হল শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের পেশার উন্নয়নে পেশা সংক্রান্ত কাঙ্খিত যোগ্যতা এবং দক্ষতাগুলো আয়ত্ত্ব করার ক্রমাগত প্রচেষ্টা। Boud, Keogh, এবং Walker (১৯৮৫) যথার্থই বলেছেন, "Reflection is an important human activity in which people recapture their experience, think about it, mull over & evaluate it. It is this working with experience that is important in learning".

ফিনলে (Finlay, 2008) বলেন, "Reflective practice is 'learning through and from experience towards gaining new insights of self and practice". এ সংজ্ঞা অনুসারে প্রতিফলন অনুশীলন হল নিজের চর্চা থেকে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতামূলক নতুন শিখন।

এ প্রসঙ্গে ডোনাল্ড শন (Donald Schon, 1989) বলেন, "Reflective Practice involves thoughtfully considering one's own experiences in applying knowledge to practice while being coached by professionals in the discipline".

Tate & Sills উক্তি করেন, "We learn through critical reflection by putting ourselves into the experience & exploring personal & theoretical knowledge to understand it & view it in different ways".

সর্বোপরি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সতর্ক চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সম্পাদিত কোন কাজের সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি-বিচ্যুটি নির্ণয়পূর্বক তা সংশোধনের লক্ষ্যে পুনঃপুন প্রচেষ্টা চালানোর নামই প্রতিফলন অনুশীলন বা Reflective Practice.

প্রতিফলনমূলক অনুশীলন আমাদের সম্পাদিত কোন কর্ম-সংশোধনের একটি প্রক্রিয়া। ইহা আমাদের পেশাগতকর্ম উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রতিফলনের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রতিফলনমূলক চিন্তার গুরুত্ব

প্রতিফলনের পূর্বশর্ত হলো প্রতিফলনমূলক চিন্তা। প্রতিফলনমূলক চিন্তা একজন শিক্ষককে ফিরে দেখতে সহায়তা করে, পেশাগত কাজের সাফল্য ও ব্যর্থতা অনুধাবনে সহায়তা করে। প্রতিফলনমূলক চিন্তা যদিও নিজে

নিজে পরিবর্তন আনয়ন করে না; কিন্তু প্রতিফলনমূলক চিন্তা ছাড়া কোনো অর্থবহ পরিবর্তনও আসে না। প্রতিফলনমূলক চিন্তার অভ্যাস কিংবা সংস্কৃতি ছাড়া বিষয়বস্তুর গভীরে গিয়ে সমস্যা সনাক্তকরণ সম্ভব হয় না। কেবল ব্যক্তি শিক্ষকই পেশাগত জীবনে তার ব্যক্তিগত দূর্বলতা, সীমাবদ্ধতা কিংবা সমস্যা ভিতর থেকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে পারেন। কারণ ব্যক্তি তার নিজেকেই বেশি চেনেন। বাহির থেকে সব সমস্যা বা সীমাবদ্ধতা যথার্থভাবে আবিষ্কার করা সব সময় সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা। এ জন্য প্রতিফলনমূলক চিন্তন যেমন একটি সমস্যা সামাধান প্রক্রিয়া, তদ্রুপ এ টিভিতর থেকে সমস্যা আবিষ্কার (Discovering the problem from within)-এর উপায়ও বটে। যখন দেখা যাবে যে শিক্ষক তার সবলতা- দুর্বলতা কিংবা নিজের সমস্যা নিজে আবিষ্কার করতে পারছেন না, তখন মনে করতে হবে সেই শিক্ষকের মাঝে প্রতিফলনমূলক চিন্তার চর্চা বা দক্ষতা অনুপস্থিত। তাই শিক্ষকতাসহ একজন পেশাদারের আত্ম-উন্নয়নে প্রথমত তাকে প্রতিফলনমূলক চিন্তা করতে হবে এবং এ সংস্কৃতি অব্যাহত রাখতে হবে। প্রতিফলনমূলক চিন্তার ফলশ্রূতিতে শিক্ষক নিজেই নিজের সক্ষমতা ও দুর্বলতা নিজেই আবিষ্কার করতে পারবেন, যা তাকে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করবে। তাই আত্ম-প্রচেষ্টায় পেশাগত চর্চায় উৎকর্ষ সাধনের পথে প্রতিফলনমূলক চিন্তা হলো প্রথম ধাপ।

শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনে করণীয়

প্রতিফলনমূলক অনুশীলন মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া নির্ভর। এর কার্যধাপ মূলত চক্রাকারে আবর্তীত হয়। শিক্ষকসহ পেশাদার যে কোন ব্যক্তি এর নিয়মিত অনুশীলন করতে পারেন। এর অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে যেমন সংশোধন করতে পারেন, তেমনি নিজের পেশার ক্রমোন্নতি সাধন করতে পারেন। পেশাগত উন্নয়ন এবং নিজেকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রতিফলনমূলক অনুশীলন করার জন্য নিচের কাজগুলো সম্পাদন করা যেতে পারে। যেমন–

- নিয়মিত আত্ম-প্রতিফলন করা;
- প্রতিফলন ডায়েরি লিখন;
- প্রতিফলন থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা বা তথ্যের আলোকে উন্নয়নের নতুন লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ;
- প্রতিফলনের অগ্রগতি মূল্যায়ন;
- সহকর্মীদের অনুসরণ (Following the Colleague);
- সহকর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ;
- বিজ্ঞদের অনুকরণ ও অনুসরণ;
- সতীর্থ মূল্যায়ন;
- প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ;
- প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ;
- শিক্ষণ দক্ষতার অনুশীলন;
- নিয়মিত স্ব-শিখন;
- আত্ম-বীক্ষণ ও আত্মমূল্যায়ন;
- প্রতিফলন থেকে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা করা ইত্যাদি।

প্রতিফলন দিনলিপি/জার্নাল লিখন

প্রতিফলন অনুশীলন প্রক্রিয়া শুরুর একটি সহজতর পন্থা হল– প্রতিফলন দিনলিপি/জার্নাল লিখন। দৈনন্দিন পাঠদানে শ্রেণিতে শিক্ষক নানা অভিজ্ঞতা/ইস্যুর সম্মুখীন হন। এসবের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো শিক্ষক প্রতি অধিবেশন শেষে বা দিন শেষে দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করবেন। এ দিনলিপিতে তার প্রতি অধিবেশনে সংঘটিত নানা ইস্যু সম্পর্কে তাদের নিজেদের প্রতিক্রিয়া, অনুভূতি ইত্যাদির নোট রাখতে পারেন। প্রামাণ্য সেসব অভিজ্ঞতা/ঘটনা থেকে তাদের শিখন ও পরবর্তী করণীয় বা কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারেন। যথাযথ শৃংখলা মেনে প্রতিফলন দিনলিপি নিয়মিত লিখতে হয়।

প্রতিফলন অনুশীলন চেকলিস্ট-এর ব্যবহার

একজন শিক্ষক তার শিক্ষণ দক্ষতা অনুশীলন ও উন্নয়নে 'প্রতিফলন অনুশীলন চেকলিস্ট' ব্যবহার করতে পারেন। এ চেকলিস্টে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক/দিক অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ কাজে শিক্ষা বিজ্ঞানের নিরিখে প্রণীত বিভিন্ন প্রতিফলন অনুশীলন চেকলিস্ট যেমন ব্যবহার করা যেতে পারে, তেমনি প্রতিফলনকারী শিক্ষকতার আত্ম-উপলব্ধি থেকে তার উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ সনাক্ত করে নিজেও চেকলিস্ট প্রণনয়ন করে নিতে পারেন। তবে পেডাগোজি তথা শিক্ষা বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে প্রতিফলন অনুশীলন চেকলিস্ট প্রণয়ন করা শ্রেয়। শিক্ষণ-শিখন বিষয়ের প্রাথমিক নির্দেশক/ক্ষেত্র থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে এ চেকলিস্ট সূক্ষ্ম প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য ব্যবহৃত হবে। প্রতিফলন অনুশীলন চেকলিস্ট-এর একটি উদাহরণ নিম্নরূপ হতে পারে–

একটি নমুনা প্রতিফলন অনুশীলন চেকলিস্ট

ক্রমি. নং	প্রতিফলনের বিষয়সমূহ	হ্যাঁ	না	মন্তব্য
১.	আমি কি ক্লাসের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েছিলাম?			
২.	আমি কি সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমানভাবে মনোযোগ প্রদান করতে পেরেছিলাম?			
৩.	শিক্ষার্থীদের ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ফলাবর্তন কতটা দিতে পেরেছিলাম?			
৪.	আমি কি পাঠদানের সময় স্বতস্ফুর্ত ছিলাম?			
৫.	শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে সক্রিয় ছিলো কিনা?			
৬.	প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য বিনিময় কতটুকু করেছিলাম?			
৭.	আমি কি সকলের কাজ সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম?			
৮.	আমি কি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রশংসাসূচক শব্দ ব্যবহার করেছিলাম?			
৯.	পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে করা প্রশ্নগুলো কি মানসম্মত ছিল?			
১০.	আমার ব্যবহৃত পদ্ধতিটি কি শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগের জন্য যথোপযুক্ত ছিল?			
১১.	পাঠ পরিকল্পনা মোতাবেক পাঠদান সম্পন্ন হয়েছে কী?			
১২.	পাঠটি সময়মত শেষ হয়েছে কী?			
১৩.	শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে সক্রিয় ছিল কী?			
১৪.	আমি কি শিক্ষার্থীদের সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পেরেছিলাম?			
১৫.	শিক্ষার্থীরা সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পেরেছিলো কি?			
১৬.	না পারলে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিতে কতটুকু সচেষ্ট ছিল?			
১৭.	মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করার সময় আমি কি সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেছিলাম?			
১৮.	প্রশ্ন করার সময় উচ্চ মেধা ও নিম্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি কতটা নজর রেখেছিলাম?			
১৯.	প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য বিনিময় কতটুকু করেছিলাম?			
২০.	শিক্ষার্থীদের ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ফলাবর্তন কতটা দিতে পেরেছিলাম?			
২১.	শিক্ষার্থীদের মেধার পারগতা অনুযায়ী শব্দ ও বাক্য ব্যবহার যথার্থ ছিল কি?			

ক্রমি. নং	প্রতিফলনের বিষয়সমূহ	হ্যাঁ	না	মন্তব্য
২২.	পাঠদান শেষে কি বস্তুনিষ্ঠভাবে পাঠের মূল্যায়ন করেছিলাম?			
২৩.	মানসম্পন্ন ভাষা ব্যবহারের প্রশ্নে আমি কি সচেতন ছিলাম?			
২৪.	আমি কি ইতিবাচক ও আনন্দময় শিখন পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছিলাম?			

- প্রতিফলনকারী শিক্ষকের স্বাক্ষর:
- নাম:
- শ্রেণি ও বিষয়:
- পাঠদানের বিষয়বস্তু:
- প্রতিফলনের তারিখ:

উল্লেখ্য, প্রতিফলনকারী প্রতিদিনের প্রতিফলন থেকে সনাক্তকৃত দুর্বলতা উন্নয়নে পরবর্তী দিনের জন্য পরিকল্পনা/টার্গেট নিয়ে প্রত্যাশিত মানে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত ক্রমাগত অনুশীলন অব্যাহত রাখবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

আসুন, এ অধিবেশনের পাঠের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেই।

৮.৫ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি ‘প্রতিফলন’-এর ধারণার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ?
ক. অনুশীলন
খ. পরিশীলন
গ. পিছনে ফিরে দেখা
ঘ. স্ব-শিখন

২. প্রতিফলন অনুশীলন ধারনার প্রথম প্রবর্তক–
ক. ডোনাল্ড শন
খ. জনডিউই
গ. হার্বাট স্পেন্সর
ঘ. জন হ্যারন

৩. প্রতিফলন অনুশীলন ধারনাটিকে দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করেন–
ক. ভাইগটস্কি
খ. ফ্রয়েবল
গ. জনডিউই
ঘ. ডোনাল্ড শন

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. খ, ৩. .....।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রতিফলন কী?
২. প্রতিফলন অনুশীলন বলতে কী বোঝায়?
৩. প্রতিফলন অনুশীলনে প্রতিফলন দিনলিপি/জার্নাল লিখন-এর গুরুত্ব কী?

গ. রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নে প্রতিফলন ও প্রতিফলন অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ কেন?
২. শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনে করণীয় ব্যাখ্যা করুন।
৩. প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে কীভাবে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের পরিবর্তে আকাইদ ও ফিকহ বিষয় এর উদাহরণ আসা কী ঠিক? শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উন্নয়ন ঘটানো যায়? ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৮.৬: শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন ও সুপাঠাভ্যাস গঠন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সুপাঠাভ্যাস-এর ধারনা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- আত্ম-উন্নয়নে অনুধ্যান ও সুপাঠাভ্যাসের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- আত্ম-উন্নয়নে সুপাঠাভ্যাসের উপায়সমূহ আবিষ্কার করতে পারবেন;
- সুপাঠাভ্যাসের মাধ্যমে আত্ম-উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাতে পারবেন।

পরিবর্তন একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রকৃতি থেকে শুরু করে জীবন, জগৎ, সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি সবকিছুই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। এ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতেই মানুষকে আবিষ্কার করতে হয়েছে নিত্য নতুন জ্ঞান, আচার-আচরণ আর নানা কলাকৌশল। আর এসবের সাথে শিখন সম্পর্কযুক্ত। শিখন মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়। শিখনের বহুমাত্রিক উপায় রয়েছে। তার মধ্যে স্ব-শিখন একটি উপায়। বিশেষত পেশাগত জীবনে স্ব-শিখন আত্ম-উন্নয়নের অন্যতম একটি উত্তম উপায়। পেশাগত অভিজ্ঞতা স্ব-শিখনকে প্রণোদিত করে। স্ব-শিখন বলতে সাধারণত নিজ উদ্যোগে শিক্ষা গ্রহণকে বোঝায়। স্ব-শিখন এমন একটি চেতনা যা মানব সত্তার অভ্যন্তরীণ প্রেষণা (Intrinsic Motivation) থেকে উৎসারিত। মানুষ আত্ম-উপলব্ধি থেকে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যা শিখে তাই স্ব-শিখন। স্ব-শিখনের আবার রয়েছে নানা উপায়। উল্লেখ্য, সুপাঠাভ্যাস স্ব-শিখনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নে সুপাঠাভ্যাস সম্পর্কে আলোচনাই এ অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য।

সুপাঠাভ্যাস-এর ধারণা

অভ্যাস মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকুলের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। দিনে দিনে মানুষ যে অভ্যাস আয়ত্ত্ব করে এক সময়ে তা তার জীবনের সাথে মিশে যায়। এজন্য বলা হয়ে থাকে 'মানুষ অভ্যাসের দাস'। আবার কেউ কেউ এ কথাটিকে উল্টিয়ে 'অভ্যাস মানুষের দাস'-এভাবেও বলে থাকেন। যেভাবেই বলা হোক না কেন, অভ্যাস মানব স্বভাবের একটি অবিরাম বা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। অভ্যাস বলতে সাধারণত মানুষের সেই সব আচরণ ও কার্যকলাপের চর্চাকে বুঝানো হয়, যেগুলো তারা নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে করে থাকেন। চেষ্টা করে যেমন অভ্যাস গঠন করা যায়, ঠিক তেমনি চেষ্টা করেই আবার অভ্যাস ত্যাগ তথা পরিবর্তনও করা যায়। অভ্যাস জন্মগত নয়। অভ্যাস মানুষের আচার-আচরণ, মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, রুচিবোধ, সৌজন্যতার পরিচায়ক।

মানুষ আজন্ম জ্ঞান পিপাসু। অজানাকে জানার অদম্য স্পৃহা মানুষের চিরন্তন প্রবণতা। বলা বাহুল্য যে, পঠন ও পাঠাভ্যাস তার এ অদম্য স্পৃহাকে পরিতৃপ্ত করার অন্যতম একটি উপায়। পাঠাভ্যাস মানুষের জন্মগত কোন বিষয় নয়। এটি আয়ত্ব করতে হয়। শৈশব থেকেই এ অভ্যাস গঠন করতে হয়। একজন শিক্ষকের জন্য পাঠাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনেক। পেশাগত জীবনে যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিকভাবে জানার ও শেখার সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। আত্ম-প্রচেষ্টার মাধ্যমে জানা বা শেখা-এ জীবনের অন্যতম উত্তম উপায়।

সুপাঠাভ্যাস কথাটি একটি সন্ধি গঠিত পদ। তিনটি পদের সম্মিলনে এ পদটি গঠিত। আর তা হলো: সু+পাঠ+অভ্যাস। এ তিনটি পদের প্রত্যেকটির নিজস্ব অর্থ রয়েছে। পাঠাভ্যাস কথাটির পুর্বে 'সু' একটি উপসর্গ বসেছে যার অর্থ ভাল, সুন্দর, উৎকৃষ্ট, প্রকৃষ্ট ইত্যাদি। আর পাঠ বা পঠন বলতে কোন কিছু পড়ে তার অর্থ বা মর্ম উপলব্ধি করাকে বোঝায়। আর সুপঠন বলতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন কিছু পাঠ করে তার অন্তর্নিহিত মর্ম বা ভাব উপলব্ধি করে পরবর্তীতে স্মরণ করে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগানোর মানসিক দক্ষতাকে বোঝায়। এ

ধরনের পঠন যখন কারো নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় তখনই তাকে বলা হয় সুপাঠাভ্যাস। সুপাঠাভ্যাসকে শিখনের ভাল অভ্যাস বা ভাল শিখন অভ্যাস, কার্যকর অধ্যয়ন অভ্যাসও বলা হয়।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য এর সুপাঠাভ্যাস

এ অধ্যায়ে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের উপায় হিসেবে সুপাঠাভ্যাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের উপায় হিসেবে সুপাঠাভ্যাস বা ভাল শিখন অভ্যাস বলতে সাধারণত একটি নিরবচ্ছিন্ন বা অবিরাম চর্চার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ একজন শিক্ষক যখন এর বিষয়বস্তুর নিয়মিত চর্চা করেন, এ বিষয়ের অজানা বিষয়সমূহ জানার কৌতুহল বোধ করেন, এ বিষয় সংক্রান্ত তথ্য-সম্পদ (Resources) সংগ্রহ করেন, এ বিষয়ের নতুন তত্ত্ব কথা অনুধাবন ও উদঘাটনে সচেষ্ট হন, সহকর্মী শিক্ষক কিংবা এ বিষয়ের অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সাথে অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেন– তখন তাকে বিষয়ের সুপাঠাভ্যাস বা শিখন অভ্যাস হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। কখনো কখনো এ বিষয়ে নিজস্ব দুর্বলতা শনাক্ত করার প্রক্রিয়া ও দুর্বলতা থেকে উত্তরণের উপায় অবলম্বন ও সুপাঠাভ্যাস হিসেবে পরিগণিত। কোন একটি বিষয়কে বুঝতে হলে বিষয়বস্তুর গভীরে যেতে হয়। আর বিষয়বস্তুর গভীরে যাওয়ার উপায় হলো বিষয়টিকে ভালভাবে পড়া। তাই বিষয়ের শিক্ষণ ও শিখন কাজে পঠন কেবল প্রযোজ্যই নয় বরং অপরিহার্য।

সুপাঠাভ্যাস ধারণাটির ক্ষুদ্র/সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত– এ দু'ধরনের অর্থ রয়েছে। আবার বিষয় ভেদে সুপাঠাভ্যাস কথাটির অর্থে নতুন মাত্রাযোগ হয়। যেমন, অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ে সুপঠনের ধারণা থেকে বাংলা, ইংরেজি এবং আরবি তথা ভাষা বিষয়ের সুপঠনের ধারণা আরেকটু ব্যাপক। যেমন ভাষার ক্ষেত্রে ভাষার মৌলিক চার দক্ষতা অর্জন, সরব পঠন, নিরব পঠন, ধ্বনির উচচারণ, তাল, লয়, ছন্দ ইত্যাদি বিশেষভাবে বিবেচ্য। কিন্তু অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে এগুলো সমান গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে।

আবার বিস্তৃত অর্থে সুপাঠাভ্যাস বলতে কেবল পড়াকেই বুঝায় না বরং কোনো বিষয়ের সু-শিখন, কার্যকর শিখন বা অধ্যয়নের কার্যকর পদ্ধতি ও অভ্যাসকে নির্দেশ করে। এ জন্য বিস্তৃত অর্থে কখনো কখনো অনেকে লেখা, শোনা ও বলা– এসব কাজকে সুপাঠাভ্যাস-এর অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। যেমন: পড়ার সময় নোট নেওয়া– এটি সুপাঠাভ্যাসের একটি কৌশল। এখানে অনিবার্যভাবেই লিখন পঠনের সাথে সম্পৃক্ত। তাই বিস্তৃত অর্থে পঠন বলতে শিখন বা অধ্যয়নকে বুঝানো হয়। এ পঠন কেবল বাংলা, ইংরেজি, আরবি ইত্যাদি ভাষা পড়ার দক্ষতা নয় বরং যে কোন বিষয়ের শিখন বা অধ্যয়নকে বোঝায়।

- সুপাঠাভ্যাস-এর ধারণা প্রসঙ্গে আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন।
- সুপাঠাভ্যাস বা যথাযথ অধ্যয়ন বলতে– কী বোঝেন?

সুপাঠাভ্যাস/সুপঠন-এর বৈশিষ্ট্য

সুপাঠাভ্যাস কেবল পাঠের অভ্যাসগত দিকগুলোকেই বিবেচনা করে না বরং অভ্যাসগত দিকগুলো বিবেচনার সাথে সাথে কার্যকর পাঠের কলাকৌশল সুপাঠাভ্যাস বা সুপঠনের মূল বিবেচ্য বিষয়। সুপাঠাভ্যাস-এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো সক্রিয় পঠন। অর্থাৎ কোনকিছু পাঠ করে তার উপজীব্য বিষয় আত্মস্থ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে পাঠ করা।

১. সুপাঠাভ্যাস/সুপঠন হলো উদ্দেশ্যমূলক পঠন। অর্থাৎ পাঠ করার সময় সে পাঠের উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে পঠন।
২. বিষয়বস্তুর অর্থ/মর্ম উপলব্ধি সহকারে পঠন।
৩. পড়ার সময় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহকরণ।
৪. পঠিত বিষয়বস্তুকে নিজস্ব পূর্ব জ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করা।
৫. সুপাঠাভ্যাস/সুপঠন কেবল জানার ও আত্ম-বিকাশের উদ্দেশ্যে নিরবচ্ছিন্ন পঠন। পরীক্ষা কিংবা অন্য কোনো সাময়িক প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় ধরে পঠন সুপাঠাভ্যাস হিসেবে বিবেচ্য নয়।

৬. সুপাঠাভ্যাস/সুপঠন আনন্দ লাভের লক্ষ্যে নিয়মিত পঠন ও পাঠকের পছন্দ মতো পঠন।
৭. পাঠকালীন নিজস্ব চিন্তা ও যৌক্তিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে নতুন ধারণা গ্রহণ বা বর্জন করা।

সুপাঠাভ্যাস/শিখন অভ্যাসের কৌশল

আসুন, সুপাঠাভ্যাস গঠনের উপায় সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এ বিষয়ে আমাদের ধারণাগুলো নিচে লিপিবদ্ধ করি।

সুপাঠাভ্যাস গঠনে গৃহীত ব্যবস্থা

১.

২.

৩.

৪.

সুপাঠাভ্যাস গঠনের জন্য একজন পাঠককে সবার আগে একজন মনোযোগী পাঠক হতে হয়। যে পাঠক কোনো কিছু পাঠের সময় তার অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত সক্রিয়তার সাথে পাঠে মনোনিবেশ করতে পারেন, মনোযোগী পাঠক বলতে সচরাচর এ ধরণের পাঠককে বোঝানো হয়ে থাকে। একজন মনোযোগী পাঠকের বৈশিষ্ট্যসমূহের মাঝে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো– তিনি অধিক পরিমাণে পড়তে, শিখতে ও বুঝতে এবং শেখার মাধ্যমে নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে উদগ্রীব। কোন কিছু না বুঝতে পারলে তা বোঝার জন্য তিনি অন্যের সহায়তা গ্রহণ করেন। তিনি পরিকল্পিত ও সুসংগঠিতভাবে অধিক পরিমাণে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট। তিনি তার অর্জিত পূর্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সম্পর্ক ও পার্থক্য খুঁজতে থাকেন। সর্বোপরি পাঠে অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি একজন সক্রিয় পাঠক।

সুপাঠাভ্যাসের সাধারণ কৌশল

যদিও পঠন/অধ্যয়ন অভ্যাসের কার্যকারিতা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি ভেদে পৃথক, তদুপরি এক্ষেত্রে কিছু বিশেষ শৃংখলা ও কৌশল রয়েছে– যা অবলম্বন করলে পড়াশোনা থেকে সর্বাধিক উপকারিতা লাভ করা যেতে পারে। নিম্নে এমন কতিপয় কৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:

অতিরিক্ত পঠন/অধ্যয়নের উপাদান না রাখা: অতিরিক্ত অধ্যয়নের উপাদান কখনো রাখবেন না। সুপাঠাভ্যাস গঠনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। কারণ অতিরিক্ত অধ্যয়ন উপাদান হাতের কাছে থাকলে তার মধ্য থেকে কোনটা রেখে কোনটা পড়া হবে– এ বিষয়ে দোদুল্যমনতা কোনো সুনির্দিষ্ট একটি বিষয় স্থির করতে ও তাতে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করতে বিঘ্ন ঘটায়। তাই এ বিষয়ের বিশেজ্ঞরা সর্বদা সীমিত সংস্থান থেকে পাঠ করতে পরামর্শ দেন।

জটিল অংশ প্রথমে পঠন: অধ্যয়নের জন্য নির্দিষ্টকৃত সময়ের প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন বিষয়গুলোতে মনোনিবেশ করা উচিত। কারণ তখন মন সতেজ থাকে বিধায় জটিল বা নতুন ধারণাগুলি দ্রুত রপ্ত করা যায়। এছাড়া অধ্যয়নের এমন সব বিষয় যা মুখস্ত করা প্রয়োজন– সেগুলোও প্রথম দিকে অধ্যয়ন করা উচিত। কেননা ক্লান্ত মন কার্যকর মুখস্তকরণে সক্ষম থাকে না।

কার্যকর নোট নেওয়া: অধ্যয়নকালে কার্যকর নোট নেওয়া এবং একাধিকবার এটিকে সংশোধন করা সুপাঠাভ্যাসের একটি কৌশল। এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ Robert S Martin বলেন, "যদি আপনি কার্যকর নোট

নেন, তাহলে জ্ঞানের বিষয়সমূহ ধরে রাখা আপনার জন্য অনেক সহজ হবে। একটি বা দু'টি বই থেকে পড়ুন এবং তা থেকে নিজের মত করে নোট নিন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/তথ্যকে বুলেট পয়েন্টে উল্লেখ করুন। তারপর সেগুলো বার বার পড়ুন"।

বিরতি নেওয়া: অধ্যয়ন/পঠন থেকে ভাল ফল পেতে হলে পাঠের মাঝে বিরতি নেওয়া আবশ্যক। অনেক শিক্ষার্থী/পাঠক একাধারে দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়ন অব্যাহত রাখে; কিন্তু সে অনুযায়ী তা থেকে ফল পায় না। এর কারণ হলো তারা ক্লান্ত মন নিয়ে অধ্যয়ন করে। পাঠের মাঝে সংক্ষিপ্ত বিরতি গ্রহণ পাঠকের মানসিক শক্তি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। তাই উদ্যম সঞ্চারিত করার জন্য প্রতি একঘন্টা পরে পরে ৫ থেকে ১০ মিনিটের বিরতি নেওয়া দরকার। তবে এ বিরতি ১৫ মিনিটের বেশী দীর্ঘায়িত যেন না হয়, কারণ তাহলে আবার অধ্যয়নের ছন্দ পতন হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সু-পাঠাভ্যাস পাঠের সময়ের পরিমাণ (Quantity), বিচারে নয় বরং এ ক্ষেত্রে পাঠের গুণগত (Quality) মানই আসল বিচার্য বিষয়।

বিড়ম্বনা এড়িয়ে পঠন/অধ্যয়ন: কার্যকর পঠনের জন্য যথাসম্ভব বিভিন্ন বিড়ম্বনা এড়িয়ে চলা দরকার। বর্তমানে মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ বিড়ম্বনা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। কিছুক্ষণ পর পর মোবাইল বেজে ওঠা, ম্যাসেঞ্জারের টুংটাং আওয়াজ, বিভিন্ন বিষয়ের নোটিফিকেশন– এ সবের কারণে পঠন কালে মনোযোগ নানাদিকে বিভক্ত হয়ে যায়। আসলে অধ্যয়ন কালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ সক্রিয় রাখা এক ধরনের আসক্তি। এটি ক্ষতিকারক, কারণ এটি মূল্যবান সময় ব্যয় করে এবং মনোযোগকে হাল্কা করে। এ জন্য বিশেষজ্ঞরা পড়াশুনার সময় মোবাইল ডেটা এবং ওয়াইফাই সংযোগের কানেকশন অফ করে নেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। অনেকের কাছে এ অভ্যাসটিকে অত্যন্ত কঠোর মনে হতে পারে তবে হাজার হাজার সফল শিক্ষার্থীর পিছনে রয়েছে এ শৃঙ্খলা।

প্রতিদিন একই সময় পড়া: সুপাঠাভ্যাস কৌশলের অন্যতম একটি দিক হল প্রতিদিন একই সময় পড়া। খাওয়া এবং ঘুমানোর ন্যায় একই সময়ে পঠন হবে প্রতিদিনের রুটিনের একটি অংশ। রুটিনে নির্ধারিত সময়ে অধ্যয়নের জন্য অধ্যয়নকারী নির্ধারিত সময়ের পূর্ব থেকেই অধ্যয়নের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবেন। এভাবে নিয়মিত একই সময়ে পড়ার মাধ্যমে সুপাঠাভ্যাস গড়ে উঠে।

অধ্যয়নের জন্য নির্দিষ্ট সময় পরিকল্পনা করা: অধ্যয়নের জন্য নির্দিষ্ট সময় পরিকল্পনা করে সে মোতাবেক অধ্যয়ন করা সুপাঠাভ্যাসের আরেকটি গুণ। দিনের কখন ও কতটুকু সময় ধরে অধ্যয়ন করা হবে– এ বিষয়টি নির্দিষ্ট করা থাকলে পঠন নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে এবং তা অর্থবহ হয়।

অধ্যয়ন সময়ের নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা: সুপাঠাভ্যাসের ক্ষেত্রে যেমন নির্দিষ্ট সময়ে পাঠের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়, তেমনি যতটুকু সময় ধরে অধ্যয়ন/পঠন কার্যক্রম চলতে থাকবে সেই সময়ের পঠন থেকে অর্জিতব্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিতে হবে। এ কৌশল অধ্যয়নকারীকে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে এবং অধ্যয়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করবে। উদ্দেশ্য নির্ধারণবিহীন অধ্যয়ন থেকে অর্জন যৎসামান্যই। একজন পাঠক/অধ্যয়নকারী তার পাঠের সময়ের মধ্যে কী অর্জন করতে চান, সে সম্পর্কে তাকে অবশ্যই স্পষ্ট থাকতে হবে।

একবারে খুব বেশি পঠনের চেষ্টা না করা: একবারে খুব বেশি অধ্যয়ন করার চেষ্টা পাঠে ক্লান্তি সৃষ্টি করে। ফলে সে অধ্যয়ন খুব বেশি কার্যকর হয় না। পঠনের মাধ্যমে যে কাজটি করতে হবে তা গুরুত্ব সহকারে স্বল্প/সীমিত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। তাই একবারে খুব বেশি পঠনের চেষ্টা না করাই ভাল।

নির্দেশিত পঠন চিন্তন কার্যক্রম

নির্দেশিত পঠন চিন্তন কার্যক্রম হলো শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক (Textbook) পড়ার একটি কৌশল। শিক্ষার্থীদের সুপঠন অভ্যাস গঠনে এ কৌশলটি বেশ কার্যকর। এ কৌশলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের কোন একটি বিষয় পাঠের পূর্বে সে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাক অনুমান করতে উদ্দীপ্ত করেন এবং ঐ বিষয়টি পড়ার

প্রতি কৌতুহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করেন এবং বিষয়বস্তু পাঠ করার পরে প্রাক অনুমানের যথার্থতা নির্ণয় করতে পারে। অর্থাৎ নির্দেশিত পঠন চিন্তন পদ্ধতিতে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা প্রথমত একটি প্রাথমিক ধারণা বা পূর্ব অনুমান গঠন করে। তারপরে তারা পাঠে অগ্রসর হতে থাকে এবং তাদের অনুমানের স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজতে চেষ্টা করে। এভাবে তারা পাঠে অগ্রসর হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তারা তাদের অনুমানের যথার্থতা খুঁজে না পেলে তারা মনে মনে নতুন করে অনুমান গঠন করে সামনে আগাতে থাকে। এভাবে তারা পাঠ্য বিষয়বস্তুর প্রতি গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়ে পঠন সমাপ্ত করে। এভাবে পড়ার মাধ্যমে একদিক যেমন পড়ার প্রতি তাদের আগ্রহ ও মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে, অন্যদিকে এ পদ্ধতিতে তারা তাদের প্রাক অনুমানের সত্যতা নির্ণয় প্রসঙ্গে তারা গভীর চিন্তা ও যুক্তির চর্চার দক্ষতায় পারদর্শী হয়ে ওঠে।

পঠনের ধাপ বা পর্ব ভিত্তিক কৌশল

পাঠের ধাপ বা পর্যায় (Stage) বিবেচনায় সুপাঠাভ্যাস/সুপঠন/কার্যকর অধ্যয়ন কৌশলকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। আর তা হলো: (১) পাঠপূর্ব কৌশল; (২) পাঠ চলাকালীন কৌশল; (৩) পাঠ উত্তর কৌশল। সাধারণত এ ধাপ তিনটি ভাষার শিক্ষার প্রাথমিক চার দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কেবল ভাষার চার দক্ষতাই নয়, সকল বিষয়ের কার্যকর পঠন বা অধ্যয়নে এ ধাপ তিনটি অনুসরণীয়। নিম্নে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের সুপাঠাভ্যাস গঠনে এ তিনটি পর্বে করণীয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো:

১. পাঠপূর্ব কৌশল

আরবি ভাষা ও সাহিত্য এর কোন একটি বিষয় পাঠের আগে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পেতে এবং নিজের মানসিকভাবে প্রস্তুত হবার জন্যে পাঠপূর্ব কৌশল হিসেবে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে; যেমন–

ক. পাঠ্য বিষয় জরিপ: প্রথমত যে বিষয়টি পাঠ/অধ্যয়ন করা হবে তার সাথে পরিচিত হওয়া, উক্ত বিষয়টি পাঠের জন্য ইচ্ছা ও চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় করা। পাঠের শিরোনাম ও উপ-শিরোনামগুলো পড়া।

খ. সূচনা এবং উপসংহার পড়া।

গ. প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি পড়া।

ঘ. সময় নির্বাচন: পাঠ্য বিষয়ের শিখন পরিসর বা আলোচনার পরিধি, গভীরতা এবং জটিলতার মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে সে মোতাবেক পাঠের কোন অংশটি কত সময়ে পড়ে শেষ করা হবে। তার পরিকল্পনা করা।

ঙ. ধারণা মানচিত্র (Concept Map) প্রণয়ন: একটি কাগজে পাঠ্য বিষয়ের শিরোনাম, উপ-শিরোনাম এবং মূল বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু শব্দ লেখা যেতে পারে যা পঠনে অনুপ্রাণিত করবে।

২. পাঠ চলাকালীন কৌশল

পাঠের সময় বিষয়বস্তুকে যথাযথ অনুধাবন করার জন্যে এ পর্বে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ অবলম্বন করা যেতে পারে:

ক. ধারণা বিমুর্তকরণ: পাঠ্য বিষয়ে চার্ট, ছবি, ছক ইত্যাদি থাকলে সেগুলোতে মনোযোগ দেওয়া।

খ. উদাহরণ পড়া: পাঠ্য বিষয়বস্তুতে যদি উদাহরণ দেওয়া থাকে তা হলে প্রদত্ত উদাহরণগুলো বারবার পড়া।

গ. শিরোণাম দেয়া: পাঠ্য বিষয়ের অনুচ্ছেদসমূহের প্রত্যেক অনুচ্ছেদে উপজীব্য বিষয়ের আলোকে নিজের মত করে সংক্ষিপ্ত উপ-শিরোনাম দেওয়া, যাতে করে সে উপ-শিরোনাম থেকে ঐ অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু সহজেই মনে পড়ে যায়;

ঘ. আন্ডারলাইন/চিহ্নিতকরণ: গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বিষয়গুলো মার্কার বা পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করা।

ঙ. নতুন বিষয়কে নিজস্ব পূর্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নিরিখে বিশ্লেষণ করা।

৩. পাঠ উত্তর কৌশল

পঠিত বিষয়বস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে এ পর্বের কার্ক্রমের মধ্যে থাকতে পারে–

ক. সকল নতুন তথ্য ও তত্ত্বগুলোকে একত্রিত করে কাগজে লেখা;
খ. পাঠকৃত বিষয়ের একটি সারাংশ লেখা।
গ. বিষয়ের সংক্ষিপ্ত নোট নেওয়া।
ঘ. পাঠ্কৃত বিষয় থেকে অর্জিত জ্ঞানের প্রতিফলন ও আত্ম-মূল্যায়ন করা। অর্থাৎ, পাঠকের নিজের চিন্তা ও যৌক্তিক ক্ষমতা ব্যবহার করে অর্জিত নতুন জ্ঞানের সম্পুর্ণতা কিংবা অসম্পুর্ণতা সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়া।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সুপাঠাভ্যাসের বিশেষ কৌশল

ভাষা বিজ্ঞানের মাঝে আরবি ভাষা ও সাহিত্য স্বতন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে ভাষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও গভীর ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। ভাসা ভাসা ধারণা থেকে আরবি ভাষার কার্যকরভাবে পাঠদান করা যায় না। এ জন্য এ বিষয়ে সুপাঠাভ্যাস গঠন শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য। এ জন্যে সুপাঠাভ্যাসের উপযুক্ত সাধারণ কৌশলগুলোর সাথে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সুপাঠাভ্যাস গঠন ও শিখনে একজন শিক্ষক নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ অবলম্বন করতে পারেন। যেমন–

- আরবি ভাষা ও সাহিত্য-এর বিষয়বস্তু সম্বলিত মূলগ্রন্থ ও রেফারেন্স গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ।
- বিষয় সংশ্লিষ্ট জার্নাল, গবেষণা প্রতিবেদন পাঠ করা।
- বিষয় সংশ্লিষ্ট মাসিক/সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন পাঠ করা।
- পত্রিকায় প্রকাশিত এতদসংক্রান্ত কোন ফিচার/নিবন্ধ প্রভৃতি সংগ্রহ ও অনুশীলন করা।
- ইন্টারনেট ব্যবহার করে এ বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ ও তথ্য সম্পদ (Resources) সংগ্রহে রাখা।
- বিষয় সংশ্লিষ্ট বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ।
- বিষয় সংশ্লিষ্ট সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সংলাপ, গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদির আয়োজন/অংশগ্রহণ।
- রেডিও-টেলিভিশনে এতদসংক্রান্ত আলোচনা শোনা এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ।
- উপস্থিত বক্তৃতা, নির্ধারিত বক্তৃতা এবং বিতর্কে অংশগ্রহণ।
- আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে মত/অভিজ্ঞতা বিনিময়।
- আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের কোন একটি বিষয় সম্পর্কে শিখতে গিয়ে তার শিখন সীমা সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া।
- এ বিষয়ের অজানা বিষয়বস্তুর ভাব বা মর্ম উদঘাটনের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে তা না লুকিয়ে বোঝার জন্য অন্যের সাহায্য নেওয়া অথবা সে বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করা।
- উপযোগী গ্রন্থ নির্বাচন যেমন আরবি ভাষা ও সাহিত্য-এর সংশ্লিষ্ট বা ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ পড়া।
- বিষয়ভিত্তিক অভিধান ব্যবহার করা (যেমন– আলমুজামুল ওয়াসিত)।
- আরবি ভাষা ও সাহিত্য-এর শিক্ষণ-শিখন বিষয়ে কর্মসহায়ক গবেষণা করা।
- লাইব্রেরি ব্যবহার করা।
- এ বিষয়ের ব্যক্তিগত নোট, লার্নিং লগ, ডায়েরি, প্রতিফলন ডায়েরি ইত্যাদি রাখা এবং অনুশীলন অব্যাহত রাখা।
- আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তা অব্যাহত রেখে নতুন পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন।
- আরবি ভাষা ও সাহিত্য সংশ্লিষ্ট সহপাঠ্য ক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ও তাতে অংশগ্রহণ।

সুপাঠাভ্যাস শিখনের একটি উত্তম উপায়। বিস্তৃত অর্থে সুপাঠাভ্যাস দ্বারা নিয়মিত ও পরিকল্পিত চর্চার সাথে সাথে কোন বিষয়বস্তুর কার্যকর শিখন বা কার্যকর অধ্যয়নের উপায়কে নির্দেশ করে। ভাল পাঠ বা শিখন অভ্যাস গঠন এক ধরনের স্ব-শিখন। জীবনের মানসিক সুস্থতায়, মনের প্রশান্তি লাভে, স্ব-শিক্ষিত হতে সুপাঠাভ্যাসের বিকল্প নেই। একজন শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবনে যে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলবে তার কর্মজীবনে তথা সমগ্র জীবনে সে অভ্যাস তাকে সফলতার সার্থকতার চরম শিখরে পৌঁছে দেবে। সুপাঠাভ্যাস কেবল শিক্ষার্থীর জন্যই নির্ধারিত নয়। সকল পেশা ও কর্মের মানুষের মাঝে সুপাঠাভ্যাস থাকা কাম্য। মাধ্যমিক পর্যায়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষণ-শিখনে সুপাঠাভ্যাস সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা থাকা এবং তার নিজের মাঝে সুপাঠাভ্যাস গঠন অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

আসুন, এ অধিবেশনের পাঠের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেই।

৮.৬ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি সুপাঠাভ্যাসের অর্থের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ?
ক. কার্যকর অধ্যয়ন
খ. ভাল পঠন অভ্যাস
গ. নোট নেয়া
ঘ. উপরের সবগুলো

২. পাঠের ধাপ বা পর্যায় বিবেচনায় কার্যকর অধ্যয়ন কৌশলকে ভাগ করা যায়–
ক. ৩টি পর্বে
খ. ৫টি পর্বে
গ. ২টি পর্বে
ঘ. ৪টি পর্বে

৩. নিচের কোনটি পাঠ উত্তর কৌশল?
ক. উদাহরণ পড়া
খ. ধারণা মানচিত্র প্রণয়ন
গ. প্রতিফলন
ঘ. ধারণা বিমূর্তকরণ

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. ক, ৩. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সুপাঠাভ্যাসের ৫টি কৌশলের নাম লিখুন।
২. নির্দেশিত পঠন চিন্তন কার্যক্রম কী?
৩. সুপাঠাভ্যাস এর ক্ষেত্রে পাঠ চলাকালীন যেসব কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে, তার একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।

গ. রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. সুপাঠাভ্যাস– ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন। আপনার মতে সুপাঠাভ্যাসের বৈশিষ্ট্য কী হতে পারে?
২. শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নে সুপাঠাভ্যাস আপরিহার্য– এ উক্তির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন।
৩. আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সুপাঠাভ্যাস গঠনে আপনি কী কী পদক্ষেপ নিবেন? বিশদালোচনা করুন।

ইউনিট ৯: অগ্রগতি ও পারদর্শিতার মূল্যায়ন

ভূমিকা

শিখনে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি ও পারদর্শিতার মূল্যায়ন সম্পর্কিত আলোচনা হচ্ছে এ অধ্যায়ের পাঠসমূহের মূল আলোচ্য বিষয়। আক্ষরিক অর্থে অগ্রগতি বলতে কোন কাজে বা বিষয়ে সামনে আগানো বা সামনে অগ্রসর হওয়াকে বোঝায়। অগ্রগতি কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে "Progress, advancement, improvement, development" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতে Progress কথাটির আরেকটি অর্থ হচ্ছে- "Getting nearer to achieving or completing something". অর্থাৎ, কিছু অর্জন বা সম্পন্ন করার নিকটবর্তী হওয়া। আবার পারদর্শিতা বলতে কোন কিছু করার যোগ্যতা, সামর্থ্য বা দক্ষতাকে বোঝানো হয়, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে Efficiency, competence, competency, expertness, capability, ability ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। আবার মূল্যায়ন বলতে কোন কিছুর উপর মূল্য আরোপ করাকে বোঝায়। এ ক্ষেত্রের আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে 'মূল্যযাচাই'। বর্তমানে মূল্যায়ন ধারণাটিকে একটি সামস্টিক অর্থে ব্যবহার করা হয়, যা একাধিক ক্ষেত্র বা বিষয়ের মূল্যযাচাই করে নির্ণিত হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের মূল্য যাচাইয়ের সামগ্রিক ফলাফল হলো মূল্যায়ন। অগ্রগতি ও পারদর্শিতার মূল্যায়ন শিখন-শেখানো কার্যক্রমেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও পারদর্শিতার মূল্যায়ন বলতে শিখনে শিক্ষার্থীর উন্নতির তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বোঝায়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যে কোনো বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য পূর্ব থেকেই শিক্ষাক্রমে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে, শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সে সব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আর মূল্যায়নের মাধ্যমে সে সব উদ্দেশ্য অর্জনের মান বা মাত্রা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। অগ্রগতি ও পারদর্শিতার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এ অধ্যায়ে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

পাঠ ৯.১	:	আরবি ভাষা শিক্ষণে কোন কোন দিকের মূল্যায়ন দরকার
পাঠ ৯.২	:	ভাষার চারটি দক্ষতার মূল্যায়ন
পাঠ ৯.৩	:	কাওয়ায়েদুল লুগা-এর বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন
পাঠ ৯.৪	:	আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাই-এর ভূমিকা: আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যযাচাই
পাঠ ৯.৫	:	আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র সতীর্থ পর্যালোচনা, অনুশিক্ষণ, ছদ্মশিক্ষণ এবং ফলাবর্তন-এর মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজের পরীক্ষাকরণ
পাঠ ৯.৬	:	আরবি শিক্ষণে মাদরাসাভিত্তিক মূল্যযাচাই (MBA)

পাঠ ৯.১: আরবি ভাষা শিক্ষণে কোন কোন দিকের মূল্যায়ন দরকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আরবি ভাষার মূল্যায়ন বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- আরিব ভাষার মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- আরবি ভাষার মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কোনো কাজ করার বিভিন্ন পর্যায়ে কাজের গুণগত ও পরিমাণগত মানযাচাই করে থাকি। এ জন্য আমরা কাজ চলাকালীন বিভিন্ন পর্যায়ে কাজটি নির্দিষ্ট সময় ও মানে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করে থাকি। আবার পরিকল্পনা মাফিক কাঙ্ক্ষিত মানে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে কিনা, তা জানার জন্য কর্ম-সম্পাদন শেষে আমরা মূল্যায়ন করে থাকি। সুতরাং কোনো কাজ সম্পাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজের মান যাচাই করাই হলো মূল্যায়ন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীর শিখন (জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি) যাচাইয়ের জন্য মূল্যায়ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিখন যাচাইয়ের জন্য শিক্ষক বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। যথাযথ ও সঠিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন পরিচালনা করা না হলে শিক্ষার্থীর শিখন যাচাই সঠিক হয় না, ফলে শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন নাও ঘটতে পারে। আরবি একটি বিদেশি ভাষা। সঠিক ও বৈচিত্র্যময় মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর ভাষাগত দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো যায় এবং ব্যবহারিক আরবিতে শিক্ষার্থীদের চাহিদা সামর্থ্য ও দক্ষতার সঠিক পরিমাপ করে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব।

ব্যবহারিক আরবি বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ, প্রাঞ্জল ও বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ভাষা, যার রয়েছে অনেকগুলো লাহজাত বা উপভাষা। প্রাচীনকাল থেকে এ ভাষায় রচিত হয়েছে অনেক উঁচুমানের সাহিত্য ভাণ্ডার। এ ভাণ্ডারকে অধিক সুশোভিত করেছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস। কুরআন হাদিসকে কেন্দ্র করে এ ভাষায রচিত হয়েছে জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের অসংখ্য গ্রন্থ'। তাছাড়া আরবি ভাষার রয়েছে প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব। বিশ্বের প্রায় ২২টি দেশের মানুষের মাতৃভাষা আরবি। এটি জাতিসংঘসহ অনেক আন্তর্জতিক সংস্থার স্বীকৃত অফিসিয়াল ভাষা। বিবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে আরবি ভাষার ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। আমরা ব্যবহারিক জীবনে পারস্পরিক কথোপকথন, সামাজিক যোগাযোগ, লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, প্রশাসনিক কার্যক্রম, পরামর্শ, উপদেশ, বাণী, খবরা-খবর, বক্তৃতা এবং ধর্মীয় আলোচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরবি ভাষার ব্যবহার করে থাকি। এমনিভাবে মানুষের প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত আরবিকেই আমরা ব্যবহারিক আরবি বলে থাকি।

মূল্যায়ন

শিক্ষাক্রমের অন্যতম মৌলিক উপাদান হলো শিক্ষার্থী মূল্যায়ন। শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শিখন অর্জনে সহায়তা করেন। এ সহায়তা গ্রহণ করে শিক্ষার্থী শিখনফল অর্জন করছে কিনা, তা শিক্ষক যাচাই করে থাকেন। শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাইযের জন্য শিক্ষক একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, শ্রেণি অভীক্ষা, ব্যবহারিক কাজ, বাড়ির কাজ, এ্যাসাইনমেন্ট ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেন। পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময় শেষে, সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক

পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষায় নম্বর প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন করে গ্রেড প্রদান করে থাকেন। নির্দিষ্ট পাঠ শিক্ষার্থীরা কতখানি আয়ত্ত করেছে বা যা আয়ত্ত্ব করেছে তা তারা প্রয়োগ করতে পারে কিনা, তার পরীক্ষা করা হয় মূল্যায়ন স্তরে। এই স্তরে শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়।

এভাবে বিভিন্ন সময় ও পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই করাই হলো শিক্ষার্থী মূল্যায়ন।

মূল্যায়নের ধরণ

শিক্ষা ক্ষেত্রে দু'ধরনের মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ক. গাঠনিক/ধারাবাহিক মূল্যায়ন: শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করে প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে মূল্যায়ন করা হয়, তাই গঠনকালীন ধারাবাহিক মূল্যায়ন। এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সবলতা দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়েজনীয় ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুত করা হয়। যেমন– শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, শ্রেণি অভীক্ষা, বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

খ. চূড়ান্ত মূল্যায়ন: কোনো নির্দিষ্ট সময় বা পর্যায় সমাপ্তিতে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই করা হলো চূড়ান্ত মূল্যায়ন। এ মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীর পাশ ফেল নির্ধারণ করা হয় এবং তাদের সাফল্যের তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয় করে গ্রেড প্রদান করা হয়। যেমন– সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষা।

ব্যবহারিক আরবির মূল্যায়ন

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ব্যবহারিক আরবির শিখন যাচাইয়ের জন্য ও গাঠনিক এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবি ভাষায় ও চারটি দক্ষতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গাঠনিক বা ধারাবাহিক মূল্যায়ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত শুনার দক্ষতা ও বলার দক্ষতার মূল্যায়ন সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষায় করা যায় না বিধায় এ দুটি দক্ষতার মূল্যায়ন শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে সম্পন্ন করতে হয়। শিক্ষার্থীকে এ দক্ষতাগুলো ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে– যেমন কীভাবে শব্দের উচ্চারণ করছে, কীভাবে কথা বলছে, কীভাবে একটি ছবির ব্যাখ্যা করছে, কীভাবে ইন্টারভিউ দিচ্ছে এবং কোনো ঘোষণা আরবিতে শুনে সঠিকভাবে সাড়া দিচ্ছে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে গঠনকালীন মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

মূল্যায়নের গুরুত্ব

- মূল্যায়নের ফলে শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।
- পঠিত বিষয়ের অগ্রগতি যাচাই করা সম্ভব হয়।
- ফলাবর্তন।
- শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের ক্রমোন্নয়ন করা সহজ হয়।
- শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রায়োগিক কার্যকারিতা যাচাই বাচাই করা যায়।
- শিক্ষার্থীর সার্বিক ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হয়।
- গ্রেড প্রদান ও উচ্চতর শ্রেণিতে প্রমোশন দান করা যায়।
- শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশে আলিয়া ও কওমি ধারার মাদরাসাগুলোতে আরবি পাঠদান করার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো আরবি ভাষা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সঠিকভাবে কোরআন ও হাদিস বুঝা এবং আহকামুস শরিয়াত অনুযায়ী আমল করা। বর্তমান যুগে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণে আরবি ভাষা আমাদের নিকট অনেক গুরুত্বপুর্ণ। আমরা ব্যবহারিক জীবনে পারস্পরিক কথোপকথন সামাজিক যোগাযোগ, লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, খবরা-খবর এবং ধর্মীয় আলোচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরবি ব্যবহার করি। আরবি ভাষা শিক্ষণে আলিয়া মাদরাসায়- ২০১২ সালের কারিকুলাম অনুযায়ী বর্তমানে দাখিল স্তরে আরবি ১ম পত্রের সিলেবাস– কারিকুলাম এবং পরীক্ষা পদ্ধতির

ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে; المدروس ও غيرالمدروس-এর আলোকে আরবি ১ম পত্রের পরীক্ষা সংঘটিত হয়। অর্থাৎ বই থেকে একটি النص বা অনুচ্ছেদ থাকে তার নিচে কতগুলো প্রশ্ন থাকে, النص থেকে তার উত্তর দিতে হয়। আরবি আমাদের মাতৃভাষা না হওয়ার কারণে তা শেখার ক্ষেত্রে অনেক দিক লক্ষ্য করতে হয়। বিশেষভাবে আরবি ভাষার শিক্ষার্থীদের কোন কোন দিকের মূল্যায়ন দরকার, তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ব্যবহারিক আরবি মূল্যায়নের প্রকারভেদ

- ব্যবহারিক আরবির মূল্যায়ন;

i. উভয় প্রকার মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ;
ii. ভাষার চার দক্ষতার মূল্যায়ন;
iii. বিশেষত ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রয়োগ।

- **শ্রবণ দক্ষতার মূল্যায়ন**

১. সাদৃশ্যমূলক ধ্বনির মূল্যায়ন

যেমন- زميل، جميل، جمل-এ ধরণের শব্দগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে। উচ্চারণ খেয়াল করে এসবের উচ্চারণে সাদৃশ্য বৈশাদৃশ্য, পার্থক্য এবং এসবের অর্থ নির্ণয় করবে।

২. শারীরিক অঙ্গ সঞ্চালনের পরীক্ষা

শিক্ষক শিক্ষার্থীকে আরবিতে বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনের নির্দেশ দিবেন এবং নির্দেশনা মতো সঞ্চালন করতে পারছে কিনা, তা দেখবেন।

৩. ছবির বিশ্লেষণ

শিক্ষক ছবি দেখিয়ে, সংশ্লিষ্ট ইবারত শুনিয়ে শিক্ষার্থীদের মিলাতে বলবেন।

৪. বাক্যের তুলনাকরণ

একটি বাক্য শুনিয়ে অতপর আরেকটি বাক্যে একটি শব্দ বৃদ্ধি/পরিবর্তন করে শুনাবেন তারপর শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত/পরিবর্তিত বাক্যটি বলবেন।

- **বলার দক্ষতার মূল্যায়ন:**

১. উচ্চারণের পরীক্ষা

বিভিন্ন শব্দ/বাক্য/সংলাপ বলানোর মাধ্যমে আরবি শব্দের সঠিক উচ্চারণ যাচাই করবেন। تاب،طابقلب،كلب

২. বক্তৃতা

নির্দিষ্ট বিষয়ে আরবিতে বক্তৃতা দিতে বলবেন।

৩. বিতর্ক

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে নির্দিষ্ট বিষয়ে আরবিতে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন ও মূল্যায়ন করবেন।

৪. বাক্যের পরিবর্তন

একটি বর্ণনামূলক বাক্য বলে তা আদেশ/নিষধ/প্রশ্ন ইত্যাদিতে পরিবর্তন করতে বলবেন। অথবা এর বিপরীত করতে বলবেন।

ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার

শিক্ষক-শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থী– শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষাতকারের আয়োজন করবেন।

- **পঠন দক্ষতার মূল্যায়ন**

শুদ্ধ ও দ্রুত উচ্চারণ

শিক্ষার্থীকে দ্রুত ও শুদ্ধভাবে শব্দ, বাক্য ও অনুচ্ছেদ পড়তে বলবেন ও মূল্যায়ন করবেন।

- **লিখন দক্ষতার মূল্যায়ন**

১. দেখে দেখে লিখন, শুনে লিখন/অনুচ্ছেদ লিখন প্রভৃতির ব্যবস্থা করবেন।
২. শিক্ষক শব্দ/বাক্য/অনুচ্ছেদ বলবেন, শিক্ষার্থীরা শুনে শুনে লিখবে।

বাক্য গঠন মূল্যায়ন

বিভিন্ন শব্দের مفعول، فاعل، حرف، فعل، اسم সমন্বয়ে বাক্য গঠন করে খাতায় লিখতে বলবেন।

৩. বাক্য মিলানো

শিক্ষক দুই বা ততোধিক বাক্য বলবেন حروف العطف/لاسماء الموصولة দ্বারা এদের মিলাবে।

৪. বাক্য শুদ্ধিকরণ

শিক্ষক ভুলবাক্য/অনুচ্ছেদ বলবেন শিক্ষার্থীরা তা শুদ্ধ করে লিখবে।

৫. শূন্যস্থান পূরণ

অনুচ্ছেদের ফাকা স্থানে উপযুক্ত শব্দ লিখে শূণ্যস্থান পূরণ করবে।

নিম্নে পরীক্ষা বা মূল্যায়ন সম্পর্কে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হল: আমরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পরীক্ষা নিয়ে থাকি। যেমন:

নিম্নলিখিত পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা পরীক্ষা নিতে পারি।

(এক) রচনামূলক পরীক্ষা; (দুই) এক কথায় উত্তরমূলক পরীক্ষা

পরীক্ষা বিভিন্ন রূপে হয়ে থাকে, উক্ত পরীক্ষার কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেয়া হল।

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন: ছাত্ররা কয়েকটি উত্তর থেকে একটি সঠিক উত্তর নির্বাচন করবে।
খ. সত্য-মিথ্যা বা ভুল-শুদ্ধ পরীক্ষা, যেমন: নিচে শুদ্ধ বাক্যের সামনে শুদ্ধ এবং ভুল বাক্যের সামনে ভুল লিখবে।

১. الاسم (ইসম)-এর শুরুতে جر হলে ইসমটি মাজরুর হবে।
২. جمع مؤنث سالم-এর ক্ষেত্রে كسرة-এর অবস্থায় جر হবে।
৩. مفعول به -এর জন্য كسرة-এর অবস্থায় جر হবে।

গ. শুন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ দ্বারা বাক্য পূর্ণ করা।

খালি জায়গায় উপযুক্ত শব্দ বসাও:

ترفع الأسماء الخمسةبـ..
ترفع جمع مذكرسال ح. ....

৩. মৌখিক পরীক্ষার কলাকৌশল

আরবি ভাষার দক্ষতা পরীক্ষা করার জন্য মৌখিক পরীক্ষা একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে স্পিকিং স্কিল বা বলার দক্ষতার তো বটেই।

মৌখিক পরীক্ষার জন্য যে সকল প্রশ্ন করা হবে।

ভাষার সবগুলো উপাদান যেমন– أصوات ধ্বনিতত্ত্ব مفردات শব্দ সম্ভার এবং সকল স্কিল স্পিকিং বা কথোপকথনের দক্ষতা, রিডিং বা পাঠ করে বোঝার ক্ষমতা, রাইটিং বা লেখার যোগ্যতা, লিসেনিং বা শুনে বোঝার দক্ষতার পরীক্ষা নেয়া হবে।

শব্দের পরীক্ষা নিতে হবে। ছাত্রকে শব্দের সমার্থবোধক বা বিপরীত শব্দ বা বাক্য গঠনের নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষা নিতে হবে। এ ছাড়াও অনেক পদ্ধতি রয়েছে। আর বলার দক্ষতা পরীক্ষা করতে হবে আরবি ভাষায় প্রশ্নের মাধ্যমে مهارةالقراءة কিতাবের এবারত পড়ার মাধ্যমে, তারপর ছাত্রকে পঠিত এবারতের সার-সংক্ষেপ বা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অথবা কোনো বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বলা হবে। কখনো এবারতের সার-সংক্ষেপ বলবে, আবার কখনও এবারতের জন্য একটি শিরোনাম প্রদান করবে। مهارة الكتابة বা লেখনি দক্ষতার পরীক্ষা নিতে হবে এলোমেলো শব্দসমূহকে সাজিয়ে সঠিক বাক্য তৈরির মাধ্যমে অথবা বিষয় নির্ধারণ করে কোনো একটি বিষয়ের উপর লিখতে বলতে হবে। নির্দিষ্ট বিষয় লিখতে হবে প্রদত্ত পয়েন্টের ভিত্তিতে বা উন্মুক্তভাবে লিখতে হবে। এ ছাড়াও পরীক্ষা করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। শিক্ষক যেভাবে ভাল মনে করবেন পরীক্ষা নেবেন।

উচ্চতর স্তরে রচনা বা প্রবন্ধধর্মী পরীক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ছাত্ররা যে কোনো বিষয়ে শুদ্ধ লেখা বা শুদ্ধ চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়।

৯.১ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষাক্রমের অন্যতম মৌলিক উপাদান হলো?
ক. শিক্ষার্থী মূল্যায়ন
খ. শিক্ষক মূল্যায়ন
গ. প্রতিষ্ঠান মূল্যায়ন
ঘ. অভিভাবক মূল্যায়ন

২. শিক্ষাক্ষেত্রে কয় ধরনের মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়?
ক. এক ধরনের
খ. দুই ধরনের
গ. তিন ধরনের
ঘ. চার ধরনের

৩. تقييم اللغةالعربيةالاتصالية বাংলা অর্থ কী?
ক. আধুনিক আরবির মূল্যায়ন
খ. ব্যবহারিক আরবির মূল্যায়ন
গ. আরবির গদ্য-সাহিত্যের মূল্যায়ন
ঘ. আরবির পদ্য-সাহিত্যের মূল্যায়ন

৪. تحويل الجمل বাংলা অর্থ কী?
ক. বাক্যের পরিবর্তন
খ. শব্দের পরিবর্তন
গ. অক্ষরের পরিবর্তন
ঘ. ধ্বনির পরিবর্তন

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. খ, ৪, ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষার মূল্যায়নের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. আরবি ভাষার মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. মূল্যায়ন বলতে কী বোঝেন? প্রভারভেদসহ উল্লেখ করুন।
২. আরবি ভাষার মূল্যায়ন করার সময় কোন কোন দিক লক্ষ্য রাখতে হয়, তা বর্ণনা করুন।

পাঠ ৯.২: ভাষার চারটি দক্ষতার মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আরবি ভাষার চারটি দক্ষতার মূল্যায়ন গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- আরবি ভাষার চারটি দক্ষতার মূল্যায়ন-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- আরবি ভাষার চারটি দক্ষতার মূল্যায়ন-এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক

মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে আরবি পাঠদানের মৌলিক الأهداف বা উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীরা যেন আরবি ভাষায় কথা বলতে, লিখতে এবং কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করতে পারে। কিন্তু আমাদের আরবি শিক্ষকদের অধিকাংশ শুধুমাত্র বিষয়বস্তু বা নসিহতের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তারা ভাষার দক্ষতা অর্জন করার জন্য ৪টি দক্ষতার আলোকে পাঠদান করেন না।

আরবি ভাষার ৪টি দক্ষতা হল:

১. مهارة السماع শোনার দক্ষতা;
২. مهارة المكالمة বলার দক্ষতা;
৩. مهارة القراءة পড়ার দক্ষতা;
৪. مهارة الكتابة লেখার দক্ষতা।

এই চারটি দক্ষতার আলোকে আরবি ১ম পত্র পাঠদান করলে আরবি ভাষার শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। অর্থাৎ লিখতে ও বলতে পারবে।

বর্তমানে দাখিল স্তরে আরবি ১ম পত্রের সিলেবাস কারিকুলাম এবং পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে; المدروس ও غيرالمدروس-এর আলোকে আরবি ১ম পত্রের পরীক্ষা সংঘটিত হয়। অর্থাৎ বই থেকে একটি النص বা অনুচ্ছেদ থাকে তার নিচে কতগুলো প্রশ্ন থাকে, النص থেকে তার উত্তর দিতে হয়।

সুতরাং আরবি ১ম পত্র পাঠদান করার জন্য এমন পদ্ধতি আমাদের নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যেখানে ভাষার ৪টি দক্ষতা এবং পরীক্ষায় ভাল করার কৌশলগুলো শিক্ষার্থীরা ভালমতো অর্জন করতে পারে।

১. শোনার দক্ষতার মূল্যায়ন: مهارةالسماع

ক. গল্প/প্রবন্ধ/কথোপকথন/কবিতার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা মনোযোগসহ শুনে-এর মূলভাব/তাৎপর্য সম্পর্কে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করতে সামর্থ্য কিনা? তা মূল্যায়ন করা।
খ. অপরের কথোপকথন শুনে বুঝতে পারা এবং তার সারসংক্ষেপ নিজের মত করে বলতে পারা।
গ. ভিডিও-এর মাধ্যমে নির্ধারিত কোনো বিষয়ের আলোচনা আগ্রহ সহকারে শুনে তা বুঝতে পারা এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে ও যথাযথ উত্তর দিতে পারা ও তার মূল্যায়ন।
ঘ. যে কোন একজন আলেমের বক্তব্য/আলোচনা শুনে সে বিষয়ে মূল কথা নিজের মত করে গুছিয়ে বলতে পারা ও লিখতে পারা এবং তা মূল্যায়ন করা।
ঙ. গণমাধ্যমের প্রচারিত সংবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা শুনে তার মর্ম বুঝতে পারা ও তার মূল্যায়ন করা।

৩. বলার দক্ষতার মূল্যায়ন

ক. সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে পঠিত অংশের মূলকথা সহজ আরবি ভাষায় গুছিয়ে বলতে সামর্থ্য কিনা? তা মূল্যায়ন করা।
খ. অপরের কাছ থেকে শোনা কোনো ঘটনা নিজের মতো করে বলতে পারবে এমন ধরণের মূল্যায়ন করা।
গ. আরবি ব্যাকরণের নিয়মকানুন বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে– এমন ধরনের মূল্যায়ন করা।
ঘ. সহমর্মিতার সঙ্গে সম্বোধন, কুশল বিনিময়, আমন্ত্রণ জানানো, অনুরোধ জ্ঞাপন ও পরিচয় দিতে পারা।
ঙ. প্রকাশভঙ্গির মান উন্নয়ন করতে পারা তার মূল্যায়ন করা।

৪. পড়ার দক্ষতার মূল্যায়ন

ক. শুদ্ধ করে সঠিক উচ্চারণে বাক্য বা কাব্য পড়তে সামর্থ্য কিনা, তা মূল্যায়ন করা।
খ. সঠিক ছন্দে কবিতা আবৃত্তি করতে সামর্থ্য কিনা, তা মূল্যায়ন করা।
গ. অভিধান দেখে প্রয়োজনীয় ও সুনির্দিষ্ট শব্দের অর্থ পড়তে ও বুঝতে পারা এবং তা বাক্যে প্রয়োগ করতে সামর্থ্য কিনা, তা মূল্যায়ন করা।
ঘ. জ্ঞানার্জন ও তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন আরবি বই, পত্রিকা, হাদিস ও কুরআন মাজিদ পড়তে সমার্থ্য কিনা, তা মূল্যায়ন করা।
ঙ. হরকত ছাড়া আরবি পড়তে ও অর্থ বুঝতে সামর্থ্য কিনা, তা মূল্যায়ন করা।

৪. লেখার দক্ষতার মূল্যায়ন

ক. যে কোনো বিষয়ে রচিত (সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, স্বাস্থ্য) প্রবন্ধ পাঠের পর মর্ম অনুধাবন করে লিখতে সমার্থ্য কিনা, তা মূল্যায়ন করা।
খ. নির্বাচিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে বিভিন্ন রীতিতে নিজের মত করে লিখতে সামর্থ্য কিনা, তা মূল্যায়ন করতে পারবে।
গ. কোন আলোচনা শোনার পর সঠিকভাবে নিজের মত করে লিখতে সামর্থ্য কিনা, তা মূল্যায়ন করতে পারবেন।
ঘ. ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র দরখাস্ত সহজ আরবি ভাষায় লিখতে সামর্থ্য কিনা, তা মূল্যায়ন করতে পারা।
ঙ. হরকত ছাড়া আরবি সঠিকভাবে প্রয়োগ করে লিখতে সামর্থ্য কিনা, তা মূল্যায়ন করতে পারবেন।
চ. আরবি ব্যাকরণের নিয়মকানুন সঠিকভাবে প্রয়োগ করে লিখতে সামর্থ্য কিনা, তা মূল্যায়ন করতে পরবেন।
ছ. দেয়াল পত্রিকা/বিদ্যালয় বার্ষিকীতে লিখতে সামর্থ্য কিনা, তা মূল্যায়ন করতে পারবেন।
জ. অভিধান দেখে শব্দের অর্থ জেনে তা বাক্যে যথোপযুক্ত প্রয়োগ করতে সামর্থ্য কিনা, তা মূল্যায়ন করতে পারবেন।
ঝ. বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে লিখতে সামর্থ্য কিনা, তা মূল্যায়ন করা।

৯.২ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরবি ভাষা শিক্ষার জন্য কয়টি দক্ষতা অর্জন করতে হয়
ক. চারটি
খ. দুইটি
গ. তিনটি
ঘ. একটি

২. আরবি ভাষার শ্রবণ দক্ষতা কোনটি?
ক. কোনো কিছু বুঝা
খ. কোনো কিছু লেখা
গ. কোনো কিছু পড়া
ঘ. রেডিও-এর মাধ্যমে খবর শুনা

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষার দক্ষতাগুলো বর্ণনা করুন।
২. আরবি ভাষার শুনা দক্ষতার মূল্যায়ন কৌশল উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষার চারটি দক্ষতার মূল্যায়ন কৌশল ব্যাখ্যা করুন।
২. আরবি ভাষার মূল্যায়ন-এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

পাঠ ৯.৩: কাওয়ায়েদুল লুগা-এর বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কাওয়ায়েদুল লুগার মূল্যায়ন-এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- কাওয়ায়েদুল লুগার মূল্যায়ন-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- কাওয়ায়েদুল লুগার মূল্যায়ন-এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভালবাসে সে তার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসে, আর যে নবীকে ভালবাসে সে আরবি ভাষাকে ভালবাসে, আর যে আরবি ভাষাকে ভালবাসে সে এলমে নাহুকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে, কেননা এলমে নাহু আরবি শিক্ষার একমাত্র উপায়।

অতএব নির্ভূলভাবে আরবি ভাষা পড়া, বলা ও লিখার যোগ্যতা অর্জন করা علم لنحو শিক্ষার উদ্দেশ্য। আরবি দ্বিতীয় পত্র বা “এলমে নাহু মূল্যায়ন পদ্ধতি” বিষয়টিকে দু’টি অধ্যায়ে ভাগ করা হলো:

প্রথম অধ্যায় (First Chapter)- نظري (Theoretical)

দ্বিতীয় অধ্যায় (Second Chapter)- تطبيقي (Practical)

প্রথম অধ্যায় نظري: (Theorical)

(Correct Direction for Teaching Arabic Grammar)

আরবি ভাষাবিদগণ মনে করেন যে, এলমে নাহু মূল্যায়ন শিক্ষা আরবি ভাষা শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ উপায়। এলহে নাহু মূল্যায়ন-এর সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য:

ক. Curriculum:

১. শুদ্ধ আরবি ভাষায় বলা ও লিখার দক্ষতা অর্জনে সহায়ক পাঠসমূহ মূখ্য উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক।
২. নাহু শিক্ষাদানের পাঠসমূহ পর্যায়ক্রমে সহজ থেকে কঠিন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩. নাহু শিক্ষাদানের পাঠসমূহ একটি অপরটির সম্পূরক হওয়া দরকার।

খ. পাঠ্যপুস্তক: Text book

১. পাঠ্য বইটি পূর্ণরূপে Syllabus অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক।
২. পাঠ্য বইটির সম্পাদনা আরবি ভাষাকেন্দ্রিক হওয়া প্রয়োজন।
৩. অনুশীলনীসমূহ আরবি দ্বিতীয় পত্রের কায়েদা রূপে বর্ণিত হওয়া দরকার।
৪. পাঠ্য বইয়ের نصوص (Texts) ইসলামিক এবং সামাজিক Culture বিষয় সম্বলিত হওয়া আবশ্যক।

গ. Technique পদ্ধতি: সাধারণত এলমে নাহু মূল্যায়নে দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়:

১. **Deduction:** এলমে নাহুর যে কোনো قاعدة (কায়দা) বর্ণনার পর তার উপর উদাহরণ পেশ করাকে الطريقةالقياسية বলে ।

২. Induction: উদাহরণ পেশ করে তার থেকে قاعدة (কায়দা) বের করাকে الطريقة الاسقرائية বলে।

আরবি ব্যাকরণ মূল্যায়নের জন্য উদাহরণ চয়ন করার পদ্ধতি

১. শিক্ষক নিজেই উদাহরণ চয়ন করে বোর্ডে লিখবেন।
২. শিক্ষক ছাত্রদেরকে নির্দিষ্ট বিষয়ে উদাহরণ তৈরি করার জন্য বলবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
৩. শিক্ষক ছাত্রদেরকে কিছু কাজের নির্দেশ দিবেন এবং ঐ কাজগুলোকে আরবিতে অনুবাদ করে বোর্ডে লিখবেন।
৪. শিক্ষক একটি ছোট গল্প অথবা একটি সাহিত্যিক প্যারা বোর্ডের মাধ্যমে ছাত্রদের নিকট পেশ করবেন এবং ছাত্রদের সাথে পরস্পর পর্যালোচনার মাধ্যমে তা থেকে উদাহরণ বের করবেন।

উদাহরণ চয়নের বেলায় লক্ষণীয় বিষয়

১. উদাহরণগুলো সর্বোত্তম চয়ন হিসেবে বিবেচিত হতে হবে।
২. উদাহরণগুলো একই অর্থে না হয়ে বিভিন্ন অর্থে হওয়া দরকার।
৩. উদাহরণগুলো বিষয়বস্তুর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়।
৪. উদাহরণগুলো মনগড়া বাক্য দ্বারা গঠিত না হওয়া।

মূল্যায়নকালে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য

১. পেশকৃত উদাহরণসমূহের ব্যাকরণিক আলোচনার পূর্বে ভাবার্থ পর্যালোচনা করা বাঞ্ছনীয়।
২. এলমে নাহুর মূল্যায়নের সময় কিছু কিছু পাঠ Practical পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া উচিৎ।
৩. ছাত্রদেরকে (تكرار) বারবার পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়া উচিৎ।
৪. ছাত্রদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া উচিৎ।
৫. প্রতিটি পাঠেই মূল্যায়ন অনুশীলনী থাকা অত্যাবশ্যকীয়।

ঘ. Examinations

ইলমে নাহু মূল্যায়ন করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়:

১. বাক্য গঠনে এবং সঠিক হারাকাত দানে সহায়ক قاعدة-গুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক।
২. পাঠ্য বইয়ের হুবহু বাক্যগুলো পরীক্ষায় চাওয়া উচিৎ নয়।
৩. মূল বিষয়ের শাখা-প্রশাখা থেকে পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ নয়। নির্দিষ্ট পাঠ শিক্ষার্থীরা কতখানি আয়ত্ত করেছে বা যা আয়ত্ত করেছে তা তারা প্রয়োগ করতে পারে কিনা, তার পরীক্ষা করা হয় মূল্যায়ন স্তরে। এই স্তরে শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়।

৩। Dicussion: বোর্ডে লিপিবদ্ধকৃত উদাহরণগুলো হতে قاعدة বের করার জন্য ছাত্র শিক্ষক এমনভাবে পর্যালোচনা করবেন।

অতপর শিক্ষক ইচ্ছা করলে বর্তমান পাঠের সাথে সম্পর্কিত পূর্ববর্তী কোনো পাঠের উপর প্রশ্ন করে বর্তমান বিষয়টি পরিষ্কার করে তুলে ধরতে পারেন।

৪। Invention: পর্যালোচনা সমাপ্তির পর শিক্ষক পাঠের সাথে সম্পর্কিত قاعدة (কায়েদা)-টির আরবি ব্যাকরণবিদগণের পরিভাষা অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। তারপর উদাহরণগুলো হতে ছাত্রদের মাধ্যমে (কায়েদা)টি বের করে বোর্ডের এক পার্শ্বে লিখবেন। শিক্ষক ইচ্ছা করলে ছাত্রদের দ্বারাও قاعدة (কায়েদা)টি লিখাতে পারেন।

৫। Practice: বাস্তব প্রয়োগ দু'প্রকার হতে পারে:

ক. **Incomplete Practice:** প্রতিটি قاعدة (কায়েদা) বের করার পরেই অন্য (কায়েদা) পড়ানোর পূর্বে অনুশীলনী গ্রহণ করাকে التطبيق الجزئي বলা হয়।

খ. **Incomplete Practice:** কোন বিষয়ের সকল (قاعدة) বের করা শেষ হলে সবগুলোর উপর অনুশীলনী গ্রহণ করাকে التطبيق الكلي বলা হয়।

আর অনুশীলনী গ্রহণকালে শিক্ষকের জন্য লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো যে, অনুশীলনীগুলো নিম্নলিখিত পন্থায় ধীরে ধীরে সহজ থেকে কঠিন করতে হবে। যেমন:

প্রথমত: শিক্ষক একটি পূর্ণ বাক্য বোর্ডে লিখে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ছাত্রদেরকে প্রশ্ন করবেন এবং বলবেন এ বাক্যের মধ্য হতে فاعل/حال/مبتدأ বের কর।

দ্বিতীয়ত: শিক্ষক একটি অসম্পূর্ণ বাক্য পেশ করবেন এবং ছাত্রদেরকে তা পূর্ণ করতে বলবেন।

তৃতীয়ত: শিক্ষক কিছু শব্দ পেশ করে ছাত্রদেরকে একে একটি অর্থবোধক বাক্যে পরিণত করতে বলবেন, যাতে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট উদাহরণ হয়ে যায়।

চতুর্থত: শিক্ষক ছাত্রদের قاعدة (কায়েদা) অনুযায়ী বাক্য গঠন করতে বলবেন।

৯.৩ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইলমে নাহু কী কী বিষয় আলোচনা করে?
ক. ইছেম ও ফেয়েল
খ. ইরাব আরবি শব্দের শেষের হরফ
গ. মুবনি
ঘ. উপরের সবগুলো

২. আরবি দ্বিতীয়পত্র কয়টি পদ্ধতিতে পাঠদান করা যায়?
ক. একটি
খ. দুইটি
গ. তিনটি
ঘ. চারটি

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষার দ্বিতীয়পত্রের মূল্যায়ন পদ্ধতির গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. আরবি ভাষার দ্বিতীয়পত্রের মূল্যায়ন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষার দ্বিতীয়পত্রের মূল্যায়নের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
২. আরবি ভাষার দ্বিতীয়পত্রের মূল্যায়ন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

পাঠ ৯.৪: আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাই-এর ভূমিকা: আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যযাচাই

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মূল্যযাচাইয়ের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই-এর ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাইয়ের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাইয়ের নির্ণয় করতে পারবেন;
- গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যযাচাইয়ের পরিচয় প্রদান করতে পারবেন;
- গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ইংরেজি: Assessment

ইংরেজি-এর বাংলা প্রতি শব্দ মূল্যযাচাই। শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যযাচাই হল শিখনের পূর্ব নির্ধারিত ও অর্জিতব্য উদ্দেশ্য অর্জনের পরিমাণ বা মানযাচাই। অন্যভাবে বলা যায় মূল্যযাচাই হলো শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কর্মসূচি ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মূল্যযাচাই বলতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের গুণগত ও পরিমাণ গত পরিমাপের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাকে বোঝায়। শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপের জন্য মূল্যযাচাই করা হয়। তাই মূল্যযাচাই শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপক শ্রেণিকক্ষে মূল্যযাচাই একটি নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। বিভিন্ন ভিত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে মূল্যযাচাই কাজকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন, প্রাথমিকভাবে মূল্যযাচাইকে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্যাযাচাই– এ দু'প্রকারে ভাগ করা যায়। এছাড়া মূল্যযাচাইকে আবার গঠনকালীন ও প্রান্তিক-এ দু'শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এ অধিবেশনে আমরা আরবি ভাষা ও সাহিত্য ও ফিকহ শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং গঠনকালীন ও প্রান্তিক মুল্যযাচাই সম্পর্কে আলোচানা করবো।

মূলযাচাই কোন বিষয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে, তা নিরূপণের জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বিচার বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হল মূল্যায়ন। আর মূল্যযাচাই হচ্ছে পরিমাপের পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন হচ্ছে তার ফলাফল বা সিদ্ধান্ত। সুতরাং বলা যেতে পারে শিক্ষণ ও শিখনের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয়, তা হচ্ছে মূল্যযাচাই। অভীক্ষা, নির্ধারিত কাজ, প্রজেক্ট প্রদান, ধারাবাহিক গাঠনিক মূল্যযাচাই এবং প্রান্তিক মূল্যযাচাই ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখনের অগ্রগতি মূল্যযাচাই করা হয়।

আনুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মুল্যযাচাই হল মূল্যযাচাইয়ের এমন বিশেষ দুটি প্রক্রিয়া যা শিক্ষকগণ তাদের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে এবং গ্রেড প্রদানে ব্যবহার করেন। আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রকারের গঠনকালীন মূল্যাচাইয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ, উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং তদানুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আনুষ্ঠানিক মূল্যাযাচাই হ'ল পদ্ধতিগত, উপাত্ত-ভিত্তিক অভিক্ষা যা শিক্ষার্থীরা কী শিখেছে এবং কতটুকু ভালভাবে শিখেছে, তা পরিমাপ করে। আনুষ্ঠানিক মূল্যাযাচাই বিষয়বস্তু উপর শিক্ষার্থীদের দক্ষতা নির্ধারণ করে। নির্দিষ্ট মানের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক অবস্থানের তুলনা করার জন্য এ মূল্যযাচাই ব্যবহার করা যেতে পারে। বলা হয়েছে: "Formal assessments are standardized exams used by a state to reflect on particular grade level to measure a student's academic abilities".

অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই

অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই হল শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় আদর্শায়িত অভীক্ষার ব্যবহার ব্যতিত অন্যান্য বিভিন্ন উপায়ে তাদের অগ্রগতি নির্ণয় করা হয়। যেমন বলা হয়েছে– Informal assessments are exams or activities designed to specially review or test student's knowledge on a certain academic subject taught by their teacher. অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই হচ্ছে ঐ সব পরীক্ষা অথবা কার্যক্রম যা বিশেষত শিক্ষক কর্তৃক পাঠদানকৃত কোন নির্দিষ্ট একাডেমিক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান যাচাই বা পর্যালোচনার জন্য পরিকল্পিত। মোটকথা, অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতির ঐ সব মূল্যযাচাই যা সহজে নিত্য নৈমিত্তিক শ্রেণি কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং যা শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতা এবং অগ্রগতির পরিমাপ করে। অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর জ্ঞানের সাথে সাথে কর্মদক্ষতা বা নৈপূণ্য যাচাই করা হয়। চেকলিস্ট, পর্যবেক্ষণ, পোর্টফলিও, রেটিংস্কেল, সময় নমুনা, ইভেন্ট নমুনা অ্যানেকডোটাল রেকর্ডই ত্যাদির মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই করা হয়। এ মূল্যায়নের সুবিধা হলো– ব্যাপক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা ছাড়াই এ মূল্যায়ন সম্পন্ন করা যায়। এ মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের জন্য কম চাপ সাপেক্ষ; এ মূল্যায়ন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে; অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সত্যিকারের দক্ষতা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে পারে।

আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাই: আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক

লিখিত পরীক্ষা: আরবী প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র-এর শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান পরিমাপের জন্য সারা বছরে শ্রেণিতে সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা দিতে হবে। এসব পরীক্ষা হবে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সংমিশ্রণ। এতে রচনামূলক প্রশ্ন ও সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্ন, টীকা-টিপ্পনী ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন হবে।

মৌখিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা, ভাষার দখল, উচ্চারণ ক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি, স্মৃতি শক্তি, আত্মপ্রত্যয়, কর্মদক্ষতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে।

ব্যবহারিক পরীক্ষা: আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র-এর শিক্ষার্থীদের বিষয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্মদক্ষতা, বাস্তব জ্ঞান, নীতিজ্ঞান বোধ ও প্রয়োগ কৌশল পরিমাপ করার জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা নিতে হবে।

পর্যবেক্ষণ: মাদরাসায় শিক্ষার্থীরা অধিকাংশ সময় শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণে থাকে। তারা শিক্ষকগণের সামনে পড়াশুনা, কাজকর্ম, খেলাধুলা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে। তাই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের নৈপুণ্য ও দক্ষতা পরিমাপ করা সম্ভব। এ পরিমাপকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ পর্যবেক্ষণ হবে সকল শিক্ষকের। তা না হলে পক্ষপাতদুষ্টতায় দুষ্ট হবে। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে রেকর্ড রাখতে হবে। এ সমস্ত তথ্যকে বার্ষিক পরীক্ষার সময় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

গৃহ পরিদর্শন: গৃহ পরিদর্শনের মাধ্যমে সম্পর্ক, স্বাভাবিক প্রবণতা, কর্মদক্ষতা, আচার-আচরণ, প্রবণতা প্রভৃতি পরিমাপ করা যায়।

অর্পিত দায়িত্বের পরিমাপ: বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বাড়ির কাজ দিয়ে তার থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীদের বিশেষজ্ঞ বোর্ডের সামনে উপস্থিত করে বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তরদানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, মানসিক ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা যেতে পারে।

সহ-শিক্ষা ক্রমিক কার্যাবলী

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব অনেক। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের সহ-পাঠ ক্রমিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করে তাদের পারদর্শিতা কতখানি দেখাতে পেরেছে, তা রেকর্ড রাখতে হবে।

বিভিন্ন কর্মকাণ্ড

শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রতিফলন ঘটে। কাজেই মূল্যায়নে এগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন– কক্ষ সাজানো, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, শিক্ষা ভ্রমণ, সমাজ সেবা, বিভিন্ন প্রজেক্ট, প্রভৃতির মধ্যে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা, কর্মদক্ষতা, মানসিক প্রবণতা, আগ্রহ, চিন্তাশক্তি, অভিরুচি প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটে। আবৃত্তি, অভিনয়, ইসলামি সংগীত, খেলাধুলা, প্রকৃতি ও বিভিন্ন বস্তুর ছবি আঁকা প্রভৃতিকে ও মূল্যায়নের সময় গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে।

বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা

সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তি, আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির পরিমাপ করা যায়। বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিকতার বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করা যায়। এ ব্যাপারে Intelligence Test, Interest Test, personality Test, Aptitude Test, Attitude Test ইত্যাদির মাধ্যমে এ জাতীয় মূল্যায়ন করতে হবে।

গঠনকালীন মূল্যযাচাই

গাঠনিক বা গঠনকালীন মূল্যযাচাই-এর নামের সাথে-এর পরিচয়ের পূর্বাভাষ নিহিত। গঠনকালীন মূল্যযাচাইকে ইংরেজিতে Formative Assessment বলা হয়। 'Formative' শব্দটির উৎপত্তি 'Form' থেকে- যার অর্থ গঠন করা বা তৈরি করা। আক্ষরিক অর্থের নিরিখে বলা যায় শিক্ষার্থীর দুর্বলতা বা সবলতা সনাক্ত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তৈরি বা গঠন করে নেয়ার জন্য যে মূল্যযাচাই তা-ই গঠনমূলক বা গাঠনিক মূল্যযাচাই। অন্যভাবে বলা যায় শিক্ষার্থীর শিখনে সবলতা ও দুর্বলতা সনাক্ত করে তা নিরাময়ের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের গঠন করা হয়, তাকে গঠনকালীন মূল্যযাচাই বলে। গঠনকালীন মূল্যযাচাই হলো প্রাক ও ধারাবাহিক মূল্যযাচাই যা শিক্ষার্থীকে যথোপযুক্তভাবে গড়ে তোলা তথা শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে উন্নয়ন ও সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত মূল্যায়নের পূর্বে করা হয়। গঠনকালীন মূল্যযাচাই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কোর্স চলাকালীন সময়ে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নকালে কার্যক্রমের অগ্রগতির তদারকি করা ও মানযাচাই করা যায়। সর্বোপরি, কোনো পাঠ বা কোর্স চলাকালীন শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন করা হয় তা-ই গঠনকালীন মূল্যযাচাই।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব

১. **শিক্ষক:** শিক্ষার্থীর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কিত অগ্রগতি বা পারদর্শিতা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গঠনমূলক মূল্যায়ন সাহায্য করে।

২. এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের সাহায্যে শিক্ষকতার শিক্ষণ পদ্ধতি, উপকরণ নির্বাচন ও তার ব্যবহারের ধরন প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করতে পারেন।

৩. এটি শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করে তোলে। গঠনমূলক মূল্যায়ন ব্যতীত শিক্ষক কার্যকরভাবে তার শিক্ষণ কর্মপরিচালনা করতে পারেন না।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোকে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা যায়। যেমন–

১. এটি একটি চলমান বা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া– যে প্রক্রিয়ায় কোনো শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে কিনা, তা মনিটর করা হয়।
২. গাঠনিক মূল্যযাচাই হতে পারে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক অথবা যে কোনো পিরিওডিক মূল্যায়ন। এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষাদানের পরবর্তী কার্যক্রম কি হবে তা ঠিক করে থাকেন।
৩. আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক দু'ভাবেই এটি সম্পন্ন করা যায়।
৪. এটি শিক্ষার্থীর শিখন উদ্দেশ্যকে পরিমাপ করতে সাহায্য করে।
৫. এটি শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।
৬. শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানে এটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিতে সহায়তা করে।
৭. কখনো কখনো-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও উপকরণের ধরন ও ব্যবহার পরিবর্তন করা হয়।

প্রান্তিক মূল্যযাচাই

প্রান্তিক মূল্যযাচাইকে সামষ্টিক মূল্যযাচাই, চূড়ান্ত মূল্যযাচাইও বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম শেষে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির যাচাইয়ের অনুসৃত পদ্ধতির নামই হল সামগ্রিক বা চূড়ান্ত বা প্রান্তিক বা সামষ্টিক মূল্যায়ন। এতে শিক্ষার্থীদের সার্বিক অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়। তাছাড়া কৃতকার্য ও অকৃতকার্য নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সনদপত্র প্রদান করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সমষ্টি থেকে সামষ্টিক। সমগ্রের উপর মূল্যায়নই হল সামষ্টিক মূল্যায়ন। একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের কোর্স সমাপনান্তে যে মূল্যায়ন হয়, তা হল প্রান্তিক মূল্যায়ন। আর এই প্রান্তিক মূল্যায়নের সাথে সমগ্র মেয়াদের ধারাবাহিক বা গঠনমূলক মূল্যায়নের মান সংযোগ করা হলে তা হল সামষ্টিক মূল্যায়ন। সামষ্টিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর শ্রেণি বা স্তর উত্তরণ ঘটে। অতএব বলা যায় কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম শেষে, শিক্ষার্থীর উত্তরণের লক্ষ্যে, সমগ্র পাঠ্যসূচীর উপর শিখন অগ্রগতির যাচাইয়ের অনুসৃত পদ্ধতির নামই হল সামষ্টিক মূল্যায়ন। এতে শিক্ষার্থীর সার্বিক অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়। বিদ্যালয়ে প্রচলিত ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা, দাখিল/এসএসসি ও আলিম/এইচএসসি পরীক্ষা সামষ্টিক মূল্যায়নের উদাহরণ। এক কথায়, কোনো কোর্স সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে প্রান্তিক/চূড়ান্ত মূল্যায়ন বলে।

প্রান্তিক মূল্যায়নের গুরুত্ব

১. কোনো বিষয়বস্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিমাপ করার জন্য প্রান্তিক মূল্যায়ন একান্ত আবশ্যক।
২. এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী কর্তৃক কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের চূড়ান্ত অবস্থা নির্ণয় করা যায়।
৩. ফলাবর্তন-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী কার্যক্রম কী হবে, তার নির্দেশনা পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় কার্যকর পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে এটি সহায়ক।

৯.৪ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা নিচের কোন মূল্যযাচাই কৌশলের অন্তর্গত?
ক. সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালা
খ. মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা
গ. পর্যবেক্ষণ
ঘ. মৌখিক পরীক্ষা

২. সামষ্টিক মূল্যযাচাই– নিচের কোনটির সমার্থক নয়?
ক. গঠনকালীন
খ. চূড়ান্ত মূল্যযাচাই
গ. প্রান্তিক মূল্যযাচাই
ঘ. ষান্মাষিক মূল্যযাচাই

৩. প্রচলিত দাখিল/এসএসসি পরীক্ষা– নিচের কোন শ্রেণির মূল্যযাচাই?
ক. সামষ্টিক মূল্যযাচাই
খ. চূড়ান্ত মূল্যযাচাই
গ. প্রান্তিক মূল্যযাচাই
ঘ. উপরের সব ক'টি

উত্তরমালা: ১ ক, ২. খ, ৩. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মূল্যযাচাইয়ের সংজ্ঞা দিন।
২. ৫টি অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাইয়ের কৌশলের নাম লিখুন।
৩. মূল্যায়নের প্রকারভেদগুলোর নাম লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাইয়ের মধ্যে পার্থক্য করুন এবং উদাহরণসহ আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
২. গঠনকালীন মূল্যায়ন ও প্রান্তিক মূল্যায়নের পার্থক্য তুলে ধরুন। আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র বিষয়ে কীভাবে গঠনকালীন মূল্যযাচাই করা যায়? বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৩. আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র ক্লাসে গাঠনিক মূল্যযাচাই করার ক্ষেত্রে আপনি কী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন বলে মনে করেন? উক্ত সমস্যাগুলো আপনি কিভাবে মোকাবেলা করবেন? তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৯.৫: আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র সতীর্থ পর্যালোচনা, অনুশিক্ষণ, ছদ্মশিক্ষণ এবং ফলাবর্তন-এর মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজের পরীক্ষাকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সতীর্থ পর্যালোচনা অনুশিক্ষণ, ছদ্মশিক্ষণ এবং ফলাবর্তন-এর ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- সতীর্থ পর্যালোচনা, অনুশিক্ষণ, ছদ্মশিক্ষণ এবং ফলাবর্তন-এর মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজের পরীক্ষাকরণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিখন-শেখানো

শিখন-শেখানো কার্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে মূল্যযাচাই। শিখন-শেখানো এবং মূল্যযাচাই এ দু'টি কাজ একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ হিসেবে তুল্য। মূল্যযাচাইয়ের বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি ও কৌশল রয়েছে। শ্রেণি শিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষকতার শিক্ষণ কার্যক্রমের সফলতা নির্ণয়ে অন্যান্য পদ্ধতি/কৌশলের সাথে সতীর্থ পর্যালোচনা, অনুশিক্ষণ, ছদ্মশিক্ষণ এবং ফলাবর্তন পদ্ধতিতে মূল্যযাচাই করতে পারেন। একদিকে এগুলো যেমন শিক্ষণ-শিখন কৌশল, আবার অন্যদিকে এগুলো মূল্যযাচাই কৌশলও বটে। মূল্যযাচাই-এর কাজে এ কৌশলগুলোর বিশেষ বিশেষত্ব হল– এগুলো শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে মূল্যায়নের কাজ পরিচালনার সুযোগদান করে। তাছাড়া কোনো একক কৌশল শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নে মূল্যযাচাইয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক এসব কৌশল ব্যবহার করে মূল্যযাচাই কাজে বৈচিত্র্য আনতে পারেন। এ অধিবেশনে মূল্যযাচাইয়ের কৌশল হিসেবে সতীর্থ পর্যালোচনা, অনুশিক্ষণ, ছদ্মশিক্ষণ এবং ফলাবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র সতীর্থ পর্যালোনা, অনুশিক্ষণ, ছদ্মশিক্ষণ এবং ফলাবর্তন-এর ধারণা।

সতীর্থ পর্যালোচনা

আমরা জানি একই গুরুর শিষ্যকে এক কথায় বলা হয় সতীর্থ। অর্থাৎ সতীর্থ হচ্ছে সহপাঠী। ইংরেজিতে সতীর্থের প্রতিশব্দ Peer. শিক্ষা বিজ্ঞানে সতীর্থ শিক্ষণ এবং সতীর্থ পর্যালোচনা এ পরিভাষা দু'টি একই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সতীর্থ শিক্ষণ বলতে কোন একটি বিষয়ে এক বা একাধিক শিক্ষার্থী কর্তৃক অন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে বোঝায়। সতীর্থ পর্যালোচনা বলতে শিক্ষার্থীদের মাঝে কোন বিষয়ের জ্ঞান, ধারনা ও অভিজ্ঞতার পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। সতীর্থ পর্যালোচনা এমন একটি শিখন এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের আবেগিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সাধারণত সতীর্থ পর্যালোচনায় ৩ থেকে ৬ জন শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু আলোচনা-পর্যালোচনাপূর্বক এবং সহযোগিতামূলক পরিবেশে শিখন বিষয় শিখে থাকে। এটি আবার দু'জন সতীর্থের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেও হতে পারে।

অনুশিক্ষণ: ইংরেজি 'Micro-Teaching' পরিভাষাটিকে বাংলা ভাষায় নামকরণ করা হয়েছে অনুশিক্ষণ নামে। ইংরেজি কিংবা বাংলা যেদিক-ই বিবেচনা করা হোক না কেন, এ পরিভাষাটি দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। ইংরেজি Micro শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Mikro থেকে এসেছে যার অর্থ অণু, ক্ষুদ্র বা খুব ছোট; আর Teaching শব্দের অর্থ শিক্ষণ বা শিক্ষাদান যা আমাদের সবারই জানা। সুতরাং Micro-Teaching অর্থ হল অনুশিক্ষণ। এটি মূলত প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বেশী ব্যবহৃত হয়। অনুকূল ব্যবস্থাপনা সাপেক্ষে একটি শ্রেণিকক্ষের সাধারণ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ও এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। সিমুলেশন বা ছদ্মশিক্ষণ পদ্ধতিতে যেখানে একজন প্রশিক্ষণার্থী তার উপস্থিত সকল (৩০-৪০ জন বা তার চেয়ে ও বেশি) সতীর্থ

শিক্ষার্থীকে নিয়ে এবং নিজে শিক্ষক বেশে একটি পূর্ণ পাঠ তাদের সামনে অধিবেশনের জন্য সাধারণভাবে নির্ধারিতপূর্ণ সময় (৪০-৫০ মিনিট) নিয়ে পাঠ উপস্থাপন করেন। সেখানে অনুশিক্ষণ পদ্ধতিতে পুর্ণ পাঠের পরিবর্তে পাঠের বিশেষ একটি ক্ষুদ্র অংশ যা সাধারণত ৫ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে এবং শ্রেণির সকল প্রশিক্ষণার্থীর পরিবর্তে কেবল ৫-৭ জনের একটি ক্ষুদ্র দলের সামনে উপস্থাপন করে থাকেন। এখানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ক্ষুদ্র, শিখন পরিসর বা পাঠের বিষবস্তুর পরিমাণ ক্ষুদ্র; আবার সময় ও আধিবেশনে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে ক্ষুদ্র; অধিকন্তু ছদ্ম শিক্ষণে যেখানে শিক্ষণের সামগ্রিক দক্ষতার মূল্যায়ন করা হয়, সেখানে অনুশিক্ষণ কেবল পূর্ব নির্ধারিত বা টার্গেটকৃত দু'একটি দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পরিচালিত হয়ে থাকে। এটি মূলত শিক্ষণের উচ্চস্তরের দক্ষতা উন্নয়নের একটি বিশেষ এবং নিবিড় প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণার্থী/শিক্ষার্থীর মাঝে অভীষ্টদক্ষতা কাঙ্খিত মানে অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবার নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষণ কার্যক্রম পুনঃপুন আবর্তিত হতে থাকে। উল্লেখ্য, বর্তমান ইউনিটে অণুশিক্ষণকে একটি মূল্যায়ন কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

ছদ্মশিক্ষণ: ইংরেজি Simulation-কে বাংলা পরিভাষায় বলা হয় ছদ্ম শিক্ষণ। Simulation-এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ভান, ভান করা, অনুকরণ, ছদ্মরূপ ধারণ, ছদ্মশিক্ষণ। পাঠদান অনুশীলনের জন্য বাস্তব শিক্ষার্থী ও বাস্তব শ্রেণিকক্ষের পরিবর্তে কৃত্রিম শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে যখন পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, সে পদ্ধতির নাম ছদ্মশিক্ষণ।

ফলাবর্তন: ইংরেজি 'Feedback' ধারণাটিকে বাংলা পরিভাষায় বলা হয় ফলাবর্তন। বাংলা ভাষার নিরিখে এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ বিশেষের পূণঃপ্রত্যাবর্তন; কোন দ্রব্য সম্পর্কে ব্যবহারকারী কর্তৃক সরবরাহকারীকে (উক্ত দ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে) প্রদত্ত তথ্য; কোন বিষয়ের গুণাগুন সম্পর্কে ঐ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গঠনমূলক মতামত। ফলাবর্তন (Feedback)-এটি একটি শিক্ষা বিজ্ঞানের পরিভাষা বটে। বাংলা ভাষার আভিধানিক অর্থের সাথে-এর পারিভাষিক অর্থের সাদৃশ্য রয়েছে। শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে ফলাবর্তন হল– কোন শিক্ষক বা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের শিক্ষণ বা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্য কোন প্রশিক্ষক, শিক্ষা বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ, সহকর্মী কিংবা সতীর্থ কর্তৃক পর্যবেক্ষণপূর্বক উপস্থাপিত কার্যক্রমের সবল-দুর্বল দিক সম্পর্কে উক্ত শিক্ষক বা প্রশিক্ষণার্থীকে মৌখিক বা লিখিতভাবে তথ্য প্রদান করা। এ পরিভাষাটি শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলে তখন ফলাবর্তন বলতে বোঝায়- শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারী তথা শিক্ষক কর্তৃক তথ্য বা পরামর্শ প্রদান। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করে তা উত্তরণের পরামর্শ দেয়াকে ফলাবর্তন বোঝায়। ফলাবর্তন প্রদানের নানা কৌশল ও একাধিক মডেলও আছে। যেমন, DESC Model, John Heron-এর ফিডব্যাক মডেল ইত্যাদি। আবার ফলাবর্তন কৌশল– যেমন, স্ব-মূল্যায়ন এবং সতীর্থ ফলাবর্তন (Self-Assessment and Peer Feedback), Group Feedback, One to One feedback ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ফলাবর্তনের পদ্ধতি/কৌশল কিংবা মডেল যাই হোক না কেন, এটি একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সাথে একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও বটে।

আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র সতীর্থ পর্যালোচনা, অনুশিক্ষণ, ছদ্মশিক্ষণ এবং ফলাবর্তন-এর মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজের পরীক্ষাকরণ।

সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাই

সতীর্থ পর্যালোচনা একাধারে একটি শিক্ষার্থী- কেন্দ্রিক শিখন পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এ অর্থে যে–

এ প্রক্রিয়ায় দলের কোন একজন শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীর কোন বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টভঙ্গি বা তার উপস্থাপিত কোন একটি পাঠ সম্পর্কে অন্য সতীর্থরা পারস্পরিক আলোচনা-পর্যালোচনা করে থাকে এবং এ পর্যালোচনার মাধ্যমে উক্ত শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক শিক্ষার্থী কর্তৃক অন্য শিক্ষার্থীদের শিখন কাজের পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাই করা হয়। অর্থাৎ একই শ্রেণিতে একই বৈশিষ্ট্যের

কিংবা সমযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দ্বারা পারস্পরিক মত বিনিময় ও আলাপ-আলোচনার এবং যৌথ কার্যকলাপের ভিত্তিতে শিক্ষাদান, গ্রহণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াই হলো সতীর্থ শিক্ষণ ও মূল্যযাচাই। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অন্য শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং সে অনুযায়ী ফলাবর্তন প্রদান করা হয়। এ ধরনের মূল্যায়ন জোড়ায় বা দলে করা যায় যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক শিখনের সুযোগ করে দেয়। দাখিল স্তরে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের ন্যায় আরবি ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রেও সতীর্থ শিক্ষণ বা সতীর্থ পর্যালচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকতার মূল্যযাচাই কাজে বৈচিত্র্য আনতে এ ধরনের আধুনিক এবং অংশগ্রহণমূলক মূল্যযাচাই প্রক্রিয়ার ব্যবহার করতে পারেন। এটি একটি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ামূলক পদ্ধতিও বটে।

অনুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই: অনুশিক্ষণের প্রাথমিক ধারনা ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়েছে। এ পর্বে আমরা অনুশিক্ষণের সাহায্যে মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করবো। অনুশিক্ষণের সাহায্যে মূল্যযাচাই প্রক্রিয়ার পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

১. প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের/সতীর্থদেরকে ৫/৭ জনের একটি দলে বসাবেন।
২. প্রশিক্ষণার্থী মূলপাঠের একটি খণ্ডাংশ ৫/৬ মিনিট সময়কালের মধ্যে উপস্থাপন করবেন।
৩. পাঠের খণ্ডাংশ উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী এক একটি শিক্ষণ কৌশল সামনে উপস্থাপন করবেন এবং সম্ভব হলে তার ভিডিও চিত্র ধারনের ব্যবস্থা রাখবেন।
৪. শিক্ষণ-শিখন কাজ মূল্যায়নের জন্য বিশেষজ্ঞদের ৫ থেকে ৭ পয়েন্ট স্কেলের একটি মূল্যযাচাই সীট সরবরাহ করা যেতে পারে অথবা বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষকগণ নিজেরাই নিজেদের মত করে তৈরি করে নিয়ে মূল্যযাচাই করতে পারেন।
৫. পাঠদান শেষ হবার পর বিশেষজ্ঞগণ তাদের পুরণকৃত সীট/ফলাবর্তন লিপি নিয়ে মুখোমুখি আলোচনা করে প্রশিক্ষণার্থীকে তার কৌশল, আয়ত্তমান সম্পর্কে অবহিত করবেন।
৬. উদ্দিষ্ট শিক্ষণ কৌশলটি প্রত্যাশিতমানে অর্জিত না হলে প্রশিক্ষণার্থী আবার একই পাঠের অংশটুকু অন্য একদল শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করবেন।
৭. এভাবে শিক্ষণ দক্ষতাসমূহের প্রতি পুনঃপুন অনুশীলন ও মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে একজন প্রশিক্ষণার্থী উচ্চস্তরের শিক্ষণ দক্ষতা অর্জন করতে পারেন।

ছদ্মশিক্ষণ এবং ফলাবর্তন এর সাহায্যে মূল্যযাচাই: আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র শিক্ষাদান এবং এর মূল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রে ছদ্মশিক্ষণ ও ফলাবর্তনের গুরুত্ব অনেক। কারণ ফিকহ-এর বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়গুলোর হাতে–কলমে প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে এ কৌশল বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছদ্মশিক্ষণ ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে যেমন শিক্ষণ দক্ষতার উন্নয়ন করা যায়, তেমনি-এর মাধ্যমে মূল্যযাচাই করা যায়। ছদ্মশিক্ষণে অবতীর্ণ হয়ে একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক পাঠ উপস্থাপন পরবর্তী সময়ে একদিকে যেমন তিনি তার নিজের উপস্থানের উপর প্রতিফলনপূর্বক আত্ম-মূল্যায়ন করতে পারেন। আবার তিনি প্রশিক্ষক ও সতীর্থদের ফলাবর্তনের মাধ্যমেও মূল্যায়িত হন। এভাবে ছদ্মশিক্ষণ ও ফলাবর্তন শিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সাথে মূল্যযাচাই কাজের ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে। ছদ্মশিক্ষণ ও ফলাবর্তনের সাহায্যে মূল্যযাচাই নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হয়:

১. প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে একজন শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।
২. প্রশিক্ষণ অধিবেশনের বাকি সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষার্থীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।
৩. প্রশিক্ষক/বিশেষজ্ঞ বাকি প্রশিক্ষণার্থীদের এক বা একাধিক জনকে উপস্থাপিত পাঠের সবল-দুর্বল এবং উন্নয়নযোগ্য দিক পর্যবেক্ষণ পূর্বক ফলাবর্তন (প্রতিবেদন) লিখতে দায়িত্ব দিবেন এবং তিনি নিজেও শিক্ষার্থীর পাঠদান অনুশীলন ডায়েরিতে ফলাবর্তন লিখবেন।

৪. এক্ষেত্রে পাঠ উপস্থাপনকারী প্রশিক্ষণার্থীর কোন কোন দিক মূল্যায়ন করা হবে, শিক্ষণ পরিচালনা নীতিমালা কী হবে, শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কী হবে সে সব ব্যাপারে প্রশিক্ষক/বিশেষজ্ঞ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষণার্থীকে পাঠ উপস্থাপন করতে বলবেন।

৫. ঐ প্রশিক্ষণার্থীর পাঠ উপস্থাপন শেষে প্রশিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত ফলাবর্তনকারী যথা নিয়মে ফলাবর্তন প্রদান করবেন। বিশেষতঃ প্রথমে সবল দিক এবং পরে দুর্বল দিক চিহ্নিত করতে বলবেন এবং ফলাবর্তনের সময় প্রশিক্ষণার্থীর দুর্বলদিকগুলোকে ইতিবাচক ভাষায় তুলে ধরতে হবে।

৬. পাঠ উপস্থাপন শেষে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীকে স্বমূল্যায়ন করতে বলতে পারেন।

৭. পর্যবেক্ষক বা প্রশিক্ষক যখন ফলাবর্তন প্রদান করবেন তখন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক তাকে বাধা দিবেন না, মনোযোগ সহকারে সব শুনবেন।

৮. প্রশিক্ষণার্থীরা যখন মূল্যায়ন করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন তখন প্রশিক্ষক বাধা দিবেন না।

৯. লক্ষ্য রাখতে হবে পাঠদানের আগে যে নির্ণায়ক ধরে নেয়া হয়েছিল তার ওপরই ফলাবর্তন প্রদান করতে হবে। ১০ সুনির্দিষ্ট দক্ষতার উন্নয়নের জন্য অবশ্যই গঠনমূলক ফলাবর্তন দিতে হবে।

১১. মূল্যায়নশিটে/নির্ধারিত ডায়েরিতে মন্তব্য লিখতে বলবেন।

১২. এরপর ৩/৪ জনের নিকট ফলাবর্তন নিবেন।

১৩. অধিবেশনের বাকি অংশগ্রহণকারীদের মন্তব্যও তুলে ধরতে বলবেন।

১৪. সবশেষে প্রশিক্ষক দক্ষতার উন্নয়ন সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক উপদেশ দেবেন এবং পরবর্তী পাঠদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিবেন। এভাবে প্রতিজন প্রশিক্ষণার্থী একাধারে পর্যায়ক্রমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজে মূল্যায়িত হবেন এবং সতীর্থদের মূল্যায়ন করবেন।

সর্বোপরি, ছদ্মশিক্ষণ ও ফলাবর্তন কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত সহজে আয়োজন ও পরিচালনা করা যায়। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষণ দক্ষতা অর্জন করে। এ পদ্ধতিতে সরাসরি পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষণের সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত হয়। ছদ্মশিক্ষণ এবং ফলাবর্তন-এর সাহায্যে মূল্যযাচাই প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ, শিক্ষার্থীর ভূমিকা নির্ধারণ, শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, মূল্যযাচাই কাজ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, পাঠ উপস্থাপন শেষে পর্যালোচনা/প্রতিফলন এবং সবশেষে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন/নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে হয়।

৯.৫ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কৃত্রিম শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়–
ক. সতীর্থ শিক্ষণে
খ. ফলাবর্তনে
গ. অণুশিক্ষণে
ঘ. ছদ্মশিক্ষণে

২. নিচের কোনটি শিক্ষণের উচ্চ স্তরের দক্ষতা উন্নয়নের বিশেষ এবং নিবিড় প্রক্রিয়া?
ক. সতীর্থ শিক্ষণ
খ. অনুশিক্ষণ
গ. ছদ্মশিক্ষণ
ঘ. ফলাবর্তন

৩. ফলাবর্তনের সময় পাঠ উপস্থানকারীর দুর্বল দিকসমূহ–
ক. ইঙ্গিতে তুলে ধরতে হবে
খ. নেতিবাচক ভাষায় তুলে ধরতে হবে
গ. ইতিবাচক ভাষায় তুলে ধরতে হবে
ঘ. এড়িয়ে যেতে হবে

উত্তরমালাঃ ১. ক, ২. খ, ৩. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাই বলতে কী বোঝায়?
২. অণুশিক্ষণ আয়োজনের উদ্দেশ্য কী?
৩. ছদ্মশিক্ষণের সুবিধার ৩টি দিক উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাইয়ের কৌশল উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।
২. আকাঈদ ও ফিকহ, আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র বিষয়ের শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়ন ও মূল্যযাচাইয়ে অণুশিক্ষণের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৩. আকাইদ ও ফিকহ, আরবি প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র-এর শ্রেণিকক্ষে ছদ্মশিক্ষণ ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে মূল্যযাচাই কাজের পরীক্ষা ও উন্নয়ন করা যায়?

পাঠ ৯.৬: আরবি শিক্ষণে মাদরাসাভিত্তিক মূল্যযাচাই (MBA)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মূল্যায়ন ও মূল্যযাচাই কী তা বলতে পারবেন;
- ধারাবাবিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করতে পারবে;
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করতে পারবে;
- শিক্ষাক্রম– ২০১২ অনুযায়ী ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রক্রিয়া চিহ্নিত করতে পারবে এবং নম্বর বণ্টন করতে পারবে;
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে;
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন ছকে শিক্ষার্থীর নম্বর কীভাবে সংরক্ষণ করতে হয়, তা শিখতে পারবে।

মাদরাসাভিত্তিক মূল্যযাচাই: Madrasah Based Assessment

গাঠনিক মূল্যায়নের অন্যতম প্রধান প্রক্রিয়াই হল মাদরাসাভিত্তিক মূল্যযাচাই বা Madrasah Based Assessment (MBA)। MBA-এর ব্যবহারিক সুবিধা অনেক। বর্তমানে অনেক সংশোধন এবং সংস্করণের মাধ্যমে প্রধানত ৬টি বিবেচ্য দিক নিয়ে মাদরাসা পর্যায়ে কার্যক্রম প্রবর্তিত। এর প্রয়োগে নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন মাদরাসা বিষয় শিক্ষক।

সাধারণত মাদরাসাভিত্তিক মূল্যযাচাই বলতে বিষয় শিক্ষকের একান্ত তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের অর্জন অগ্রগতির পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকেই বোঝানো হয়। অর্থাৎ বছরে একবার দু'বার কিংবা তিনবার লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে শ্রেণি শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য বিষয় শিক্ষক কর্তৃক সারা বছর ব্যাপী গাঠনিক মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, আবেগিক, আচরণিক এবং মনোপেশী দক্ষতার পরিমাপকরণের সার্বিক ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকেই মাদরাসাভিত্তিক মূল্যযাচাই বা Madrasah Based Assessment (MBA) বলে। MBA মূলত শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিক্ষণ-শিখন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মাদরাসা বিষয় শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের উপর প্রবর্তিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী জড়িত।

মাদরাসাভিত্তিক মূল্যযাচাই-এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য: Goals-Objectives of MBA

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার উন্নয়নের তাগিদে শিক্ষার্থীদের যথার্থ মূল্যযাচাই করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো লক্ষ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে।

নিচে মাদরাসা পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করা হল–

- শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ মূল্যায়ন করা যায়;
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তোলা;
- শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া প্রবণতা হ্রাস করা;
- মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানোর জন্য;
- ব্যবহারিক ও মৌখিক উপস্থাপন দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- শিক্ষককে অধিক দায়িত্ব সচেতন করে তোলা;
- প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্নপত্রের ত্রুটি দূর করার জন্য।

MBA-এর ক্ষেত্রসমূহ: Fields of MBA

আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন ধরনের যাচাই-বাছাই সংশোধন এবং পরিমার্জন শেষে শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-শিখন অগ্রগতি যাচাই-এর ক্ষেত্রে MBA-এর মূলত ৬টি বিবেচ্য দিক নির্ধারণ করেছেন যার উপরভিত্তি করে শ্রেণি শিক্ষক শিক্ষার্থীর মূল্যযাচাই করতে পারবেন। নিচে নম্বরসহ দিকগুলো উল্লেখ করা হল–

ক. শ্রেণি অভীক্ষা (অনিয়মিত)	০৫ নম্বর
খ. শ্রেণির কাজ (অংশগ্রহণমূলক)	০৫ নম্বর
গ. বাড়িরকাজ/নির্দেশিতকাজ	০৫ নম্বর
ঘ. এ্যাসাইনমেন্ট/নির্ধারিতকাজ	০৫ নম্বর
ঙ. মৌখিক পরীক্ষা	০৫ নম্বর
চ. দলগত কাজ	০৫ নম্বর
	৩০ নম্বর

বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন–

১. শ্রেণির কাজ;
২. বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ;
৩. শ্রেণি অভীক্ষা।

শ্রেণির কাজ মূল্যায়ন

শ্রেণির কাজ হচ্ছে শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন সম্পাদিত সকল কাজ। এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বিকাশ এবং ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ ঘটানো।

শ্রেণির কাজসমূহ হতে পারে–

- কোনো প্রশ্নের উত্তর বলা বা লেখা;
- কোনো কিছু অংকন যেমন– চিত্র/ছবি, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র ইত্যাদি;
- আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসা;
- বিতর্কে আংশগ্রহণ;
- চরিত্রাভিনয়।

শ্রেণির কাজে নম্বর সংরক্ষণ

শিক্ষক প্রতিটি পাঠ মূল্যায়ন করবেন। তবে রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য শিক্ষক প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রতি সাময়িকে সর্বচ্চো নম্বরপ্রাপ্ত তিনটি শ্রেণির কাজ বিবেচনা করবেন।

- বাংলা, ইংরেজি ও আরবি বিষয়ের বলা, শোনা ও পড়া দক্ষতা ১টি করে মোট ৩টি শ্রেণি মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ রাখতে হবে।
- বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, গণিত, উচ্চতর গণিত, আইসিটি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, শারীরিক ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, ক্যারিয়র শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা, কৃষি শিক্ষা এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ে ২টি শ্রেণির কাজ ও ১টি ব্যবহারিক কাজের মূল্যায়ন রেকর্ড রাখতে হবে।
- চারু বা কারুকলা বিষয়ে ১টি কাজ ও ২টি ব্যবহারিক কাজের মূল্যায়ন রেকর্ড রাখতে হবে। বাড়ির কাজ–
- শ্রেণির বাইরে শিক্ষার্থী বাড়িতে শিক্ষাক্রমভিত্তিক যে কাজগুলো সম্পন্ন করে তাই বাড়ির কাজ।
- শিক্ষক শিখন ফলের চাহিদা উপরভিত্তি করে বাড়ির কাজ দিবেন।
- বাড়ির কাজ এমন হতে হবে যা শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা এবং সৃজনশীলতা বিকাশের সাহায্য করে।
- প্রতি বিষয়ের বাড়ির কাজ এমন হবে যা শিক্ষার্থী ২০-২৫ মিনিটে শেষ করতে পারে।

- ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, আইসিটি, কর্ম ও জীবন মুখী শিক্ষা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়ে ২টি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন রেকর্ড রাখতে হবে।
- ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির অন্যান্য বিষয়ে ৩টি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন রেকর্ড রাখতে হবে।
- নবম ও দশম শ্রেণির জন্য বাংলা, ইংরেজি, গণিত, উচ্চতর গণিত এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে ৩টি ও অন্যান্য বিষয়ে ২টি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন রেকর্ড রাখতে হবে।
- প্রতিটি মূল্যায়নে সর্বোচ্চ নম্বর হবে ৫।

অনুসন্ধানমূলক কাজ

- নির্ধারিত ধাপ অনুসরণ করে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্যা চিহ্নিত করা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তথ্য সংগ্রহের টুলস/সিডিউল/প্রশ্নমালা প্রণয়ন শিক্ষক নির্ধারণ করে দিবেন।
- নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নূন্যতম সাহায্য নিয়ে কাজটি করবে।
- শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা বিবেচনা করে, তথ্য সংগ্রহে যতদুর সম্ভব শিক্ষার্থীর পরিবার, প্রতিবেশী এবং নিকট এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, আইসিটি, কর্ম ও জীবন মুখী শিক্ষা এবং ক্যারিয়র শিক্ষা বিষয়ে ১টি অনুসন্ধানমূলক কাজের মূল্যায়ন রেকর্ড রাখতে হবে।
- নবম ও দশম শ্রেণির জন্য বাংলা, ইংরেজি, গণিত, উচ্চতর গণিত এবং ঐচ্ছিক বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ১টি অনুসন্ধানমূলক কাজের মূল্যায়ন রেকর্ড রাখতে হবে।
- গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয়ে ১টি করে অনুসন্ধানমূলক কাজে উৎসাহিত করা।
- প্রতিটি মূল্যায়নে সর্বোচ্চ নম্বর হবে ৫।

শ্রেণি অভীক্ষা

- ইহা শ্রেণিতে অনুষ্ঠিত স্বল্প সময়ের জন্য পরীক্ষা।
- বিষয়ের চাহিদা অনুযায়ী অভীক্ষা লিখিত ও ব্যবহারিক হবে।
- লিখিত অভীক্ষা সর্বোচ্চ এক পিরিয়ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, তারিখ ও সময় শিক্ষক পূর্বে শ্রেণিতে জানিয়ে দিবেন।
- প্রতিটি মূল্যায়নে সর্বোচ্চ নম্বর হবে ১০।
- সৃজনশীল প্রশ্নের মাধ্যমে অভীক্ষা নেওয়া যেতে পারে।
- বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, গণিত, উচ্চতর গণিত, আইসিটি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, শারীরিক ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, ক্যারিয়ার শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা, কৃষি শিক্ষা এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ে ২টি লিখিত অভীক্ষা ও ১টি ব্যবহারিক অভীক্ষার মূল্যায়ন রেকর্ড রাখতে হবে।
- চারু ও কারুকলা বিষয়ে ১টি লিখিত অভীক্ষা ও ২টি ব্যবহারিক অভীক্ষার মূল্যায়ন রেকর্ড রাখতে হবে।
- বাংলা, ইংরেজি ও আরবি বিষয়ে ২টি লিখিত অভীক্ষা এবং ১টি বলা/শোনা/পড়ার দক্ষতা ১টি করে মোট ৩টি শ্রেণি মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ রাখতে হবে।

আবেগিক ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন

- আবেগিক ক্ষেত্রের (আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, নীতি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ইত্যাদি) লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয় তবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হয়।
- প্রতি সাময়িকে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়নের জন্য মানদণ্ড ছক ব্যবহার করতে হয়।
- শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়নের জন্য মানদণ্ড।

৯.৬ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. MBA বলতে কী বুঝায়?
ক. মাদরাসাভিত্তিক মূল্যযাচাই
খ. স্কুলভিত্তিক মূল্যযাচাই
গ. মূল্যযাচাই
ঘ. ম্যানেজমেন্টভিত্তিক মূল্যযাচাই

২. MBA-এর মূল বিবেচ্য দিক কয়টি?
ক. ২টি
খ. ৬টি
গ. ৩টি
ঘ. ৪টি

৩. MBA-এর মোট নম্বর কত?
ক. ২০
খ. ৩০
গ. ৪০
ঘ. ২৫

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষায় MBA গুরুত্বের বর্ণনা করুন।
২. আরবি ভাষায় MBA-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষায় MBA-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
২. আরবি ভাষায় MBA-এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

ইউনিট ১০: আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটানোর উপায়

ভূমিকা

একটি শ্রেণিকক্ষে নানা ধরনের শিক্ষার্থীর সমাবেশ থাকে। তাদের শিখন স্টাইল এবং শিখন চাহিদাও বৈচিত্র্যময়। বুদ্ধিমত্তা, প্রবণতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ, চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বহু মাত্রিক ভিন্নতা থাকে। শ্রেণিকক্ষে কোন শিক্ষার্থী শোনা, বলা, লেখার মাধ্যমে সহজে শেখে। কিন্তু সকল শিক্ষার্থীর জন্য শোনা, বলা ও লেখা পদ্ধতিই যথেষ্ঠ নয়। কারণ কোনো কোনো শিক্ষার্থী দেখার মাধ্যমে ভাল শিখে। কেউ কেউ আবার হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে শিখতে বেশি পছন্দ করে। কোনো কোনো শিক্ষার্থী যুক্তি প্রয়োগ ও যৌক্তিক বিশ্লষণের মাধ্যমে সহজে শিখে। কেউ কেউ আবার গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং মাথা খাটিয়ে শিখতে পছন্দ করে। তাছাড়া আবার শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরণের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (Learners with special need) শিক্ষার্থীর উপস্থিতিও থাকতে পারে। তাদের আবার রয়েছে বাড়তি কিছু চাহিদা। এভাবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন স্টাইল এবং শিখন চাহিদায় ভিন্নতা থাকে। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কাজের কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রত্যেক শিক্ষকের সবার আগে শিক্ষার্থীদের এ ভিন্নতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে এবং এ বাস্তবতার নিরিখেই তাকে নানা কর্ম-কৌশল অবলম্বন করতে হবে। অনেক শিক্ষক এ ভিন্নতাকে শ্রেণিকক্ষের সমস্যা হিসেবে মনে করেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের এ ভিন্নতা সমস্যা নয়, বড়জোড় এটিকে একটি চ্যালেঞ্জ বলা যায়। ভিন্নতা একটি শক্তিও বটে। ভিন্নতার শক্তি অপরিসীম। তাই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের ভিন্নতাকে সমস্যা হিসেবে না নিয়ে, ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে একে স্বাগতম জানাতে হবে এবং একে শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে কাজে লাগাতে হবে। কারণ শিক্ষার্থী হিসেবে তাদের সবার মাঝেই রয়েছে বিচিত্র সক্ষমতাও অপার সম্ভাবনা। শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, ‘Every child is an individual, every child can learn’. অর্থাৎ প্রতিটি শিশুই একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা, প্রতিটি শিশুই শিখতে পারে। এ বৈচিত্র্যময় সক্ষমতা ও অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে শিক্ষককে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং শ্রেণিতে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ ইউনিটে মাদরাসায় আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরি, আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের শিখন সফলতার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ এবং সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখার বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এক নজরে এ ইউনিটে অন্তর্ভুক্ত পাঠসমূহ নিম্নরূপ:

পাঠ ১০.১	:	আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরি করা
পাঠ ১০.২	:	আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি
পাঠ ১০.৩	:	প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার
পাঠ ১০.৪	:	শিখন সফলতার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ
পাঠ ১০.৫	:	সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা করা

পাঠ ১০.১: আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরি করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিখন পরিবেশ-এর ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিখন-শেখানো পরিবেশের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিখন-শেখানো পরিবেশের উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- শ্রেণিকক্ষে অনুকূল ভৌত/বাহ্যিক পরিবেশ নিশ্চিত করার উপায় ও করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিকক্ষে অনুকূল সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ সৃষ্টির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শ্রেণিকক্ষে অনুকূল সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ সৃষ্টি করে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

শিখন-শেখানো

শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সফলতা অনেকটাই-এর সামগ্রিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের শিখন-শেখানোর উপযোগী পরিবেশের সাধারণ উপাদান, প্রভাবক ও বিবেচ্য বিষয়াবলীর সাথে দাখিলস্তরের মাদরাসার আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ের শিখন পরিবেশের সাদৃশ্য আছে। অধিকন্তু আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়টির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা অনুসারে এ বিষয়ের শিখন-শেখানো পরিবেশের জন্য বাড়তি কিছু বিবেচ্য বিষয় আছে। শিখন-শেখানো পরিবেশ একটি ব্যাপক ধারণা। মাদরাসার আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শ্রেণিকক্ষ, শ্রেণিকক্ষের ভৌত অবকাঠামো, শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র, শ্রেণিকক্ষের সাজ-সজ্জা, মাদরাসার আঙ্গিনা, মাঠ, বাগান, মাদরাসার আশ-পাশ, রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, শ্রেণিকক্ষের সংস্কৃতি, শ্রেণি পাঠনার পদ্ধতি ও কৌশল, শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়া ও পারস্পরিক সম্পর্ক, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী ইত্যাদির সমন্বয়ে শিখন-শেখানো উপযোগী পরিবেশ গঠিত হয়। শিখন-শেখানো পরিবেশের নানা নিয়ামক ও প্রভাবকের মধ্যে শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ এর ধারনা ব্যাপক এবং এর অনুষঙ্গও অনেক। শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় শ্রেণিকক্ষের বাহ্যিক, সামাজিক, আবেগিক, মনস্তাত্ত্বিক তথা মানবীয় পরিবেশ অনুকূল হওয়া অত্যাবশ্যক। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের একজন শিক্ষক হিসেবে আপনাকে শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে এবং আপনার মাদরাসার বিদ্যমান সম্পদ, শ্রেণিকক্ষের পরিস্থিতি ও বাস্তবতার নিরিখে কীভাবে অনুকূল শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ তৈরি করা যায়– সে সম্পর্কে জেনে অনুকূল শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আসুন এ অধিবেশন থেকে আমরা দাখিলস্তরের মাদরাসায় আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ের শিখন-শেখানোর অনুকূল শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ সম্পর্কে জানি।

শিখন-শেখানো পরিবেশ-এর ধারণা

শিখন পরিবেশ কথাটি সাধারণত বিদ্যালয়ের বাইরে, বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে শিখন পরিবেশকে ইঙ্গিত করে। শিখন পরিবেশের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'Learning environment refers to the diverse physical locations, contexts, and cultures in which students learn'. অর্থাৎ "শিখন পরিবেশ বলতে যেখানে শিক্ষার্থীরা শিখে তার বৈচিত্র্যময় ভৌত অবস্থান, তার অনুষঙ্গসমূহ এবং সংস্কৃতিকে বোঝায়"। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে– 'The term learning environment encompasses learning resources and technology, means of teaching, modes of learning, and connections to societal and global contexts. The term also includes human behavioral and cultural

dimensions, including the vital role of emotion in learning. ...... অর্থাৎ শিখন পরিবেশ প্রত্যয়টি শিখন সহায়ক সম্পদ এবং প্রযুক্তি, শিখন-শেখানো পদ্ধতি, শিখনের ধরণ এবং সামাজিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট-এর সাথে-এর সম্পর্ককে বোঝায়। এছাড়াও শিখনে শিক্ষার্থীদের আবেগের মূখ্য ভূমিকাসহ শিখনের ক্ষেত্রে মানবীয় আচরণগত ও সাংস্কৃতিক দিকগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে। শ্রেণিকক্ষের প্রেক্ষিতে শিখন পরিবেশ বলতে একটি শ্রেণিকক্ষের বাহ্যিক, সামাজিক, আবেগিক/মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রসঙ্গে Gary D. Borich (2008) বলেন, 'The learning climate of a classroom refers to its physical and emotional environment'. শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ বলতে শ্রেণিকক্ষে শিখনের সার্বিক অনুকূল পরিবেশকেই বোঝায়। একটি শিখন বান্ধব শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিভিন্ন সামর্থ্য ও শিখন চাহিদা এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতিক শিক্ষার্থীদের একীভূত করে তাদের সকলের শিখন নিশ্চিত করে। শ্রেণিকক্ষে অনেক ক্ষেত্রে ভৌত পরিবেশ অনুকূল থাকলেও প্রত্যাশিত সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ তৈরির অভাবে সে ভৌত পরিবেশ তেমন গুরুত্ব বহন করে না। আবার শিক্ষক তার কৌশল ও দক্ষতার মাধ্যমে শ্রেণিতে অনুকূল সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে ভৌত পরিবেশের অনেক সীমাবদ্ধতাকেও জয় করে প্রত্যাশিত মানে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আঞ্জাম দিতে পারেন। শ্রেণিকক্ষের ভৌত পরিবেশের সবকিছুর ব্যবস্থাপনা তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষক কর্তৃক সম্ভব নাও হতে পারে। পক্ষান্তরে শ্রেণিকক্ষে অনুকূল সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ তথা মানবীয় পরিবেশ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকাই একচ্ছত্র। তাই শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত মানবীয় পরিবেশ গঠনে শিক্ষকের কৌশলগত সামর্থ্য বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক।

আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ের শিখন-শেখানো পরিবেশ

আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ের শিখন-শেখানো উপযোগী পরিবেশ বলতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এবং শিক্ষার্থীদের নিকট আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিখনকে আনন্দদায়ক, আকর্ষণীয়, কার্যকর ও স্থায়ী করার জন্য প্রয়োজনীয় ও সহায়ক সামগ্রী এবং এ বিষয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ, সমাজ, রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সৃষ্ট অনুকূল সামষ্টিক পরিবেশকে বোঝায়। মূলত আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিখন-শেখানো পরিবেশের সাথে-এর ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনগত, প্রযুক্তিগত, এমন কি আন্তর্জাতিক পরিবেশের সম্পর্ক আছে। আলোচনার কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখার স্বার্থে এ অধিবেশনে আমরা কেবল আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় শ্রেণিকক্ষ পরিবেশের প্রতি গুরুত্বারোপ করবো।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে শিখন-শেখানো পরিবেশের উপাদানসমূহ

আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শিখন-শেখানো পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ নিম্নরূপ–

১. শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক/আনন্দময় শিখন কৌশল;
২. ইতিবাচক বক্তব্য/শ্রেণিকক্ষের কথোপকথন/নির্দেশনা;
৩. আসন ব্যবস্থা;
৪. শ্রেণিকক্ষ অর্থপূর্ণভাবে সাজানো;
৫. পাঠ পরিকল্পনা;
৬. শিক্ষক-শিক্ষার্থী মূল্যায়ন;
৭. দলীয় কাজ;
৮. শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া;
১০. সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক কাজ;
১১. সময় ব্যবস্থাপনা;
১১. সহপাঠক্রমিক কাজ ইত্যাদি।

কাজ

শ্রেণিকক্ষে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ের অনুকূল শিখন-শেখানো পরিবেশ সৃষ্টিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনায় আপনার কর্মকৌশল কী হবে– সে বিষয়ে ৩টি করে বাক্য খাতায় লিখুন।

শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক/আনন্দময় শিখন কৌশল

ইতিবাচক বক্তব্য:

শ্রেণিকক্ষ অর্থপূর্ণভাবে সাজানো:

দলীয় কাজ:

শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া:

সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক কাজ:

সহপাঠক্রমিক কাজ:

শ্রেণিকক্ষের ভৌত/বাহ্যিক পরিবেশ তৈরিতে বিবেচ্য বিষয়াবলী

অনুকূল শিখন পরিবেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শ্রেণিকক্ষের ভৌত/বাহ্যিক পরিবেশ। শ্রেণিকক্ষের ভৌত/বাহ্যিক পরিবেশের মধ্যে শ্রেণিকক্ষের আকৃতি, মেঝে, জানালা, দেয়াল, কক্ষ অ্যাকোস্টিক, চকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড/স্মার্টবোর্ড, প্রজেক্টর/স্মার্ট টিভির স্থাপন ও ব্যবহার, আলো বাতাসের ব্যবস্থা, আসবাবপত্র, শ্রেণিবিন্যাস ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এ ভৌত পরিবেশ অনুকূল হওয়া কাম্য। শ্রেণিকক্ষের আকৃতি থেকে শুরু করে শ্রেণিবিন্যাস পর্যন্ত এদের প্রতিটিরই কিছু নিয়ম-নীতি ও আদর্শমান (Standard) রয়েছে। কোন শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে এ মানগুলো বিদ্যমান থাকলে ভৌত পরিবেশ বিবেচনায় সে শ্রেণিকক্ষকে আদর্শ শ্রেণি কক্ষ বলে। যেমন আদর্শ শ্রেণিকক্ষ হবে বর্গাকারের। তবে আয়তাকারের হলেও সেটির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ: ৪:৩ হওয়া শ্রেয়। দেয়ালে বোর্ড বসানোর ক্ষেত্রে শ্রেণির দরজা বা জানালার অবস্থান বিবেচনা করতে হবে। শ্রেণিতে প্রবেশের দরজার বিপরীত দিকে বোর্ড স্থাপন করা উচিত। শ্রেণিতে প্রবেশের সম্মুখভাগে বাইরে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে প্রবেশ করা ও শ্রেণি থেকে বের হওয়া সহজ ও আরামদায়ক হয়।

আবার শ্রেণিকক্ষের ফ্লোর অপেক্ষকৃত গুণগতমানের হওয়া প্রয়োজন, যাতে সেটি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সহজেই পরিষ্কার করা যায়। শ্রেণিকক্ষের মেঝে এমনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত যাতে বিভিন্ন শ্রেণি কাজের সময় প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা সে মেঝের খালিস্থানে বসে কাজ করতে কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সামগ্রী সহজেই মেঝেতে রাখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের দেয়াল শ্রেণি পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কক্ষটি ইটের তৈরি হলে দেয়ালের রঙ শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিবান্ধব হওয়া জরুরি। শ্রেণিকক্ষের দেয়াল ইটের কিংবা কাঠের অথবা অন্য যে ধরণেরই হোক না কেন, শ্রেণিকক্ষের দেয়াল হতে হবে অর্থপূর্ণ ও নান্দনিকভাবে সাজ-সজ্জাপূর্ণ। সেখানে থাকবে শিক্ষার্থীদের নানা সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক কাজের স্বাক্ষর। সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষের দেয়াল হবে নানা জ্ঞানের উৎস। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিকক্ষ হিসেবে এর দেয়ালে বিষয় সহায়ক নানা উপকরণ ও উপাচারে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে প্রথম দর্শনে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এটি একটি আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শ্রেণিকক্ষ। সর্বোপরি দেয়াল হবে একটি শ্রেণিকক্ষের সামগ্রিক চেহারার তাৎপর্যপূর্ণ পরিচায়ক।

শ্রেণিকক্ষের অবস্থান এমন স্থানে হওয়া উচিত, যেখানে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো-বাতাস প্রবেশের সুযোগ থাকে। কারণ অনেক সংখ্যক শিক্ষার্থী দীর্ঘ সময় ধরে একটি কক্ষে অবস্থান করলে সেখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষার্থীরা অল্পতেই অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে– যা শিক্ষণ-শিখন পরিবেশের অন্যতম একটি

প্রতিবন্ধকতা। বিশেষত লেখার বোর্ড, শিক্ষকের দাড়ানোর স্থান এবং শিক্ষার্থীদের বসার স্থানে যেন পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিৎ। এ জন্য প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষে পরিবেশ, বান্ধব বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রেণিতে আলোর যেমন প্রয়োজন আছে, আবার প্রজেক্টর ব্যবহার করার সময় যেন দরজা-জানালা সহজেই বন্ধ করে কিছুটা অন্ধকারের ব্যবস্থা করা যায় সে সুযোগও থাকতে হবে। এজন্য শ্রেণিতে প্রয়োজনীয় স্থানে মোটা কাপড়ের পর্দারও দরকার হতে পারে।

কালোবোর্ড/সাদাবোর্ড শ্রেণিকক্ষের আরেকটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। কালো চকবোর্ডের স্থান দিনে দিনে সাদাবোর্ড দখল করে নিচ্ছে। চকবোর্ডের সীমাবদ্ধতা হলো চক দিয়ে লেখার পরে বোর্ড মুঁছার সময় চকের গুড়া বোর্ড ব্যবহারকারীর শরীর ও জামা-কাপড়ে লেগে যায়, কখনো কখনো ব্যবহারকারীদের অনেকের এলার্জি ও সর্দি-কাশি সৃষ্টি করে, আবার চকের গুড়া বাতাসে মিশে গিয়ে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ কিছুটা বিঘ্নিত করে। তবে চকের গুড়া মারাত্মক কোন স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে না। চকবোর্ডের এ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বে ও সাদাবোর্ডের তুলনায় এটি টেকসই, সাশ্রয়ী এবং দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করা যায়। এজন্য উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে এখনো চকবোর্ড ব্যবহার বিদ্যমান আছে। চকবোর্ডের অন্যতম একটি সুবিধা হলো একটি পাঁকা দেয়ালের সর্বোচ্চ জায়গাকে বোর্ডে পরিণত করে লেখার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যায়। বোর্ড এমন উচ্চতায় স্থাপন/তৈরি করা উচিত যাতে এর সামনে টেবিল রাখার পরেও শিক্ষার্থীরা এর নিচের লেখাগুলো পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। বোর্ডের সামনে প্লাটফর্ম থাকলে শিক্ষকের বোর্ড ব্যবহার ও শিক্ষার্থীদের বোর্ডের লেখা দেখতে সুবিধা হয়।

আলো বাতাস প্রবেশের জন্য শ্রেণিকক্ষে একাধিক সুবিধাজনক সংখ্যক জানালা থাকা অনিবার্য। সূর্যের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানালায় শেড সিস্টেম থাকলে ভাল হয়। এ ব্যবস্থা এমন হবে যাতে শ্রেণিকক্ষটিকে প্রখর আলো থেকে রক্ষা করতে আবার প্রয়োজনে কক্ষটিকে কিছুটা অন্ধকার বা মৃদু আলোতে রূপান্তর করতে পারবে। শেডের রঙ শ্রেণিকক্ষের দেয়ালের রঙের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নির্বাচন করা উচিত যাতে সুর্যের প্রখর আলো শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে।

শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কী হবে, কেমন হবে- পরিস্থিতি ভেদে এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়। আসবাবপত্রের সাথে বিদ্যালয়ের আর্থিক সামর্থ্যের বিষয়টি জড়িত। বিশেষত প্রযুক্তিগত উপকরণ ও অন্যান্য সরঞ্জামের সুবিধার সাথে বিদ্যালয়ের আর্থিক সামর্থ্যমূখ্য বিবেচ্য। তদুপরি শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্রের মাঝে এমন কিছু আসবাবপত্র আছে যা ছাড়া শ্রেণি কার্যক্রম চলেই না। যেমন: প্রয়োজনীয় সংখ্যক বসারবেঞ্চ/ডেস্ক। আবার এমন কিছু আসবাবপত্র আছে যা শ্রেণিকক্ষে থাকলে শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশ উন্নত হয়। শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখতে হবে যেন তা আরামদায়ক ও টেকসই হয়। সেগুলো রাখা/বসানো, সরানো এবং পরিষ্কার করার জন্য যেন প্রয়োজনীয় জায়গা ও সুযোগ থাকে। মনে রাখতে হবে, একটি শ্রেণিকক্ষ যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের দিনের তথা জীবনের বড় পরিমাণের একটা সময় কাটায়– সে শ্রেণিকক্ষ আসবাবপত্রের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা উচিৎ। অনেক আধুনিক প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম, উপকরণ ও আসবাবপত্র এখন আর শ্রেণিকক্ষের বিলাসিতা নয় বরং দিনে দিনে তা আবশ্যক হয়ে যাচ্ছে। যেমন, দ্রুতগতির ইন্টারনেট, মাল্টি-মিডিয়া প্রজেক্টর, সাদাবোর্ড ইত্যাদি।

প্রজেক্টর শ্রেণিকক্ষের ডান বা বাম দিকে এমন স্থানে স্থাপন করা উচিৎ যাতে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী স্ক্রিনে প্রদর্শিত বিষয় সহজেই দেখতে পায়, আবার এটি যেন শিক্ষকের বোর্ড ব্যবহারে ও শিক্ষার্থীদের বোর্ডের লেখা দেখতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। প্রজেকশন স্ক্রিনের অবর্তমানে যেন দেয়ালে প্রজেকশন সম্ভব হয় সে বিষয়টিও মাথায় রেখে প্রজেক্টর স্থাপন করতে হবে। প্রজেক্টর শ্রেণিকক্ষের ছাদের সাথে উপযুক্ত স্থানে স্থাপনের ব্যবস্থা করাই শ্রেয়।

শ্রেণিবিন্যাস শ্রেণিকক্ষের ভৌত/দৃশ্যমান পরিবেশের একটি অন্যতম বিবেচ্য দিক। শ্রেণিবিন্যাস কেবল আসন বিন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একীভূত একটি শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কাকে/কাদেরকে কোথায় বসাতে হবে– তাও শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। ত্রুটিপূর্ণ শ্রেণিবিন্যাস কিছুটা হলেও শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ

দুর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ আসন বিন্যাসের ফলে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে বসতে বা দেখতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে– যা শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের শিখনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষা বিজ্ঞান (Pedagogy)-এর বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রেণি ব্যবস্থাপনার আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রেণিবিন্যাসের নানাকৌশল/ধরণ চিত্র সমেত বর্ণিত আছে। পদ্ধতি বিজ্ঞানে যতভাবেই বর্ণিত থাকুক না কেন, মনে রাখতে হবে– শ্রেণিবিন্যাস কৌশল নির্ধারণে বিদ্যমান শ্রেণিকক্ষের আকার, সংকুলানের জায়গা, আসন ব্যবস্থার ধরন সর্বাগ্রে বিবেচ্য। শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে শ্রেণিতে বসতে, দেখতে ও শ্রেণির কাজসমূহ সম্পন্ন করতে পারে, শ্রেণিবিন্যাসের কৌশল নির্ধারণে অন্তত এ তিনটি দিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে।

মোটকথা, শ্রেণিকক্ষের বাহ্যিক পরিবেশ অনুকূল রাখতে শ্রেণিকক্ষের ভেতর ও বাহির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, উপযোগী পদ্ধতিতে আসন বিন্যাস করতে হবে, প্রয়োজন সাপেক্ষে শ্রেণিকক্ষের দরজা জানালা খোলা ও বন্ধ রাখতে হবে, পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত রাখতে হবে, শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চাহিদা পুরণের ব্যবস্থা করতে হবে, শ্রেণিতে শব্দ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে, যথাসময়ে শ্রেণিতে আগমন ও প্রস্থান করতে হবে ইত্যাদি।

শ্রেণিকক্ষে অনুকূল সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ এর ধারণা

শ্রেণিকক্ষের সামাজিক পরিবেশ বলতে বিশেষত শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, সম্পর্কের গভীরতা, শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন রীতি-নীতি, শ্রেণিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ, তাদের বিশ্বাস ও বিভিন্ন আচরণকে ইঙ্গিত করে। এছাড়া আবার শিক্ষার্থীদের আত্ম-বিশ্বাস, শিখনে প্রেষণা, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, দলীয় চেতনা, বিশ্বাস, বিভিন্ন ধরণের মূল্যবোধ, শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক সহযোগিতা, গণতান্ত্রিকতা ইত্যাদি শ্রেণিকক্ষের সামাজিক পরিবেশের অনুষঙ্গ। অধিকন্তু শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, উদ্দীপনা, কৃতিত্ব, প্রভাব, সুরক্ষা, নিয়ন্ত্রণ, সহায়তা, অংশগ্রহণ, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি শ্রেণিকক্ষের সামাজিক পরিবেশের প্রভাবক হিসেবে গণ্য। যেমন এ প্রসঙ্গে Mara W. Allodi বলেন, 'The concept of social climate is closely related to classroom climate, school climate and school ethos, and refers to characteristics of the psychosocial environment of educational settings. Interpersonal relationships, student–teacher relationship, peer relationships, teachers' beliefs and behaviours, teachers' communication style, classroom management and group processes are themes that can be considered to be included in the concept of the social climate of learning environments'. শ্রেণিকক্ষে শিখনের সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ সৃষ্টি করা মূলত বিভিন্ন কৌশলগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সমাহার– যার জন্য এ বিষয়ে শিক্ষকের কৌশলগত জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, প্রতিশ্রুতি এবং এ বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা অত্যাবশ্যক। শ্রেণিকক্ষের সামাজিক ও আবেগিক/মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ-এর ধারণার মূলকথা হল– শ্রেণিকক্ষ একটি সমাজ। শিক্ষার্থীরা এবং শিক্ষক এ সমাজের বাসিন্দা। একটি সমাজে বাস করতে যেমন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, মিথস্ক্রিয়া, যোগাযোগ, আবেগ, অনুভুতি, দয়া, মায়া, হৃদ্যতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, মানবিকতা, সামাজিকতার রীতি-নীতি মেনে চলতে হয় তেমনি শ্রেণিকক্ষে শিখনের অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে শ্রেণিকক্ষ রূপ সমাজের বাসিন্দা হিসেবে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের জন্য এ ধরণের বিভিন্ন সংস্কৃতি মেনে চলতে হয়।

শ্রেণিকক্ষে অনুকূল সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ সৃষ্টির উপায়

শিখন পরিবেশ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের তিনটি উপাদানের অন্যতম একটি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় শিখন পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুশৃঙ্খল, মানবিক, গণতান্ত্রিক, সহযোগিতামূলক ও হৃদ্যতাপূর্ণ শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করে তোলে। শ্রেণিকক্ষে ফলপ্রসূ শিখন-

শেখানো কার্যক্রম আঞ্জাম দিতে কেবল শ্রেণিকক্ষের অনুকূল বাহ্যিক পরিবেশ নিশ্চিত করাই যথেষ্ঠ নয়। শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সফল ও সার্থক ব্যবস্থাপনায় অনুকূল সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ সৃষ্টির বিকল্প কিছুই নেই। শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সুবিধাসমূহ সরবরাহ করে হয়তো শ্রেণিকক্ষের বাহ্যিক পরিবেশ সহজেই নিশ্চিত করা যেতে পারে কিন্তু শ্রেণিকক্ষের শিখনের সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ নিশ্চিত করা ততটা সহজ কাজ নয়। শ্রেণিকক্ষে অনুকূল সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ সৃষ্টিতে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিকক্ষে অনুকূল সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ সৃষ্টির কতিপয় উপায়ের ইঙ্গিত নিম্নরূপ:

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য শারীরিক মানসিকসহ সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- শ্রেণিতে কোন অবস্থাতেই এবং কোনভাবেই ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না করা।
- সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া ও নৈর্ব্যক্তিক আচরণ প্রদর্শন করা।
- শ্রেণিতে পছন্দনীয় বা সর্বোত্তমের প্রতি সর্বদা দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকা।
- শিক্ষার্থীদের মতামতকে সম্মান করা ও গুরুত্ব দেওয়া।
- শিক্ষার্থীদেরকে অবাধ ও মুক্ত মনে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।
- শ্রেণিতে শিক্ষক নিজেকে হাসি-খুশি রাখা। কারণ গুরু-গম্ভীর শিক্ষকের শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা সহজ হতে পারে না।
- শ্রেণিতে শিক্ষক নিজেকে শিক্ষার্থীদের সামনে গণতন্ত্রের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা।
- আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজেকে একজন মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা।
- শিক্ষার্থীদের নিরুৎসাহিত না করে সর্বাবস্থায় উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রাখা।
- নেতিবাচক মনোভাব ও বক্তব্য বর্জন করে ইতিবাচক বক্তব্য ও মনোভাব প্রদর্শন করা।
- শিক্ষার্থীদের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা ও আন্তরিকতা দেখানো।
- মনোযোগের সাথে শিক্ষার্থীদের সমস্যা শোনা।
- শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের সমস্যায় সহানুভূতি প্রদর্শন ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা।
- শিক্ষার্থীদের ভুল-ত্রুটিকে সহজভাবে নিয়ে তা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা।
- শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়ামূলক কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়ে ও তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া।
- শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভিন্ন ধরণের কাজের মাধ্যমে পারস্পরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি করা।
- শ্রেণিতে সহযোগিতামূলক শিখনকে গুরুত্বারোপ ও বাস্তবায়ন করা।
- শিক্ষার্থীদের অব্যক্ত আচরণসমূহ বুঝতে চেষ্টা করা।
- শিক্ষার্থীদের অভিব্যক্তিকে গুরুত্বারোপ করা।
- শিক্ষার্থীদের অপ্রকাশিত আগ্রহ বা চাহিদা অনুধাবনপূর্বক সাড়া প্রদান করা।
- সতীর্থ শিক্ষণকে জোরদার করা।
- শিক্ষার্থীদের মনস্তাপ তথা শ্রেণিকক্ষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ বুঝে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- শিক্ষার্থীদের কোন মতামত বা ধারণাকে গুরুত্ব প্রদানের স্বীকৃতি হিসেবে শিক্ষক কর্তৃক তা পুনরাবৃত্তি করা।
- কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করে সাড়া প্রদানের পর অংশগ্রহণকারীদের মাঝে তার গুণগত পরিবর্তন পরিবীক্ষণ করা।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন থাকা।
- শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং শিখন প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে সে বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা।
- শ্রেণির প্রভাবশালী শিক্ষার্থীদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে দূর্বল ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের অগ্রসরের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- শ্রেণির অগ্রসর শিক্ষার্থীদের কাজে লাগিয়ে অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের সহায়তাদান।

- বিভিন্ন সামর্থ্যের শিক্ষার্থীর সংমিশ্রণে দল গঠন করে কাজ করতে দেওয়া।
- শ্রেণিতে শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষকের কার্যক্রমের অবাধ ফলাবর্তন প্রদানের দ্বার উন্মুক্ত রাখা।
- শিক্ষার্থীদের প্রেষণা ও গুণগতমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রাখা।
- শিখনে শিক্ষার্থীদেরকে ক্ষমতায়িত করার নীতি অবলম্বন করা।
- শিক্ষার্থীদের আত্ম-মর্যাদাকে সম্মান করা।
- শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক ফলাবর্তন দেওয়া।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেন্ডার নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মাঝে সমতা ও ন্যায্যতার নীতি অবলম্বন করা।
- একীভূত শিক্ষার নীতি পদ্ধতি অনুসরণ করা।
- শ্রেণির কাউকে অবজ্ঞা, অবহেলা, তুচ্ছ জ্ঞান কিংবা হেয় প্রতিপন্ন না করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয় পক্ষ কর্তৃক সামাজীকীকরণকৃত আচরণ প্রদর্শন করা।

অধিকন্তু, শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ে এমন সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করা– যেখানে শিক্ষার্থীরা একে অন্যের প্রতি ভাল আচরণ করবে; অন্যের ব্যক্তিসত্তা ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে; অন্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকবে; সমব্যথী হবে, শ্রেণির শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, গোত্রীয়, বৈচিত্র্যকে সম্মান করবে এবং ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করবে; শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার ভিন্নতাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করবে এবং ঐসব নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করবে যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। এছাড়াও অনুকূল শিখন পরিবেশ সৃষ্টির অনুষঙ্গ হিসেবে প্রয়োজন শিক্ষার্থীর মাঝে শিখনের আবেগ সৃষ্টি করা। এজন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে পাঠের শুরুতে এবং পাঠের মাঝেমাঝে উপযুক্ত সময়ে অল্পক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরণের কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এক্ষেত্রে পাঠের শুরুতে আন্তরিকতাপূর্ণ কুশল বিনিময়, শিক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধা জানা, পাঠ সংশ্লিষ্ট অডিও ভিডিও, ছবি, গল্প, ছড়া, কবিতা, গান, কৌতুক, ধাঁধাঁ ইত্যাদির অবতারণা শিখনের আবেগীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক।

সর্বোপরি, শ্রেণিকক্ষে শিখনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করা এবং সকল কাজে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ করানো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে শিক্ষক থাকবেন সহায়ক এবং নির্দেশনা দাতার ভূমিকায় এবং শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করবে, মিথস্ক্রিয়া করবে, ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করবে, অন্যের মত শুনবে, নিজের মত প্রদান করবে এবং সবশেষে সিদ্ধান্ত নিবে। শ্রেণিতে এসব কিছুই যাতে শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ ও আনন্দের সাথে করতে পারে সে জন্য চাই অনুকূল ও নির্ভরযোগ্য শ্রেণি পরিবেশ যেখানে শিক্ষার্থীদের মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি, সন্দেহ-সংশয় থাকবে না এবং এ পরিবেশে শিক্ষার্থীরা তাদের সতীর্থদের সাথে দ্বিধাহীন চিত্তে মেলামেশা করবে, মিথস্ক্রিয়া করবে, সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা চালাবে এবং জানার দুর্নিবার আকর্ষণ নিয়ে শিক্ষককে প্রশ্ন করবে কিংবা তার সহায়তার শরণাপন্ন হবে। এ ধরণের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক হবেন একজন ইতিবাচক শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষ হবে যথাক্রমে ইতিবাচক, আনন্দময় ও শিখনবান্ধব। শ্রেণিতে উপযুক্ত সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ সৃষ্টিতে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শিক্ষককে কৌশলগত নানা পদক্ষেপের সাথে সাথে শিক্ষা মনোবৈজ্ঞানিক দক্ষতা প্রয়োগে সুনিপুণ হতে হবে।

১০.১ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোনটি শ্রেণিকক্ষ সংস্কৃতির উদাহরণ?
ক. সহযোগিতা
খ. নির্ভরশীলতা
গ. মনোযোগিতা
ঘ. প্রতিযোগিতা

২. কোনটি শ্রেণিকক্ষের বাহ্যিক পরিবেশের উদাহরণ?
ক. উপকরণ বিন্যাস
খ. সক্রিয় অংশগ্রহণ
গ. ইতিবাচক ফলাবর্তন
ঘ. শিক্ষার্থীদের মিথষ্ক্রিয়া

৩. অনুকূল শ্রেণিকক্ষ পরিবেশের শিক্ষার্থীর জন্য কোনটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ?
ক. নির্ভরতা
খ. একতা
গ. সমতা
ঘ. ন্যায্যতা

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ, ৩. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের অনুকূল শিখন পরিবেশের উপাদানসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

২. শিক্ষার্থীদের অপ্রকাশিত আগ্রহ বা চাহিদা অনুধাবন পূর্বক সাড়া প্রদানের ৫টি উদাহরণ উল্লেখ করুন।

৩. শ্রেণিকক্ষে অনুকূল শিখণ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আপনি শিক্ষার্থীদের মাঝে আচরণগত যেসব মূল্যবোধ জাগ্রত করবেন, তার ৫টি উদাহরণ দিন।

গ. রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শিখন পরিবেশের প্রভাবসমূহ কী? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শ্রেণিকক্ষের সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? কীভাবে আপনি এ বিষয়ের শ্রেণিকক্ষে অনুকূল সামাজিক ও আবেগিক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন?

৩. আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সহযোগিতামূলক শিখন পরিবেশ সৃষ্টিতে আপনি কী কী করতে পারেন? আলোচনা করুন।

পাঠ ১০.২: আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানার্জনের উৎসসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- দাখিল স্তরের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাক্রমের আলোকে শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহার উপযোগী শিখন বিষয়সমূহ (Larning Objects) সনাক্ত করতে পারবেন;
- আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কতিপয় উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রত্যাশিত

প্রত্যাশিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে কোন বিষয়ের শিখন পূর্ণতা পায়। দাখিল স্তরের আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের কার্যকর ও ফলপ্রসূ শিখনে ও এর বিষয়বস্তুগত জ্ঞান, প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির কাঙ্খিত পরিবর্তন অনস্বীকার্য। ইসলামি জীবন দর্শন ও জীবন প্রণালীর প্রধান দুই উৎস-আল-কুরআন ও আল-হাদিস এবং আকাইদ ও ফিকহ শাস্ত্রসমূহ আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উপর নির্ভরশীল। এজন্য ইসলামি জীবনযাপন, আচার- আনুষ্ঠানিকতা ও ব্যবহারিক জীবনের একটি অপরিহার্য বিষয়। এজন্য আরবি ভাষা ও সাহিত্যের-এর প্রভূত তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনই যথেষ্ঠ নয়, তাত্ত্বিক (Theoretical) জ্ঞানের সাথে সাথে-এর প্রায়োগিক (Practical) দক্ষতা অর্জন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রতিটি মুমিন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। কারণ প্রায়োগিক দক্ষতা বা ব্যবহারিক (Practical/Applied) জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন যথার্থ হয়। যেমন বহুল ব্যবহৃত সেই উক্তি 'I read, I forget,… I do, I learn'. অধিকন্তু দাখিল স্তরের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের এমন কতিপয় বিষয়বস্তু আছে যেগুলো শ্রেণি কার্যক্রমে হাতে- কলমে শিক্ষা দেওয়া না হলে শিখন অসম্পুর্ণই থেকে যায়। এজন্য দাখিল স্তরের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কার্যকর উপায় অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। এ অধিবেশনে আমরা দাখিলস্তরের আকাইদ ও ফিকহ, আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে জানবো।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য-এর জ্ঞানার্জনের উৎস ও উপায়সমূহ

দাখিলস্তরের মাদরাসার আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে নিয়মতান্ত্রিক শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানার্জনে পাঠ্যপুস্তক, আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক মূলগ্রন্থ, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী, শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও দাখিলস্তরের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানার্জনের আরো বহুমাত্রিক উৎস ও উপায় আছে। যেমন– আল-কুরআন, আল-হাদিস, অন্যান্য প্রামাণ্য, ইসলামি ম্যাগাজিন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইসলামিক ও আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক জার্নাল, সরকারি প্রকাশনা– যেমন: ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত আরবি ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত যাবতীয় প্রকাশনা ইত্যাদি। আবার রেডিও টেলিভিশনের ইসলামি অনুষ্ঠান, ইসলামি বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, নিদর্শনসমূহ, যাদুঘর, মানচিত্র, ছবি, চার্ট, চলচিত্র, নাটক, লাইব্রেরি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, স্টাডিসার্কেল, জীবন কাহিনী, পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, মসজিদে ইমাম সাহেবের আলোচনা, ওয়াজ, মাহফিল, ইসলামি জলসা ইত্যাদির মাধ্যমে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানার্জন করা যায়।

আবার বিভিন্ন ধরনের সহ-শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমেও আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করা যায়। উল্লেখ্য যে, শ্রেণিকক্ষে আকাইদ ও ফিকহ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট অনুষঙ্গ হিসেবেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে এসব উপায় অবলম্বন করতে হয়।

শিখনক্ষেত্রে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা

বেঞ্জামিন ব্লুম-এর 'Taxonomy of Educational Objectives' মোতাবেক শিখনের মৌলিক ৩টি ক্ষেত্র রয়েছে। এগুলো হলো– (ক) জ্ঞানগত ক্ষেত্র (Cognitive Domain), (খ) আবেগিক ক্ষেত্র (Affective Domain) ও (গ) মনোপেশি ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)। আরবি ভাষা ও সাহিত্য মূলত ইসলামি জ্ঞানের আলাদা দু'টি ধারা। বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার দাখিলস্তরের শিক্ষাক্রমে এ আরবি ভাষা ও সাহিত্য একটি বিষয় হিসেবে পঠন-পাঠন প্রচলিত। জ্ঞানের উপরোক্ত ক্ষেত্র অনুসারে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়সমূহ শিখনের জ্ঞানগত ও আবেগিক ক্ষেত্রের সাথে বেশি সংশ্লিষ্ট। কারণ আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়সমূহ সাধারণত বিমুর্ত ধারণা সংশ্লিষ্ট।

আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমের ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়

আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নানাকৌশল ও উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। নিম্নে কতিপয় কৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ অবলম্বন: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের শিক্ষণ প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা। আর শিখনে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা অত্যাবশ্যক। এজন্য অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের ন্যায় আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় হিসেবে শিক্ষককে প্রথমত শ্রেণিতে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ও সক্রিয় শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ সক্রিয় শিখন পদ্ধতি।

হাতে-কলমে কাজ: আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে হাতে-কলমে শিক্ষাদান। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের শিখন-শেখানো প্রচেষ্টার অন্যতমমূল কাজ হলো পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীর 'Head On', 'Hands On' 'Heart on' তথা জ্ঞানগত, মনোপেশি ও আবেগিক ক্ষেত্রকে জাগরিত করা। এজন্য আরবি ভাষা ও সাহিত্যের যেসব পাঠে মনোপেশি উদ্দেশ্য রয়েছে সেসব পাঠে শিক্ষককে অবশ্যই হাতে-কলমে তথা 'Learning by doing'- প্রক্রিয়ায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর Hands On'- তথা দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্য বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বা ধরণ বিবেচনা করে হাতে-কলমে কাজের কৌশল ও পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য অর্জন ও নতুন শিখনকে সুদৃঢ় করার কৌশল হিসেবে বিশেষত ব্যক্তিগত/একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, দলগত আলোচনা ইত্যাদি কৌশল কার্যকরভাবে প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে।

শিখনে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্তকরণ: শিখন সম্পর্কে একাধিক গবেষণা নিশ্চিত করেছে যে, শিক্ষার্থীরা তখন সবচেয়ে ভাল শিখে যখন তারা নিজেদেরকে সক্রিয়ভাবে শিখনে জড়িত করে। অধিকন্তু শিখনে শিক্ষার্থীদের 'সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃতকরণকে এক বিংশ শতাব্দীর শিক্ষার্থীদের অন্যতম চাহিদা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার্থীদের পুনঃপুন আকুতি হচ্ছে– 'Engage me, Engage me' Engage me….'-এ আলোকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিটি পাঠে বিষয়বস্তুর তাত্ত্বিক উপস্থাপনের সাথে সাথে উক্ত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের শ্রেণি কাজ প্রদান করতে হবে। যাতে তারা নিজেরাই বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, সূক্ষ্মচিন্তন, সমস্যা সমাধান ও উচ্চস্তরের চিন্তন দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে পারে। তাই আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষকের অন্যতম ও নৈমিত্তিক একটি কৌশল

হচ্ছে শিখনে তাদের ব্যাপৃতকরণের নানাকৌশল অবলম্বন করা। আর শিক্ষক তখন জ্ঞানদানকারীর পরিবর্তে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবেন।

মঞ্চায়ন/দৃশ্যায়ন/ভূমিকাভিনয়/প্রদর্শন: দাখিলস্তরের আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের অনেক পাঠ যোগ্যতানুগতিক পদ্ধতির আলোচনা, মাথা খাটানো, একক কাজ, জোড়ায় কাজ বা দলীয় কাজের পরিবর্তে মঞ্চায়ন/দৃশ্যায়ন/ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের ধারনা সবচেয়ে কার্যকরভাবে স্পষ্ট করা যায়। যেমন– বিভিন্ন ধরনের সালাত আদায়ের পদ্ধতি। মাধ্যমিক স্তরের আকাইদ ও ফিকহ বিষয়ের বিশেষত ফিকহ অংশের যেসব পাঠ এ প্রক্রিয়ার আওতায় এনে পাঠদান করা যায় তার সম্ভাব্য একটি তালিকা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্দেশিত কাজ/অর্পিত কাজ প্রদান: দাখিলস্তরের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রেণিতে উপস্থাপিত পাঠের আলোকে শ্রেণিতে অথবা শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষক জীবনঘনিষ্ট ও প্রয়োগমূখি বিভিন্ন ধরণের নির্দেশিত কাজ/অর্পিত কাজ/অনুসন্ধানমূলক কাজ/প্রকল্প প্রদান করতে পারেন। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ের বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

আইসিটি মিডিয়ার ব্যবহার: আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিভিত্তিক নানা মিডিয়া ক্রমাগতভাবে শিখনের অসংখ্য সহজ ও কার্যকর দ্বার অবারিত করছে। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিখন-শেখানো কাজেও এসব মিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শ্রেণি কার্যক্রমে তাদের জ্ঞান ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন। যেমন– হালাল ও হারাম খাদ্যবস্তু ও পানীয় সম্পর্কে শিখন-শেখানো কাজে শিক্ষক সহজেই ইন্টারনেটের সহায়তায় হালাল ও হারাম বস্তু ও পানীয়গুলোর চিত্র শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারেন। উল্লেখ্য যে, আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সকল বিষয়বস্তু কার্যকর শিখনে আইসিটি মিডিয়া ও আইসিটি নির্ভর উপকরণ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অডিও ভিডিওভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার: অডিও ভিডিও ভিত্তিক উপকরণ সর্বাধুনিক না হলেও এর কার্যকারীতা ও আবেদন নিত্য নতুন। বিশেষত আরবি ভাষা ও সাহিত্যের কিছু বিষয়ের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে অডিও-ভিডিও ভিত্তিক উপকরণ থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়পক্ষই প্রভূত উপকৃত হতে পারে। যেমন, আরবি ভাষা ও সাহিত্য-এর সাথে আল-কুরআন ও আল-হাদিসের অবিচ্ছেদ্য সংশ্লিষ্টতা আছে। আরবি ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত বিভিন্ন হুকুম-আহকাম এবং বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল-এর মূল উৎস সম্পর্কে জানতে হলে আল-কুরআন ও হাদিস-এর পঠন-পাঠন অত্যাবশ্যক। আর এক্ষেত্রে আল-কুরআনের সূরা তিলাওয়াত/পঠন ও হাদিস পাঠের ভিডিও ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা সহজেই এ বিষয়ের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। এছাড়াও আরবি ভাষা ও সাহিত্যের আরো নানা শিখন বিষয় আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে অডিও-ভিডিও ভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হতে পারে। যেমন, সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্বলিত দৃশ্য, হজের বিভিন্ন স্থান ও আনুষ্ঠানিকতা পালনের দৃশ্য, বিভিন্ন দোয়া, মুনাজাত, আজান, ইকামাত ইত্যাদি।

বিষয় সংশ্লিষ্ট বাস্তব উপকরণ ব্যবহার: ডিজিটাল উপকরণ ও অন্যান্য উপকরণ ছাড়াও আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট যেসব শিখন-শেখানো উপকরণ আবশ্যকতা চিহ্নিত করে, সেগুলোর সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং শিখন-শেখানো কাজে ব্যবহার করার মাধ্যমে এ বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রয়োগমুখি করা যায়।

আরবি ভাষার দক্ষতা উন্নয়ন ও মূলগ্রন্থ পঠন-পাঠন: আরবি ভাষা ও সাহিত্যমূলত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদিস থেকে উৎসারিত। আল-কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানের বাহন হচ্ছে আরবি ভাষা।

সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা: ইসলামি জীবন দর্শনে আরবি ভাষা ও সাহিত্য একটি জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ের শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারনা অর্জনের ক্ষেত্রে কেবল এ বিষয়ে শ্রেণিকক্ষের গতানুগতিক পঠন-পাঠনই যথেষ্ঠ নয়। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন

সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, কর্মশালার আয়োজন করা ও তাতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে-এ বিষয়ের জ্ঞান ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা যায়।

বিভিন্ন ইসলামি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড/পর্ব উদযাপন ও কর্মসূচি পালন: দাখিলস্তরের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাক্রমে এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলো বিভিন্ন ইসলামিক কর্মকাণ্ড/পর্ব উদযাপন বা আয়োজনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে শিক্ষার্থীদের শেখানো যায়, যেমন– রোগির সেবা, দুঃস্থ, অসহায়, নিঃস্বদুর্গত ও বিধবার সেবা, পরিচ্ছন্নতা অভিযান ইত্যাদি। আবার আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আত্মশুদ্ধি, শালীনতা, মানব সেবা, পরোপকার ইত্যাদি বিষয়ে শ্রেণিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। আবার শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর অংশ হিসেবে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আচার-আনুষ্ঠানিকতা/পর্ব/সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উদযাপনের মাধ্যমে এ বিষয়ের জ্ঞান ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা যায়।

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষক নির্দেশিকার প্রবর্তন: আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয় শিক্ষকের নিজ বিষয়ের উপর গভীর দখল ও দক্ষতার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে শ্রেণিকক্ষে তার শিখন-শেখানো কার্যক্রমে। আর নিজ বিষয়ের উপর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়াও এতদসংক্রান্ত শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করে তদানুসারে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা যায়।

১০.২ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বেঞ্জামিন প্লুম-এর মতে শিখনের মৌলিক ক্ষেত্র–
ক. ২টি
খ. ৩টি
গ. ৪টি
ঘ. ৫টি

২. আরবি ভাষা ও সাহিত্যের 'খতমে নবুওয়াহ' বিষয়টি শিখন-শেখানোর মূল উদ্দেশ্য হিসেবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ–
ক. শিক্ষার্থীর জ্ঞানগত ক্ষেত্রের উন্নয়ন হয়
খ. শিক্ষার্থীর আবেগিক ক্ষেত্রের উন্নয়ন সাধিত হয়
গ. শিক্ষার্থীর মনোপেশি ক্ষেত্রের উন্নয়ন সাধিত হয়
ঘ. শিক্ষার্থীর জ্ঞানগত সাহিত্যের ও মনোপেশি ক্ষেত্রের উন্নয়ন হয়

৩. আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের সাথে নিচের কোনটি বেশি সংশ্লিষ্ট?
ক. Head On
খ. Hands On
গ. Heart On
ঘ. Head On & Heart On

উত্তরমালা: ১ খ, ২. ঘ, ৩. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান অর্জনের উৎসসমূহ কী হতে পারে?

২. বেঞ্জামিন প্লুমের 'Taxonomy of Educational Objectives' মোতাবেক শিখন ক্ষেত্রগুলোর (Learning Domain) নাম লিখে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের একটি করে উদাহরণ দিন।

৩. অডিও ভিডিও উপকরণ ব্যবহার করে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় কী?

গ. রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষে হাতে কলমে শিক্ষাদান করা যায় দাখিল স্তরের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের এমন বিষয়গুলো শিক্ষাদানে আপনার কৌশল উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

২. আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. 'আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ের শিক্ষকের শিখণ-শেখানোর পদ্ধতি জ্ঞান ও তা প্রয়োগের দক্ষতা এবং আইসিটি মিডিয়া ব্যবহারের দক্ষতা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে'। এ অভিমতের পক্ষে বিপক্ষে আপনার যুক্তি উপস্থাপন করুন।

পাঠ ১০.৩: প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গঠনকালীন মূল্যযাচাই-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে পারবেন;
- একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে বিএমএড প্রোগ্রামের 'আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষণ' বিষয়ে আপনার বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাই-এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের কৌশলসমূহ আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ের শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করে মূল্যযাচাই করতে পারবেন।

শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত

শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় ব্যক্তির আচরণের কাঙ্খিত পরিবর্তন বলে– যা জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। একটি গতিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যক্তির আচরণের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। ব্যক্তি তথা শিক্ষার্থীর মাঝে এ বিকাশ ও পরিবর্তন কতটা হয়েছে তা নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন মূল্যায়নের। আর মূল্যায়ন হল একটি প্রক্রিয়া- যার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা হয়। সহজ ভাষায় শিক্ষার্থীরা শিখন উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা নিরূপণের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অর্জন যাচাইকে মূল্যযাচাই বা মূল্য নিরূপণ বা মূল্য আরোপ বলা হয়। শিখন-শেখানো সমুদয় কার্যক্রমের মাঝে মূল্যযাচাই অতিগুরুত্বপূর্ণ। মূল্যযাচাই বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের পরিধি প্রকাশ করার সুযোগ প্রদান করে। শিক্ষার্থীদের অর্জনের মূল্যযাচাই নানাভাবে করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রধান দু'টি মূল্যযাচাই প্রক্রিয়ার একটি হল গঠনকালীন বা গাঠনিক মূল্যযাচাই (Formative Assessment) এবং অন্যটি হল সামষ্টিক বা চূড়ান্ত মূল্যযাচাই (Summative Asessment)। এ অধিবেশনে আমরা গঠনকালীন মূল্যযাচাই সম্পর্কে আলোচনা করবো।

গঠনকালীন মূল্যযাচাই-এর ধারণা

গাঠনিক বা গঠনকালীন মূল্যযাচাই-এর নামের সাথে এর পরিচয়ের আভাষ নিহিত। গঠনকালীন মূল্যযাচাইকে ইংরেজিতে Formative Assessment বলা হয়। 'ormative' শব্দটির উৎপত্তি 'Form' থেকে- যার অর্থ গঠন করা বা তৈরি করা। আর শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যযাচাই হলো– শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কর্মসূচি ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মূল্যযাচাই বলতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে বোঝায়। শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপের জন্য মূল্যযাচাই করা হয়। তাই মূল্যযাচাই শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপক। আক্ষরিক অর্থের নিরিখে বলা যায় শিক্ষার্থীর দুর্বলতা বা সবলতা সনাক্ত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তৈরি বা গঠন করে নেয়ার জন্য যে মূল্যযাচাই তা-ই গঠনমূলক বা গাঠনিক মূল্যযাচাই। অন্যভাবে বলা যায়, শিক্ষার্থীর শিখনে সবলতা ও দুর্বলতা সনাক্ত করে তা নিরাময়ের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের গঠন করা হয় তাকে গঠনকালীন মূল্যযাচাই বলে। গঠনকালীন মূল্যযাচাই হলো প্রাক ও ধারাবাহিক মূল্যযাচাই যা শিক্ষার্থীকে যথোপযুক্তভাবে গড়ে তোলা তথা শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে উন্নয়ন ও সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত মূল্যায়নের পূর্বে করা হয়। গঠনকালীন মূল্যযাচাই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কোর্স

চলাকালীন সময়ে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নকালে কার্যক্রমের অগ্রগতির তদারকি করা ও মানযাচাই করা যায়।

গঠনকালীন মূল্যযাচাই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদদের দেয়া কয়েকটি সংজ্ঞার প্রতিদৃষ্টি দেয়া যাক। যেমন- শিক্ষাবিদ Ruth Sutton বলেছেন, "গাঠনিক মূল্যযাচাই হল আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশুর শিখন সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তার মাধ্যমে পরবর্তী ধাপের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়"। বেষ্টওকান (১৯৯৫) বলেন, গাঠনিক মূল্যায়ন হল একটি চলমান ও অবিরত প্রক্রিয়া। গাঠনিক পর্যবেক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য বা কাজ হল কোন শিখন কার্যের কতটুকু পূর্ণ হল বা কতটুকু শিখন ঘটল তার মাত্রা নিরূপণ এবং পূর্ণ সফল শিখন ঘটতে কতটুকু বাকি রইল তা সুনির্দিষ্টকরণ। আবার সাটন (১৯৯১)-এর মতে গাঠনিক মূল্যযাচাই হল আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত একটি চলমান ও অবিরত প্রক্রিয়া যার সাহায্যে শিশুর শিখন সংক্রান্ত তথ্য ও সাক্ষ্য পাওয়া যায় এবং তার উপর ভিত্তি করে, কোন ধাপ বা কোন নির্দিষ্ট কার্যকে পরিচাল না করা যায়। Page Thomas উক্তি করেন, "গাঠনিক মূল্যযাচাই ব্যবস্থায় প্রয়োগকৃত অভীক্ষার ফলাফল থেকে তথ্যের ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থাকে উন্নত করা যায় বা যা শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতা ও সর্বোচ্চ শিখন প্রতিবন্ধকতার চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম, তাকে গাঠনিক মূল্যযাচাই বলে"। বস্তুত গঠনকালীন মূল্যযাচাইকে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করলেও তাদের মূল বক্তব্য প্রায় এক ও অভিন্ন। সর্বোপরি, কোন পাঠ বা কোর্স চলাকালীন শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন করা হয় তা-ই গঠনকালীন মূল্যযাচাই।

প্রশিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আসুন উপরের আলোচনার নিরিখে নিজের ভাষায় মূল্যযাচাই ও গঠনকালীন মূল্যযাচাই-এর একটি করে সংজ্ঞা তৈরি করি–

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোকে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা যায়। যেমন–

১. এটি একটি চলমান বা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া- যে প্রক্রিয়ায় কোন শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে কিনা তা মনিটর করা হয়।
২. গাঠনিক মূল্যযাচাই হতে পারে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, সান্মাসিক অথবা যে কোন পিরিওডিক মূল্যায়ন। এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষাদানের পরবর্তী কার্যক্রম কী হবে, তা ঠিক করে থাকেন।
৩. আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক দু'ভাবেই এটি সম্পন্ন করা যায়।
৪. এটি শিক্ষার্থীর শিখন উদ্দেশ্যকে পরিমাপ করতে সাহায্য করে।
৫. এটি শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।
৬. শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানে এটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিতে সহায়তা করে।
৭. কখনো কখনো এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও উপকরণের ধরন ও ব্যবহার পরিবর্তন করা হয়।

বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব

শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী এমনকি শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা প্রশাসকের নিকট গঠনকালীন মুল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। উল্লেখিত পক্ষসমূহের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

শিক্ষকের ক্ষেত্রে

- গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে মূল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষকতার শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সবলতা-দুর্বলতাচিহ্নিত করে দূর্বলতা উত্তোরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন।

- এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর দুর্বলতা সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।
- এর মাধ্যমে যথাসময়ে শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে সচেতন করতে পারেন।
- শিক্ষক তার অবলম্বিত পদ্ধতির কার্যকরিতা যাচাই করতে পারেন এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন।
- শিক্ষক তার দক্ষতা পরিমাপের সুযোগ পান।
- শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে

- গাঠনিক মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে দুর্বলতা দূর করার জন্য সচেতনভাবে অগ্রসর হতে পারে।
- নিয়মিত মূল্যায়নের কারণে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের প্রতি যে সাধারণ ভীতি থাকে, তা দূর হয়ে যায়।
- এ মূল্যযাচাই চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করে।
- বিষয়বস্তুর পরিষ্কার ধারণা গঠনে সহায়তা করে।
- সকল প্রশ্নের মানসম্মত উত্তর প্রদান করতে পারে।
- শ্রেণিতে শিক্ষার্থী তার নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে।
- প্রেষণা সৃষ্টি হয় ও উত্তম পাঠ অভ্যাস তৈরি হয়।
- চূড়ান্ত পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা হ্রাস পায়।
- বাছাইকৃত প্রশ্ন পড়ার প্রবণতা হ্রাস পায়।
- নিজের প্রতিচূড়ান্ত পরীক্ষায় সাফল্যের মনোবল বৃদ্ধি পায়।
- অভিভাবককে তার অগ্রগতি ও দুর্বলতা জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আলোচনা করতে পারে।
- বিশেষ দুর্বল দিক কাটিয়ে উঠার জন্য শিক্ষকের বিশেষ সহায়তা ও পরামর্শ চাইতে পারে।
- সহপাঠীদের সহায়তায় নিজের দুর্বলতা দূর করার সুযোগ পায়।
- এ মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা চাপমুক্ত থাকে।
- এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিভিন্নমূখী দক্ষতা ও সামর্থ্য যাচাইয়ের সুযোগ থাকে বিধায় এ মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সমস্যা সমাধান দক্ষতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটে।

শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের ক্ষেত্রে

- শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ গাঠনিক মূল্যায়নের ফলাবর্তনের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সবলতা-দুর্বলতা নির্ণয় করতে পারেন।
- বিশেষজ্ঞগণ গাঠনিক মূল্যায়নের ফলাবর্তন শিক্ষা গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে পারেন।
- গাঠনিক মূল্যায়নের ফলাবর্তনের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, পরিমার্জন ও নবায়ন করতে পারেন।

শিক্ষা প্রশাসকের ক্ষেত্রে

- শিক্ষা প্রশাসকগণ শিক্ষা বিষয়ক তদারকির সময় গাঠনিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফল ব্যবহার করতে পারেন।
- শিক্ষকদের কর্মকালীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এ ফলাফল ব্যবহার করতে পারেন।
- শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের কাজে এ মূল্যায়নের ফলাফল ব্যবহার করতে পারেন।

গঠনকালীণ মূল্যযাচাইয়ের কৌশল

গাঠনকি মূল্যাযাচাইয়ের ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের ভিতর ও বাহির উভয় স্থানের বিভিন্ন কর্মকান্ডই বিবেচ্য, তবে সাধারণত শ্রেণিকক্ষের ভিতরেই বেশির ভাগ কর্মকাণ্ড গাঠনিক মূল্যায়নে সবচেয়ে বেশি বিবেচিত হয়। আবার শ্রেণিকক্ষের অনেক মূল্যায়ন কৌশল শিক্ষক/প্রশিক্ষকের উদ্দেশ্য অনুসারে তা গাঠনিক কিংবা চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে গণ্য করা যায়। অধিকন্তু গাঠনিক মূল্যযাচাই আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক- দু'ভাবেই হতে পারে। শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে গাঠনিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ব্যাপক। শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্ন, লিখিত প্রশ্ন, বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষা, নির্দেশিত পঠন, নির্দেশিত কাজ, প্রশ্নোত্তর, সাক্ষাৎকার, কুইজ, মাথা খাটানো, গল্প বলা, ছবি/চিত্র/মানচিত্র আঁকা, পোস্টার প্রদর্শন, জোড়ায় কাজ, মাইন্ডম্যাপিং, ভূমিকাভিনয়, দলীয় কাজের পারস্পরিক মূল্যায়ন, কেসস্টাডি, পর্যবেক্ষণ, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, শ্রেণি পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা, এ্যাসাইনমেন্ট, সেমিনার, টার্ম পেপার, চেকলিস্ট, বাড়রি কাজ ইত্যাদি বিবেচ্য হতে পারে। আবার শ্রেণিকক্ষের বাইরে গৃহ পরিদর্শন, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কাজ বিবেচনা করে গাঠনিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে। নিম্নে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের কতিপয় কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

শ্রেণির কাজ

কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের/শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে শ্রেণির কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল। শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতা ও তাদের সহযোগিতামূলক শিখন দক্ষতা বিকাশ শ্রেণি কাজের অন্যতম উদ্দশ্যে। প্রশিক্ষণার্থী/শিক্ষার্থী কর্তৃক শ্রেণিতে সম্পাদিত সকল কাজ শ্রেণি কাজের অর্ন্তগত। শ্রেণি কাজের ক্ষেত্র ব্যাপক। শোনা, পড়া, লেখা ও আঁকা, নির্দেশিত পাঠ, এককভাবে কাজ, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, মাথা খাটানো, পোস্টারে লিখে তা প্রর্দশন, গল্প বলা, সাক্ষাৎকার দেওয়া ও নেওয়া, অভিনয় করা, দলীয় কাজের পারস্পরিক মূল্যায়ন, কেস স্টাডি, পর্যবেক্ষণ, চেকলিস্ট ইত্যাদি শ্রেণির কাজের উদাহরণ। শ্রেণিতে প্রশিক্ষণার্থীরা/শিক্ষার্থীরা যখন এসব কাজ করে তখন প্রশিক্ষক/শিক্ষক তাদের পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে, তা বুঝতে পারেন। ফলার্বতন এবং প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের কাজ তত্ত্বাবধান করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনার মাধ্যমে বিদ্যমান ধারণা সুস্পষ্ট করতে পারেন।

মৌখিক প্রশ্নকরণ

শ্রেণিতে প্রশিক্ষক/শিক্ষকগণ মৌখিক প্রশ্ন করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা পাঠের বিষয়ে কী জানে আর কী জানে না তা, নিশ্চিত হতে পারেন। প্রশ্ন করার মাধ্যমে বর্তমান পাঠ থেকে পরবর্তী পাঠে যাওয়ার জন্য তার শিখন-শেখানো কার্যক্রম বেশির ভাগ প্রশিক্ষণার্থী/শিক্ষার্থীর কাছে কতটুকু ফলপসূ হয়েছে, তা যাচাই করে দেখতে পারেন। এছাড়াও প্রশ্ন করার মাধ্যমে পাঠের পূর্বে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থী/শিক্ষার্থীদের ধারণা কতটুকু, তা জানতে পারেন। এক্ষেত্রে তাদের বিদ্যমান ধারণা সুস্পষ্টকরণে আরো সহায়তার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তা শ্রেণিতে মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়।

লিখিত প্রশ্ন

গঠনকালীন মূল্যযাচাই এর ক্ষেত্রে লিখিত প্রশ্ন একটি বহুল ব্যবহৃত এবং গতানুগতিক কৌশল। এ কৌশলে প্রশিক্ষক/শিক্ষক সহজে শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষণার্থী/শিক্ষার্থীদের শিখনের জ্ঞানগত উদ্দেশ্যের অগ্রগতি যাচাই করে তার প্রমাণ সংরক্ষণ করতে পারেন।

মৌখিক উপস্থাপনা

বিভিন্ন বিষয়ের মৌখিক উপস্থাপনার মান ও দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করে প্রশিক্ষণার্থীদের/শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিত করা যায় এবং প্রশিক্ষক/শিক্ষক সে অনুযায়ী ধারণা সুস্পষ্টকরণে পদক্ষেপ নিতে পারেন। কোন কিছু

প্রকাশ ও বর্ণনা করার দক্ষতা, একক কাজ ও দলীয় কাজ উপস্থাপনের নৈপূণ্য ইত্যাদি মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়নের অন্যতম নির্দেশক।

বাড়ির কাজ

পাঠের শিখনকে সুদৃঢ় ও প্রয়োগমূখী করতে বাড়ির কাজ গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ির কাজ যাচাই করে শিক্ষার্থীর শিখন সফলতার মানযাচাই করা যায়।

নির্ধারিত কাজ/অর্পিত কাজঃ Assignment

নির্ধারিত কাজ হচ্ছে শ্রেণির বাইরে করণীয় প্রশিক্ষক/শিক্ষক কর্তৃক আরোপতি কাজ। এটি এক ধরণের বাড়ির কাজ। তবে সাধারণ অর্থে বাড়ির কাজ থেকে এটি ভিন্ন প্রকৃতির কাজ। এ কাজে অনেক সময় প্রশিক্ষণার্থী/শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিভিন্ন তথ্য- উপাত্ত ব্যবহার করতে হয়। অনেক সময় আবার এ কাজের লিখিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হয়। নির্ধারিত কাজ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আকাইদ ও ফিকহ সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত কাজের একটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলঃ

বিষয়ঃ উগ্র ও ভ্রান্ত ধর্মীয় আকীদার সামাজিক ক্ষতি ও এর প্রতিকার।

[প্রশিক্ষার্ণীরা/শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে মসজিদের অভিজ্ঞ ইমামসহ উপযুক্ত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে একটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রশ্ন করে উগ্র ও ভ্রান্ত ধর্মীয় আকীদা কীভাবে সামাজিক ক্ষতি সাধন করছে এবং উত্তরদাতাদের মতামতের ভিত্তিতে এ সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো লিপিবদ্ধ করে প্রতিবেদন তৈরি করবে।]

অনুসন্ধানের ধাপ

ক. শিরোনাম;
খ. তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নমালা তৈরি;
গ. তথ্য সংগ্রহ;
ঘ. তথ্য শ্রেণিবিন্যাস;
ঙ. প্রতিবেদন তৈরি।

প্রতিবেদন তৈরির সংকেত

ক. ভূমিকা;
খ. অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য;
গ. তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি;
ঘ. তথ্য পর্যালোচনা/বিশ্লেষণ/প্রাপ্ত ফলাফল;
ঙ. উপসংহার।

এ ধরণের প্রতিবেদন থেকে বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বিদ্যমান ধারনা চিহ্নিত করা যায় এবং সে অনুযায়ী ধারণা সুস্পষ্টকরণে পদক্ষেপ নেয়া যায়।

চেকলিস্ট/ইনভেনটরি ব্যবহার

চেকলিস্ট/ইনভেনটরি আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের হতে পারে। চেকলিস্ট ব্যবহার করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির পরিবর্তনের মাত্রা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করতে পারেন।

অভীক্ষার ব্যবহার

বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষার সাহায্যে যেমন: প্রান্তিক বা সামষ্টিক মূল্যায়ন করা যায়, তেমনি আবার গাঠনিক মূল্যায়নেও বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষা প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির মান নির্ধারণ করা যায়। শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়। শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে বিশেষত শিক্ষার্থী কর্তৃক শিখনীয় বিষয় স্মরণ করতে পারা, অনুধাবন করতে পারা, লব্ধ ধারনা নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারা, তথ্যকে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারা; সারসংক্ষেপ তৈরি অথবা সম্প্রসারণ বা ব্যাখ্যা করতে পারা, অর্জিত জ্ঞানকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা, ধারনা বা যুক্তিকে বিশ্লেষণ করতে পারা এবং কোনো বিষয়ে যুক্তি সহকারে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারার দক্ষতা ও সার্মথ্যকে মূল্যায়ন করা হয়।

শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ

গাঠনিক মূল্যায়নে পর্যবেক্ষণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়। প্রশিক্ষক/শিক্ষক হিসেবে শ্রেণিকক্ষে পর্যবেক্ষণের নানা ইস্যু রয়েছে, যেমন– শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝে প্রশ্নোত্তর, একক, জোড়ায়, দলীয় কাজসহ বিভিন্ন কাজ, পাঠে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মাত্রা, বিভিন্ন কাজের শৃঙ্খলা, পঠন, লিখন, শ্রবণ দক্ষতা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের অন্যতম বিষয়। এছাড়াও বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। সুক্ষ্ম ও নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের নৈপুণ্য ও দক্ষতা পরিমাপ করা সম্ভব। তবে পর্যবেক্ষণ হতে হবে নির্ভরযোগ্য ও পদ্ধতিগত। এজন্য ব্যক্তি শিক্ষকের পরিবর্তে কিছু কিছু বিষয়ে সকল শিক্ষকের যৌথ পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। নতুবা তা পক্ষপাতদুষ্টু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার পর্যবেক্ষণ হতে হবে রেকর্ড ভিত্তিক।

টার্ম পেপার

এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বোঝার ধরণ, পরিমাণ ও বিস্তৃতি মূল্যায়ন করা যায়।

রেটিং স্কেল

এর সাহায্যে জানা যায় শিক্ষার্থী কী বোঝেনি এবং কতটুকু বোঝেনি।

কুইজ

দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন।

গৃহ পরিদর্শন

গৃহপরিদর্শন করে শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তাকে মূল্যায়ন করা যায়। গৃহপরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর রুচিবোধ, নান্দনিকতা, স্বাভাবিক প্রবণতা, কর্মদক্ষতা, আচার-আচরণ, প্রবণতা ইত্যাদি পরিমাপপূর্বক তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী

শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন রকম সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে। এজন্য শিক্ষার্থীদের যথার্থ মূল্যায়নে সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড।

বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম

শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিকাশ সাধন করা হয়। কিন্তু কেবল শ্রেণিকক্ষ থেকেই এসব অর্জনের মাত্রা নিরূপণ

করা যায় না। তাই শ্রেণিকক্ষের বাইরের বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড বিচার বিশ্লেষণপূর্বক প্রশিক্ষণার্থী/শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা আবশ্যক। এ জন্যে শ্রেণিকক্ষের বাইরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন– আবৃত্তি, অভিনয়, ধর্মীয় সংগীত, খেলাধুলা, অংকন, সমাজ সেবা, শিক্ষা ভ্রমণ, আরবি ভাষা ও সাহিত্যের কক্ষ সাজানো, উপকরণ সংগ্রহ, উপকরণ প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রজেক্ট প্রভৃতিকে ও মূল্যায়নের সময় গুরুত্বসহ বিবেচনায় রাখা দরকার। গাঠনিক মূলযায়নের এসব কৌশলে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা, কর্মদক্ষতা, মানসিক প্রবণতা, আগ্রহ, চিন্তাশক্তি, অভিরুচি প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটে।

উল্লেখিত কৌশল ছাড়াও শ্রেণিকক্ষে বিষয়ের গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ে বোর্ডের কাজ, দৈনিক হাজিরা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ডায়েরি লেখা, বিষয় সংশ্লিষ্ট গল্প বলা, সবলদের দিয়ে দুর্বলদের শিক্ষা দেওয়া, শুনাবার পরে তা বলানো, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে গাঠনিক মূল্যযাচাই করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, গাঠনিক মূল্যায়ন যেভাবেই করা হোক না কেন এর উদ্দেশ্য হবে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের তদারকি বা মনিটর করার মাধ্যমে তা উন্নয়নের জন্য ফলাবর্তন প্রদান, যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীতাদের দুর্বলতা সনাক্ত করে নিরাময় বা প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

১০.৩ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে–
ক. শিক্ষার্থীর আত্ম-বিশ্বাস সৃষ্টি
খ. বিষয়বস্তুর পরিষ্কার ধারণা গঠন
গ. সৃজনশীল দক্ষতার উন্নয়ন
ঘ. নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

২. শিক্ষার্থীর রুচিবোধ, নান্দনিকতা ও স্বাভাবিক প্রবণতা মূল্যায়নে সহজ উপায় হচ্ছে–
ক. গৃহ পরিদর্শন
খ. রেটিং স্কেল ব্যবহার
গ. অভীক্ষার ব্যবহার
ঘ. শ্রেণির কাজ

৩. গঠনকালীন মূল্যযাচাই কীভাবে করা যেতে পারে?
ক. আনুষ্ঠানিকভাবে
খ. অনানুষ্ঠানিকভাবে
গ. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে
ঘ. কোনটিই নয়

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. গঠনকালীন মূল্যযাচাই বলতে কী বোঝায়?
২. গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ৫টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের শ্রেণিকক্ষে 'মৌখিক প্রশ্নকরণ'-এর গুরুত্ব কী?

গ. রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।
২. আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে বিএমএড প্রোগ্রামের 'আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ' বিষয়ে আপনার বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাই আপনাকে কীভাবে সহায়তা করতে পারে? বুঝিয়ে দিন।

পাঠ ১০.৪: শিখন সফলতার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিখন সক্ষমতার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ-এর ধারনা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন সক্ষমতার বৈচিত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন সক্ষমতার বিভিন্নতার ভিত্তিতে সকল স্তরের শিক্ষার্থীর শিখন সফলতায় শ্রেণি শিক্ষক হিসেবে আপনার করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শ্রেণিকক্ষ

শ্রেণিকক্ষ বরাবরই একটি জটিল জগৎ (A complex world) হিসেবে আখ্যায়িত। একটি শ্রেণিকক্ষে নানা বৈশিষ্টের শিক্ষার্থীর সমারোহ থাকে। তাদের শিখন সামর্থ্য, শিখনের ধরণ এবং শিখন চাহিদাও বৈচিত্র্যময়। নির্দিষ্ট মাপের একজোড়া জুতা যেমন সবার পায়ে সমানভাবে খাপ খায় না, তেমনি বৈচিত্র্যময় শিখন সামর্থ্য এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষক কর্তৃক নির্বাচিত ও ব্যবহৃত দু'একটি পদ্ধতি ও কৌশলই কেবল যথেষ্ঠ নয়। এজন্য চাই শিক্ষার্থীদের বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ। এ অধিবেশনে আমরা আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন সক্ষমতার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তত কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

বিস্তৃত কার্যক্রম-এর ধারণা

বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ বলতে শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী যাতে কার্যকর ও সফলভাবে শিখতে পারে সে জন্য পরিবেশ-পরিস্থিতি ও শিক্ষার্থীর চাহিদানুসারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করাকে বোঝায়। শিখন সফলতার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণের পরিসর বা ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। এক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষকের সাথে সাথে অনেক বিষয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান, সংশ্লিষ্ট প্রশাসক, শিক্ষার্থীর অভিভাবক এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সংশ্লিষ্টতা ও সহায়তা প্রয়োজন। শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে শিক্ষকের বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ বলতে বিশেষত শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যময় শিখন চাহিদা চিহ্নিত করে তা পূরণের উদ্দেশ্যে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ ও শিখন সহায়তায় বৈচিত্র্যের অবতারণা করাকে বোঝায়। বর্তমান অধিবেশনের বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণের আলোচনায় কেবল শ্রেণিকক্ষের ভিতরে অবলম্বনযোগ্য বা প্রয়োগ যোগ্য কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন সক্ষমতার শিক্ষার্থী ও তাদের শিখন

শিক্ষার্থীরা নানাভাবে শিখে। একটি শ্রেণিকক্ষে নানা চাহিদা ও নানা বৈশিষ্ট্যের শিক্ষার্থীর সমাবেশ থাকে। তাদের শিখন স্টাইল এবং চাহিদা ও বৈচিত্র্যময়। বুদ্ধিমত্তা, প্রবণতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ, চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বহুমাত্রিক বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য থাকে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা মৌখিক বা ভাষা বৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তায় পারদর্শী তারা শোনা, বলা, লেখা ইত্যাদি কৌশলে ভাল শেখে। যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা প্রবণ শিক্ষার্থীরা যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সহজেই বিমূর্ত বিষয়ের ধারণা লাভ করে। আবার দৃষ্টি ও অবস্থানমূলক বুদ্ধিমত্তা প্রবণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষণের ক্ষেত্রে চিত্র, প্রতিকৃতি, মানচিত্র, অংকন, চার্ট, ডায়াগ্রাম ইত্যাদির ব্যবহার বেশ কার্যকর। হাতে-কলমে কাজ করে ভাল শেখে অনুভূতি ও শরীর বৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা প্রবণ শিক্ষার্থীরা। শিখনে ছন্দ, সুর, তাল ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে ছন্দ ও সঙ্গীতমূলক বুদ্ধিমত্তায় চৌকস শিক্ষার্থীরা কার্যকরভাবে শিখে। আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা প্রবণ শিক্ষার্থীরা গভীর চিন্তা-ভাবনা, একক কাজ, মাথা খাটানো ইত্যাদি কৌশলে কার্যকরভাবে শিখে। আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা প্রবণ

শিক্ষার্থীরা জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ এবং বিভিন্ন সহযোগিতামূলক শিখন কৌশলে শিখতে পছন্দ করে। প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা প্রবণ শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক পরিবেশ-এর বিভিন্ন উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে শিখতে পছন্দ করে। এছাড়া আবার শ্রেণিকক্ষের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (Learners with special need) বা বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের শিখন সহায়তার জন্য গতানুগতিক পদ্ধতি ও কৌশলের সাথে শিক্ষককে কিছু ভিন্ন কৌশল (যেমন– একীভুত শিখন-শেখানো কৌশলসমূহ) অবলম্বন করতে হয়। এভাবে শ্রেণিকক্ষের শারীরিক সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী, শ্রবণ সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী, বাক সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী, বুদ্ধি ও আবেগিক সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী, অনগ্রসর শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা পূরণে আবার বাড়তি কিছুপদ ক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এভাবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন সক্ষমতার বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে সব ধরনের শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা পূরণকল্পে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় বিস্তৃতকার্যক্রম গ্রহণ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন সক্ষমতার বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন সক্ষম তার বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ এর নানা উপায় আছে। নিম্নে কতিপয় উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:

শ্রেণিকক্ষে শিখন বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি

শ্রেণিকক্ষ হল শিক্ষার্থীদের শিখনের অন্যতম মূল স্থান যেখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সহায়তায় সবাই মিলে শিক্ষা গ্রহণ করে। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এটি হবে শিখন বান্ধব শ্রেণিকক্ষ। এ প্রসঙ্গে ইউনেস্কো, ঢাকা, প্রণিত (বাংলায় অনুদিত) একটি টুলকিটে উল্লেখ করা হয়েছে: শিখনবান্ধব-এর মূলকথা হল শিক্ষার্থীকে কার্যকরভাবে মূল শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা। একটি শিখনবান্ধব পরিবেশে শিক্ষার্থীরা কেবল নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করেই উপকৃত হয় না বরং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে যেখানে তাদের চাহিদাগুলো বিবেচনা করা হয়, তা থেকেও উপকৃত হয়। একটি শিখনবান্ধব পরিবেশে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের শিখনে অংশগ্রহণ করার পূর্ণ সুযোগ দেয়া হয়। এটি এমন একটি পরিবেশ যেখানে শিক্ষকরা যাতে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেও মানিয়ে নিতে পারেন এবং যেখানে অভিভাবক এবং সমাজের সদস্যরা তাদের শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে এবং তাদের বিদ্যালয়কে চালু রাখতে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত হয়। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের সহায়তা ও ক্ষমতায়ন করা হয়।

শ্রেণিকক্ষে একীভূত শিখণ-শেখানো সংস্কৃতির উন্নয়ন ও পদ্ধতি প্রয়োগ

শিখন সফলতার বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে আরবি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিখন-শেখানো কাজে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে একীভূত শিখন-শেখানো সংস্কৃতির উন্নয়ন ও একীভূত শিক্ষার পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ। কারণ একীভূত শিক্ষা এমন একটি শিক্ষা দর্শন ও পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা ও সফলতার বিভিন্নতার প্রেক্ষিতেই সৃষ্ট। রাষ্ট্র, সমাজ, বিদ্যালয়, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার ভূমিকা বিবেচনায় একীভূতকরণ (Inclusion)-এর ধারণায় ব্যাপকতা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে একীভূত শিক্ষার ধারণা অনেক কিছুকে সামিল করে, যেমন– শিখনে শিশু/শিক্ষার্থীকে সুযোগদান, স্কুল বয়সী সকল সামর্থ্য ও পরিবেশ-পরিস্থিতির শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে অন্তর্ভূক্ত করা, একীভূত শিক্ষা দর্শনের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণনয়ন, একীভূত বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, একীভূত শিক্ষাক্রম, একীভূত বিদ্যালয়, একীভূত শিখন-শেখানো সামগ্রী, একীভূত মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি। শ্রেণিকক্ষের প্রেক্ষিতে একীভূত শিক্ষা বলতে শ্রেণিকক্ষে বিদ্যমান সকল সামর্থ্যের শিক্ষার্থীর ভিন্নতাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে মেনে নিয়ে সব ধরণের শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা পূরণ ও শিখন সহায়তাদানের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি, কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ। এ জন্য শ্রেণিকক্ষে একীভূত শিখন-শেখানো সংস্কৃতির উন্নয়ন ও পদ্ধতি প্রয়োগের সাথে আবার বহু মাত্রিক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন–

- বিষয়/শ্রেণি শিক্ষককে একীভূত শিক্ষকে পরিণত হওয়ার/করার কার্যক্রম। অর্থাৎ, আরবি-এর শ্রেণিকক্ষে একীভূত শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম এ বিষয়ের শিক্ষককে একীভূত শিক্ষা দর্শন

সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে প্রথমত তাকে একজন 'একীভূত শিক্ষক'-এ পরিণত হতে হবে।

- একীভূত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জনের কার্যক্রম।
- একীভুত শিখন-শেখানো পদ্ধতি কৌশল অবলম্বনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম।
- একীভূত শিখন-শেখানো উপকরণ সামগ্রী নির্ধারণ/প্রণয়ন/ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম।
- একীভূত পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষ মূল্যায়ন, গাঠনিক মূল্যায়ন ও সামষ্ঠিক মূল্যায়ন দক্ষতার উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
- বিশেষভাবে সক্ষম বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যমান শিক্ষাক্রমকে নমনীয় প্রক্রিয়ায় (Flexible way) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম ইত্যাদি।

অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো সংস্কৃতির উয়ন্নন

শিক্ষার্থীদের শিখন সফলতার বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিখন-শেখানো কাজে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণের অন্যতম আরেকটি উপায় হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যময় অংশগ্রহণমূলক কৌশল অবলম্বন। অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির মত কেবল একক কোনো পদ্ধতির নাম নয়। এটি এমন একটি শিখন-শেখানো সংস্কৃতি যাতে শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণের বৈচিত্র্যময় কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা প্রদান করা হয়। অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো কৌশলের তালিকা ব্যাপক। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিখন-শেখানো কার্ক্রমকে অংশগ্রহণমূলক করার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। যেমন–

- একক কাজ (Working Alone);
- জোড়ায় কাজ (Pair Work);
- দলীয় কাজ (Group Work);
- মাথা খাটানো (Brain Storming);
- সতীর্থ শিক্ষণ (Peer Teaching);
- ভূমিকাভিনয় (Role Play);
- নাটকাভিনয় (Dramatization);
- তূষার বল (Snow Balling);
- বিশেষজ্ঞ কর্তন (Expert Jigsaw);
- ফিস বল (Fish Bowl);
- আটার রোলে বাদাম সাজানো (Doughnut);
- ডাক বাক্স (Post Box);
- স্কাফল্ডিং (Scaffolding);
- মডেলিং (Modeling);
- পর্যবেক্ষণ (Observation);
- প্রদর্শন (Demonstration);
- ধারণা মানচিত্র (Concept Mapping);
- মানসিক মানচিত্র (Mind Mapping);
- মার্কেট প্লেস (Market Place);
- প্রশ্নকরণ (Questioning);
- অনুসন্ধান (Investigation) ইত্যাদি।

সতীর্থ শিক্ষণ-শিখন সংস্কৃতির উন্নয়ন

শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের শিখন সামর্থ্যে পার্থক্য সব সময়েই বিদ্যমান। তাই অনেক সময় শ্রেণিতে সরাসরি শিক্ষকের শিখন-শেখানো কার্যক্রম থেকে সকল শিক্ষার্থী শিখন বিষয়বস্তু একবারেই রপ্ত করতে পারে না। তাছাড়া আবার শ্রেণি শিক্ষককে তার একার পক্ষে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে পর্যাপ্ত শিখন সহায়তা প্রদান করাও সহজ নয়। এক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চাহিদাপূরণ তথা শিখন সহায়তার উপায় হিসেবে সতীর্থ শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ বেশ কার্যকর। শ্রেণিকক্ষে অনেক বিষয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের চেয়ে তাদের সতীর্থদের থেকে বেশি শিখে থাকে। সতীর্থদেরকে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাওয়ার মাধ্যমে এবং তাদেরকে শিখনে সহায়তা করার মাধ্যমে নিজেরা অনুপ্রাণিত, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও উৎসাহী হয়। সতীর্থ শিখন পদ্ধতির সাথে সহযোগিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশলের অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে। বিভিন্ন ধরণের অংশগ্রহণমূলক কৌশল যেমন জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, দলীয় আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে সতীর্থ শিখন পদ্ধতিকে বাস্তবায়ন করা যায়। এক্ষেত্রে আবার জোড়া গঠন, দল গঠনের ক্ষেত্রে নানা নীতিমালা অবলম্বন করে সতীর্থ শিখন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হয়। দল গঠনের ক্ষেত্রে যেমন পরিস্থিতি সাপেক্ষে অগ্রসর ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীর মিশ্রণ কিংবা সমমনা বা সমগোত্রের (Homogeneous) সমন্বয়ে দল গঠন অথবা নানাধর্মী (Heterogeneous) সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে দল গঠন ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। সতীর্থ শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে পারস্পরিক আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা একে অপরের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হয়ে ওঠে। আবার এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি দিতে শিখে। এ সতীর্থ শিখন সংস্কৃতির উন্নয়নে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন–

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মাঝে পারস্পরিক ইতিবাচক সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়তার কৌশল সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- শিখন প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে অনুমোদন দেওয়া ও শিখনে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- তাদের মাঝে পরস্পর সহযোগিতা করার পরিবেশ সৃষ্টি করার উপায় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অংশগ্রহণ (Participation) ও কাজে জড়িতকরণ (Engagement) নিশ্চিতকরণের নীতি-পদ্ধতি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সতীর্থ শিক্ষণ পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায় সংক্রান্ত কার্যক্রম ইত্যাদি।

শ্রেণিকক্ষে সহযোগিতামূলক শিখন সংস্কৃতির উন্নয়নে কার্যক্রম

এ পৃথিবীতে কোন কিছুই নিরঙ্কুষভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেক জীব ও বস্তুত কোনো না কোনোভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সমাজ, সংসার তথা বাস্তবজীবনে পারস্পরিক সহযোগিতা যেমন জীবনকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি শ্রেণিকক্ষে শিখনে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করে তুলতে সহায়তা করে। একটি শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর শিখন সামর্থ্য এক নয়। শিক্ষার্থীরদের মাঝে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে কেবল অনগ্রসর শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়– এমন নয়, বরং শিখনে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শ্রেণির অগ্রসর-অনগ্রসরসহ সব ধরনের শিক্ষার্থীই উপকৃত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং নিজেদেরকে প্রকাশ করার প্রকৃতি হিসেবে ৩ ধরণের শ্রেণিকক্ষ দেখা যায়, যেমন– (ক) প্রতিযোগিতামূলক (Competitive), (খ) ব্যক্তিতান্ত্রিক (Individualistic) এবং (গ) সহযোগিতামূলক (Cooperative)। প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রথমোক্ত দুই ধরণের শ্রেণিকক্ষ শিক্ষার্থীদের মাঝে অসহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করতে থাকে– যা প্রকৃতপক্ষে কাম্য নয়। পক্ষান্তরে, সহযোগিতামূলক (Cooperative) শ্রেণিকক্ষে শিখন সম্পাদিত হয় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে। সহযোগিতা বলতে মূলত কোনো একটি যৌথ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একত্রে কাজ করাকে বোঝায়। যেমন– Johnson and Johnson (1989) বলেন, “Co-operation is working together to accomplish shared goals”. বহু গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত যে যখন

শিক্ষার্থীরা পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষে কাজ করে, তখন তারা আরো কার্যকরভাবে শিখনফল অর্জন করতে পারে। তাই শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক বা ব্যক্তিতান্ত্রিক পদ্ধতির চেয়ে সহযোগিতামূলক শিখন প্রক্রিয়ায় অধিকতর সফলতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে Johnson and Johnson, ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত মোট ১২২টি গবেষণা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে সহযোগিতামূলক শিখন একটি শক্তিশালী সফল শিখন পদ্ধতি। তাদের মতে, Co-operation seems to be much more powerful in proceeding achievement than other interaction patterns and results hold for several subject areas and a range of age group from elements school through adult. শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি উন্নতকরণে সহযোগিতামূলক শিখন পদ্ধতি/পদ্ধতিসমূহের ভূমিকা ব্যাপক। যেমন- জনসন ও জনসন, হোপার ও হানাফিন (১৯৮৯) বলেন, এ পদ্ধতি বিভিন্ন বর্ণ, সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মাঝে পারস্পরিক উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে। প্লাভিন (১৯৮৭)-এর মতে, এ পদ্ধতি বৈচিত্র্যময় মূল্যবোধ সম্বলিত শিক্ষার্থীদের প্রতি অন্যান্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্নত করে। কপার (১৯৮৪) উক্তি করেন, এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের যথার্থ সহায়তা করার একটি কার্যকরি উপায় সৃষ্টি করে দেয়। শ্রেণিকক্ষে শিখনে সহযোগিতার সংস্কৃতি শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষ-পরবর্তী বাস্তব জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলে। শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক সহযোগিতার চর্চা বাস্তব জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করে দেয়। বাস্তব জীবন অন্যের সহযোগিতা ছাড়া অচল। এজন্য শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের শিখন সক্ষমতার বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে তাদের সবার চাহিদাপূরণে সহযোগিতামূলক শিখন সংস্কৃতির উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিতে সহযোগিতামূলক শিখনের নানা মডেল ও কৌশল আছে। শ্রেণিকক্ষে এ সহযোগিতামূলক শিখন সংস্কৃতির উন্নয়নে নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় সক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করা যায়।

শিখন-শেখানো উপকরণ সামগ্রী অর্থপূর্ণভাবে নির্বাচন, প্রণয়ন ও ব্যবহার সম্পর্কিত কার্যক্রম

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন সক্ষমতার বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে শিখন-শেখানো উপকরণ ও সামগ্রী অর্থপূর্ণভাবে নির্বাচন, প্রণয়ন ও ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি। কারণ, উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে সব ধরনের শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদাপূরণ সহজ হয়। বিশেষত বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের আইসিটি মিডিয়া এবং আইসিটিভিত্তিক উপকরণ উন্নয়ন এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সফ্টওয়ার ও অ্যাপ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় শিখন চাহিদা বিশিষ্ট শিক্ষার্থীদেরকে সহজেই সহায়তা প্রদান করা যায়। এজন্যেও বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

শ্রেণিকক্ষে বহুমুখি যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম

বিভিন্ন সক্ষমতার শিক্ষার্থীদের শিখন সহায়তাদানে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরণের যোগাযোগ কৌশল ও দক্ষতার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল। তাই শ্রেণিকক্ষে বহুমুখি যোগাযোগ মাধ্যম ও যোগাযোগ দক্ষতা ব্যবহারের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের কার্যকর শিখনে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক- শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপায়। শ্রেণিকক্ষে কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম গতিশীল ও উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়। এজন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্তঃব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতার উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। শ্রেণিকক্ষে নানা মাধ্যমে যোগাযোগ সংঘটিত হয়, যেমন- লেখার মাধ্যমে যোগাযোগ, বলার মাধ্যমে যোগাযোগ, শোনার মাধ্যমে যোগাযোগ, দৃষ্টির মাধ্যমে যোগাযোগ, উপকরণ ব্যবহার বা প্রদর্শনের মাধ্যমে যোগাযোগ ইত্যাদি। এছাড়া শ্রেণিকক্ষে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক নানা যোগাযোগ মাধ্যম উন্নয়ন ও ব্যবহারে কার্যক্রম গ্রহণ করে বিভিন্ন সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের সহায়তাদানে কার্যকর ভূমিকা পালন করা যায়।

সর্বোপরি, শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর শিখন সক্ষমতা এক নয়। শিখন সক্ষমতায় বৈচিত্র্যসত্ত্বেও সকল শিক্ষার্থী একটি শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী হিসেবে তাদের সকলের শেখার যেমন অধিকার আছে, তেমনি আবার তারা সকলেই শিখতেও পারে। শিখনে তাদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করেই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে শিখন-শেখানো

কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এজন্য প্রয়োজন তাদের নিজ নিজ বৈচিত্র্যময় চাহিদাসমূহ পূরণ এবং বিভিন্ন উপযোগী পদ্ধতিতে তাদের শিখন সহায়তা দান। আর তাদের এ বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণের তাগিদেই বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা আপরিহার্য।

১০.৪ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বৃদ্ধিমত্তা বিচারে একটি শ্রেণিতে কত ধরনের শিক্ষার্থী বিদ্যমান থাকতে পারে?
ক. ৫ ধরণের
খ. ৭ ধরণের
গ. ৩ ধরণের
ঘ. ৮ ধরণের

২. নিচের কোন কৌশলটি 'আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা প্রবণ' শিক্ষার্থীদের শিখন সহায়তায় বেশি সহায়ক?
ক. ফিড ট্রিপ
খ. হাতে-কলমে কাজ
গ. মাথা খাটানো
ঘ. চিত্রের ব্যবহার

৩. নিচের কোনটি সতীর্থ শিখন বাস্তবায়নের উত্তম উপায়?
ক. অনুসন্ধান
খ. মাথা খাটানো
গ. পর্যবেক্ষণ
ঘ. দলীয় কাজ

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ. ৩. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষকে একটি জটিল জগৎ (Complex World) হিসেবে আখ্যায়িত করার কারণ কী?
২. শ্রেণিতে মেধাভিত্তিক দল গঠনের কৌশলসমূহ কী?
৩. শ্রেণিকক্ষে বহুমুখি যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ৩টি কৌশল নির্দেশ করুন।

গ. রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন সক্ষমতার বিভিন্নতার স্বরূপ চিহ্নিত করুন।
২. আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন সক্ষমতার বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে আপনার করণীয় ব্যাখ্যা করুন।
৩. শিখন-শেখানো কার্যক্রম অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি– কৌশলসমূহের ব্যবহার কীভাবে বিভিন্ন সক্ষমতার শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা পূরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে? ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

পাঠ ১০.৫: সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শ্রেণিকক্ষে শিখনে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখার গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- শ্রেণিকক্ষে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শিখনে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখার কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে ধারার কৌশলসমূহ আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করে ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

একটি শ্রেণিকক্ষ

একটি শ্রেণিকক্ষে নানা রকম বৈশিষ্ট্যের শিক্ষার্থীর সমাগম থাকে। তাদের শিখন সামর্থ্য এবং ধরণও বৈচিত্র্যময়। এজন্য শ্রেণিকক্ষকে সবসময়ই একটি জটিল জগৎ (A complex world) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ জটিল জগতে প্রবেশ করে এ জগতকে জয় করার জন্য একজন শিক্ষকের বহুমাত্রিক কলাকৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ করতে হয়। শ্রেণিকক্ষ নামক এ জটিল জগতের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শ্রেণির সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি করা ও তা ধরে রাখা। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সফল ও সার্থক ব্যবস্থাপনায় পাঠ্য বিষয়ের প্রতি সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি করা ও তা ধরে রাখার গুরুত্বও অনস্বীকার্য। এ অধিবেশনে আমরা আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি করার উপায় ও তা ধরে রাখার প্রক্রিয়া ও কলাকৌশল সম্পর্কে জানবো।

সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখার গুরুত্ব

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে কার্যকর ও অর্থবহ করতে পাঠে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি করা এবং তা ধরে রাখা একজন শিক্ষকের মৌলিক যোগ্যতাসমূহের অন্যতম একটি যোগ্যতা। শিখনে সকল শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি করতে এবং তা ধরে রাখতে না পারলে শ্রেণিকক্ষের অন্যান্য সকল আয়োজন গুরুত্বহীন হয়ে যেতে পারে। শ্রেণির সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সবার আগে আমাদের জানা দরকার যে শ্রেণিতে কোন কোন ধরনের/পর্যায়ের শিক্ষার্থী থাকে। মূলত একটি শ্রেণিকক্ষে নানা চাহিদা ও নানা বৈশিষ্ট্যের শিক্ষার্থীর সমাবেশ থাকে। যাদেরকে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিবেচনায় বিভিন্ন নামে অভিহিত করি। যেমন অগ্রসর শিক্ষার্থী, অনগ্রসর শিক্ষার্থী ও মধ্যম মানের শিক্ষার্থী। আচরণিক দিক বিবেচনায় কখনো কখনো আবার তাদেরকে আমরা নিরব শিক্ষার্থী, আচরণিক সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থী, আধিপত্য বিস্তারকারী শিক্ষার্থী, নেতিবাচক শিক্ষার্থী, ইতিবাচক শিক্ষার্থী ইত্যাদি নামে আখ্যা দেই। এছাড়া ও শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সচরাচর আমরা আরো কিছু বিশেষণমূলক শব্দ ব্যবহার করে থাকি যেমন– অতিমেধাবী শিক্ষার্থী, ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (Learners with special need) বা বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের আবার কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যেমন– শারীরিক সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী, শ্রবণ সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী, বাক সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী, বুদ্ধি ও আবেগিক সমস্যা-সম্পন্ন শিক্ষার্থী ইত্যাদি। আবার বুদ্ধিমত্তা বিচারে একটি শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের Auditory and musical learners, Visual and spatial learner, Verbal learner, Logical and mathematical learner, Physical or kinesthetic learner, Social and interpersonal learner, Solitary and intrapersonal learner. এ সাত শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এছাড়াও আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ, চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের

বহুমাত্রিক বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য থাকে। কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও তারা একটি শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী। তাদের সবার শেখার অধিকার আছে এবং তারা সকলেই শিখতে পারে। শিখনে তাদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করেই শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। কারণ একজন শিক্ষক কেবল অগ্রসর শিক্ষার্থী কিংবা শ্রেণির দুর্বল শিক্ষার্থীর জন্যই নন। তিনি শ্রেণির সবার শিক্ষক। শিখনে তিনি সকলকে নিয়েই সামনে এগিয়ে যাবেন। শ্রেণিতে শিখনে একাংশের মনোযোগি তা আবার আরেক অংশের অমনোযোগিতা একটি শ্রেণিকক্ষকে যথার্থ শিখনবান্ধব শ্রেণিকক্ষে পরিণত করতে পারে না। যাদেরকে শ্রেণিতে শিখনে আগ্রহী ও মনোযোগী করা যাবে না, তারা কেবল অমনোযোগী শিক্ষার্থী তাই নয়। অমনোযোগিতার ফলশ্রুতিতে শ্রেণিতে তারা নানা রকম বিশৃংখলা ও অবাঞ্ছিত আচরণ করবে, যা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ে আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখতে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। এ প্রসঙ্গে কবিতার এ উক্তিটি খুবই প্রাসঙ্গিক: ‘পশ্চাতে রেখেই যাবে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিবে নিশ্চয়ই’। শ্রেণিতেও যাদেরকে শিখনে আগ্রহ ও মনোযোগের বাইরে রাখা হবে, তারা সে শ্রেণিকক্ষের সবকিছুকে পশ্চাতে টেনে নিয়ে যাবে। তাই শ্রেণির উল্লেখিত সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর শিখন সফলতার প্রয়োজনেই সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি করা ও তা ধরে রাখা অপরিহার্য।

সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখার কৌশল

শিখন-শেখানো কার্যক্রম বরাবরই একটি জটিল প্রক্রিয়া। শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কাজটি আরো জটিল। তদুপরি, আবার শিখন-শেখানো কাজের সফলতার অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে শ্রেণিতে পাঠ্য বিষয়ের শিখনে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি ও তা ধরে রাখা নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। কারণ একটি শ্রেণিকক্ষে নানা রকম বৈশিষ্ট্যের শিক্ষার্থীদের সমাগম থাকে। তাদের শিখন স্টাইল, শিখন চাহিদা, শিখন সমস্যা বৈচিত্রময়। শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখতে কেবল শিক্ষকের প্রতিশ্রুতি, সদিচ্ছা ও আন্তরিকতাই যথেষ্ঠ নয়। এসবের সাথে এ ব্যাপারে শিক্ষকের কৌশলগত কার্যকর পরিকল্পনা ও তা প্রয়োগ করার দক্ষতা থাকা অপরিহার্য। পাঠের এ পর্বে আমরা আরবি ভাষা ও সাহিত্য শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করবো, তবে এ আলোচনার প্রাককালে এ বিষয়ে আমরা আপনার নিজস্ব চিন্তাধারা ও ভাবনা সম্পর্কে ধারণা নিতে চাই। এ বিষয়ে আপনার নিজস্ব চিন্তাধারা নিচের বক্সে সংক্ষেপে লিখুন।

১.

২.

৩.

৪.

৫.

আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখতে যেসব কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে, তার কতিপয় নিম্নরূপ:

শিখন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের প্রেষণা শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখতে সহায়তা করে। কোনো কিছুর কামনা এবং তা পাওয়ার কর্মপ্রেরণার নাম প্রেষণা। প্রেষণা সৃষ্টি করা বলতে কোন কিছুতে আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করাকে বোঝায়। প্রেষণা হল এক ধরনের প্রণোদনা বা তাড়না (Drive)- যা মানুষ ও সকল প্রাণীর কর্মপ্রেরণার উৎস। শিখনে প্রেষিত আচরণের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থী যতক্ষণ না উদ্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে শিখতে পারবে, ততক্ষণ সে বিষয়ে শিখতে তার তীব্র ইচ্ছা, অনুরাগ, তাড়না অব্যাহত থাকবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের নানাভাবে প্রেষণাদান করা যায়। শিখনে প্রেষণার মূলকথা হলো শিখনের

আবেগ ও আবেগীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা। শিক্ষার্থীদের কাজের স্বীকৃতি দেওয়া, উপযুক্ত সময় তাদের পুরস্কার দেওয়া ইত্যাদি প্রেষণা সৃষ্টির উদাহরণ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষক যদি শিখনের প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারেন, তা হলে সে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ও মনোযোগী হয়ে উঠবে।

শ্রেণির সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখতে শ্রেণিকক্ষের নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করা ও তা বজায় রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ছোট-খাট নানা প্রতিকূলতা দক্ষতার সাথে দ্রুত মোকাবেলা করে কাজের গতি অক্ষুন্ন রাখতে হবে। শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার এ শৃংখলা রক্ষার সাথে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখার গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখার অন্যতম একটি কৌশল হল মনোযোগী আচরণের স্বীকৃতি দেয়া। স্বীকৃতি শিখনে প্রেষণা হিসেবে কাজ করে। তাই শ্রেণিতে যেসব শিক্ষার্থী শিখনে আগ্রহী ও মনোযোগী থাকে শিক্ষক যদি তাদের এ মনোযোগী আচরণের স্বীকৃতি দেন, তাহলে তাদের আগ্রহ ও মনোযোগ আরো বেশি বেড়ে যায় এবং এ কারণে অন্য শিক্ষার্থীরাও মনোযোগী হতে উৎসাহ পায়।

শ্রেণিকক্ষের বাঞ্ছিত আচরণ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সকল স্তরের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখা যায়। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের যেসব আচরণ বাঞ্ছিত ও প্রশংসনীয় সেসব আচরণের প্রশংসা করা। শ্রেণিকক্ষে কোন শিক্ষার্থীর ভাল আচরণের প্রশংসা করা হলে সে শ্রেণিকক্ষে ভাল আচরণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যায়। শ্রেণিকক্ষে বাঞ্ছিত আচরণকে শক্তিশালী করার জন্য শিক্ষকের মৌখিক বা অন্য কোনো ধরণের ইতিবাচক কৌশল অবলম্বন করা উচিত।

শ্রেণিতে আচরণগত সমস্যা বিশিষ্ট শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নজরদারি বজায় রেখে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ অক্ষুন্ন রাখতে সচেষ্ট হতে হবে। তাছাড়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কারণে কখনো কখনো শ্রেণিকক্ষের দলীয় মনোযোগ বিঘ্নিত হয়। দলীয় মেনোযোগ ধরে রাখার জন্য শ্রেণিতে এ ধরনের শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের ব্যক্তিগত নজর এবং প্রতি শিক্ষার্থীর প্রতি একই সময় একইভাবে দৃষ্টি রাখা হলে শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে কাজে মনোনিবেশ করতে পারে।

শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখার জন্য শ্রেণিতে আগ্রহ, উদ্দীপনামূলক প্রশ্নকরণ অত্যন্ত কার্যকর একটি উপায়। এজন্য পাঠের বিষয়বস্তুকে বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে প্রশ্ন করা হলে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা সহজ হয়। শিক্ষক যদি পাঠ উপস্থাপনের সময় আগ্রহ, উদ্দীপনামূলক প্রশ্ন করেন, তাহলে তার উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা সক্রিয় হবে। প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে গিয়ে তাকে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে, সহপাঠীদের সাথে মতের আদান-প্রদান করতে হবে– আর এসবের মধ্য দিয়ে নিজেদের অজান্তেই তারা শিখনে আগ্রহী ও গভীর মনোযোগী হবে। মনে রাখতে হবে, শ্রেণিতে প্রশ্ন করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে সক্রিয় করা।

শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে শিখনে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে। যেমন: শিক্ষার্থীদের শোনানোর সাথে সাথে সে বিষয়টি দেখানো। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের একটি পাঠ উপস্থাপনে ও কিছু বিষয় মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা, কিছু বিষয় আবার প্রদর্শনের মাধ্যমে তুলে ধরা, তারপর আবার হয়তো হাতে-কলমে কাজ করতে দেয়া- এভাবে একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে তাতে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে।

শ্রেণিতে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রখতে পাঠে চাক্ষুষ প্রযুক্তির ব্যবহার বেশ কার্যকর। চাক্ষুষ প্রযুক্তি পাঠ্যপুস্তকের শিখন বিষয়কে আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করে তুলতে সহায়তা করে। চাক্ষুষ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে আলোচনার বিষয়বস্তু প্রাণবন্ত হয়ে উঠে, যার ফলে এ কৌশলে শ্রেণির সব ধরণের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

চাক্ষুষ প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে অন্যান্য আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ ও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অধিবেশনের একঘেয়েমি দূর করে অধিবেশনকে আনন্দদায়ক করে। যেসব শিক্ষার্থী বক্তৃতা কিংবা আলোচনার সময় অমনোযোগী থাকে, দেখা যায় আকর্ষণীয় উপকরণ ব্যবহারের সময় তারা আগ্রহী ও মনোযোগী হয়। এজন্য শ্রেণিতে সব ধরনের শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি ও মনোযোগ ধরে রাখতে শিক্ষককে শিখন-শেখানো কাজে আকর্ষণীয় উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

শিক্ষণ-শিখনে বলবৃদ্ধিকরণ (Reinforcement)-এর গুরুত্ব রয়েছে। শ্রেণি পাঠে বিভিন্ন ধরনের বলবৃদ্ধি কারক (Reinforcers)-এর ব্যবহার শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও উদ্দীপ্ত করতে সহায়ক। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখতে শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের বল বৃদ্ধিকারক ব্যবহার করতে পারেন। বল বৃদ্ধিকারক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন– (ক) শব্দ বা শব্দ গুচ্ছের মাধ্যমে প্রশংসা করা: যেমন– চমৎকার, আসলেই তুমি খুব ভাল বুঝেছ; (খ) মৌখিক ইতিবাচক বিভিন্ন অভিব্যক্তি: যেমন– হাসি, আগ্রহীভাব নিয়ে তাকানো; (গ) নৈকট্য ও ঘনিষ্টতা: যেমন– দলের সাথে বসা, শিক্ষার্থীদের কাছে যাওয়া; (ঘ) শারীরিক সংস্পর্শ: যেমন– সুন্দর উত্তর দেয়ার কারণে স্নেহ বসত পিঠে বা বাহুতে টোকা দেয়া ইত্যাদি। এগুলো সামাজিক বল বৃদ্ধিকারক-এর উদাহরণ। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখতে টোকেন বল বৃদ্ধিকারক (Token Reinforcers), কাজ সম্পর্কীয় বলবৃদ্ধিকারক (Activity Reinforcers) শ্রেণিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণি কক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখতে শিক্ষকের যোগাযোগ দক্ষতা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শ্রেণিকক্ষ একটি যোগাযোগ ও মিথষ্ক্রিয়ার স্থান। শিক্ষার্থীদের মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ ও মিথষ্ক্রিয়া ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের দক্ষতা একদিকে যেমন শ্রেণিকক্ষকে সুশৃংখল, নিয়ন্ত্রিত ও গতিশীল রাখে, অন্যদিকে এ দক্ষতা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখতে সহায়তা করে। সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষকের বাচনিক দক্ষতার ব্যবহার– যেমন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের স্পষ্ট, দরাজ কণ্ঠস্বর সাধারণত শিক্ষার্থীদেরকে পাঠে মনোযোগী থাকতে সহায়তা করে। আবার পাঠের বিভিন্ন পর্বে বা প্রেক্ষাপটে কণ্ঠস্বরের তারতম্য (Tone Variation) ঘটানো হলে তা শিক্ষার্থীদেরকে পাঠে মনোযোগী হতে কিছুটা সহায়তা করে। পাঠ উপস্থাপন কালে সর্বদা একই মাত্রা বা ভঙ্গির কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা হলে কিছুক্ষণ পরেই শিক্ষার্থীদের কাছে তা একঘেয়ে মনে হয় এবং এ ধরনের পরিস্থিতিতে তারা ঝিমিয়ে পড়ে।

পাঠ উপস্থাপনকালে মৌখিক বর্ণনার সাথে সাথে উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার পাঠকে ও শ্রেণিকক্ষকে প্রাণবন্ত করে তোলে, যা একাধারে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সৃষ্টিতে ও মনোযোগ ধরে রাখতে সহায়তা করে। উপযুক্ত অংগভঙ্গির মাধ্যমে কখনো কখনো আবেগঘন শিখন পরিবেশ তৈরি করা যায়। আবার কোন বিষয়ের ধারণা স্পষ্টকরণে অঙ্গভঙ্গি বেশ কার্যকর।

আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হতে পারে শ্রেণিতে অংশগ্রহণমূলক, শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ও সক্রিয় শিখন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা। এ পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করানো, হাতে কলমে কাজ করানো, জোড়ায় ও দলীয় কাজসহ অন্যান্য কাজে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষক যদি দক্ষতার সাথে এ পদ্ধতি যথাযথভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে পারেন, তা হলে সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নিষ্ক্রিয়তা ও অমনোযোগিতার কোন সুযোগ থাকে না, বরং শিক্ষার্থীরা কর্মতৎপর থেকেই পাঠের বিষয়বস্তু শেখে। যেমন– শ্রেণিতে অংশগ্রহণমূলক/সক্রিয় শিখন কৌশলের অংশ হিসেবে শিক্ষক যদি ভূমিকাভিনয় (Role Play), বিতর্ক (Debate), ডাকবাক্স (Post Box), মার্কেটপ্লেস (Market Place), নাটকাভিনয় (Dramatization), স্নো-বল (Snow Balling), মৎস রঙ্গপাত্র (Fish Bowl), বিশেষজ্ঞকর্তন (Expert Jigsaw), আটাররোলে বাদাম সাজানো (Doughnut), বুলেটিনবোর্ড (Bulletin Board) ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করেন তাহলে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী সক্রিয় কর্মতৎপর থাকে এবং আনন্দ ও উদ্দীপনার সাথে পাঠে অংশগ্রহণ করে।

শিক্ষকের ভাল প্রস্তুতি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সৃষ্টি ও ধরে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাঠদানে শিক্ষকের প্রস্তুতির অর্থ হলো পাঠদানের বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা এবং এ উদ্দেশ্য অর্জনের উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশল বেছে নেওয়া। আবার উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণে অনিবার্যভাবে পাঠের বিষয়বস্তুর উপরে স্পষ্ট ধারণা ও শিখন সহায়ক উপকরণ ও সামগ্রী বেছে নিতে হয়। এছাড়াও পাঠে প্রস্তুতির অনিবার্য অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখার কৌশলও শিক্ষককে পরিকল্পনা করতে হয়। তাই দেখা যায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে একজন শিক্ষক যে পাঠটি শ্রেণিতে উপস্থাপন করেন, সে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত বেশি আগ্রহী ও মনোযোগী থাকে।

আলোচিত উক্ত কৌশলগুলো ছাড়াও আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যময় শিখন-শেখানো কৌশল ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের শিখনে/কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত (Engage) করা, শিখনে প্রতিযোগিতার ও মিথস্ক্রিয়ার পরিবেশ তৈরি করা, শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট ভাল কাজের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা, লজ্জা ও ভয়ের কারণ থেকে শিক্ষার্থীদেরকে মুক্ত রাখা, শিক্ষার্থীদের সকল কাজের সক্রিয় তদারকি করা, শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে যথাযথ নির্দেশনা দেয়া, শ্রেণিকক্ষের নানা রকম কাজের মাঝে ধারাবিহিকতা রক্ষা করা, শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি ঘটনার প্রতি শিক্ষকের তীক্ষ্ম ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহী ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখার উপরোক্ত কৌশলসমূহ পাঠান্তে এ বিষয়ে আরো কোন কৌশল আপনার মাথায় আসলে তার ইঙ্গিত মাইন্ডম্যাপ সংযুক্ত করুন নিম্নের মাইন্ডম্যাপে লিপিবদ্ধ করুন। শিখনে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখতে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদাসমূহ, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, শ্রেণিকক্ষ ও শিখন ব্যবস্থাপনার কৌশল, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। শ্রেণিকক্ষের বাহ্যিক অনুকূল পরিবেশের সাথে সাথে শ্রেণিকক্ষের সামাজিক পরিবেশ পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও তা ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রেণিকক্ষের গুরুগম্ভীর পরিবেশ শিক্ষার্থীদের সব সময় পছন্দনীয় নয়। তারা শ্রেণিকক্ষে এমন পরিবেশ চায় যে পরিবেশে কোন ধরণের শঙ্কা ও সংকোচের কোন কিছু বিদ্যমান থাকবে না। সেখানে নির্বিঘ্নে তারা তাদের মতামত প্রকাশ করবে, মিথস্ক্রিয়া করবে, প্রশ্ন করবে, জানতে চাইবে এবং আনন্দের মাধ্যমে শিখবে। শ্রেণিকক্ষের সামাজিক পরিবেশ শিক্ষার্থীদের চিত্তের বিকাশ ঘটানোর অনুকূল হতে হবে। সর্বোপরি, আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখতে শ্রেণিকক্ষে, আগ্রহ ও উদ্দীপনামূলক প্রশ্নকরণ, শিখনে একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, যোগাযোগ দক্ষতার ব্যবহার, বাচনিক দক্ষতার ব্যবহার, প্রেষণা সৃষ্টি, বিভিন্ন বল বৃদ্ধিকারক-এর ব্যবহার, চাক্ষুষ প্রযুক্তি ও অন্যান্য আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার, সক্রিয় শিখন পদ্ধতি ব্যবহার, হাতে-কলমে কাজ করানো, বাঞ্ছিত আচরণ শক্তিশালীকরণ, মনোযোগী আচরণের স্বীকৃতি, দলীয় মনোযোগ রক্ষায় সক্রিয় থাকা, কাজের গতি অক্ষুন্ন রাখা, শ্রেণি শৃংখলা বজায় রাখা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

১০.৫ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শ্রেণিতে প্রশ্ন করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো–
ক. গাঠনিক মূল্যায়ন
খ. পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করা
গ. শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ
ঘ. পরীক্ষার প্রস্তুতি

২. শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখতে শিক্ষকের প্রতিশ্রুতি, সদিচ্ছার সাথে প্রয়োজন–
ক. নিয়মিত অধ্যয়ন
খ. কৌশলগত পরিকল্পনা
গ. শিক্ষার্থীর আন্তরিকতা
ঘ. শিক্ষার্থীদের শাসন করা

৩. নিচের কোনটি পাঠের বিষয়বস্তুকে প্রাণবন্ত করে তোলে?
ক. প্রেষণা
খ. চাক্ষুষ প্রযুক্তি
গ. শিক্ষকের প্রস্তুতি
ঘ. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ, ৩. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষের সামাজিক পরিবেশ বলতে কী বুঝায়?
২. শ্রেণির বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কত ভাগে করা যায় ও তা কী কী?
৩. সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখতে শিক্ষকের শ্রেণিতে যোগাযোগ দক্ষতার তিনটি দিক উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
২. আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখতে শিক্ষকের পরিকল্পনা ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– এ উক্তির স্বপক্ষে আপনার যুক্তি উল্লেখ করুন।
৩. আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখার পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. আল-কুরআন
২. আত-তানতাবি, নাশায়াতুন নাহভী ওয়া তারিখু অশাহারুন-নুহাত (মিসরঃ পারল মানার, ১৪০৮ হি./১৯৮৭খ্রি.)
৩. আত-তানতাবি, নাশায়াতুন নাহভী ওয়া তারিখু আশহারুন-নুহাত (মিসরঃ দারুল মানার, ১৪০৮ হি./১৯৮৭
৪. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আজ-জুবায়দি, তাবাকাতুন-নাহুবিয়্যিন আল-লুগাবিয়্যিন (কায়রোঃ দারুল মায়ারি, ১৯৭২ খ্রি.)
৫. আবু তাইয়্যব আল-লুগাবি মারাতিবুন-নাহুবিয়্যিন (কায়রোঃ দারুল আকাফিলুল আরাবিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.)
৬. আবু ওসমান আল-মাজিনি, আত-তাসরিফ
৭. মুহাম্মদ আতিকুর রহমান ও অন্যান্য, কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়াহ (ঢাকাঃ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ২০১৬ সাল)
৮. ড. মো, আনোয়ারুল কবীর, সহজ পদ্ধতিতে আরবী ভাষা শিক্ষাদান (ঢাকাঃ তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স। ২০০৬ হি.)
৯. ড. মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (গাজীপুরঃ বিএমটিটিআই)
১০. মোহাম্মদ শামসুল হক, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (গাজীপুরঃ বিএমটিটিআই)
১১. ড. মোঃ মোহাম্মদ ইউছুফ ও ড. মো, মোসলেহ উদ্দিন, আরবি ভাষায় দক্ষতা শিক্ষাদান পদ্ধতি (নূন ওয়াল ক্বলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা , ২০০৮ খ্রি.)
১২. টিকিউ আই-সেপ, মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিএড সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ
১৩. টিকিউ আই-সেপ, মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিএড গণিত শিক্ষণ
১৪. ভিন্নতাকে মেনে নেয়াঃ একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরির কৌশলসমূহ (টুলকিট)
১৫. আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, কামরুজ জাহান ও মোঃ আইউব হোসেন, বাংলাদেশ ল’ বুক কোম্পানী

(১) طرق التدريس للغة العربية بأسلوب سهل، الدكتورمحمدأنوارالكبير، الندوة العالمية للشباب الاسلامي مكتب بنغلاديش صفحة ٥٧
(২) تعليم اللغة العربية للناطقين بها : مناهجه وأساليبه، الأستاذالدكتورأحمدرشديطعيمة، من منشورات المنظمة الاسلامية التربية العلوم والثقافة ايسسكو، الرباط .
১৪০১هـص১০২ (অনুবাদ)
(৩) আরবি ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষণের সহজ পদ্ধতি/মো. আমিনুল ইসলাম/সিয়াম প্রকাশনী ৩৮ বাংলাবাজার/২০২১/পৃ. ১৫১
(৪) আরবি ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষণের সহজ পদ্ধতি/পৃ. ১৭৮-১৮৫
(৫) طرق التدريس لغة العربية بأسلوبسهل صـ ৩৯-৪০
(৬) আরবি ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষণের সহজ পদ্ধতি/পৃ. ১৭৮-১৮৭
(৭) বাংলা শিক্ষণ/প্রফেসর এম.এ.আমিনুর রশিদ/TQI-১১/শিক্ষা মন্ত্রণালয়/পৃ. ১২০